আরাবি বাংলা

আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ

মূল : শায়খ মুহা. আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নে মুসলিম বাহলবি
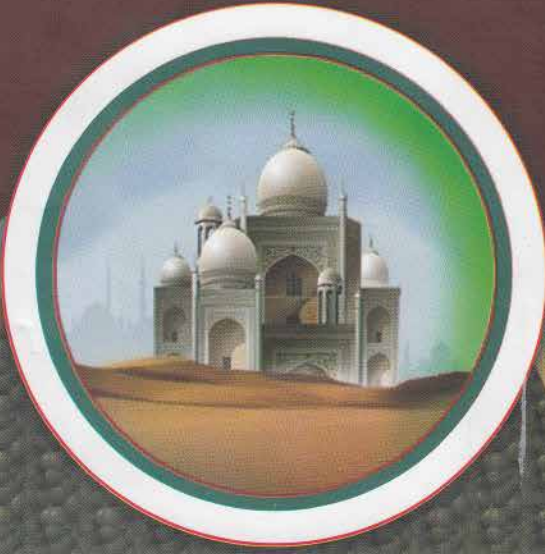
তারজামা ও তা'লিক

মাওলানা মাহফুয আহমদ

শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বাহলবি রাহ. (মৃ. ১৩৯৮হি.)'র

আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ

তারজামা ও তা'লিক

মাওলানা মাহফুয আহমদ

জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহম্মাদপুর
বিয়ানীবাজর, সিলেট

প্রকাশনায়

নিউ মাদানিয়া কুতুবখানা

৭/২ হাজী কুদরত উল্লাহ্ মার্কেট, সিলেট।

Phone: 0821-725103, Mob: 01712-275219

আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ

সংকলন

শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বাহলবি রাহ. (মৃ. ১৩৯৮হি.)

তারজামা ও তা'লিক

মাওলানা মাহফুয আহমদ
জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর
বিয়ানীবাজার, সিলেট

আরাবি কম্পোজ

মাও. জুনাইদ আহমদ

বাংলা কম্পোজ সহযোগিতায়

মাও. মাহমুদুল হাসান মাসউদ

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৪
সফর ১৪৩৬
অগ্রহায়ণ ১৪২১

প্রকাশনায়

নিউ মাদানিয়া কুতুবখানা সিলেট
হাজী কুদরত উল্লাহ্ মার্কেট, সিলেট।
Phone: 0821-725103, Mob: 01712-275219

মূল্য: ৪৫০ টাকা মাত্র।

সালাফে সালিহিনের জীবন্ত নমুনা, যুগশ্রেষ্ঠ হাদিসবিশারদ

শায়খুল হাদিস আল্লামা মুকাদ্দাস আলি সাহেব দা. বা.'র দুআ

মাও. মাহফুয আহমদ ইবনে মুফতি আউলিয়া হোসেন সাহেব আমার স্নেহভাজন ব্যক্তিত্ব। তিনি কম সময়ে হলেও অত্যন্ত মেহনত করে 'আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ'র মুখতাসার শরাহ লিখেছেন। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তার এই মেহনতকে কবুল করুন এবং তাকে ইলমে হাদিসের আরো বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

মুকাদ্দাস আলি
শায়খুল হাদিস, মুনশি বাজার মাদরাসা, জকিগঞ্জ
১২/২/১৪৩৬ হি.

উসতাযে মুহতারাম, মুফাক্কিরে ইসলাম

শায়খ যিয়া উদ্দিন সাহেব দা. বা.'র দুআ

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, আমার স্নেহধন্য শাগরিদ মাও. মাহফুয আহমদ রচিত 'আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ'র ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আশা করি পাঠকবৃন্দ এটা থেকে যথেষ্ট উপকৃত হতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা এটাকে কবুল করুন এবং লেখককে উত্তম বদলা দান করুন।

যিয়া উদ্দিন
মুহতামিম, আঙ্গুরা মুহা. পুর মাদরাসা, বিয়ানীবাজার
১৪/২/১৪৩৬ হি.

ওয়ালিদে মুহতারাম, খলিফায়ে শায়খে কৌড়িয়া রাহ.

শায়খুল হাদিস মাও. আউলিয়া হোসেন সাহেব দা. বা.'র দুআ

হানাফি মাযহাবের মাসআলা সমূহের দলিল জানার ক্ষেত্রে 'আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ' একটি সুন্দর সংকলন। আমার ছোট ছেলে মাও. মাহফুয আহমদ এটার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখেছেন। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা এটাকে উপকারী বানিয়ে দিন এবং লেখককে আরো বেশি কাজের তৌফিক দিন।

আউলিয়া হোসেন
শায়খুল হাদিস, রামধা মাদরাসা, বিয়ানীবাজার
১০/২/১৪৩৬ হি.

দেশের শীর্ষস্থানীয় মুহাক্কিক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা
প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, মাসিক 'আত তাওহীদ'- সম্পাদক

হযরত মাওলানা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন সাহেব দা. বা.'র

অভিমত

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বাহলবি রাহ. উপমহাদেশের একজন প্রাজ্ঞ আলিমে দ্বীন। তাঁর বিরচিত 'আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ' হানাফী মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বিজ্ঞ লেখক তাঁর গ্রন্থে বিশ্বস্ত হাদীসের ভিত্তিতে শরীয়তের অতিগুরুত্বপূর্ণ মাসায়েলগুলো বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। মানুষ তার ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন, তার যুক্তিনির্ভর সমাধান রয়েছে বক্ষ্যমান গ্রন্থে। ঈমান, তাহারাত, তায়াম্মুম, সালাত, মুসাফিরের নামায, জুমুআ, সূর্যগ্রহণের নামায ও জানাযা বিষয়ক খুঁটিনাটি বিভিন্ন মাসায়েল হানাফী চিন্তাধারায় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেন।

সিলেটের বিয়ানীবাজারস্থ জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহম্মাদপুরের উস্তাদ ও তরুণ বুদ্ধিজীবী মাওলানা মাহফুয আহমদ সাহেব উক্ত গ্রন্থটি আরবী থেকে বাংলায় ভাষান্তর করেন। আমি অনুদিত গ্রন্থটির পান্ডুলিপি দেখেছি। মাশাআল্লাহ তাঁর অনুবাদ সহজ, সাবলীল ও গতিময়। তাঁর অনুবাদে মূল ভাবধারার তেজ ও আমেজ অক্ষুন্ন রয়েছে। পড়লে মনে হয় না অনুবাদ। এটা অনুবাদকের স্বার্থকতা ও কৃতিত্ব। অনুবাদের বেলায় তিনি শব্দ ও মর্মকে বিবেচনায় রাখেন। প্রয়োজনবশত সনদ নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাও পেশ করা হয়েছে। বিজ্ঞ অনুবাদক হানাফিদের সমর্থনে গায়রে মুকাল্লিদদের বরণীয় মনীষীদের বহু উক্তি উদ্ধৃত করে বক্তব্যকে যৌক্তিক ও দলিলনির্ভর করেন। গ্রন্থটির শুরুতে মাওলানা মাহফুয আহমদ সাহেব লিখিত 'হাদিস অধ্যয়ন ও অনুসরণ: কিছু মৌলিক কথা' শীর্ষক নিবন্ধটি গবেষণাসমৃদ্ধ ও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

ইতঃপূর্বে মাওলানা মাহফুয আহমদ সাহেব কর্তৃক লিখিত বেশ ক'টি গ্রন্থ বাজারে এসেছে, যা পাঠকবর্গ সাগ্রহে লুফে নেন। আমি 'আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ'-এর বাংলা ভাষ্যটির ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা কামনা করি এবং দু'আ করি যেন আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞ লেখক ও অনুবাদককে জাযায়ে খায়ির দান করেন, আমিন।

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন
অধ্যাপক, ওমরগণি এম ই এস ডিগ্রি কলেজ, চট্টগ্রাম
৬ ডিসেম্বর, ২০১৪

কখনো আমাদেরকে বলতে দেখা যায়, "বাংলা ভাষার মধ্যে 'নূর' নেই! বাংলায় লিখিত কিতাব ও বই-পুস্তকের মধ্যে 'ইলম' নেই। তদ্রূপ বাংলায় লিখিত শরাহ্ পড়লে استعداد নষ্ট হয়ে যায়। অপর দিকে উর্দু ও ফার্সি ভাষার মধ্যে 'নূর' আছে। 'ইলম' আছে।" আমার মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষার চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নাটকীয় ও রসাত্মক আলাপচারিতার মধ্যেও 'নূর' আছে? তাদের অভিনয় শিল্প, নৃত্য ও সঙ্গীত বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যেও 'ইলম' আছে? আমার যতটুকু মনে হয় তা হল, আহ্‌লে নূর ও আহ্‌লে ইলম যা লিখবেন, (আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর শান মোতাবেক জাযায়ে খায়ের দান করুন) তার মধ্যেই নূর থাকবে। তিনি যে ভাষায়েই লিখবেন। বিশেষ কোনো ভাষার সঙ্গে নূর ও ইলমের বিশেষ কোনো বন্ধুত্ব ও মিতালি নেই...। অবশ্য আরবি ভাষার সঙ্গে استعداد এর সম্পর্ক রয়েছে...।

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

মুহাদ্দিস, মাদানীনগর মাদরাসা, ঢাকা।

("কুরআন-তাফসীরের মূলনীতি" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

সূচিপত্র

কিতাবুল ঈমান

বিষয় | পৃষ্ঠা

কিতাবুত তাহারাত

তায়াম্মুমের অধ্যায়সমূহ

কিতাবুস সালাত

নামাযের বর্ণনার অধ্যায়সমূহ

নামাযে বৈধ-অবৈধ বিষয় সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহ

মুসাফিরের নামায প্রসঙ্গে অধ্যায়সমূহ

জুমুআর অধ্যায়সমূহ

সূর্যগ্রহণের নামায সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ

জানাযার অধ্যায়সমূহ

তারজামা ও তা'লিক-এর প্রারম্ভিকা

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين، و على اله و أصحابه أجمعين، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ...

১৪৩৫ হিজরির রামাযানের আগে থেকেই কিছু কিছু প্রকাশনী "আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ"র ওপর কাজ করার জন্যে অধম বান্দাকে ফরমায়েশ করে আসছিল। সঙ্গতকারণে দারসি কিতাবাদির ওপর এ ধরনের কাজ করার প্রতি আমার কোনো 'দিলচসপি' নেই। ফলে বিভিন্ন অজুহাত দেখাতে দেখাতে চলে গেল বহুদিন। কিন্তু ফরমায়েশ অব্যাহত ছিল এবং পরিচিত মহল থেকে জোর তাগিদও আসছিল। অবশেষে সম্মতি প্রকাশ করতেই হল। বস্তুত ঈদুল আযহা পরবর্তী মাদরাসার 'ওয়াকফা' (বিরতি)'র পর থেকে একটু দ্রুতগতিতে কাজ শুরু হল এবং আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে মাস দেড়েকের মধ্যে মোটামোটি ভাবে কাজ এক পর্যায় পৌঁছল। যতদূর মনে পড়ে, শায়খুল হাদিস আল্লামা যাকারিয়া রাহ.ও বিশেষ কোনো প্রেক্ষাপটে "শামাইলে তিরমিযি"র ওপর উর্দু অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার কাজ করেছিলেন। এ কথা মনে পড়ার পর এই বাহ্যত সাদৃশ্যের কারণে কিছুটা আত্মতৃপ্তিবোধ করলাম। و إن لم يدرك الظالع شأو الضليع

যাইহোক, এখন তো কাজটি পাঠকের সামনে। তাঁরা বিচার-মূল্যায়ন করবেন। কাজ করতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে:

১. **অনুবাদ:** শব্দ ও মর্ম উভয়টাকে সামনে রেখে সহজ-সরল অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২. **সাহাবি পরিচিতি:** সংক্ষিপ্তভাবে সাহাবিদের পরিচিতি দেয়া হয়েছে। একজনের নাম একাধিক স্থানে আসলে প্রথম স্থানে তাঁর পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে *'তাযকিরাতুল হুফফায'*, *'আল ইসাবা'*, *'আল ইকমাল'* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. **সনদ পর্যালোচনা:** কিছু কিছু জায়গায় প্রয়োজনবশত সনদ নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে।

৪. **গ্রন্থ পরিচিতি:** সিহাহ সিত্তা কিংবা এ পর্যায়ের গ্রন্থাদি ছাড়া অন্যান্য কয়েকটির পরিচিতি দেয়া হয়েছে।

৫. **শব্দবিশ্লেষণ:** কোনো কোনো স্থানে শব্দের শাব্দিক অর্থ, শব্দের 'যাবত' পেশ করা হয়েছে।

৬. **প্রাসঙ্গিক আলোচনা:** এখানে চার মাযহাব উল্লেখ করত হানাফি মাযহাবের 'উজুহে তারজিহ' (প্রাধান্যতার কারণ) নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে *'মাআরিফুস সুনান'* এবং এরই আলোকে সংকলিত *'দারসে তিরমিযি'* থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৭. **ইসতি'নাস:** গায়রে মুকাল্লিদদের বরণীয় মনীষীদের এমন সব উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেগুলো হানাফিদের পক্ষে কিংবা সমর্থনে। এ বিষয়ে *'মাজমুউল ফাতাওয়া', 'যাদুল মাআদ'* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইচ্ছে ছিল, একটি সুন্দর বিস্তারিত শারহ লিখার। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, অধম বান্দার সাময়িক কিছু ব্যস্ততার কারণে এ কাজে পর্যাপ্ত সময় দেয়া সম্ভব হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা পেশ করা হয়েছে। কিছু জায়গায় খালি রাখা হয়েছিল অন্য সময়ে পূরণ করার আশায়; সেগুলো থেকে হয়ত (ইচ্ছায়-নিচ্ছায়) কোনোটি এখনো খালি রয়ে গেছে। বন্ধুরা বলেছেন, যতটুকু হয়েছে ততটুকুই ছাপনোর ব্যবস্থা করুন এবং পরবর্তীতে বিস্তারিত লিখার চেষ্টা করবেন। তাঁদের কথার ভিত্তিতে এখন ছাপানোর সম্মতি দেয়া হলো। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দিলে পরে এ বিষয়ে চিন্তা করা হবে। 'উজলাত'র কারণে এ সংস্করণে তথ্য, ভাষা ও মুদ্রণ জনিত ভুল থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। সম্মানিত পাঠকবর্গ এ ব্যাপারে অবগত করলে পরবর্তী মুদ্রণে তা শুধরিয়ে দেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক, বরেণ্য শিক্ষাবিদ, ড. মাও. আ ফ ম খালিদ হোসেন সাহেব অভিমত লিখে অধমকে উৎসাহিত করেছেন। বড় ভাই মাও. মাহমুদুল হাসান, ভাই মাও. ছদরুল আমীন এবং সহকর্মী মাও. মুজিরুদ্দিন সাহেব বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। শ্রদ্ধেয় মাও. আবদুল আযিয সাহেব বইটি ছাপানোর ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়াও যারা যেভাবে সহায়তা করেছেন আমি তাঁদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উত্তম বদলা দান করুন। আমিন।

মাহফূয আহমদ
জামিয়া মাদানিয়া আঙ্গুরা মুহাম্মদপুর
বিয়ানীবাজার, সিলেট- ৩১৭০
১১/১২/১৪ ঈ.

হাদিস অধ্যয়ন ও অনুসরণ: কিছু মৌলিক কথা

হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস। হাদিস ও সুন্নাহর অনুসরণ প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। শিক্ষিতদের জন্যে হাদিস অধ্যয়নও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সৌভাগ্যের বিষয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস হিসেবে উলামায়ে কেরামের জন্যে হাদিস ও সুন্নাহর প্রচার-প্রসার, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং এসবের সংরক্ষণ এক মহান দায়িত্ব। উম্মাহর নির্ভরযোগ্য আলিমগণ সর্বযুগে এ গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁদের অক্লান্ত সাধনার বদৌলতে আজ আমাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহ উপযুক্ত পন্থায় পৌঁছেছে। হাদিস সংক্রান্ত অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান করে দিয়ে তাঁরা আমাদের ওপর বহু ইহসান করে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আজকাল সাধারণ শিক্ষিত আমাদের অনেক বন্ধু কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন করতে আগ্রহী হচ্ছেন এবং সাধ্যমতো এগুলো থেকে উপকৃত হতে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং উৎসাহিত করছি। তবে প্রত্যেক জ্ঞান ও শাস্ত্রের নিজস্ব কিছু মৌলিক নীতিমালা থাকে যেগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণই বেশি জানেন; এগুলো জানা না থাকলে সাধারণ পাঠকগণ অনেক সময় ভুল-ভ্রান্তির শিকার হতে পারেন। আজকের এ নিবন্ধে আমরা হাদিস অধ্যয়ন ও অনুসরণ সম্পর্কে অতীব প্রয়োজনীয় কিছু মৌলিক কথা পেশ করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

এক. প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমেই সহিহ হাদিস সীমাবদ্ধ নয়। বরং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থেও প্রচুর সহিহ হাদিস রয়েছে। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম উভয়েই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে, আমরা সকল সহিহ হাদিস আমাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিনি কিংবা করতে পারিনি এবং তা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। ইমাম বুখারি রাহ. (মৃ. ২৫৬হি./৮৭০ঈ.) বলেন- لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، و ما تركت من الصحاح أكثر. "আমি এই কিতাবে (সহিহ বুখারিতে) সহিহ হাদিসই উল্লেখ করেছি। তবে এতদ্ব্যতীত অনেক সহিহ হাদিস রয়ে গেছে।" (*সিয়ারু আ'লামিন নুবালা; যাহাবি, ১০/২৮৩, মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ৭ম সংস্করণ ১৪১০হি.*)

এমনিভাবে ইমাম মুসলিম রাহ.'র শায়খ ইমাম আবু যুরআ রাযি ও ইমাম ইবনে ওয়ারা রাহ.'র নিকট যখন সহিহ মুসলিম সংকলনের সংবাদ পৌঁছলো তখন তাঁরা মন্তব্য করেছিলেন- "এটা আমাদের বিরুদ্ধে বিদআতিদের পথ সুগম করবে।" যখন তাদের সামনে কোনো সহিহ হাদিস পেশ করা হবে তখন তারা এই বলে প্রত্যাখ্যান করবে যে, এটি তো সহিহ মুসলিমে নেই। তখন ইমাম মুসলিম রাহ. (মৃ. ২৬১হি./৮৭৫ঈ.) আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন- إنما قلت: صحاح، و لم أقل: ما لم أخرجه ضعيف، و إنما أخرجت هذا ليكون مجموعا لمن يكتبه. "অর্থাৎ আমি তো এ কিতাবে আমার নিকট যারা হাদিস শিখতে আসবে তাদের স্মরণ রাখার সুবিধার্থে কিছু হাদিস একত্রিত করেছি। আমি তো এ কথা বলিনি যে, এ সমষ্টির বাইরের সকল হাদিস দুর্বল, বরং এ কথা বলেছি যে, এই হাদিসগুলো সহিহ।" (*প্রাগুক্ত*, ১২/৫৭১)

আপনি এখানে ইমাম আবু যুরআ রাযি ও ইমাম ইবনে ওয়ারা রাহ.'র দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করুন! তাঁদের কথা আজ আমাদের সমাজের কত নির্মম বাস্তবতা!!

দুই. এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো বিষয়ে বাহ্যবিরোধপূর্ণ হাদিসসমূহ যদি একাধিক হাদিস গ্রন্থে বিবৃত হয় তাহলে নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থের হাদিসকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। সুতরাং কোনো বিষয়ের একটি হাদিস সহিহ বুখারি কিংবা সহিহ মুসলিমে আছে এবং একই বিষয়ের ভিন্ন একটি হাদিস সুনানে তিরমিযি অথবা অন্য কোনো গ্রন্থে বর্ণিত হয় তাহলে প্রথম হাদিসটি শুধু সহিহ বুখারি বা সহিহ মুসলিমে হওয়ার কারণেই প্রাধান্য পাবে না। অবশ্য এটি ব্যাপক আলোচিত একটি বিষয়। হাফিয ইবনে কাসির রাহ. (মৃ. ৭৭৪হি.), মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১হি.), আল্লামা কাসতাল্লানি রাহ. (মৃ. ৯২৩হি./১৫১৭ঈ.), আল্লামা মুল্লা আলি কারি রাহ. (মৃ. ১০১৪হি.), আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহ. (মৃ. ১০৫২হি.) প্রমুখ হাদিস বিশারদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের হাদিস শুধু বুখারি ও মুসলিমে হওয়ার কারণে অন্য কিতাবের হাদিসের ওপর প্রাধান্য পাওয়া স্বীকৃত ও অনুসৃত কোনো নীতি নয়। এ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিস আবদুর রশিদ নু'মানি রাহ. (মৃ. ১৪২০হি.) তদীয় "আত তা'কীবাত আলা সাহিবিদ দিরাসাত" গ্রন্থে বিস্তারিত ও প্রামাণিক আলোচনা করেছেন। (*আল আজওইবাতুল ফাযিলা; আবদুল হাই লাখনবি, টীকা: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, পৃ. ২০২-২০৪, মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়্যা, আলেপ্পো, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ২০০৫ঈ.*)

তিন. যয়িফ হাদিস সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয় যে, তা কোনো ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হয় না। বরং মুসলিম উম্মাহর নির্ভরযোগ্য সকল হাদিসবিদের মতে ক্ষেত্র বিশেষে যয়িফ হাদিসও গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য হতে পারে। ফাযাইলে আ'মালের ক্ষেত্রে যয়িফ হাদিসও যে গ্রহণযোগ্য তা তো শীর্ষস্থানীয় প্রায় সকল মনীষীরই সিদ্ধান্ত। ইমাম নববি রাহ. (মৃ. ৬৭৬হি./১২৭৮ঈ.) লিখেন- قال العلماء من المحدثين و الفقهاء و غيرهم: يجوز و يستحب العمل في الفضائل و الترغيب و الترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. "মুহাদ্দিস ও ফকিহ আলিমগণ বলেন যে, ফাযাইল, তারগিব ও তারহিব তথা ভালো কাজের উৎসাহ এবং মন্দ কাজ থেকে ভীতি প্রদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে যয়িফ হাদিসের ওপর আমল করা জায়িয, বরং মুস্তাহাব। তবে মাওযূ হাদিসের ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য নয়। (*আল আযকার; নববি, পৃ. ১৩, দারুল কলম আল আরাবি, ১ম সংস্করণ ২০০২ঈ.*)

নববি রাহ. অন্যত্র বলেন- و قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. "সকল মুসলিম এ বিষয়ে একমত যে, ফাযাইলের ক্ষেত্রে যয়িফ হাদিসের ওপর আমল করা যেতে পারে।" (*আল আরবাঈন; নববি, পৃ. ৪*)

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহ. (মৃ. ৯১১হি./১৫০৫ঈ.) বলেন- إن الحديث الضعيف يتسامح به في فضائل الأعمال "ফাযাইলে আ'মালের ক্ষেত্রে যয়িফ হাদিসের ওপর আমল করার সুযোগ রয়েছে।" (*আল হাবি লিল ফাতাওয়া; সুয়ূতি, ২/১৯১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৯৮২ঈ.*)

মুল্লা আলি কারি রাহ. (মৃ. ১০১৪হি.) বলেন- الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا. "সর্বসম্মতিক্রমে ফাযাইলে আ'মালের ক্ষেত্রে যয়িফ হাদিসের ওপর আমল করা যাবে।" (*আল মাওযূআতুল কুবরা; আলি কারি, পৃ. ২০৯, ক্বদিমি কুতুবখানা, করাচি*)

এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকজন মনীষীর উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। অবশ্য ফাযাইলে আ'মালের ক্ষেত্রে যয়িফ হাদিসের ওপর আমল করার জন্যে নির্ধারিত কিছু শর্ত রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আল্লামা আবদুল হাই লাখনবি রাহ. কর্তৃক রচিত এবং শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ.'র তা'লিককৃত "*আল আজওইবাতুল ফাযিলা*" (*পৃ. ৩৬-৫৯*) প্রভৃতি গ্রন্থ দেখতে পারেন।

চার. যয়িফ হাদিসের আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে আরেকটি কথা লক্ষণীয় যে, মুহাদ্দিসগণের মতে ফাযাইলে আ'মাল ছাড়া আহকামে শারইয়্যাহর বেলায়ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যয়িফ হাদিস গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য। নিম্নে এরকম দু'টি ক্ষেত্রের প্রতি কিছুটা আলোকপাত করা হলো:

ক. কোনো বিষয়ে সহিহ হাদিস পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে নিজ কিয়াস ও যুক্তির চেয়ে যয়িফ হাদিসই অগ্রগণ্য। আর এটা ইমাম আবু হানিফা রাহ. (মৃ. ১৫০হি./৭৬৭ঈ.), ইমাম মালিক রাহ. (মৃ. ১৭৯হি./৭৯৫ঈ.) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহ. (মৃ. ২৪১হি./৮৫৫ঈ.) প্রমুখ ইমামের নীতিগত সিদ্ধান্ত। এ ছাড়া ইমাম আবু দাউদ রাহ., ইমাম নাসায়ি রাহ., ইমাম আবু হাতিম রাহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসও একই মত পোষণ করেছেন। আল্লামা ইবনে হাযম যাহিরি রাহ. (মৃ. ৪৫৬হি./১০৬৩ঈ.) বলেন- جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس و الرأي. "ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র সকল শিষ্য এ ব্যাপারে একমত যে, আবু হানিফার মাযহাবে কিয়াস ও রায়ের তুলনায় যয়িফ হাদিসই অগ্রগণ্য।" (*মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা; যাহাবি, পৃ. ২১, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি*) ইবনে হাযম অন্যত্র লিখেন- قال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي. قال علي: و هذا نقول. "ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন- যয়িফ হাদিসই আমাদের নিকট রায় ও যুক্তির চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।" (*আল মুহাল্লা; ইবনে হাযম, ৪/১৪৮, দারুল ফিকর, বৈরুত*) আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. (মৃ. ৭৫১হি./১৩৫০ঈ.) বলেন- فتقديم الحديث الضعيف و آثار الصحابة على القياس و الرأي قوله و قول أحمد بن حنبل. "সুতরাং যয়িফ হাদিস ও আসারে সাহাবাকে কিয়াস ও রায়ের ওপর প্রাধান্য দেয়া ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ উভয়ের মূলনীতি ছিল।" (*ই'লামুল মুয়াক্কিয়িন; ইবনুল কায়্যিম, ১/৮১, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত*)

খ. যদি কোনো যয়িফ হাদিস অনুযায়ী তাওয়ারুসে উম্মত তথা মুসলিম উম্মাহর নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারা চলে আসে এবং আলিমগণ এ হাদিসকে গ্রহণ করে নেন তাহলে ওই যয়িফ হাদিসের ওপর আমল করা জায়িয তো বটে, ওয়াজিবও হতে পারে। এমন অনেক হাদিস রয়েছে যেগুলোর সনদ যয়িফ (সূত্র দুর্বল) হওয়া সত্ত্বেও উলামায়ে উম্মত সে অনুযায়ী ফতওয়া দিয়ে থাকেন। হাদিসবিদদের স্বীকৃত নীতি হচ্ছে- إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح. "মুসলিম উম্মাহ কোনো যয়িফ হাদিস গ্রহণ করে নিলে নির্দ্বিধায় সেটার ওপর আমল করা যাবে।" মুসলিম বিশ্বের অবিসংবাদিত হাদিস বিশারদ, আরবের সমাদৃত

লেখক, আল্লামা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. (মৃ. ১৪১৭হি.) বলেন, এখানে يعمل (আমল করা যাবে) এর মর্ম হলো- يعمل به وجوبا، و يكون ذلك العمل تصحيحا له. "জরুরিভিত্তিতে হাদিসটির ওপর আমল করা হবে এবং ওই আমল করাটা হাদিসকে সহিহের মানে উত্তীর্ণ করবে।" শায়খ সেখানে এ বিষয়ের কয়েকটি নমুনাও পেশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- সুনানে তিরমিযিতে হাদিস এসেছে: القاتل لا يرث "খুনি নিহতের সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না।" ইমাম তিরমিযি রাহ. (মৃ. ২৭৯হি./৮৯২ঈ.) হাদিসটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন- هذا حديث لا يصح، و العمل على هذا عند أهل العلم. "এই হাদিসটি সহিহ নয়। তদুপরি আলিমগণ এই হাদিসের ওপর আমল করে থাকেন।" (বিস্তারিত দেখুন: *আল আজওইবাতুল ফাযিলা, পৃ. ৫০ ও ২২৮-২৩৮*)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, বিভিন্ন পর্যায়ে যয়িফ হাদিসও কাজে আসে। আরবের স্বনামধন্য হাদিস গবেষক, আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ তাঁর সাড়াজাগানো গ্রন্থ "*আসারুল হাদিসিশ শারিফ ফিখতিলাফিল আয়িম্মাতিল ফুকাহা*" (*পৃ. ৩৬-৪১*)-তে এ বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক তা দেখে নিতে পারেন। মোট কথা, যয়িফ হাদিস আর মাওযূ হাদিস এক নয়। মাওযূ হাদিস সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য, পক্ষান্তরে যয়িফ হাদিস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য।

পাঁচ. হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদ বা সূত্র পর্যালোচনা করা একটি অপরিহার্য বিষয়। সনদ না থাকলে যার যা ইচ্ছা তা-ই হাদিস বলে চালিয়ে দিতে পারতো। তবে একথাও জেনে রাখা দরকার যে, ইসলামের প্রথম যুগসমূহে মানুষের মধ্যে ধার্মিকতা ও সততা প্রবল থাকার কারণে তখনকার সনদসমূহে তেমন দুর্বলতা পাওয়া যায় না; যেমনটা পরবর্তী সনদসমূহে লক্ষ্য করা যায়। বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করে বলি, বরাক নদীর মুখ জকিগঞ্জের বারঠাকুরী থেকে সুরমা নদীর উৎপত্তি বা শুরু। এখন সিলেট নগরীর সুরমা ব্রিজের নিচে ময়লা-আবর্জনা থাকলে সেটা নদীর উৎপত্তিস্থলেও ছিল- তা বলা যাবে না। সেখানে তো পানি স্বচ্ছ ছিল, এখানে এসে নষ্ট হয়ে গেল। ঠিক তেমনিভাবে কোনো সনদে পরবর্তীতে দুর্বলতা দেখা দিলে সেটা পূর্ববর্তীযুগেও দুর্বল ছিল- সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং সনদের বাহানায় প্রমাণিত কোনো আমলকে অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ. (মৃ. ১৩৫২হি./১৯৩৩ঈ.) কতইনা সুন্দর বলেছেন- كان الإسناد لئلا يدخل في الدين ما ليس منه، لا ليخرج منه ما ثبت فيه. "সনদ মূলত শরিয়তে নেই এমন বিষয়ের অনুপ্রবেশ থেকে প্রতিবন্ধক স্বরূপ, শরিয়তে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে বের করার জন্য নয়।" (দেখুন: *বাসতুল ইয়াদাইন; কাশ্মিরি, পৃ. ২৬, মাআরিফুস সুনান; বানূরি, ৬/৩৮০, শায়খ আবু গুদ্দাহর "উজুবুল আমাল বিল হাদিসিয যায়িফ..." শীর্ষক প্রবন্ধ; আল আজওইবাতুল ফাযিলার সঙ্গে যুক্ত, পৃ. ২৩৮*)

সর্বশেষ আরেকটি বিষয়ের প্রতি বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। তা হলো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে হাদিস গ্রন্থাদি প্রচুর সংখ্যায় প্রকাশিত ও সহজলভ্য হওয়া, কিংবা ইন্টারনেট-অনলাইনে অনায়াসে হাদিসের সন্ধান পেয়ে যাওয়া কস্মিনকালেও পূর্ববর্তী মনীষীদের চেয়ে আমাদের হাদিসজ্ঞান বেশি হওয়ার প্রমাণ নয়। এ ধরনের চিন্তা করা মারাত্মক ভুল এবং বাস্তবতা বিবর্জিত। শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮হি./১৩২৮ঈ.) অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন- الذين

كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيرا مما بلغهم و صح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية. "হাদিসের এ সকল গ্রন্থ সংকলিত হওয়ার পূর্বে যে সব ইমাম অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন তাঁরা পরবর্তীদের চেয়ে অনেক বেশি হাদিসের জ্ঞান রাখতেন। কারণ, তাঁদের নিকট এমন বহু হাদিস ছিল যা আমাদের পর্যন্ত মাজহুল (অজ্ঞাত) বা মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) সনদে পৌঁছেছে, কিংবা আদৌ পৌঁছেনি।" (*রাফউল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আ'লাম; ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ১৮*)

অতএব, কোনো হাদিসের সনদের বাহ্যিক দুর্বলতা দেখে সেটাকে পরিত্যাজ্য জ্ঞান করা, দু'একটি হাদিসগ্রন্থ অধ্যয়ন করেই কোনো মাসআলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, নিরবচ্ছিন্ন কর্ম পন্থায় চলে আসা উম্মাহর কোনো আমলকে ভুল আখ্যায়িত করা এবং উম্মাহর অনুসৃত ইমামগণ সম্পর্কে অযাচিত মন্তব্য করা কোনোক্রমেই সমীচীন নয়। বরং এসব তো ব্যক্তির জ্ঞানের অপরিপক্কতা, চিন্তার অগভীরতা, মানসিক রুগ্নতা এবং চারিত্রিক দুর্বলতারই পরিচায়ক।

এখানে এ সীমিত পরিসরে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হলো। বস্তুত এখানে বিশদ আলোচনার অবকাশও নেই। বিস্তারিত জানার জন্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে এসংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সিরাতে মুসতাকিমের ওপর চলার, উম্মাহকে এ পথে আহবান করার এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার তাওফিক দান করুন। আমিন।[১]

---

[১] চট্টগ্রামের মাসিক "আত তাওহীদ" এর অক্টোবর ২০১৪ সংখ্যায় প্রকাশিত

ফিকহে হানাফির দলিল সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থ

১. আসারুস সুনান: আল্লামা যাহির হাসান নিমাওয়ি রাহ. (মৃ. ১৩২২হি.)। উসতায মুহাম্মাদ আশরাফ-এর তাহকিকসহ প্রকাশিত।

২. ই'লাউস সুনান: আল্লামা যাফার আহমদ উসমানি রাহ. (মৃ. ১৩৯৪হি.)। শায়খুল ইসলাম তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ'র সংক্ষিপ্ত টিকা-টিপ্পনিসহ প্রকাশিত।

৩. আল ইনতিসার ওয়াত তারজিহ লিল মাযহাবিস সাহিহ: মুহাদ্দিস সিব্‌ত ইবনুল জাওযি রাহ. (মৃ. ৬৫৪হি.)। আল্লামা যাহিদ কাউসারি রাহ. (মৃ. ১৩৭১হি.)'র তা'লিকসহ প্রকাশিত।

৪. আল বুরহান শারহু মাওয়াহিবির রাহমান ফি মাযহাবি আবি হানিফা আন নু'মান: তারাব্‌লুসি রাহ. (মৃ. ৯২২হি.)। ড. আহমাদ হাসান মুহি উদ্দিন-এর তাহকিকসহ প্রকাশিত।

৫. আত তা'রিফ ওয়াল ইখবার বিতাখরিজি আহাদিসিল ইখতিয়ার: আল্লামা কাসিম ইবনে কুতলুবুগা রাহ. (মৃ. ---)।

৬. আত তাফসিরাতুল আহমাদিয়্যাহ ফি বায়ানিল আয়াতিশ শারইয়্যাহ: মোল্লা জিউন রাহ. (মৃ. ১১৩০হি.)।

৭. আল জাওহারুন নাকি ফির রাদ্দি আলাল বাইহাকি: শায়খ আলাউদ্দিন তুরকুমানি রাহ. (মৃ. ৭৫০হি.)। 'আস সুনানুল কুবরা; বাইহাকি'র সঙ্গে প্রকাশিত।

৮. আল হাওয়ি ফি বায়ানি আসারিত তাহাওয়ি: শায়খ আবদুল কাদির আল কুরাশি রাহ. (মৃ. ৭৭৫হি.)। সায়্যিদ ইউসুফ আহমাদ-এর তাহকিকসহ প্রকাশিত।

৯. আল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদিনাহ: ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. (মৃ. ১৮৯হি.)। মাহদি হাসান জিলানি-এর তাহকিকসহ প্রকাশিত।

১০. দালাইলুল কুরআন আলা মাসাইলিন নু'মান: (আহকামুল কুরআন নামে প্রসিদ্ধ) হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রাহ.'র তত্ত্বাবধানে আল্লামা ইদরিস কান্ধলবি রাহ. এবং মুফতি শফি রাহ. প্রমুখ আলিমের সমন্বয়ে সংকলিত এবং প্রকাশিত।

১১. উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনিফা ফি আদিল্লাতি মাযহাবিল ইমাম আবি হানিফা ...: আল্লামা মুরতাযা যাবিদি রাহ. (মৃ. ১২০৫হি.)।

১২. আন নুকাতুত তারিফা ফিত তাহাদ্দুসি আন রুদুদিবনি আবি শায়বা আলা আবি হানিফা: আল্লামা যাহিদ কাউসারি রাহ. (মৃ. ১৩৭১হি.)।

১৩. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার: আল্লামা আমিমুল ইহসান মুজাদ্দিদি রাহ. (মৃ. ১৩৯৪হি.)।

১৪. আল ফিকহুল হানাফি ও আদিল্লাতুহু: শায়খ আসআদ মুহাম্মাদ সাঈদ।

১৫. আল ফিকহুল হানাফি ফি সাওবিহিল জাদিদ: ----

১৬. খুলাসাতুল আসার: মাও. উবাইদুল্লাহ ফারুক দা. বা.।

প্রভৃতি গ্রন্থ।

বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা

১. **হাদিস:** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ, মৌন অনুমোদন, তাঁর গুণাবলী, এমনকি নিদ্রা ও জাগরণের যাবতীয় আচার-আচরণকে হাদিস বলা হয়। অবশ্য পূর্ব যুগীয় মনীষীগণ সাহাবি, তাবিয়ি ও তাবয়ে তাবিয়িদের কথা-কাজের বিবরণ এবং তাঁদের ফতওয়া সমূহের উপরও হাদিস শব্দটি ব্যবহার করতেন।

২. **আসার:** এই শব্দটি হাদিসের সমার্থক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। আবার বিশেষভাবে সাহাবা ও তাবিয়িনের কথা ও কাজের বিবরণকে আসার বলা হয়।

৩. **মারফু':** যে বর্ণনার সম্পর্ক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, অনুমোদন কিংবা তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর সঙ্গে তাকে হাদিসে মারফু' বলা হয়। এর বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে।

৪. **মাওকুফ:** যে বর্ণনা সাহাবির কথা, কাজ ও অনুমোদনের সাথে সম্পর্কিত তাকে মাওকুফ বলে।

৫. **মাকতু':** যে কথা ও কাজের বিবরণ কোনো তাবিয়ি বা তৎপরবর্তী কারো সাথে সম্পর্কিত তাকে মাকতু' বলে।

৬. **সহিহ:** যে হাদিস অবিচ্ছিন্ন সূত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, যাদের প্রত্যেকেই পূর্ণ আদিল বা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, দ্বীনদার এবং উন্নত শিষ্টাচারের অধিকারী হবেন এবং পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী বা সংরক্ষণ গুণের মালিক হবেন। আর বর্ণনাটি যদি তাদের চেয়েও নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনাকারীর বর্ণনার পরিপন্থী না হয় এবং বর্ণনায় যদি কোনো প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম ত্রুটি বিদ্যমান না থাকে তাহলে এ ধরনের হাদিসকে সহিহ বলা হয়।

৭. **হাসান:** সনদের বিচার-বিশ্লেষণে যে হাদিস সহিহ'র মানে উন্নীত হয় না, কিন্তু যয়িফ'র স্তরভুক্ত বলেও গণ্য করা যায় না- এ ধরনের হাদিসকে হাসান বলা হয়। এটা আবার দু'প্রকার: ১. হাসান লি-যাতিহি: যে হাদিস ধারাবাহিক সূত্রে এমন আদিল বা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ রাবি কতৃক বর্ণিত, যার সংরক্ষণগুণ বা স্মৃতিশক্তি সামান্য দুর্বল। এতদসঙ্গে এটি 'শায' (তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য রাবি কতৃক বর্ণনা বিরোধী) নয় এবং 'মা'লুল' (তাতে প্রচ্ছন্ন কোনো ত্রুটি)ও নয়। ২. হাসান লি-গায়রিহি: যে হাদিসের সনদে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোনো রাবি নেই। হাদিসটি 'শায'ও নয় এবং তাতে কোনো 'ইল্লাত' (প্রচ্ছন্ন ত্রুটি)ও নেই, তদুপরি একাধিক সূত্রে বর্ণিত, এ ধরনের হাদিসকে হাসান লি-গায়রিহি বলা হয়।

৮. **যয়িফ:** যে হাদিসে সহিহ কিংবা হাসানের শর্তাবলী বিদ্যমান নেই তাকে যয়িফ বলে।

৯. **মাওযু':** যে মিথ্যা-মনগড়া উপাখ্যান নিজেথেকে তৈরী করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে মাওযু' বলে।

১০. **মুসনাদ:** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ ও মৌন অনুমোদনের বর্ণনা যদি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয় তাহলে তাকে মুসনাদ বলে।

১১. **মুরসাল:** যে হাদিসের সনদের শেষ প্রান্তে তাবিয়ির পরবর্তী ব্যক্তি বিচ্যুত হয়েছেন তাকে মুরসাল বলা হয়।

১২. **মুযতারিব:** যে হাদিস একাধিক পন্থায় বর্ণিত; পন্থাগুলোর কোনো একটিকে অন্যগুলোর ওপর প্রাধান্য দেওয়া যায়নি, তাকে মুযতারিব বলা হয়। বিভিন্ন পন্থায় বর্ণনার বিষয়টি একজন বর্ণনাকারী থেকেও হতে পারে কিংবা একাধিক বর্ণনাকারী থেকেও হতে পারে। আর বর্ণনার ভিন্নতার বিষয়টি সনদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, মতনের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, আবার সনদ-মতন উভয় ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।

১৩. **মুনকাতি':** যে হাদিসের সনদ থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বিচ্যুত হয়েছেন, তবে তা ধারাবাহিকভাবে পর পর নয়।

সংকলকের জীবনী

নাম: এই মূল্যবান গ্রন্থের সংকলকের নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ। পিতার নাম মুসলিম। নিজ এলাকার দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে আবদুল্লাহ বিন মুসলিম বাহলবি বলা হয়।

জন্ম: তিনি পাকিস্তানের মূলতান প্রদেশের শুজাআবাদের অন্তর্গত ঐতিহ্যমি-ত এবং ইলম-উলামার কারণে প্রসিদ্ধ বাহলিতে ১৩১৩ হিজরি মুতাবিক ১৮৯৬ ঈসায়ির রামাযান মাসের শুরুর দিকে মঙ্গলবার দিনে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষার্জন: জীবনের চতুর্থ বছর থেকেই শায়খ সায়্যিদ মুহাম্মাদ শাহ'র তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর পিতা শায়খ মুসলিম রাহ. স্বীয় ছেলের তা'লিম-তারবিয়াবের প্রতি খুবই সতর্ক ও যত্নবান ছিলেন। তিনি ছোট-বড় সব বিষয়ে ছেলের খবর রাখতেন এবং সর্বদা তাকে উঁচু হিম্মত এবং চেষ্টা-পরিশ্রম করে ইলম অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। শায়খ বাহলবি রাহ.'র শিক্ষা জীবন শুরু হয় বারাকাত এবং শুভলক্ষণ হিসেবে পবিত্র কুরআন হিফয করার মাধ্যমে; যেটা এ উপমহাদেশের আলিমগণের সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। কুরআনে কারিম হিফয করে তিনি ইসলামি ও আরাবি জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। নিজ এলাকার শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের কাছে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে শায়খ মাওলানা গোলাম রাসূল এবং শায়খ মাওলানা আবদুর রাহমান রাহ. সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইলম অর্জনের লক্ষ্যে সফর করারও সুযোগ করে দেন। তিনি নিজের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করার আশায় এবং বড় বড় মনীষীদের কাছ থেকে হাদিস, তাফসির, ফিকহ, আরাবি ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে ইলমি ইস্তিফাদার প্রত্যাশায় বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি মারকায দারুল উলূম দেওবন্দে পাড়ি জমান।[২]

তাঁর শায়খগণ: যুগশ্রেষ্ঠ যে সকল মনীষীর শিষ্য হওয়ার গৌরব তিনি অর্জন করেছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রাহ.
২. ইমামুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ.
৩. আল্লামা শাবিব্বর আহমদ উসমানি রাহ.
৪. হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রাহ.
৫. মাওলানা আসগর হুসাইন রাহ.
৬. শায়খুত তাফসির আল্লামা আহমদ আলি লাহুরি রাহ.

উলামায়ে কেরামের স্তুতি: শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাঁর প্রতিভা ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। বিশেষভাবে শায়খ আহমদ আলি লাহুরি রাহ., শায়খ আল্লামা ইউসুফ বানূরি রাহ., শায়খুল হাদিস আল্লামা যাকারিয়া রাহ., মুফাক্কিরে ইসলাম মুফতি মাহমুদ রাহ., মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ

---

[২] আল্লামা আবুল হাসান আলি নাদাবি রাহ. বলেন, দারুল উলূম দেওবন্দকে একেবারে যথার্থভাবেই আযহারুল হিন্দ (হিন্দুস্তানের জামিয়া আযহার) বলা হয়। বরং কোনো কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে তো এটা মিসরের জামিয়া আযহার থেকেও উন্নত। (কারওয়ানে যিন্দেগি, ২/৩০০)

(খলিফায়ে হাকিমুল উম্মত থানবি) রাহ. এবং বীর মুজাহিদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারি রাহ. প্রমুখ তাঁর ইলমি তাবাহহুর (জ্ঞান গভীরতা) এবং ইলমে দ্বীন প্রচার-প্রসারে তাঁর বহুমুখী খিদমাতের আকুণ্ঠ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

দ্বীনি খিদমাত: তিনি বিভিন্ন দ্বীনি খিদমাত করে গেছেন; যা তাঁর জন্যে সাদাকা জারিয়া হিসেবে পরিগণিত হবে। তন্মমধ্যে বাহলি গ্রামে "মাযহারুল উলুম" নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এখানে কোনো ধরনের বেতন-ভাতা ছাড়াই খিদমাত করতে থাকেন। তাঁর ইখলাস ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই মাদরাসাটি কিছু দিনের মধ্যেই তালিবে ইলমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। উপরন্তু তাঁর বন্ধু মহলের আগ্রহ-অনুরোধে শুজাআবাদ শহরে "আশরাফুল উলুম" নামে আরেকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

রচনা: বস্তুত তিনি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী এবং ইলমি কিতাবাদি অধ্যয়নে খুবই আগ্রহী ছিলেন। দ্বীনি সব বিষয়ে অধ্যয়ন থাকলেও তাফসির বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়নের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর ছোট-বড় রচনার সংখ্যা চল্লিশের কাছাকাছি। বেশির ভাগই দাওয়াত ও ইরশাদ, আকিদা বিশুদ্ধ করণ ও সমাজ সংস্কার বিষয়ক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ১. তাফসিরে বাহলবি (সূরা আল ফাতিহা থেকে সূরা আল আনআম পর্যন্ত তাফসির প্রকাশিত হয়েছে)। ২. আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ (এটা আমাদের সামনের এই মূল গ্রন্থ)

বৈশিষ্ট্য: তাঁর অনেক বৈশিষ্ট্যদের মধ্যে কোনটি এমন যা এখানে আলোচনা করে বুঝানো যাবে। শরিআতের ওপর অটল ও অবিচল থাকা, দেশ ও জাতির কল্যাণে অক্লান্ত পরিশ্রম করা ইত্যাদি। দেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনেক আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৭০ সালে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তানের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

মৃত্যু: ৮৫ বছরের বর্ণাঢ্য জীবন অতিবাহিত করে অসংখ্য-অগণিত ভক্ত-অনুরক্ত রেখে ২২ মুহার্‌রাম ১৩৯৮ হিজরিতে আপন মাওলার সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। জানাযার নামাযে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এবং হাফিযুল হাদিস আল্লামা আবদুল্লাহ দরখাস্তি রাহ. তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। নিজের হাতে গড়া আশরাফুল উলুম মাদরাসার পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

সংকলকের ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين، و خاتم النبيين، و شفيع المذنبين محمد، و على اله الطاهرين، و أصحابه الراشدين، و أتباعه أجمعين، صلاة و سلاما دائمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

হামদ ও সালাতের পর, এই কিছু সংখ্যক হাদিস, যা আমি সংকলন করেছি নির্ভরযোগ্য উৎসগ্রন্থ থেকে, বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থ থেকে এগুলো আমি সংগ্রহ করেছি। সাথে সাথে অধ্যায়গুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল সাহাবা-তাবিয়িনের বাণীসমূহও সংযোজন করেছি। বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদিসসমূহের ক্ষেত্রে আমি ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মাসআলা (মাযহাব)'র লক্ষ্য রেখেছি; যাতে এগুলো হানাফি মাযহাবের অনুসারী হাদিসের ছাত্রদের জন্যে ফকিহুল উম্মত (আবু হানিফা রাহ.)'র মাযহাবের বিশুদ্ধতার প্রমাণ হয় এবং ইমামগণের ইখতিলাফের ক্ষেত্রসমূহে তাদের অন্তরের জন্যে প্রশান্তিদায়ক হয়।

আর বিষয়টির জন্যে ব্যাপক সময়, উৎকৃষ্ট যোগ্যতা এবং পূর্ণ মনোযোগের প্রয়োজন। আর আমি তো এ ময়দানের অশ্বারোহী নই। প্রাচীনকালে প্রবাদবাক্যে বলা হতো, الجحش لما بذك الأعيار "গাধায় না পারলে গর্দভশাবকের উপর আরোহণ করো।" [নাই মামুর চে' কানা মামু ভালা]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ, তাঁর শক্তি-সামর্থ নিয়ে, বারাকাতের আশায় এবং শিক্ষার্থীদের সেবার উদ্দেশ্যে আমি অগ্রসর হলাম। আল্লাহ তাআলার নিকট আমি প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এটা দ্বারা সংকলক ও শিক্ষার্থীদেরকে উপকৃত করেন। আমি গ্রন্থটির নাম রেখেছি, المجموعة النافعة من مستدلات الفقه الحنفية من الأحاديث الساطعة النبوية. ।[৩]

[৩] আরাবি ছাপায় মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহ নাদাবি কিতাবটির নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দিয়েছেন, أدلة الحنفية من الأحاديث النبوية على المسائل الفقهية

١. كتابُ الإيــمانِ

কিতাবুল ঈমান

١- (بابُ الإيــمان والإسلامِ والإحسانِ)

অধ্যায়- ১ : ঈমান, ইসলাম ও ইহসান

١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله تعالى عنه قَالَ: بَيْنَما نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّه ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ . فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ : «الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيْمَانِ!. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلاَئِكَتِه، وَكُتُبِه، وَرُسُلِه، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّه» قَالَ: صَدَقْتَ.

১। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত ছিলাম; ইত্যবসরে সাদা ধবধবে কাপড় পরিহিত ও কুচকুচে কালো চুলধারী একজন লোক এসে আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তার মধ্যে (আগন্তুকের ন্যায়) সফরের কোনো চি (ধুলাবালি, ঘাম) দেখা যাচ্ছিল না, অথচ আমাদের কেউ তাকে চিনতে পারছিল না। অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব নিকটে এসে তাঁর হাঁটুদ্বয়ের সাথে নিজের হাঁটুদ্বয় মিলিয়ে নিজের হস্তদ্বয় তাঁর উরুর উপর রেখে বসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মাদ! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে বলুন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম হলো তুমি মুখে ও অন্তরে এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই এবং মহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। সালাত প্রতিষ্ঠা করবে। যাকাত আদায় করবে। রামাযান মাসে রোযা রাখবে এবং সামর্থ হলে হাজ্জ আদায় করবে। আগন্তুক বলে উঠলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। হযরত উমর বলেন, নবাগত ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করা এবং সত্যায়ন করা দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। অতঃপর আগন্তুক বললেন, এবার আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবগত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঈমান হলো তুমি আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর সমস্ত নবি-রাসূলকে এবং পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। আর প্রত্যেক ভাল-মন্দ সম্পর্কে তথা তাকদিরে বিশ্বাস রাখবে। আগন্তুক বলে উঠলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟. قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا. وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ. فَلَبِثْتُ مَلِيًّا. ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ. أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».رواه مسلم والبخاري وغيـــرُهُما.

তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন যে, এবার আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইহসান হলো, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছ, আর যদি দেখতে না পাও; তাহলে মনে করবে যে, তিনি নিশ্চয় তোমাকে দেখছেন। এবার তিনি কিয়ামত কবে হবে জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তিনি বললেন, তাহলে এর নিদর্শনসমূহ আমাকে বলে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দাসি আপন মনিব জন্ম দিবে এবং তুমি দেখতে পাবে যে, যাদের পায়ে জুতা ও গায়ে কাপড় ছিল না দরিদ্র, রাখাল শ্রেণীর তারা বড় বড় প্রাসাদ ও সুউচ্চ অট্টালিকা পরস্পরে গর্ব-অহংকারে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হবে। হযরত উমর রাযি. বলেন, এরপর লোকটি চলে গেলেন এবং আমি কিছু দিন অতিবাহিত করলাম। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে উমর! তুমি কি জান প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি ছিলেন জিবরীল। তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের কাছে এসেছিলেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.। তাঁর উপনাম আবু হাফস। নুবুওয়াতের ষষ্ট কিংবা সপ্তম বছর চল্লিশ জন পুরুষ এবং এগারো জন মহিলার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। হকের বিজয় এবং বাতিল নিশ্চি[] করণে তাঁর বিশেষ অবদানের কারণে তাঁকে 'আল ফারুক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ এই সাহাবি মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। তাঁর অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ২৩ হিজরির যিলহজ্জ মাসে শাহাদাত বরণ করেন। সাড়ে দশ বছর খিলাফাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। আল্লামা শিবলি নু'মানি রাহ. তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে "আল ফারুক" নামে গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তা ছাড়া তিনি শূরা ভিত্তিক ইজতিহাদের মাধ্যমে যে সকল মাসআলার সমাধান করেছিলেন- শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহ. সেগুলো 'সিলায়ে ফিকহে উমার রাযি.' নামে সংকলন করেছেন। তালিবুল ইলম ভাইয়েরা এদু'টি দেখে নিলে অনেক নতুন বিষয়ের জ্ঞান অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। قال الحافظ الذهبي: و هو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل. انظر تذكرة الحفاظ.

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এই হাদিসটি হাদিসে জিবরিল নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তা ছাড়া এটাকে 'উম্মুস সুনান', 'উম্মুল জাওয়ামি', 'উম্মুল আহাদিস', 'হাদিসুল ইহসান' ইত্যাদি নামেও উল্লেখ করা হয়।

এই হাদিসের প্রেক্ষাপট হলো, ... لا تسئلوا عن أشياء এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে কোনো প্রশ্ন করতে শংকাবোধ করতেন। অন্যদিকে তাঁদের মন চাচ্ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে পূর্ণ শরিআতের সারনির্যাস-এর আলোচনা যদি শুনা যেত তাহলে অনেক উপকার হত। আর যেহেতু আ'রাবি (বেদুঈন) সাহাবিদের ক্ষেত্রে তেমনটা পাবন্দি ছিল না তাই তাঁদের আগ্রহ ছিল যে, কোনো আ'রাবি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করে নিলে আমরাও উপকৃত হয়ে যেতাম। বস্তুত আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরিল আ.-কে পাঠিয়ে তাঁদের সেই আগ্রহ পূরণ করা হলো। জিবরিল আ. তালিবে ইলম রূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন।

شديد بياض الثياب – এখান থেকে বুঝা গেল, তালিবুল ইলমের লিবাস সাদা হওয়া উচিত।

شديد سواد الشعر – চুল কালো থাকা যৌবনকালের নিদর্শন। বস্তুত ওই সময়ই জ্ঞান অর্জনের মোক্ষম সময়।

فأسند ركبتيه... – তালিবুল ইলমও স্বীয় উসতাযের সামনে এভাবে 'তাশাহহুদ'র মতো বসা উচিত।

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ... – এখানে প্রশ্নকারীর অনাকাঙ্ক্ষিত সম্বোধনের পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হননি, বরং স্নেহের সাথেই লোকটির উত্তর দিয়েছেন- একজন মুআল্লিম (শিক্ষক)'র গুণ এমনই হওয়া চাই।

أن تشهد – এখানে الشهادة না বলে খিতাব বা সম্বোধনের শব্দ ব্যবহার কওে বুঝানো হল যে, শুধু জানা যথেষ্ট নয়, তোমাকে আমলও করতে হবে।

أخبرني عن الإحسان – রঈসুল আহরার মাও. হাবিবুর রাহমান তাসাওউফ সম্পর্কে শায়খুল হাদিস যাকারিয়্যা রাহ.কে জিজ্ঞেস করে সময় দিতে চাইলে শায়খুল হাদিস রাহ. মুসাফাহা করতে করতে উত্তর দিয়ে দিলেন যে, তাসাওউফের সূচনা إنما الأعمال بالنيات থেকে আর সমাপ্তি أن تعبد الله كأنك تراه (আপ বিতি, ১/৪৯)

ما المسئول عنها بأعلم من السائل – রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম لا أعلم 'আমি জানি না' এভাবে না বলে 'এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন' বলেছেন; এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে যে, এই প্রশ্নের উত্তর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ দিতে পারবে না। তা ছাড়া এখান থেকে আরেকটি শিক্ষা হল যে, কোনো কিছু জানা থাকলে নিঃসংকোচভাবে لا أعلم 'জানি না' বলে দেয়া লজ্জার বিষয় নয়। বড়রা তো বলেছেন, لا أدري نصف العلم 'জানি না (বলা) জ্ঞানের অর্ধেক'। তবে এর কারণে لا أدري শিখেই বসে থাকা যাবে না, জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লামা ইয়াকুত হামাওয়ি রাহ.'র ভাষায় তো لا أدري 'জানি না' হচ্ছে জ্ঞানের النصف الأرذل من العلم তথা নিকৃষ্টতম অর্ধেক। (মু'জামুল বুলদান, ১/৮)

أن تلد الأمة ربتها – অর্থাৎ দাসীদের সন্তানেরা রাজা-বাদশাহ হবে, কিংবা ওলদে উম্ম তার মায়ের মালিক হয়ে যাবে, কিংবা সন্তান নিজের মায়ের সঙ্গে দাসীর মতো ব্যবহার করবে ইত্যাদি।

فلبث مليا – তিরমিযি ও আবু দাউদেও বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তিন দিন পর এ কথা বলেছিলেন।

الله و رسوله أعلم – এটা উত্তম শিষ্টাচারের নমুনা। বড়রা যদি জানানোর জন্যে কোনো প্রশ্ন করেন তাহলে এরকম উত্তর দেয়াই আদাব কিংবা কোনো কিছু না বলা। হ্যাঁ, প্রশ্ন যদি হয় অনুসন্ধানের জন্যে তাহলে তো উত্তর দেয়াই মুনাসিব।

٢– بابُ أركانِ الإسلام

অধ্যায়-২ : ইসলামের রুকনসমূহ

٢.عن عَبْدِ اللهِ ابنِ عُمَرَ رضي اللّهُ عنهما قال: قال رسولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ اللّهُ، وَأَنَّ محمداً رسولُ اللّهِ، وَإِقامِ الصلاةِ، وإِيتاءِ الزَّكاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضانَ». رواه مسلم والبخاري. وفِي النووي (شرح مسلم) إن هذا الْحَديثَ أصلٌ عظيمٌ فِي معرفةِ الدينِ، وعليه اعتمادُه وقَدْ جَمَعَ أركانَهُ، والله أعلم.

২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলামের মৌলভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি: এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বাইতুল্লাহর হজ্জ করা এবং রামাযানের রোযা রাখা। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

ইমাম নাওয়াওয়ি রাহ. 'শারহে মুসলিম'এ বলেন, এ হাদিসটি দ্বীন পরিচয়ের ক্ষেত্রে এক মহান মূলনীতি। এটার ওপরই তার ভিত্তি। বস্তুত এটা দ্বীনের রুকুনসমূহকে একত্রিত করে দিয়েছে।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি.। তাঁর উপনাম আবু আবদুর রাহমান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির অল্প আগে জন্ম গ্রহণ করেছেন। উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৪ বছর। তাঁকে ছোট বলে যুদ্ধে নেয়া হয়নি। তিনি 'মুকসিরিনদের' অন্তর্ভুক্ত এবং 'আবাদালায়ে আরবাআ'র একজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ ও কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। ৭৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ (পৃ. ৩০৩) গ্রন্থে রয়েছে, তিনি ২৬৩০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

٣– بابُ مَنْ ماتَ مُوَحِّدًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

অধ্যায়-৩ : যে একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে

٣. عَنْ عثمانَ رضى الله تعالى عنه يقول: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ ماتَ وهو يَعْلَمُ أنَّهُ لاإله إلاالله دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه مسلم.

৩। হযরত উসমান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই- এ বিশ্বাস রেখে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত উসমান বিন আফফান রাযি.। তিনি আমিরুল মু'মিনিন তথা মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা ছিলেন। যিন্নুরাইন তাঁর উপাধি ছিল। প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। ৮০ বছর বয়সে ৩৫ হিজরির যিলহজ্জ মাসে ঈদুল আযহার পর শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর খিলাফাতকাল ১২ বছর ছিল।

গ্রন্থ পরিচিতি : ইমাম নাওয়াওয়ি রাহ. (মৃ. ৬৭৬ হি.) হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রের একজন নির্ভরযোগ্য মহান ইমাম। মাত্র -- বছর বয়সে মারা গেলেও মুসলিম উম্মাহকে অনেক তথ্যসমৃদ্ধ উপকারী গ্রন্থ উপহার দিয়ে গেছেন। তন্মধ্যে সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম' সর্বমহলে সমাদৃত। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ওই মহান ইমাম শুধু ইলমে দ্বীন নিয়ে ব্যস্ত থাকার উদ্দেশ্য জীবনে বিয়ে করেননি। তাছাড়া তিনি ইলম অর্জন ও বিতরণ করতে গিয়ে কত যে কুরবানি করেছেন- তা জানলে আমাদের মতো তালিবুল ইলম ভাইদের জীবন চলার উত্তম পাথেয় সংগ্রহ হতো। আমরা প্রত্যেকে যদি অন্তত শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ.'র العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج বইটি থেকে তাঁর জীবনী অংশটুকু পড়ে নেই তাহলে অনেক কিছু অর্জন হতো।

٤. عن عبادةَ بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ قال أشهد أن لاإله إلا الله وحده، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبدُ الله وابْنُ أمته وكلمته ألقاها إلى مَرْيَمَ ورُوحٌ منه، وأن الْجَنَّةَ حَقٌّ، والنارَ حَقٌّ، أدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أيِّ أبوابِ الْجَنَّةِ الثمانيةِ شاءَ» رواه مسلم. يَعْنِى يدخُلُ الْجَنَّةَ دُخُولاً أوَّلِيًا مُعَجَّلاً مُعافًى، أو مُؤَخَّرًا بَعْدَ عقَابه.

৪। হযরত উবাদা বিন সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা, তাঁর বান্দির ছেলে এবং তাঁর কালিমা- যা আল্লাহ তাআলা মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর রূহ, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য– আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতের আট দরজার মধ্য থেকে তার

পছন্দের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন। *(সহিহ মুসলিম)* অর্থাৎ সে প্রথমেই ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বিলম্ব না করেই কিংবা শাস্তি ভোগ করে পরবর্তীতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত উবাদা বিন সামিত রাযি.। উপনাম আবুল ওয়ালিদ। প্রথম ও দ্বিতীয় বাইআতে আকাবায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। বদরসহ সবক'টি জিহাদে তিনি অংশগ্রহণ করেন। উমার রাযি. তাঁকে সিরিয়ায় কাযি ও মুআল্লিম হিসেবে প্রেরণ করেন। সেখানে ৩৪ হিজরিতে ৭২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: عبد الله নাসারাদের খ-ন; তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সন্তান বিশ্বাস করে! মাআযাল্লাহ

و ابن أمته ইয়াহুদিদের খ-ন; তারা তাঁকে ওলদুয যিনা অপবাদ দিয়ে থাকে! মাআযাল্লাহ

و كلمته তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হল; যেহেতু তিনি আল্লাহ তাআলার كن হুকমে পিতা-মাতা ছাড়াই জন্ম গ্রহণ করেছেন, কিংবা যেহেতু তিনি দুধের শিশু থাকাবস্থায় কথা বলে ফেলেছেন, কিংবা যেহেতু তাঁর قم بإذن الله 'আল্লাহর হুকমে ওঠো' শব্দে মৃতরা জীবিত হয়ে যেত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে।

و روح منه তাঁকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে মর্যাদা প্রদর্শনের জন্যে, যেমন 'বাইতুল্লাহ'।

٤ – بابُ شُعَبِ الإيْمان

অধ্যায়-৪ : ঈমানের শাখা-প্রশাখা

٥. عن أبي هُرَيْرةَ رضي اللّهُ عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «الإيمانُ بِضْعٌ و سَبْعُونَ أو بِضْعٌ وستُّونَ شُعْبَةً، فأفضلها قولُ لاإله إلا الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريقِ، والْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيْمانِ» رواه البخاري ومسلم.

৫। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমানের সত্তরটিরও বেশি অথবা (রাবীর সন্দেহ) ষাটটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো, চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ দূর করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু হুরায়রা রাযি.। প্রসিদ্ধ মতানুসারে তাঁর নাম আবদুর রাহমান ইবনে সাখর আদ দাউসি। বিড়ালে প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহের কারণে তাঁকে আবু হুরায়রা বলা হয়। সপ্তম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এত অল্প সময়ের সুহবত পাওয়ার পরও তিনি সাহাবিদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা হচ্ছে, ৫৩৬৪/৭৪। শায়খুল ইসলাম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানি রাহ. বলেন, মূলত এর পেছনে চারটি গুণ ক্রিয়াশীল ছিল: (১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক সাহচর্য (২) আগ্রহ ও সচেতনতা (৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআর বারাকাত এবং (৪) পরবর্তীতে তাঁর ইলমি মাশগালা। ৭৮ বছর বয়সে ৫৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। যেহেতু তিনি বিরাট

সংখ্যক হাদিসের বর্ণনাকারী তাই হাদিস অস্বীকারকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রপাগাণ্ডা চালিয়েছে। ইসলাম গবেষণার খোলসে ইসলাম বিকৃতির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত প্রাচ্যবিদরা (আরাবি- মুসতাশরিকুন, ইংরেজি- ওরিয়েন্টালিস্টস) তাঁর বিরুদ্ধে কী নির্লজ্জ অপবাদ আরোপ করেছে! এ বিষয়ে আমাদের অবগত হওয়া হাদিস ও সুন্নাহর সংরক্ষণে সময়ের একান্ত দাবি। এ ব্যাপারে 'দিফা আন আবি হুরায়রা রাযি.' নামে পৃথক একটি গ্রন্থ রয়েছে। তাছাড়া প্রাচ্যবিদদের খ-নে লিখিত ড. মুসতাফা আস সিবায়ি রাহ.'র 'আস সুন্নাহ ও মাকানাতুহা ফিত তাশরিয়িল ইসলামি' এবং শায়খ মুহাম্মাদ আবু শাহবা রাহ.'র 'দিফা আনিস সুন্নাহ' প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

٥– أيُّ أمُورِ الإيْمان أفَضَلُ ؟

অধ্যায়-৫ : ঈমানের কোন্ বিষয়টি সর্বোত্তম?

٦.عَنْ جابرٍ رضى الله تعالى عنه يقول: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ منْ لسانه وَيَده» رواه البخاري.

৬। হযরত জাবির রাযি. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মুসলমান ওই ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকেন। *(সহিহ বুখারি)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত জাবির রাযি.। তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরও সাহাবি ছিলেন। তিনি মোট ১৯টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ৭০ হিজরির পর ৯৪ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা হচ্ছে, ১৫৪০।

٦– بابُ حُبِّ الرَّسُولِ عليه الصلاة والسلام منَ الإيْمان

অধ্যায়-৬ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

٧. عَنْ أبِي هريرةَ رضى الله تعالى عنه: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذى نَفْسِى بِيَدِه لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْه مِنْ وَالِده وَلَده ».(كذا روى عن أنس رضى الله عنه وفيه): حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْه مِنْ وَالِده وَلَده وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رواه البُخاري.

৭। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র (সন্তান-সন্ততি)'র চেয়েও প্রিয়তর হই। (হাদিসটি হযরত আনাস রাযি. থেকেও বর্ণিত, তাঁর বর্ণনার শব্দ হচ্ছে) যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র এবং সমস্ত মানুষের চেয়েও প্রিয়তর হই। *(সহিহ বুখারি*

٢- كتابُ الطَّهارَة

কিতাবুত তাহারাত

٧- بابُ مِفْتاحِ الصَّلاةِ الطُّهُورُ

অধ্যায়-৭ : পবিত্রতা নামাযের চাবি

٨. عَنْ عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ...» الْحَدِيث، رواه الترمذي.

৮। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা। *(সুনানে তিরমিযি)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আলি রাযি.। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং জামাতা ছিলেন। উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ তাঁর সর্বপ্রথম মুসলমান হওয়ার মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ৬৩ বছর বয়সে ৪০ হিজরির রামাযান মাসে শাহাদাত বরণ করেছেন।

عن علي قال: حدثوا الناس بما يعرفون، و دعوا ما ينكرون، أ تحبون أن يكذب الله و رسوله. قال الحافظ الذهبي: فقد زجر رضي الله عنه عن رواية المنكر، و حث على التحديث بالمشهور. و هذا أصل كبير في الكف عن بث الأشياء الواهية و المنكرة من الأحاديث في الفضائل و العقائد و الرقاق، و لا سبيل إلى معرفة هذا من هذا إلا بالإمعان في معرفة الرجال.

শব্দবিশ্লেষণ: الطَهور শব্দটি তা'র ওপর পেশ দিয়ে, ব্যাপক অর্থে পবিত্রতা; উযু-গোসল সবকিছু বুঝায়। ইমাম নাওয়াওয়ি রাহ. বলেন, তা'র ওপর পেশ দিয়ে এই (পবিত্রতার) কাজ উদ্দেশ্য হয় আর যবর দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম (পানি) উদ্দেশ্য।

٨- باب لاتُقْبَلُ صلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

অধ্যায়-৮ : পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না

٩. عن ابن عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لاتُقْبَلُ صلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، ولاصدقةٌ مِنْ غُلُولٍ» رواه الترمذي.

৯। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না। (*সুনানে তিরমিযি, ১/২, হাদিস: ১, সুনানে আবু দাউদ, ১/৯, হাদিস: ৫৯, সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ২৪, হাদিস: ২৭১*)

শব্দবিশ্লেষণ: تقبل শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কবুলে ইসাবাত তথা كون الشيئ مستجمعا لجميع الشرائط و الأركان। আর কবুলে ইজাবাত তথা وقوع الشيئ في حيز مرضاة الله এখানে প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: নাফি'র পর নাকিরা আসলে তা হুকমের ব্যাপকতা বুঝায়। এ হাদিসের ভিত্তিতে জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে (ইমাম মালিক রাহ. এ বিষয়ে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন) নামাযের জন্যে তাহারাত শর্ত। অবশ্য জানাযার নামায এবং সিজদায় তিলাওয়াত সম্পর্কে কিছুট মতভেদ রয়েছে। ইমাম ইবনে জারির তাবারি, আমির শা'বি এবং ইবনে উলাইয়ার মতে এ দু'টি উযু ছাড়াও শুদ্ধ হবে। ইমাম বুখারি রাহ.কেও তাঁদের সাথে একমত বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, দ্বিতীয় মাসআলায় তিনি তাঁদের সাথে থাকলেও প্রথম মাসআলায় তিনি তাঁদের সাথে নন। মোটকথা, উপরিউক্ত হাদিসটি তাঁদের বিরুদ্ধে জুমহুর উলামায়ে কেরামের দলিল।

৯– بابُ فَضْلِ الطهورِ

অধ্যায়-৯ : পবিত্রতা অর্জনের ফযিলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تعالى عنه قال: قال رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ (أَوِ الْمُؤْمِنُ) فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ». رواه الترمذي وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

১০। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুসলিম অথবা মু'মিন (রাবির সন্দেহ) বান্দা যখন উযুতে তার চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারা থেকে পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে বা এরকম কোনো মুহূর্তে (রাবির সন্দেহ) সে সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলোর প্রতি তার চক্ষুদ্বয় দৃষ্টি দিয়েছিল, আর যখন সে আপন হাতদ্বয় ধৌত করে তখন হাতদ্বয় থেকে পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে (রাবির সন্দেহ) সে সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলো সে নিজ হাতদ্বয় দ্বারা করেছিল, এভাবে উযুকারি ব্যক্তি গুনাহসমূহ থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে বের হয়। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটি হাসান সহিহ হাদিস।

শব্দবিশ্লেষণ: العبد المسلم أو المؤمن ইমাম নাওয়াওয়ি রাহ. প্রমুখের মতে এখানে أو রাবির সন্দেহ বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আল্লামা ইবরাহিম বলিয়াবি রাহ.'র মতে এটি এখানে এবং مع الماء أو مع اخر قطر الماء এ উভয় জায়গায় তানওয়ি' তথা বিভিন্নতা বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান ও ইসলামের স্তর অনুযায়ী উযুকারীর গুনাহসমূহ হয়তো পানির সাথে সাথে কিংবা শেষবিন্দুর সাথে বের হয়ে যাবে। خرجت বের হওয়া এখানে ক্ষমা করে দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত। এ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে।

সনদ পর্যালোচনা: এটা ইমাম তিরমিযি রাহ.-র একটি বিশেষ পরিভাষা। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে রাজাব হাম্বলি রাহ. 'শারহু ইলালিত তিরমিযি' তে খুব ভালো আলোচনা করেছেন। তবে এখানে একটা ইশকাল হয় যে, হাসান ও সহিহ দুইটা ভিন্ন স্তর একত্রে ব্যবহার কীভাবে করা হয়? এ ব্যাপারে অনেক

কথা বলা হয়ে থাকে। প্রখ্যাত হাদিস গবেষক, মাও. আবদুল মালেক সাহেব দা. বা. বলেন, আমার ধারণা মতে সব চেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা তা-ই যা বদরুদ্দিন যারকাশি রাহ. (মৃ. ৭৯৪হি.) তার 'আন নুকাত আলা মুকাদ্দামাতিবনিস সালাহ'-এ কোনো একজন বিজ্ঞ মুহাদ্দিস থেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ দু'টি 'তা'কিদ বি গায়রিল লাফয'-এর অন্তর্ভুক্ত। উদ্দেশ্য, যেসব হাদিসে উক্ত শব্দে হুকম লাগানো হয়েছে, সেগুলো 'কাসরাতে তুরুক' বা সনদের অবস্থা অত্যন্ত উঁচু হওয়ার কারণে সাধারণ সহিহ ও সাধারণ হাসানের ঊর্ধ্বে। তাই দেখা যায়, ইমাম তিরমিযি রাহ. যেসব হাদিস সম্পর্কে হাসান সহিহ বলেছেন সেগুলো সাধারণত ওইসব হাদিস থেকে অধিকতর সহিহ, যেগুলোর ব্যাপারে শুধু হাসান কিংবা শুধু সহিহ বলেছেন।

١٠- بابُ كيفَ كانَ وُضُوءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

অধ্যায়-১০ : নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু কেমন ছিল?

١١. عن أَبِي حيَّةَ، قَالَ: «رأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فغَسَلَ كَفَّيْهِ حتَّى أَنْقَاهُما، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا، واسْتَنْشَقَ ثَلاثاً، وغَسَلَ وجهَهُ ثَلاَثًا، وذِرَاعيْهِ ثَلاَثاً، ومَسَحَ بِرأْسِه مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إلى الْكَعْبَيْنِ، ثم قامَ فأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبهُ وهُوَ قَائِمٌ، ثمَّ قال: أَحبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم».

رواه الترمذي وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

১১। আবু হাইয়্যা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলি রাযি.কে উযু করতে দেখলাম। তো তিনি তাঁর হাতদ্বয় (কব্জি পর্যন্ত) পরিষ্কার করে ধৌত করলেন, তারপর তিনবার কুলি করলেন, তারপর তিনবার চেহারা এবং তিনবার হাত (কনুই পর্যন্ত) ধৌত করলেন, এবং মাথা একবার মাসহ করলেন, অতপর গোড়ালি পর্যন্ত উভয় পাঁ ধৌত করলেন। সর্বশেষ তিনি দাঁড়ালেন এবং উযুর অতিরিক্ত পানি হাতে নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায়ই পান করলেন, আর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন- তা দেখানোই আমার ইচ্ছা ছিল। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটি হাসান সহিহ হাদিস।

সনদ পর্যালোচনা: আবু হাইয়্যা ইবনে কায়স আল ওয়াদিয়ি (হা-র উপর যবর এবং ইয়া-র উপর তাশদিদ)। তাঁর নাম: আমর ইবনে নাসর/আবদুল্লাহ/আমির ইবনুল হারিস, কারো মতে তাঁর নাম জানা যায়নি। হাদিস বর্ণনায় তিনি গ্রহণযোগ্য একজন রাবি। (আত তাকরিব, পৃ.৬৩৫)

শব্দবিশ্লেষণ: ---

فضل মানে অবশিষ্টাংশ, বর্ধিতাংশ, তার বহুবচন: فضول

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: وَمَسَحَ بِرَأْسِه مَرَّةً এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মাথা মাসহ একবার করাই সুন্নাত; এটা জুমহুর উলামায়ে কেরামের মত।

فَشَرِبَهُ وهُوَ قَائِمٌ، যেহেতু এই পানি দ্বারা একটি ইবাদাত আঞ্জাম দেয়া হয়েছে তাই এত বারাকাত রয়েছে; এ জন্যে তা পান করা সুন্নাত এবং এই পান করাটা হবে দাঁড়িয়ে। কোনো কোনো বর্ণনায় দাঁড়িয়ে পান করা থেকে নিষেধ এসেছে বটে, তবে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন,

إن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز، و قال بعضهم: إن أحاديث النهي محمولة على كراهة التتريه و أحاديث الجواز على بيان جوازه. قال ابن حجر: هذا أحسن المسالك.

١١–بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

অধ্যায়-১১ : উযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ

١٢. رَوَى الدارَقُطنِى مرفوعًا: «مَنْ تَوَضَّأَ و ذَكَرَ اسْمَ الله فإنَّهُ يَطْهُرُ جَسَدُهُ كُلُّهُ، ومَنْ تَوَضَّأَ ولَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله لَمْ يَطْهُرْ إلاموضِعُ الوُضُوءِ» كما فِي (شرحِ النُّقاية) الْمُجَلَّدُ الأولُ.

১২। দারাকুতনি রাহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি উযু করতে আল্লাহর নাম নিল তার পূর্ণ শরির পবিত্র হয়ে গেল, আর যে উযু করতে আল্লাহর নাম নিল না তার উযুর স্থান সমূহই (অঙ্গগুলোই) পবিত্র হলো। 'শারহুন নুকায়া'র প্রথম খ- থেকে উদ্ধৃত। *(সুনানে দারাকুতনি)*

সনদ পর্যালোচনা: হাদিসটি উল্লিখিত শব্দে সুনান ও আসারের কিতাবাদিতে পাওয়া যায়নি। বরং হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.'র সূত্রে হাদিসটি এ শব্দে বর্ণিত পাওয়া যায়: إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله، فإنه يطهر جسده كله، و إن لم يذكر اسم الله فس طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء.

গ্রন্থ পরিচিতি : 'শারহুন নুকায়া' কিতাবটির পূর্ণ নাম হচ্ছে: ফাতহু বাবিল ইনায়া বিশারহি কিতাবিন নুকায়া। এটি মোল্লা আলি কারি রাহ. (মৃ. ১০৩৪ হি.) লিখিত মূল্যবান একটি গ্রন্থ। আরবের শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. (মৃ. ১৪১৭ হি.)'র ইলমি তাহকিকসহ ছেপে এসেছে। শায়খ এ কিতাবটি কীভাবে সংগ্রহ করেছেন- এর পেছনে চমৎকার একটি কাহিনী রয়েছে। ওই কাহিনীতে কিতাব সংগ্রহে আমাদের বড়রা কেমন কুরবানী করতেন এবং এতে তাঁরা কত স্বাদ ও প্রশান্তি অর্জন করতেন- সে বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। (দেখুন: সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা আলা শাদায়িদিল ইলমি ওয়াত তাহসিল, পৃ. ২৭৮-২৮১)

١٣. وأيضًا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ الأعرابِيَّ الوُضُوءَ، ولَمْ يَذْكُرِ التسمية، ولو كان شرطًا لَذَكَرَهُ، ولذا قال الأحنافُ: إنَّ التسميةَ سُنَّةٌ. وفِي (الْهِدايةِ): الأصَحُّ أنَّها مُسْتَحَبَّةٌ. وفِي (التفسيرِ الْمَظْهَرِي):

১৩। এ রকম বর্ণিত আছে: নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আ'রাবি সাহাবিকে উযুর পদ্ধতি শিখালেন, কিন্তু বিসমিল্লাহ্ বললেন না। বিসমল্লিাহ বলা শর্ত হলে তিনি তা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। এ জন্যে হানাফিগণ বলেন, বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। "হিদায়া" গ্রন্থে আছে, বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যে, তা মুস্তাহাবক্ষ। 'তাফসিরে মাযহারি'তে নিম্নোক্ত হাদিসটি রয়েছে:

গ্রন্থ পরিচিতি : কাযি সানাউল্লাহ পানিপতি রাহ.'র 'তাফসিরে মাযহারি' উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ একটি তাফসির গ্রন্থ। যতদূর মনে পড়ে আল্লামা ইউসুফ বানুরি রাহ. 'মাআরিফু সুনান'-এর কোনো স্থানে এই কিতাব এবং এর লিখকের প্রশংসা করেছেন।

١٤. وحديث خصيف قال: تَوَضَّأَ رجلٌ عند رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ولَمْ يُسَمِّ، فقال: أَعِدْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ولَمْ يُسَمِّ، فقالَ: أَعِدْ وُضُوءَكَ، ثلاثَ مراتٍ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وسَمَّى، فقال: (الآنَ خَيْرًا أَصَبْتَ) موضوعٌ لا أصلَ لهُ، كذا في (الطيب الشذي).

১৪। খুসাইফ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উযু করলেন কিন্তু বিসমিল্লাহ বললেন না- তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি পূনর্বার উযু কর, তিনি আবারও উযুতে বিসমিল্লাহ বলেননি তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, তুমি পূণর্বার উযু কর। এভাবে তিন বার হলো। অবশেষে তিনি উযুতে বিসমিল্লাহ বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এবার তুমি সঠিক করেছ।
এটি মাওযূ হাদিস, তার কোনো ভিত্তি নেই। 'আততিবুশ শাযি' তে এভাবে রয়েছে।
গ্রন্থ পরিচিতি : 'আত তিবুশ শাযি' এটি শায়খ আশফাক আহমাদ কান্ধলবি রাহ. কতৃক রচিত সুনানে তিরমিযি'র একটি চমৎকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ১৩৪৪ হিজরিতে এর প্রথম খ- প্রকাশিত হয়েছে।

١٥. وحديثُ: لا وضوءَ لِمَنْ لَمْ يذكرِ اسمَ اللهِ. معناه: لا وضوءَ كاملاً لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسمَ اللهِ. كحديثِ: لا صلاةَ لِجارِ الْمَسْجِدِ إلاَّ فِي الْمَسْجِدِ. وأيضًا لَمْ يُواظِبْ عليه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وعثمانُ وعَلِيٌّ رضى الله تعالى عنهما حَكَيَا وُضُوءَ النَّبِيِّ ولَمْ يُنْقَلْ عنهما التسميةُ.

১৫। "যে আল্লাহর নাম নিল না তার উযু হলো না"– এ হাদিসের মর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিল না তার উযু পরিপূর্ণ হলো না ।
"মসজিদের প্রতিবেশির জন্যে মসজিদ ছাড়া নামায হয় না" হাদিসের ন্যায়।
অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় উযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলেননি। হযরত উসমান ও হযরত আলি রাযি. উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের থেকে তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ বলা) এর কথা বর্ণিত নয়।
প্রাসঙ্গিক আলোচনা: উযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা কোন পর্যায়ের হুকম- এতে ফকিহগণের কিছুটা মতভেদ রয়েছে। হানাফি, শাফিয়ি, মালিকি এবং হাম্বলি চারই মাযহাবে তাসমিয়া ফিল উযু সুন্নাত বলা হয়েছে। ইমাম আহমদ রাহ.'র দিকে তাসমিয়া ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত যে মত উল্লেখ করা হয়ে থাকে তা মুহাক্কিকগণের মতে বিশুদ্ধ নয়। অন্য দিকে হানাফি আলিম আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১হি.) 'ফাতহুল কাদির' গ্রন্থে তাসমিয়া ওয়াজিব বলে যে মত ব্যক্ত করেছেন- তা মাযহাবে স্বীকৃত নয়, বরং এটা তাঁর নিজস্ব মত হিসেবে পরিগণিত। বস্তুত কয়েকটি মাসআলায় তিনি মাযহাবের সিদ্ধান্তের বিপরীত ভিন্ন মত অবলম্বন করেছেন; যেগুলো মাযহাবে সমাদৃত নয়। তাঁরই সুযোগ্য শাগরিদ, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, আল্লামা কাসিম ইবনে কুতলূবুগা রাহ. (মৃ. ৮৭৯হি.) বলেন, إن تفرداته غير مقبولة. "তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত

গুলো মাযহাবে গ্রহণযোগ্য নয়।" (মাআরিফুস সুনান, ৬/২৮২) অবশ্য তাসমিয়া ওয়াজিব হওয়ার মত পোষণ করেছেন ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ এবং কিছু সংখ্যক আহলে যাহির আলিম। এ অধ্যায়ে লেখক জুমহুর উলামায়ে উম্মতের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন।

١٢–بابُ مَسْحِ الرأسِ

অধ্যায়-১২ : মাথা মাসূহ

١٦. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيـــرةِ بنِ شُعْبَةَ عَنْ أبيهِ الْمُغِيـــرَةِ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ومَسَحَ بِناصيتِه وعَلَى الْخُفَّيْنِ. رواه مسلمٌ والطَّبرانِي، ورواه أبو داود والْحاكِمُ وسَكَتَا عنه، ولَفْظُهُ: فأدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ العمامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رأسِهِ، ولَمْ يَنْقُضِ العمامَةَ.

১৬। উরওয়া বিন মুগিরা বিন শু'বা তাঁর পিতা মুগিরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং তাঁর মাথার অগ্রভাগ ও মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করলেন। *(সহিহ মুসলিম)* ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম হাকিম রাহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। সেখানকার শব্দ হলো, তিনি পাগড়ির নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাথার অগ্রভাগ মাসহ করলেন, কিন্তু পাগড়ি খুলেননি।

সনদ পর্যালোচনা: ইমাম আবু দাউদ যদি কোনো হাদিসের ব্যাপারে তাসহিহ (সহিহ বলা) ও তাযয়িফ (যয়িফ বলা) থেকে বিরত থাকেন তাহলে তাঁর এ নীরব থাকাটাই হাদিসটি সহিহ কিংবা ন্যূনতম হাসান হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কিন্তু মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণ এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে তাঁর নিরব থাকাটই হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। আল্লামা মুনযিরি রাহ. সুনানে আবু দাউদের 'মুখতাসার' সংকলন করেছেন এবং তিনি ইমাম আবু দাউদের 'সুকুত'-এর ব্যাপারে পর্যালোচনাও করেছেন। ফলে মুহাদ্দিসগণ আবু দাউদের সুকুত প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে মুনযিরি রাহ.'র মন্তব্যও সংযোজন করেন। তাঁরা উভয়ই নিরবতা পালন করলে এটা এক হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার একটা দলিল হতে পারে। (বিস্তারিত দেখুন: কাওয়াইদ ফি উলুমিল হাদিস-এর টিকা; শায়খ আবু গুদ্দাহ রাহ., পৃ. ৮৩-৮৭) তবে হাকিমের সুকুত হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। কেননা, তিনি তো এমনিতেই 'মুতাসাহিল'। (বিস্তারিত দেখুন: মাকালাতুল কাউসারি)

সাহাবি পরিচিতি : হযরত মুগিরা রাযি.। প্রসিদ্ধ সাহাবি। হুদাইবিয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। প্রথমে বসরায়, তারপর কুফায় গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় ৮০ বছর বয়সে ৬০ হিজরিতে রজব মাসে ইন্তিকাল করেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ: ناصية অর্থ মাথার সম্মুখভাগ, তার বহুবচন: ناصيات و نواصي

১৭. رواه البيهقي عن عطاء: أنه صلى الله عليه وسلم توضَّأَ فِي العمامَةِ ومَسَحَ مُقَدَّمَ رأسِهِ، أو قال: ناصيته. وهو و إنْ كانَ مُرْسَلاً إلا أنه حُجَّةٌ عندنا وعند الْجُمهورِ.

১৭। বায়হাকি আতা ইবনে আবি রাবাহ রাহ. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ি মাথায় রেখে উযু করলেন এবং মাথার অগ্রভাগ মাসহ করলেন। (রাবি শব্দ বর্ণনায় সন্দীহান)। *(আস সুনানুল কুবরা; বায়হাকি)* এ হাদিসটি মুরসাল হলেও তা আমাদের নিকট এবং জুমহুর ইমামগণের নিকট প্রমাণযোগ্য।

সনদ পর্যালোচনা: ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক রাহ. প্রমুখ হাদিস ও ফিকহের ইমাম হাদিসে মুরসাল গ্রহণযোগ্য বলে মত পোষণ করেছেন। সাহাবিদের মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। বস্তুত দুইশত হিজরির পূর্ব পর্যন্ত জুমহুর সাহাবা, তাবিয়িন, তাবে তাবিয়িন, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসিন সবাই মুরসাল হাদিস হুজ্জাত ও প্রমাণযোগ্য মনে করতেন। ইমাম আবু দাউদ রাহ. লিখেন,

و أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري و مالك و الأوزاعي، حتى جاء الشافعي، فتكلم عليه.

"মুরসাল বর্ণনা দ্বারা অতীতের সকল আলিম-উলামা, যেমন- সুফয়ান সাওরি, মালিক, আওযায়ি প্রমুখ মনীষী প্রমাণ পেশ করতেন। পরে ইমাম শাফিয়ি রাহ. এসে এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।" *(দেখুন: সালাসু রাসায়িল ফি ইলমি মুসতালাহিল হাদিস; রিসালাতুল ইমাম আবি দাউদ, পৃ. ৩২, মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়্যাহ, আলেপ্পো, সিরিয়া, ১ম সংস্করণ ১৪১৭হি.। ইমাম আবু দাউদ রাহ.'র এ পত্রটি হিন্দুস্তান থেকে প্রকাশিত 'বাযলুল মাজহুদ'এর কোনো কোনো নুসখার প্রথম খ-ের শুরুতেও পাওয়া যায়)*

বিদগ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা যাহিদ কাউসারি রাহ. (মৃ. ১৩৭১হি.) মন্তব্য করেন, من رد المراسيل فقد رد شطر السنة "যারা মুরসাল হাদিস বর্জনীয় মনে করেন প্রকৃতপক্ষে তারা সুন্নাহর এক বিরাট অংশ বর্জন করে দিলেন।" *(শুরুতুল আইম্মাতিল খামসাহ'র টিকা; কাউসারি, পৃ. ৮১, সুনানে ইবনে মাজাহ'র শুরুতে সংযুক্ত)*

আর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ. (মৃ. ১৩৫২হি.) বলেন, من رد الأحاديث المرسلة فإنه يلزم منه أن حصة كثيرة من الدين. "মুরসাল হাদিস প্রত্যাখ্যান করলে দ্বীনের এক বৃহৎ অংশ বিলুপ্ত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে।" *(ফায়যুল বারি; মুকাদ্দামা, পৃ. ৩৬)*

এুরসাল হাদিসের প্রামাণিকতা সম্পর্কে তাহকিকি ইলম অর্জন করা একটি জরুরি বিষয়। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে রাজাব হাম্বলি রাহ. (মৃ. ৭৯৫হি.)'র *'শারহু ইলালিত তিরমিযি'* (১/২৯৪-৩২০) প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: উযুর মধ্যে মাথা কতটুকু মাসহ করা ফরয- তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে চারভাগের একভাগ মাসহ করা ফরয। ইমাম মালিক রাহ.'র মতে পূর্ণ মাথা মাসহ করা ফরয। আর ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে মাথার যে কোনো অংশ, এমনকি তিনচুল পরিমাণ মাসহ করাই ফরয। এখানে হানাফিদের কিছু দলিল উপস্থাপিত হয়েছে।

١٣–بابُ مَسْحِ الأُذُنَيْنِ بِماءِ الرَّأسِ

অধ্যায়-১৩ : মাথায় ব্যবহৃত পানি দ্বারা কান মাস্‌হ

١٨. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: أنه قال: ألا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ (وفيه): ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَمَسَحَ بِها رأسَهُ وأُذُنَيْهِ. رواه ابْنُ حبان وابنُ خُزَيْمةَ والْحاكِمُ.

১৮। হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু সম্পর্কে অবগত করব? (এ হাদিসে রয়েছে) অতপর তিনি এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মাথা ও উভয় কান মাসহ করলেন। *(মুসতাদরাকে হাকিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি.। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই ছিলেন। হিজরতের তিন বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিকট কুরআনের সমঝ এবং হিকমাত দানের দুআ করেছিলেন। ফলে তাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতির কারণে তাঁকে 'আল বাহর' (জ্ঞানের সমুদ্র) এবং 'আল হাবর' (পণ্ডিত) বলা হত। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব রাযি. বলেন, ইবনে আবক্ষাস যদি আমাদের বয়স পেত তবে আমরা তাঁর ইলমের একদশমাংশ পর্যন্তও পৌঁছতে পারতাম না। তিনি ৬৮ হিজরিতে তায়েফে ইন্তিকাল করেছেন। তিনি মুকসিরিন তথা যেসব সাহাবি বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁদের একজন এবং ফকিহ সাহাবিদের মধ্যে 'আবাদালায়ে আরবাআ' (চার আবদুল্লাহ) বলে প্রসিদ্ধ চারজনের একজন। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা হচ্ছে, ১৬৬০।

শব্দবিশ্লেষণ: غرف (নাসারা ও যারাবা) অঞ্জলি ভরে লওয়া, চামচ ভরে লওয়া। غرفة অঞ্জলি, এক অঞ্জলি পানি, বহুবচন: غِراف

١٩. عن ابنِ عبَّاسٍ ؛: «أنَّ النَّبِيَّ مسحَ بِرأْسِهِ وأُذنيْهِ: ظاهِرِهِما وَ بَاطِنِهِما».(قال الترمذي): هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ عَلَى هذَا عندَ أكثرِ أهلِ العلْمِ يرَوْنَ مَسْحَ الأُذُنَيْنِ: ظُهورِهما وبطونِهمَا.

১৯। ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা ও উভয় কানের বাহির ও ভিতর মাসহ করলেন। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি রাহ. বলেন, এটি হাসান সহিহ হাদিস। অধিকাংশ আলিম এই হাদিসের ওপর আমল করে থাকেন। তাঁরা উভয় কানের বাহির ও ভিতর মাসহ করার মত পোষণ করেন।

٢٠. عنْ أبي أُمَامَةَ ، قال: «توضأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فغسلَ وجْهَهُ ثلاثاً، و يديْهِ ثلاثاً، ومَسَحَ برأسه، وقالَ: الأذنَانِ منَ الرأسِ». رواه الترمذي.

قال حَمَّادٌ: لاأدري هذا من قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو من قولِ أبي أمامةَ.

২০। হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার করে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত ধৌত করলেন। অতপর মাথা মাসহ করলেন এবং বললেন, উভয় কান (এর হুকুম) মাথার অন্তর্ভুক্ত। *(সুনানে তিরমিযি)*

হাম্মাদ বলেন, আমার জানা নেই যে, এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নাকি আবু উমামার উক্তি।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু উমামা আল বাহিলি রাযি.। নাম সুদাই ইবনে আজলান। তিনি 'মুকসিরিনদের' একজন। তাঁর অধিকাংশ হাদিস সিরিয়াবাসীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে মিসরে অবস্থান করেন, তারপর হিমসে স্তানান্তরিত হয়ে যান এবং সেখানে ৯১ বছর বয়সে ৮৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনিই সিরিয়ায় সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবি, অবশ্য কারো কারো মতে সিরিয়ায় সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে বিশর রাযি.।

সনদ পর্যালোচনা: এখানে হাম্মাদ বলতে হাম্মাদ ইবনে যায়দ উদ্দেশ্য। অন্যান্য অনেক বর্ণনায় الأذنَانِ منَ الرأسِ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হিসেবে প্রমাণিত, তাই হাম্মাদের সন্দেহ পোষণের কারণে হাদিসের বিশুদ্ধতায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

٢١. عن ابنِ عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: الأذنانِ مِنَ الرَّأسِ.

رواه الدارقطني بإسنادٍ صحيحٍ، كذا رواه ابنُ ماجةَ بإسنادٍ صحيحٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زيد.

২১। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, উভয় কান (এর হুকুম) মাথার অন্তর্ভুক্ত। দারাকুতনি হাদিসটিকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন। সনদ সহিহ *(সুনানে দারাকুতনি)* এরকম ইবনে মাজা এটাকে আবদুল্লাহ বিন যায়দ থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন।

সনদ পর্যালোচনা: আল্লামা যায়লায়ি রাহ. বলেন, الأذنَانِ منَ الرأسِ হাদিসটি আটজন সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন: আবু উমামা, আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু মুসা, আনাস, ইবনে উমার এবং আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহুম। তাছাড়া আরো চারজন সাহাবি এমন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি কান মাসহের জন্যে নতুন পানি গ্রহণ করেননি। এই মোট বারজন সাহাবি'র বর্ণনা হানাফিদেও সমর্থন করছে। এই বর্ণনাগুলোর কিছুতে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও 'কাসরাতে তুরুকের' কারণে তা গ্রহণযোগ্য এবং দলিল পদানযোগ্য। (নাসবুর রায়া, ---)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: উযুর মধ্যে কান মাসহের সময় নতুন পানি প্রয়োজন না মাথা মাসহের অবশিষ্ট পানি দিয়ে কান মাসহ করা যাবে- এব্যাপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে নতুন পানি

নেওয়া ওয়াজিব আর ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিকের এক বর্ণনা এবং ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে নতুন পানি নেওয়া ওয়াজিব তো নয়ই, বরং সুন্নাত হচ্ছে মাথা মাসহের অবশিষ্ট পানি দিয়ে কান মাসহ করবে।

ইসতি'নাস: হাফিয ইবনুল কায়্যিম রাহ. বলেন, এ কথা প্রমাণিত নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান মাসহ করার জন্যে নতুন পানি নিয়েছেন। (যাদুল মাআদ, --)

١٤–بابُ مَسْحِ الأُذُنَيْنِ بِماءِ الرَّأسِ

অধ্যায়-১৪ : উভয় পা ধৌত করা এবং মাস্‌হ না করা

٢٢. عن عبدِ اللّهِ بن عمرٍو قال: تَخلَّفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنّا في سَفْرةٍ سَافَرْنَاهَا، فأدرَكَنا وقد أَرْهَقْنا العصرَ، فجعلْنا نَتَوَضَّأُ ونَمسَحُ على أرجُلِنا. فنادَى بأعلى صَوتِهِ «وَيلٌ للأَعْقابِ منَ النار» مرَّتَينِ أو ثلاثاً. رواه البخاري.

২২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পেছনে রয়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছলেন, এদিকে আমরা আসরের নামায আদায় করতে দেরি করে ফেলেছিলাম এবং আমরা উযু করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনোমতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম। তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, পায়ের গোড়ালিগুলোর (শুষ্কতার) জন্যে জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার একথা বললেন। *(সহিহ বুখারি)*

সাহাবি পরিচিতি: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি.। তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মাদ। তিনি 'মুকসিরিন' এবং ইসলামের একেবারে প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ফকিহ 'আবাদালায়ে আরাবআ'র একজন। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা হচ্ছে, ৭০০।

শব্দবিশ্লেষণ: أرهقنا (ইফআল) বিপদে ফেলা, আপতিত করা, প্রভাবিত করা।

عقب গোড়ালি, পায়ের গিঁঠ, বহুবচন: أعقاب আ

ويل অর্থ ধ্বক্ষংস, শাস্তি। জাহান্নামের এক স্তরকেও ويل বলা হয়।

٢٣.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله تعالى عنهما قال: سافرنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الْمَدينةِ فأتى على ماء بَيْنَ مكةَ والْمَدينة، فحضرت العصرُ فتقدم أناسٌ فانتهينا إليهم وقد توضؤوا، وأعقابُهُمْ تلوحُ، لَمْ يَمَسَّها الْماءُ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ». رواه الطحاوي.

২৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমরা মক্কা থেকে মদিনায় সফর করলাম। তিনি মক্কা ও মদিনার মধ্যখানে পানির এক কোঁয়ার নিকট আসলেন। ইতোমধ্যে আসরের সময় হয়ে গেল এবং কিছ লোক আগে চলে গেল। আমরা তাদের নিকট পৌছে দেখি তারা উযু সেরে নিয়েছে। কিন্তু তাদের গোড়ালিসমূহ চকচক করছে,

তাতে পানি পৌঁছেনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, পায়ের গোড়ালিগুলোর (শুষ্কতার) জন্যে জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে, তোমরা যথাযথভাবে উযু সম্পন্ন করো। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٢٤.عَنْ جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: رأى النبى صلى الله عليه وسلم فِي قدم رجلٍ لُمْعَةً لَمْ يغسلها، فقال: ويلٌ للأعقابِ من النار. رواه الطحاوي.

২৪। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তির পা না ধোয়ার কারণে চকচক করতে দেখে ইরশাদ করলেন, পায়ের গোড়ালিগুলোর (শুষ্কতার) জন্যে জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

শব্দবিশ্লেষণ: لُمعة চমক, ঝলক।

٢٥.عَنْ عبد الْمالك قال: قُلْتُ لعطاء: أبلغك عن أحد من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح علَى القدَمينِ؟ قال: لا. رواهُ الطحاوي، وهكذًا فِي (الْخَيرِ الْجاري).

২৫। আবদুল মালিক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আতা ইবনে আবি রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবি থেকে এ সংবাদ কি পৌঁছেছে যে, তিনি উভয় পাঁয়ের উপর মাসহ করেছেন? তিনি বললেন, না। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* 'আল খায়রুল জারি'তে এরকম বিবৃত হয়েছে।

গ্রন্থ পরিচিতি : 'আল খায়রুল জারি' এটি শায়খ মুহাম্মাদ ইয়াকুব মিঁয়াজি রাহ. রচিত সহিহ বুখারি'র ব্যাখ্যগ্রন্থ। এটা মূলত উমদাতুল কারি এবং ফাতহুল বারি থেকে সংগৃহিত। ভাবার্থগুলো তিনি উমদাতুল কারি থেকে নিয়েছেন এবং ফাতহুল বারি থেকে বিভিন্ন সূক্ষাতিসূক্ষ উপকারী বিষয় সংযোজন করেছেন। (ফায়যুল বারি, ১/২৩৭)

٢٦. وفِي (العَيْنِي): و روى سعيد بن منصورٍ عن عبد الرحمن بن أبِي ليلى أنه قال: اجتمع أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على غسلِ الرِجلينِ. انتهى.

২৬। 'আইনি'তে রয়েছে: সাঈদ ইবনে মানসুর আবদুর রাহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (উযুতে) উভয় পাঁ ধৌত করার (হুকুমের) ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ একমত পোষণ করেছেন।

গ্রন্থ পরিচিতি : 'আইনি' বলে সহিহ বুখারি'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারি বুঝানো হয়েছে। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহ. (মৃ. ৮৫৫ হি.)'র রচিত গ্রন্থ হিসেবে এটাকে সাধারণত 'আইনি' বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: উযুর মধ্যে পা ধৌত করাই জুমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব। রাফিযিদের ইমামিয়্যা ফিরকার মতে উযুর মধ্যে পায়ের ওযিফা হচ্ছে মাসহ করা। এবং আরো কিছু লোকের মতে ধৌত ও মাসহ উভয়টার ইখতিয়ার রয়েছে। এখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কিছু দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুত হাদিসের মধ্যে ويل للأعقاب من النار বাক্যটি দ্বারা পা ধৌত না হওয়ার কারণে জাহান্নামের ভয় দেখানো হয়েছে; যদি মাসহ যথেষ্ট হত তাহলে না ধুয়ার কারণে এমন ভীতি প্রদর্শন করা হত না।

١٥- بابُ الولاءِ، يعنى أنْ يغسِلَ العضوَ الثانِىَ قبلَ جفافِ الأولِ

অধ্যায়-১৫ : ধারাবাহিকতা তথা এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার আগেই অন্য অঙ্গ ধৌত করা

٢٧. روى ابن دقيق العيد فِى كتابِ (الإمام) عن عبد الرحمن بن عوفٍ رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم! إنَّ أهلى تغارُ علىَّ إذا أنا وطئتُ جواريَّ، قال: و بِمَ يعلمْنَ ذلك؟ قلتُ: من قِبَلِ الغسلِ، قال: فإذا كان ذلك منكَ فاغسل رأسكَ عند أهلكَ، فإذا حضرتِ الصلاةُ فاغسلْ سائرَ جسدكَ. انتهى.

২৭। ইমাম ইবনু দাকিকিল ঈদ রাহ. "আল ইমাম" গ্রন্থে হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আউফ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমি আমার দাসীদের সঙ্গে সহবাস করলে আমার স্ত্রী ঈর্ষা করেন। তিনি বললেন, স্ত্রীরা কীভাবে তা জানতে পারে? আমি বললাম, গোসল করার দ্বারা। তিনি বললেন,.যখন তোমার ওরকম অবস্থা হবে তখন স্ত্রীর কাছে শুধু মাথা ধৌত করবে, আর যখন নামাযের সময় হয়ে যাবে তখন পূর্ণ শরির ধৌত করবে।

সাহাবি পরিচিতি: হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আউফ রাযি.। আশারায়ে মুবাশশারার একজন। ইসলামের প্রথমদিকেই আবু বকর রাযি.'র হাতে মুসলমান হন। ইথিওপিয়ার দিকে হিজরতের উভয়বারই তিনি শরিক ছিলেন। সবক'টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। ৩২ হিজরিতে ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন এবং 'বাকি'তে তাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থ পরিচিতি : 'আল ইমাম' আল্লামা ইবনু দাকিকিল ঈদ রাহ. (মৃ. ৭০২ হি.) কতৃক রচিত। পূর্ণনাম আল ইমাম ফি আহাদিসিল আহকাম। এ গ্রন্থে লেখক বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদিসসমূহ একত্রিত করেছেন। পরবর্তীতে এটার সার-সংক্ষেপ লিখেছেন 'আল ইলমাম বিআহাদিসিল আহকাম' নামে। অতপর এই সংক্ষেপিত গ্রন্থের কিয়দাংশের গবেষণামূলক ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন 'আল ইমাম ফি শারহিল ইমাম' নামে। (আর রিসালাতুল মুসতাতরাফা, পৃ. ১৮০)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: 'মুওয়ালাত ফিল উযু' তথা উযুর অঙ্গগুলো অবিচ্ছিন্নভাবে ধৌত করা হানাফিদের মতে জরুরি নয়। ইমাম শাফিয়ি রাহ. প্রমুখের মতে জরুরি। এ হাদিসটি হানাফিদের সমর্থন করছে। বস্তুত এ হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, গোসলের ক্ষেত্রে 'মুওয়ালাত' শর্ত নয়, তাহলে তো উযুতে শর্ত না হওয়াই বাঞ্চনীয়।

١٦– بابُ الوضوء من سيلان الدم من غير السبيلين

অধ্যায়-১৬ : পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত অন্য স্থান থেকে প্রবাহিত রক্তের কারণে উযু

٢٨. روى ابن أبي شيبة فِي (مصنفه) عن هشام عن يونسَ عن الْحَسَنِ: أنه كان لا يرى الوضوءَ من الدمِ إلا ماكان سائلاً. و هو إسنادٌ صحيحٌ و هو مذهب الْحَنفيةِ رحمهم الله تعالى.

২৮। ইমাম ইবনে আবি শায়বা রাহ. তদীয় "মুসান্নাফ" এ হিশাম থেকে, তিনি ইউনুস থেকে, তিনি হাসান রাহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রবহমান রক্ত ছাড়া থেকে অন্য কোনো রক্তের কারণে উযু করা জরুরি মনে করতেন না। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এটার সনদ বিশুদ্ধ, এবং এটি হানাফিগণের মাযহাব।

٢٩. روى الدارقطنى فِي (سننه) عن تَمِيم الداري رضى الله تعالى عنه، وابن عدي فِي (كامله) عن زيدبن ثابتٍ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء من كل دم سائلٍ. كذا فِي (شرح النُّقاية).

২৯। ইমাম দারাকুতনি তদীয় "সুনান"এ তামিমে দারি রাযি. থেকে, এবং ইবনে আদি যায়দ বিন সাবিত রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক প্রবাহিত রক্তের কারণে উযু জরুরি হবে। *(সুনানে দারাকুতনি)* এ ভাবে 'শারহুন নুকায়া'তে রয়েছে।

সাহাবি পরিচিতি: যায়দ বিন সাবিত রাযি.। কাতিবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এগারো বছর বয়সে মদিনায় আসেন। তিনি বড় বড় ফকিহ সাহাবিগণের মধ্যে অন্যতম। কুরআন লিপিবদ্ধকারীদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। আবু বকর রাযি.'র খিলাফাতকালে তিনিই কুরআনে কারিমের কপি প্রস্তুত করেন এবং উসমান রাযি.'র সময়ে মুসহাফ আকারে লিখে বিশ্বব্যাপী কুরআনের কপি প্রচারের ব্যবস্থা করে দেন। ৫৬ বছর বয়সে ৪৫ হিজরিতে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।

٣٠. روى البخاري فِي (صحيحه) عن هشام بن عروةَ عن عائشةَ أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ سألَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالت: إِنِي امرأةٌ أُستَحاضُ فلا أطْهُرُ، أَفأَدَعُ الصلاةَ؟ فقال: «لا. إِنَّما ذلكِ عرقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلتِ الْحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال هشامٌ و قال أبِيْ: ثُمَّ توضئ لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت».

৩০। হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতার সূত্রে আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমার ইস্তিহাযা হতেই থাকে, ফলে আমি পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি নামায ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। এ হলো রগ-নির্গত এক বিশেষ ধরনের রক্ত, এটি হায়েয নয়। যখন হায়েয শুরু হয় তখন নামায ছেড়ে দাও, আর হায়েয শেষ হলে রক্ত ধোয়ে নামায আদায় কর। হিশাম বলেন, আমার পিতা বলেছেন, অতপর প্রত্যেক নামাযের জন্যে উযু করবে পরবর্তী ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত। *(সহিহ বুখারি)*

لا يُقالُ: قوله: ثُمَّ توضئ لكل صلاةٍ من كلام عروةَ، لأن الترمذى لَمْ يجعله من كلام عروةَ، وصححه، كذا ذكره العينى. فَنَبَّهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على العلة الْمُوجبة للوضوء، وهو كونُ مايخرج منها دمُ عرقٍ، وهو أعم من أن يكونَ خارجًا من السبيلين أو غيرهما، ثُمَّ أمرها بالوضوءِ لكل صلاةٍ. انتهى ما في (شرح النُّقاية).

এখানে এ কথা বলা যাবে না যে, "অতপর প্রত্যেক নামাযের জন্যে উযু করবে পরবর্তী ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত" এটি উরওয়ার উক্তি; কেননা ইমাম তিরমিযি এথাকে উরওয়ার উক্তি গণ্য করেননি, অন্যদিকে তিনি হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে উযু জরুরি হওয়ার কারণের প্রতি সতর্ক করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে, মহিলার শরিরের রগ থেকে বিশেষ রক্ত বের হওয়া। আর এটা তো ব্যাপক, চাই সামন-পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হোক বা অন্য কোনো স্থান থেকে। অতপর তিনি মহিলাকে প্রত্যেক নামাযের জন্যে উযুর নির্দেশ দিয়েছেন। ('শারহুন নুকায়া' থেকে)

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আয়িশা রাযি.। এই সাহাবিয়া উম্মুল মু'মিনিনদের একজন এবং নারীজগতের শ্রেষ্ঠ ফকিহা ছিলেন। আম্মাজান হযরত খাদিজা রাযি. ব্যতীত নবী-পত্নীদের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হযরত খাদিজা এবং তাঁর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ছিলেন- এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তিনি বিশুদ্ধ মতানুসারে ৫৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা হচ্ছে: ২২১০।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এ অধ্যায় আলোচিত মাসআলায় উলামায়ে কেরামের মধ্যকার ইখতিলাফ একটি মৌলনীতির ইখতিলাফ থেকে সৃষ্ট। মূলনীতি হচ্ছে, হানাফিদের মতে শরিরের যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো ধরনের নাজাসাত বের হলে -চাই তা স্বাভাবিক হোক কিংবা কারণবশত- সর্বাবস্থায় তা উযুবিনষ্টকারী গণ্য হবে। হাম্বলিদেরও মাযহাব তা-ই। ইমাম মালিক রাহ.'র মতে শুধু এই নাজাসাতই নাকিযে উযু যা সাধারণত সাধারণত বের হয়ে থাকে এবং স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে বের হয়, যেমন পেশাব-পায়খানা। অতএব বমি কিংবা নাকের রক্তক্ষরণ নাকিযে উযু হবে না; কেননা মুখ বা নাক নাজাসাত বের হওয়ার স্বাভাবিক পথ নয়। এমনিভাবে পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে পেশাব-পায়খানা, বীর্য, মযি, ওদি কিংবা বায়ূ ছাড়া অন্য কিছু বের হয় তাহলে নাকিযে উযু হবে না; কারণ এখানে বের হওয়ার পথ স্বাভাবিক হলেও বাহির হওয়া বস্তু স্বাভাবিক নয়। অবশ্য ইস্তিহাযার রক্তের ব্যাপাওে ইমাম মালিক রাহ. কিয়াস ছেড়ে 'আমরে তাআবক্ষুদি' হিসেবে এটাকে নাকিযে উযু গণ্য করেন। আর ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে বের হওয়ার পথ স্বাভাবিক হওয়া জরুরি বটে, তবে বাহির হওয়া বস্তুটি স্বাভাবিক হওয়া আবশ্যকীয় নয়। সুতরাং পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে পেশাব-পায়খানা ছাড়া অন্য কিছু বের হলেও সেটা নাকিযে উযু গণ্য হবে। মোট কথা, পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত অন্য কোনো জায়গা থেকে নাজাসাত বের হলে মালিকিয়্যা এবং শাফিয়িয়্যাদের মতে উযু ভঙ্গ হবে না। এ অধ্যায়ে হানাফিদের কিছু দলিল পেশ করা হয়েছে। বস্তুত রক্ত বের হওয়ার কারণে উযু ভঙ্গ হওয়ার প্রমাণ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল, পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া অন্য কোথাও থেকে রক্ত ইত্যাদি নাপাকি বের হলে উযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

١٧–بابُ الوُضُوء مِنَ القهقهةِ
অধ্যায়-১৭ : অট্টহাসির কারণে উযু

٣١. رَوى الدارقطنِيُّ عن أبِى الْمليحِ عن أبيه: بينما نحن نُصَلِّي خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجلٌ ضريرُ البصرِ فوقع فِى حفرةٍ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ ضحكَ منكم فليُعِد الوضوءَ والصلاةَ. الْمُرادُ من الضحك القهقهةُ، يدل عليه:

৩১। দারাকুতনি আবুল মালিহের সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করছিলাম ইতোমধ্যে একজন অন্ধ ব্যক্তি এস গর্তে পড়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে হেসেছে সে যেন পুনরায় উযু করে নামায আদায় করে। *(সুনানে দারাকুতনি)*
এখানে হাসি দ্বারা অট্টহাসি উদ্দেশ্য। নিম্নের বর্ণনাটি এর প্রমাণ:

٣٢. ما رواه ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ ضحكَ فِى الصلاة قهقهةً فليُعِد الوضوءَ والصلاةَ. رواه ابنُ عديٍّ فِى (الكامل) من حديث بقية، حدثنا أَبِى حدثنا عمرو بن قيسٍ عن عطاءٍ عن ابن عمرَ، والأحاديثُ يُفَسِّرُ بعضُها بعضًا، كذا فِي (العينى شرح صحيح البخاري).

৩২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে অট্টহাসি দিল সে যেন উযু ও নামায উভয়টার পুনরাবৃত্তি করে। ইবনে আদি তদীয় "আল কামিল"এ হাদিসটি বাকিয়্যা এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেও নিকট আমর ইবনে কায়স আতা'র সূত্রে হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদিসসমূহ একটি অপরটির ব্যাখ্যা প্রদান করে। (আইনি শরহে সহিহ বুখারি)

সনদ পর্যালোচনা: বাকিয়্যা মুদাল্লিস, অতএব তার হাদিস সহিহ হবে না বলার সুযোগ নেই; কেননা মুদাল্লিস যদি সত্যবাদী হন এবং স্পষ্ট করে বর্ণনা করার শব্দ উল্লেখ করে থাকেন তাহলে তাদলিসের দোষ কার্যকরী হবে না। আর এ বর্ণনায় তো তিনি স্পষ্ট করে حدثنا শব্দ উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থ পরিচিতি : আল্লামা ইবনে আদি রাহ. (মৃ. ৩৬৫হি.) লিখিত 'আল কামিল ফিয যুআফা' গ্রন্থটি রিজাল তথা হাদিসবর্ণনাকারীদের সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। তবে তিনি এই গ্রন্থে ক্ষেত্র বিশেষে হানাফি মুহাদ্দিসগণকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেননি। (দেখুন: আর রাফউ ওয়াত তাকমিল ফিল জারহি ওয়াত তা'দিল; শায়খ আবু গুদ্দাহ'র টিকাসহ, পৃ. ৩৩৯-৩৪১)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এ মাসআলাটিও পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত মূলনীতির ভিত্তিতে মুখতালাফ ফিহি। হানাফিদের মতে উযু ভঙ্গ হবে এবং মালিকি ও শাফিয়িদের মতে ভঙ্গ হবে না। উপরিউক্ত হাদিসদ্বয় থেকে হানাফিদের সমর্থন মিলছে।

١٨- باب لاينقض الوضوءَ مسُّ الْمَرأة

অধ্যায়-১৮ : নারী স্পর্শের কারণে উযু ভঙ্গ হয় না

٣٣. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنتُ أنامُ بَيْنَ يدي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم و رجلاي فِي قبلته، فإذا سجد غَمَزَني، فقبضتُ رجلَيَّ، فإذا قام بَسَطْتُهما ...الْحَديث. رواه الشيخان.

৩৩। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ঘুমাতাম, আর আমার উভয় পা তাঁর কিবলার দিকে থাকতো। তিনি যখন সিজদায় যেতেন আমাকে স্পর্শ করতেন, আমি পা গুছিয়ে নিতাম, এবং যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন পা বিছিয়ে দিতাম। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সনদ পর্যালোচনা: 'শায়খাইন' একটি পরিভাষা। সাহাবিদের তাবাকায় 'শায়খাইন' বলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এবং হযরত উমার রাযি.কে বুঝানো হয়। হানাফি মাযহাবে এর দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রাহ. এবং ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.কে বুঝানো হয়। মুহাদ্দিসিনের পরিভাষায় এর দ্বারা ইমাম বুখারি রাহ. এবং ইমাম মুসলিম রাহ.কে বুঝানো হয়, এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন মহলে এ শব্দটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। যেমন দারুল উলুম করাচিতে মুফতিয়ে আযম রাফি উসমানি দা. বা. এবং শায়খুল ইসলাম তাকি উসমানি দা. বা.কে শায়খাইন বলা হয়।

٣٤. عن عائشة رضي الله تعالى عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يُقَبِّلُ بعضَ أزواجِه ثُمَّ يُصَلِّي، و لا يتوضأ، كذا رواه فِي السنن الأربعة، والبزار فِي (مسنده) بإسناد حَسَّنَهُ.

৩৪। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণকে চুমা দিতেন অতপর (নতুন) উযু করা ছাড়াই নামায আদায় করতেন। *(সুনানে তিরমিযি)* বাযযারও তদীয় 'মুসনাদ'এ হাদিসটি উল্লেখ করত হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

٣٥. قال ابنُ عباسٍ رضي الله تعالى عنهما: ما فِي الآية من قوله (أو لامستم النساءَ) الْجِماعُ، إلا أنَّ الله حَيِيٌّ كَنَّى بالْحَسَنِ عن القبيحِ، كما كَنَّى بالْمَسِّ عن الْجِماعِ فِي قوله تعالى (وإن طلقتموهن مِنْ قبلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ). والْمُرادُ: الْجِماعُ بالإجْماعِ.

৩৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবক্ষাস রাযি. বলেন, কুরআনে কারিমের আয়াত " أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ" দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য। তবে যেহেতু আল্লাহ তাআলা লজ্জাশীল তাই সুন্দর দ্বারা খারাপের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেভাবে " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " আয়াতে স্পর্শ দ্বারা সহবাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, সর্বসম্মিতক্রমে এখানে সহবাস উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে উযু ভঙ্গ হয় কি না- এব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হানাফিদের মতে ভঙ্গ হবে না। আর বাকি তিন ইমামের মতে উযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য তাঁদের পরস্পরের মধ্যে এর বিশ্লেষণে কিছুটা ইখতিলাফ রয়েছে।

١٩– باب مَسِّ الذكرِ لايَنْقُضُ الْوُضوءَ

অধ্যায়-১৯ : পুরুষাঙ্গ স্পর্শের কারণে উযু ভঙ্গ হয় না

٣٦.عَنْ قيس بن طلق عن أبيه عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أنه سُئِلَ عن الرجلِ يَمَسُّ ذكرَهُ فِي الصلاةِ فقال: «وَ هَلْ هُوَ إلاّ بضْعَةٌ مِنكَ ؟» أخرجه الْخَمْسَةُ. قال الترمذي: هذا الْحَديثُ أحسن شئ يروى فِي هذا البابِ، و رواه ابن حبان فِي (صحيحه). و رواه الطحاوي و قال: هذا حديث مستقيم، غير مضطرب فِي إسنادِه و لا في متنه، فهو حديث صحيح، معارضٌ لِحَديثِ بسرة.

৩৬। কায়স বিন তালক তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে নামাযে তার গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি তো তারা শরিরেরই এক অঙ্গ। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এ অধ্যায় সংক্রান্ত বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে এটি সর্বোৎকৃষ্ট। ইবনে হিবক্ষানও এটাকে তদীয় 'সহিহ'এ উল্লেখ করেছেন। ইমাম তাহাবি হাদিসটি বর্ণনা কওে বলেন, এটি সঠিক হাদিস, তার সনদ কিংবা মাতনে কোনো ইযতিরাব নেই, বস্তুত এটি একটি সহিহ হাদিস, যা বুসরা'র সূত্রে বর্ণিত হাদিসের বিপরীত।

٣٧. نقل الطحاوي عن علي رضي الله تعالى عنه: ما أبالِي أنْفِي مَسَسْتُ أم أُذُنِي أو ذكَرِي.

৩৭। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি কোনো পরোয়া করি না যে, আমার নাক স্পর্শ করলাম, না কান, না গুপ্তাঙ্গ। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এরকম কথা অনেক সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে।

٣٨. وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه : ما أبالِي ذكري مسستُ فِي الصلاةِ أو أذُنِي أو أنْفِي.

وعن كثيرٍ من الصحابةِ نَحْوَهُ.

৩৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি কোনো পরোয়া করি না যে, নামাযে আমার গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করলাম, না কান বা নাক। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*
একই রকম বর্ণনা অনেক সাহাবি থেকে রয়েছে।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.। তাঁর উপনাম আবু আবদুর রাহমান। তিনি ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং বড় আলিম সাহাবিদের একজন। তাঁর বৈশিষ্ট্য অনেক। হযরত উমার রাযি. তাঁকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। অবশেষে ৩২ হিজরিতে মদিনায় ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা হচ্ছে, ৮৪৮।

٣٩. وعن سعد: لَمَّا سُئِلَ عن مَسِّ الذكرِ فقال: إنْ كانَ شَيئٌ منكَ نَجسًا فاقْطَعْهُ و لا بأسَ به.

৩৯। হযরত সা'দ রাযি.কে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শের হুকুম জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তোমার শরিরের কোনো অংশ নাপাক থাকে তাহলে তা কেটে ফেল। কোনো সমস্যা নেই! *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত সা'দ রাযি.। তাঁর উপনাম আবু ইসহাক। তিনি আশারায়ে মুবাশশারার একজন এবং আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপকারী। তাঁর আরো অনেক বৈশিষ্ট রয়েছে। আকিক নামক স্থানে ৫৫ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। তিনি আশারায়ে মুবাশশারার সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবি।

٤٠. وعن الْحَسَنِ: أنه كان يكرهُ مَسَّ الفرجِ، فإنْ فَعَلَ لَمْ يَرَ عليه وضوءاً. قاله القاري، انتهى ما في (الطيب الشذي)، وكذا فِي (الطحاوي)، و إسناد هذه الروايات مذكورٌ فِي (الطحاوي)، فانظر ثَمَّةَ.

৪০। হযরত হাসান বাসরি থেকে বর্ণিত যে, তিনি লজ্জাস্থান স্পর্শ করা মাকরূহ মনে করতেন। তবে যদি কেউ করে ফেলে তাহলে তার ওপর উযু জরুরি মনে করতেন না। মুল্লা আলি কারি রাহ. এটা উদ্ধৃত করেছেন। (আত তিবুশ শাযি) তা ছাড়া 'তাহাবি'তে এ বর্ণনাগুলোর সনদও উল্লিখিত রয়েছে, সেখানে তা দেখে নিতে পারেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু ভঙ্গ হয় কি না- এব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে ভঙ্গ হবে না। ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ রাহ. থেকে উভয় ধরনের মত বর্ণিত হয়েছে।

٢٠- باب الوضوءِ من القئ والرعافِ

অধ্যায়-২০ : বমি ও নাকের রক্তক্ষরণের কারণে উযু

٤١. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله تعالى عنه: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قاءَ فَتَوَضأَ، فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجد دمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذلكَ له، فقال صَدَقَ. أَنَا صَبَبْتُ له وَضُوءَهُ». رواه الترمذي، وقال: قد رأى غير واحدٍ من أهل العلم من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم و غيرهم من التابعين الوضوءَ من القئ والرعاف.

৪১। হযরত আবুদ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত যে. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করলেন অতপর উযু করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) পরে দামেস্কের মসজিদে হযরত সাওবান রাযি.'র সঙ্গে সাক্ষাত হলে আমি বিষয়টি তাঁর কাছে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আবুদ দারদা সত্য বলেছেন। আমি নিজে তাঁর উযুর পানি ঢেলে দিয়েছি। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, সাহাবা, তাবিয়িনের মধ্য থেকে একাধিক আহলে ইলম বমি ও নাকের রক্তক্ষরণের কারণে উযুর বিধান আসবে বলে মত পোষণ করেছেন।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবুদ দারদা রাযি.। তিনি আবুদ দারদা উপনামে প্রসিদ্ধ বিশিষ্ট একজন সাহাবি। সর্বপ্রথম তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অত্যন্ত ইবাদাতগুজার ছিলেন। খিলাফাতে উসমান রাযি.'র শেষ দিকে ইন্তিকাল করেছেন।

٤٢. عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعًا: مَنْ أصابه قيئٌ أو رعافٌ أو قلسٌ أو مذيٌّ فلينصرفْ فليتوضأ، ثُمَّ لِيَبْنِ على صلاتِه وهو فِي ذلك لايتكلم. أخرجه ابن ماجة، وفِي سنده إسماعيل بن عياش مُتَكَلَّمٌ فيه، وَثَّقَهُ ابنُ معين، كذا فِي (الطيب الشذي)، و هذا الْحَديثُ و إن كان مرسلاً لكنه حُجَّةٌ عندنا وعند الْجُمْهورِ، لاسيما و يَعْضُدُهُ حديثُ معدان، ونُقِلَ عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه بتقدير الصحةِ يُحْملُ على غسلِ اليدِ، لا وضوء الصلاةِ، و دُفِعَ بأنه عدولٌ عن الظاهر من غير قرينةٍ صارفةٍ، و هو كما ترى.

৪২। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযে যদি কারো বমি হয় অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরে অথবা মুখ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য বেরিয়ে আসে অথবা মযি নির্গত হয় তাহলে সে যেন ফিরে গিয়ে উযু করে, এবং পূর্বের নামাযের ওপর ভিত্তি করে আদায়। এমতাবস্থায় সে কোনো কথা বলবে না। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

এ হাদিসের সনদে রয়েছেন ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ। তার ব্যাপারে কথা-বার্তা রয়েছে। ইবনে মায়িন তাকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। (আত তিবুশ শাযি) এই হাদিসটি মুরসাল হলেও আমাদেও বরং জুমহুর উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে তা দলিল প্রদানযোগ্য। বিশেষত মা'দানের সূত্রে বর্ণিত হাদিসটিও এর সমর্থন করছে। ইমাম শাফিয়ি রাহ. থেকে বর্ণিত যে, হাদিসটির বিশুদ্ধতা মেনে নিলেও এখানে উযু শব্দটি নামাযের উযু নয়, বরং হাত ধৌত করার অর্থে প্রযোজ্য। কিন্তু তাঁর কথাটি এভাবে খ-ন করা যায় যে, এটা তো (হে পাঠক) আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ভিন্ন অর্থ নেয়ার কোনো সূত্র ছাড়াই হাদিসের বাহ্যিক শব্দের বিরোধিতা।

সনদ পর্যালোচনা: ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ রাবি সম্বন্ধে হাদিসবিদগণের বিভিন্ন কথা-বার্তা থাকলেও অনেকে তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। নিজ দেশ শামের মুহাদ্দিসগণ থেকে তাঁর বর্ণনা বিশুদ্ধ। (বিস্তারিত দেখুন: তাহযিবুত তাহযিব)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এই অধ্যায়ে আলোচিত মাসআলায়ও ১৬নং অধ্যায়ে উল্লিখিত মূলনীতির আলোকে উলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ রয়েছে; ইতঃপূর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখা হয়েছে, সেখানে দেখে নিন।

٢١– باب الوضوءِ من النومِ

অধ্যায়-২১ : নিদ্রার কারণে উযু

٤٣. قال مُحَمَّدٌ رحمه الله فِى (مؤطئه): قال مالك: أخبرنا زيد بن أسلم قال: إذا نام أحدُكُمْ وهو مُضْطَجِعٌ فليتوضَّأْ.

৪৩। ইমাম মালিক রাহ. বলেন, যায়দ বিন আসলাম আমাদেরকে বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তখন (উঠে) সে যেন উযু করে। *(মুআত্তা মুহাম্মাদ)*

٤٤. أخبرنا مالك، أخبرني نافع عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: أنه كان ينامُ وهو قاعدٌ فلا يتوضأ.

قال مُحَمَّدٌ: وبقولِ ابن عمرَ فِي الوجهينِ نأخُذُ، وهو قولُ أبِي حنيفة رحمه الله تعالى.

৪৪। ইমাম মালিক রাহ. বলেন, নাফি' আমাদেরকে হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বসে বসে ঘুমাতেন তবে (পরে) উযু করতেন না। *(মুআত্তা মুহাম্মাদ)*

ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা ইবনে উমার রাযি.'র কথা গ্রহণ করে থাকি। আর এটাই ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মত।

٤٥.عن قتادَةَ قال: سَمِعتُ أنسًا رضى الله تعالى عنه يقولُ: كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ينامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ ولا يَتَوَضَّؤُونَ، قال: قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أنسٍ ؟ قال: إي واللهِ. رواه مسلمٌ.

৪৫। কাতাদা রাহ. থেকে তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস রাযি.কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ ঘুমিয়ে পড়তেন, অতপর (নতুন) উযু না করেই নামায পড়ে নিতেন। রাবি বলেন, আমি কাতাদাকে বললাম, আপনি কি তা আনাস থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই, আল্লাহর কসম! *(সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি.। তাঁর উপনাম আবু হামযা। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদিম ছিলেন। দীর্ঘ দশ বছর তাঁর খিদমাতে ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ এই সাহাবি বসরায় ৯২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন এবং বসরায় মৃত্যুবরণকারী সাহাবিদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ। তখন তাঁ বয়স একশ বছরের বেশি ছিল। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা হচ্ছে, ২২৮৬/১২৮৬।

٤٦.عن عَلِيٍّ بنِ أبِي طَالِبٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ». أخرجه أبوداود، وحَسَّنَهُ الْمنذري وابن الصلاحِ والنووي كما فِي (التلخيص).

৪৬। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চক্ষু হল পশ্চাদ্বারের সংরক্ষণকারী। তাই যে ঘুমিয়ে পড়বে সে যেন উযু করে। *(সুনানে আবু দাউদ)* 'তালখিসে' রয়েছে, আল্লামা মুনযিরি, ইবনুস সালাহ ও নাওয়াওয়ি রাহ. হাদিসটিকে হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

গ্রন্থ পরিচিতি : 'তালখিস'র পূর্ণ নাম হচ্ছে, আত তালখিসুল হাবির ফি তাখরিজি আহাদিসির রাফিয়িল কাবির। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানি রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) রচিত এ গ্রন্থটি তাখরিজে হাদিস (তথা হাদিস অনুসন্ধান এবং মুলগ্রন্থ থেকে হাদিস বের করা)'র ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য একটি উৎসগ্রন্থ।

٤٧. عن ابن عَبَّاسٍ رضى الله تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على من نامَ ساجداً وضوءٌ حتَّى يَضْطَجِعَ، فإذا اضطجع اسْتَرْخَتْ مفاصلُه». رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالُهُ موثوقون كما فِي (مجمع الزوائد).

৪৭। হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সিজদার অবস্থায় ঘুমাবে সে গা এলিয়ে না ঘুমালে তার ওপর উযু জরুরি নয়। কেননা গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে শরিরের জোড় ঢিলা হয়ে যায়। *(মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আবু ইয়া'লা)* *'মাজমাউয যাওয়াইদ'* এ রয়েছে, এর বর্ণনাকারীগণ সিকাহ।

গ্রন্থ পরিচিতি : 'মাজমাউয যাওয়াইদ' আল্লামা নূরুদ্দিন হায়সামি রাহ. (মৃ. ৮০৭হি.) কতৃক হাদিসের এক বিশাল সংকলন। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ. (মৃ. ১৩৫২ হি.) বলেন, هذا كتاب نافع جدا. "এটি অত্যন্ত উপকারী একটি কিতাব।" (দেখুন : *ফায়যুল বারি, ২/১৯৩, আরো মন্তব্য দেখুন: আর রিসালাতুল মুসতাসফা, পৃ. ১৭১-১৭২*)

٤٨. وروى البزارُ عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه: أن أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كانوا يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يتوضأ، ومنهم مَنْ لا يتوضأ. قال الْهَيْثَمي: رجاله رجالُ الصحيح، كذا فِي (فتح الْمُلهم).

فاختلفتْ أنظارُ العلماءِ إلى تسعةِ أقوالٍ. قال الأحنافُ: لايجبُ الوضوءُ على من نامَ جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَيْهِ، فإذا اضطجعَ استرخَتْ مفاصلُهُ، هكذا رواه البيهقى، فإنْ نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاهُ انْتَقَضَ، وهو قولُ أَبِي حنيفةَ وداود وحَمَّاد بن سلمة وسفيان رحمهم الله تعالى، والله أعلم، كذا فِي (الطيب الشذي) وغيره.

৪৮। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ তাঁদের পার্শ্বসমূহ বিছিয়ে দিতেন (অর্থাৎ কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন) তখন তাঁদের কেউ উযু করতেন, আর কেউ উযু করতেন না। *(মুসনাদে বায্যার)* হায়সামি রাহ. বলেন, এ হাদিসের বর্ণনাকারীগণ সহিহ বুখারির বর্ণনাকারী। *(ফাতহুল মুলহিম)*

বস্তুত এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের নয়টি মতামত রয়েছে। হানাফিগণ বলেন, যে ব্যক্তি বসা অবস্থায় অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা সিজদার অবস্থায় কাত না হয়ে শুইবে তার ওপর উযু ওয়াজিব হবে না। কেননা গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে শরিরের জোড় ঢিলা হয়ে যায়। বায়হাকি রাহ. এভাবে বর্ণনা করছেন। সুতরাং যদি গা এলিয়ে অথবা ঘাড়ের পশ্চাৎ দিকে চিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে উযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু হানিফা, দাউদ যাহিরি, হাম্মাদ বিন সালামা এবং সুফয়ান সাওরি রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখের মাযহাব। 'আত তিবুশ শাযি' প্রভৃতি গ্রন্থ।

গ্রন্থ পরিচিতি : 'ফাতহুল মুলহিম' আল্লামা শাবিব্বর আহমদ উসমানি রাহ. (মৃ. ১৩৬৯হি.) রচিত সহিহ মুসলিমের এক অনবদ্য অমর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। শুরুতে তিনি একটি মূল্যবান ইলমি মুকাদ্দামা সংযোজন করেছেন। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. (মৃ. ১৪১৭ হি.) ওই মুকাদ্দামা তাঁর তা'লিক ও তাহকিকসহ পৃথকভাবে 'মাবাদিউ উলুমিল হাদিস' নামে ছেপেছেন। সহিহ মুসলিমের এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি আরবে-আজমে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। আরবের সাড়াজাগানো হাদিস গবেষক, আল্লামা যাহিদ কাউসারি রাহ. (মৃ ১৩৭১ হি.) এ কিতাবের প্রসংশা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। (দেখুনঃ *মাকালাতুল কাউসারি, পৃ. ৭৪-৭৫)*

কিন্তু ওই মূল্যবান গ্রন্থটি সমাপ্ত হওয়ার আগেই শাবিব্বর আহমদ উসমানি রাহ. মৃত্যুবরণ করেন। পরে বড়দের পরামর্শে শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহু তাআলা এর তাকমিলা সংকলন করেন। সেটাও আরবে-আজমে সমাদৃত হয়েছে। নতুন নতুন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণালব্ধ অনেক প্রবন্ধও সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: ঘুমের কারণে উযু ভঙ্গ হয় কি না- এব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়ঃ (১) কোনো ধরনের ঘুম উযু ভঙ্গকারী নয়; এটা হযরত ইবনে উমার, আবু মুসা আশআরি রাযি., ইমাম শু'বা রাহ. প্রমুখ থেকে বর্ণিত। (২) সবধরনের ঘুমই উযু ভঙ্গকারী; এটা হাসান বাসরি, ইমাম যুহরি, ইমাম আওযায়ি রাহ. থেকে বর্ণিত। (৩) প্রবল ঘুম উযু ভঙ্গকারী, অন্যধরনের ঘুম উযু ভঙ্গকারী নয়; এটা চার ইমামের মাযহাব।

٢٢– باب الْمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاقِ في الْجَنابَةِ

অধ্যায়-২২ : জানাবাতের গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া

٤٩.عَن ابْنِ عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: قالتْ مَيمونةُ رضى الله تعالى عنها: وَضَعْتُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً فَسَتَرْتُهُ بثوب، وصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فغَسَلهما، ثُمَّ صَبَّ بِيَمينه عَلَى شماله فَغَسلَ فَرجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِه الأَرضَ فمسحَها، ثُمَّ غَسلَها، فَمَضْمض واستَنْشقَ....الْحَديث. متفق عليه.

وفِي العينى (شرح صحيح البخاري): أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتْرُكْهما، وهى تَدُلُّ على الْمُواظَبَةِ، وهى تَدُلُّ على الوُجوبِ.

৪৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত মায়মুনা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসলের পানি রাখলাম এবং কাপড় দ্বারা পর্দাবৃত করলাম। তিনি উভয় হাতে পানি ঢেলে তা ধৌত করলেন। অতপর ডান হাত দিয়ে (শরিরের) বামদিকে পানি ঢাললেন। আর লজ্জাস্থান ধৌত করলেন এবং জমিনে হাত মেরে তা ঘর্ষণ করলেন এবং ধৌত করলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি ঢাললেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

'আইনি শরহে সহিহ বুখারি'তে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদু'টি ছাড়েননি। আর এটা নিরবচ্ছিন্নতার প্রমাণ। আর নিরবচ্ছিন্নতা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ।

فإن قُلْتَ ما الدليلُ على الْمُواظَبَة ؟ قُلْتُ: عدمُ النقلِ عنه بتركِه إياهُما.....انتهى. وأيضًا نَصُّ الكتابِ: (وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاطَّهَّرُوا) يَدُلُّ عَلَى الوجوبِ، لأنَّ الْمَأمورَ به فِي الْجَنابَةِ غسلُ جَمِيعِ البدنِ على وَجهِ الْمُبالَغَةِ، فما فِي غسله حرجٌ كداخلِ العينِ يَسْقُطُ، وما لاحرجَ فيه يَبْقَى، وداخلُ الفمِ والأنفِ مِمَّا لاحرجَ فيه، وأيضًا يُغْسَلانِ عادَةً وعِبادَةً نَفْلاً فِي الوضوءِ وفرضًا، فَشَمَلَهُما نَصُّ الكتابِ، والْمَأمور فِي الوضوءِ غسلُ الوجهِ، وهو مايقعُ به الْمُواجهةُ، وليستِ الْمُواجهة بِداخِلِ الفمِ والأنفِ، ولذا لَمْ يُفْرَضْ غَسْلُ الفمِ والأنفِ فيه.

আপনি যদি প্রশ্ন করেন, নিরবচ্ছিন্নতার প্রমাণ কী? আমি বলব, তাঁর নিকট থেকে এদু'টি তরক করা বর্ণিত না হওয়া (নিরবচ্ছিন্নতার প্রমাণ) ... (আইনি'র উদ্ধৃতি সমাপ্ত)

তা ছাড়া কুরআনের ভাষ্য وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا (আর যদি তোমরা জুনুবি হও তাহলে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো)ও ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। কেননা, জানাবাতের ক্ষেত্রে পূর্ণশরির ভালোভাবে ধৌতকরার আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে অংশ ধৌত করা কষ্টকর হবে যেমন চোখের ভিতর- তা হুকম থেকে বাদ পড়ে যাবে। আর যা ধৌত করা কষ্টকর নয় তা হুকমের মধ্যে শামিল থাকবে। বস্তুত মুখ ও নাকের ভিতর ধৌত করা কষ্টকর নয়। তা ছাড়া এই অঙ্গদু'টি স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী এবং উযুতে নফল ও ফরয হিসেবে ধৌত করা হয়। ফলে কুরআনের ভাষ্য এদু'টিকেও শামিল রাখবে। তবে উযুতে যেহেতু চেহারা ধৌত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, আর সামনাসামনি যা প্রত্যক্ষ করা যায় তা-ই চেহারা এবং মুখ ও নাকের ভিতরাংশ সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেহেতু উযুর মধ্যে মুখ ও নাক ধৌত করা ফরয হয়নি।

٥٠. روى أبوحينفةَ عن عثمانَ بن راشدٍ عن عائشةَ بنتِ عجرد عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: فِيمَنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ والاستنشاقَ، قال: لايعيدُ إلا أنْ يكونَ جُنُبًا. وبِمِثْلِه يُتْرَكُ القياسُ.

وإنْ ادعى الشافعى رحمه الله تعالى أن عثمانَ وعائشةَ الراوِيَيْنِ غَيْرُ معروفَيْن ببلدِهما، إذْ عدمُ معرفته بحالهما لِبُعْد عهده عنهما لايَنْفِى مَعْرِفَةَ مَنْ أخَذَ عنهما. هكذا فِي (شرح النقاية).

৫০। ইমাম আবু হানিফা রাহ. উসমান বিন রাশিদ থেকে, তিনি আয়িশা বিনতে আজরাদ থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি গোসলে কুলি করতে এবং নাকে পানি ঢালতে ভুলে গেল তার সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, জানাবতওয়ালা না হলে সে গোসলের পুনরাবৃত্তি করতে হবে না। *(সুনানে দারাকুতনি)*

এ ধরনের বর্ণনার কারণে কিয়াস তরক করা যায়, যদিও ইমাম শাফিয়ি রাহ. দাবি করেন যে, এ বর্ণনায় উসমান ও আয়িশা উভয় বর্ণনাকারীই স্বস্ব শহরে অপরিচিত (তবুও বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য হবে) কেননা, তাদের যুগ থেকে দূরে হওয়ার কারণে তাঁর পরিচয় করতে না পারাটা তাদের কাছ থেকে হাদিস গ্রহণকারীদের নিকট পরিচিত না হওয়া প্রমাণ করে না। (শারহুন নুকায়া)

٥١. أما استدلاله على سُنِّيَتِهما بقوله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود عن عمارٍ ومسلم عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها: (عشرٌ من الفطرةِ... وعَدَّ منها الْمَضْمَضَةَ والاستنشاقَ) فَمَدْفوعٌ بأن كونَهُما من الفطرةِ لايَنْفِي وجوبَهما، لأنَّها الدين وهو أعم منها فلا يعارضهُ، (شرح النقاية). قال صلى الله عليه وسلم: كل مولودٍ يولدُ على الفطرةِ......، والْمُرادُ منه أعْلَى الواجباتِ أى الإسلام، على ماهو أعْلىَ الأقوالِ، كذا فِي (الطيب الشذي)، وهو الْمُرادُ فِي الْحَديثِ السابقِ، أعْنِي عشرٌ من الفطرةِ.... الْحديث.

৫১। উপরন্তু তিনি (ইমাম শাফিয়ি) এ দু'টি (মাযমাযা ও ইসতিনশাক) সুন্নাত হওয়ার পক্ষে আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ- "দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত ..... এতে তিনি মাযমাযা ও ইসতিনশাকের উল্লেখ করেছেন।" দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তা প্রত্যাখ্যাত। কেননা, এদু'টি ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী নয়। কারণ ফিতরাত মানে দ্বীন, আর এটা সুন্নাত থেকে ব্যাপক, সুতরাং একটি অপরটির বিরুধী নয়। (শারহুন নুকায়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে ....." এখানেও ফিতরাত দ্বারা বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সর্বোচ্চ ওয়াজিব তথা ইসলাম উদ্দেশ্য। (আত তিবুশ শাযি) আর এই অর্থই পূর্বোক্ত হাদিস- "দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত"এ উদ্দেশ্য।

٥٢. أمَّا مارواه صاحبُ الْهِدايةِ من قوله صلى الله عليه وسلم: (إنَّهُما فرضانِ فِى الْجَنابَةِ ونفلانِ فِى الوضوءِ) فلايُعْرَفُ. قُلْتُ : هو ضعيفٌ موصولاً، لكنه صحيحٌ مُرْسَلاً، عَلَى ماقاله العينى فِي (شرح الْهِدايةِ)، فانظر ثَمَّةَ.

৫২। তবে সাহিবে হিদায়া রাহ. "এদু'টি জানাবাতের ক্ষেত্রে ফরয এবং উযুর ক্ষেত্রে নফল" এ মর্মে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস বর্ণনা করেছেন- সেটা পরিচিত নয়। আল্লামা আইনি রাহ. বলেন, আমার মতে হাদিসটি মুত্তাসিল সনদের বিচারে যয়িফ হলেও মুরসাল সনদের বিবেচনায় তা সহিহ। (দেখুনঃ আল বিনায়া শারহুল হিদায়া)

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ মাযমাযা ও ইস্তিনশাকের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে উযুতে সুন্নাত এবং গোসলে ওয়াজিব। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে উযু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রেই সুন্নাত। আর ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে উযু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রেই ওয়াজিব। এখানে লেখক হানাফি মাযহাবের দলিলসমূহ পেশ করেছেন। ----

٢٣– باب ما جاءَ أنَّ تَحْتَ كُلِّ شعرةٍ جنابَة

অধ্যায়-২৩ : প্রত্যেক চুলের নিচে জানাবাত রয়েছে

٥٣. عَن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تحتَ كل شعرةٍ جنابةً، فاغسلوا الشعرَ، وأنقوا البشرةَ. رواه الترمذي.

وفى البابِ عن على وأنس رضى الله تعالى عنهما.

وقال ف (الطيب الشذي) أما حديثُ عليٍّ فرواه أحمد وأبو داود من طريقِ عطاءٍ، قال الْحَافظُ: وإسنادُهُ صحيحٌ، وأخرجه أيضًا أبو داود وابنُ ماجةَ من حديثِ حَمَّادٍ، ولكن قيل: إن الصوابَ وَقْفُهُ على عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنه.

৫৩। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেকটি চুলের নিচে জানাবত রয়েছে। অতএব, তোমরা চুল ধৌত করো এবং চামড়া পরিস্কার করো। *(সুনানে তিরমিযি)*

এ ব্যাপারে হযরত আলি ও আনাস রাযি. থেকেও বর্ণিত আছে। 'আত তিবুশ শাযি'তে লিখক বলেছেন, আলি রাযি.'র হাদিসটি আতা'র সূত্রে ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার রাহ. বলেন, এটার সনদ সহিহ। এভাবে হাদিসটিকে হাম্মাদের সূত্রে আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তবে কারো মতে, বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে হাদিসটি আলি রাযি.'র ওপর মাওকুফ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: إن تحتَ كل شعرة جنابةً، এই হাদিসের ভিত্তিতে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, গোসলের মধ্যে পূর্ণ শরিরে পানি পৌঁছানো ফরয। হাদিসের ব্যাপারে কিছু কথা-বার্তা থাকলেও কুরআনে কারিমের এই আয়াত وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا "আর যদি তোমরা জুনুবি হও তাহলে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো" হাদিসটির সত্যায়ন ও সমর্থন করছে। তা ছাড়া বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় হাদিসটি দলিল প্রদানযোগ্য।

٢٤ – باب هل تنقضُ الْمَرأةُ شعرَها عند الغسلِ

অধ্যায়-২৪ : মহিলা কি গোসলের সময় চুল (জমাট থাকলে) খুলতে হবে?

٥٤. عن عبدِ الله بن رافعٍ عنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قالتْ: «قُلتُ : يا رسول الله، إِنِّي اَمْرَأَةٌ أَشدّ ضَفْرَ رأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قال: لاَ، إِنَمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثمّ تُفيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ. أَوْ قالَ: فإِذَا أَنتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ».

قال الترمذي: هٰذَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اَغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا إِن ذٰلِكَ يُجْزِئُهَا بَعْدَ أَنْ تُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى رأْسِهَا.

وهو قول أصحابنا الْحَنفية رحمهم الله تعالى، وشرطوا فيها أنْ يَبْتَلَّ أصْلُها.

৫৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাফি' হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। জানাবতের গোসলের সময় আমি কি তা খুলে দেব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তোমার জন্যে এতটুকু যথেষ্ট যে, তুমি মাথায় তিন আঁজল পানি ঢালবে, তারপর সমস্ত শরিরে পানি ঢালবে। এভাবেই তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। অথবা (রাবির সন্দেহ) তিনি বলেছেন, এভাবে তুমি নিজেকে পবিত্র করলে। *(সুনানে তিরমিযি)*
ইমাম তিরমিযি বলেন, এটি একটি হাসান সহিহ হাদিস। আহলে ইলমের মতে জানাবতের গোসলের সময় মহিলা যদি তার চুল নাও খুলেন তবে তার জন্যে পূর্ণ মাথায় পানি প্রবাহিত করাই যথেষ্ট।
সাহাবি পরিচিতি : হযরত উম্মে সালামা রাযি.। তিনি উম্মুল মু'মিনিনদের একজন ছিলেন। হযরত আবু সালামার ইন্তিকালের ৪র্থ বর্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেছেন। এরপর তিনি ষাট বছর জীবিত ছিলেন এবং ৬২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন।
এটা হানাফি ফকিহগণেরও মত। তবে তারা চুলের গোড়া ভিজার শর্তারোপ করেছেন। নিম্নোক্ত হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন:

٥٥. واستدلوْا بِحَدِيثِ أم سلمةَ رضى الله تعالى عنها من طريقِ أسامةَ بن زيد عن الْمَقْبُري عنها. وفيه: واغمزي قرونكِ عند كل حفنةٍ. والغمزُ هو التحريكُ بشدةٍ.

৫৫। উসামা বিন যায়দ মাকবুরি থেকে, তিনি হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, (দীর্ঘ হাদিসে এ কথাও আছে) এবং তুমি পানির প্রত্যেক মুঠো ঢালার সময় তোমার চুলের বেনীগুলো ভালভাবে নাড়াবে। *(সুনানে আবু দাউদ)* এখানে الغمز অর্থ হচ্ছে শক্তভাবে নাড়ানো।

٥٦. وبِحَديث عائشة فِى صفة غسلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: فيدخل أصابعه فِى أصولِ الشعرِ. وللترمذِي والنسائى: ثُمَّ يُشْرِبُهُ الْمَاءَ.

৫৬। হযরত আয়িশা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, অতপর তিনি তাঁর আঙুলগুলো চুলের গোড়ায় ঢুকাতেন। *(সহিহ মুসলিম)* তিরমিযি ও নাসায়ির বর্ণনায় রয়েছে: তিনি তাতে পানি পৌঁছাতেন।

٥٧. وبِحَديث عائشةَ رضى الله تعالى عنها: أن أَسْماءَ سألتِ النبى صلى الله عليه وسلم عن غسل الْمَحيضِ... (وَفيه): فَتَدْلُكُهُ حَتَّى يبلغَ شؤونَ رأسِها. أخرجه مسلمٌ و أبو داود.

৫৭। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, আসমা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হায়যের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রতিউত্তরে বললেন (হাদিসের অংশ) মহিলা তার মাথার চুল ঘর্ষণ করবে যাতে পানি মাথার গোড়ায় পৌঁছে যায়। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٥ – بابُ ما جاءَ إذا التقى الْختانان وَجَبَ الغسلُ

অধ্যায়-২৫ : পুরুষ-মহিলার খতনার স্থান মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হবে

٥٨. عنْ عَائِشَةَ رضى الله تعالى عنها، قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا جَاوزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وجَبَ الْغُسْلُ». رواه الترمذي وقال: حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

قالَ مُحَمَّدٌ فِي (الْمُوطأ): وبهذا نأخذ، إذا التقى الْختانانِ وتواترتِ الْحَشْفَةُ وجبَ الغسلُ، أنزلَ أو لَمْ يُنْزِلْ، وهو قولُ أبِي حنيفةَ رحمه الله تعالى.

৫৮। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পুরুষাঙ্গের খতনার স্থান মহিলার (যৌনাঙ্গের) খতনার স্থান অতিক্রম করলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, আয়িশার হাদিসটি হাসান সহিহ।

ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. "মুয়াত্তা"এ বলেন, এ হাদিসের মর্ম আমরা গ্রহণ করে থাকি। উভয় খতনার স্থান মিলিত হলে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ গোপন হয়ে গেলে গোসল ওয়াজিব হবে; বীর্য বের হোক বা নাই হোক। এটিই ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মত।

٥٩. قالَ الترمذي رحمه الله تعالى: «إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الماءِ فِي أَوَّلِ الإِسلامِ، ثُمَّ نُسِخَ». قال بعضهم: إنَّما استعمالُ الْمَاءِ من الْمَاءِ أى من خروجِ الْمَنى، كذا فِي (الطيب الشذي). وكذا نُقِلَ عن عكرمةَ عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما، قال: إنَّما الْمَاءُ من الْمَاءِ فِى الاحتلامِ. رواه الترمذِي، يعنى: إذا رأى أنَّهُ يُجامِعُ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ فلا غُسْلَ عليه. كذا فِى (الطيب الشذِي).

৫৯। ইমাম তিরমিযি রাহ. বলেন, বীর্য বের হলে গোসল ওয়াজিব হবে- এ হুকুম ইসলামের প্রথম যুগে ছিল, পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে। কেউ বলেন, পানি তথা বীর্য বের হলে পানি ব্যবহার তথা গোসল এর হুকুম আসবে। ইকরিমার সূত্রে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এরকম বর্ণিত, তিনি বলেন, বীর্য বের হলে গোসল ওয়াজিব হবে- এ হুকুম স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে সহবাস করছে কিন্তু তার বীর্যপাত হলো না তাহলে তার ওপর গোসল ওয়াজিব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এ ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা হয়েছে যে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্যে বীর্য নির্গত হওয়া জরুরি নয়। অবশ্য সাহাবায়ে কেরামের যুগে প্রথম দিকে এ নিয়ে কিছুটা ইখতিলাফ থাকলেও হযরত উমার রাযি.'র খিলাফাতকালে নবিপত্নিগণের শরণাপন্ন হওয়ার পর সবাই একমতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, উভয়ের যৌনাঙ্গের মিলনই গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্যে যথেষ্ট, বীর্যপাত হওয়া শর্ত নয়।

٢٦– باب فِيمَنْ يَسْتَيْقظُ ويَرَى بَلَلاً ولَمْ يَذْكُر احْتلامًا

অধ্যায়-২৬ : যে ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে আর্দ্রতা দেখল, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে হল না

٦٠. روى أبو داود والترمذي عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

قال مُحَمَّدٌ فِي (الْمُوطأ): وبِهذا نأخُذُ، وهو قولُ أبِي حنيفةَ رحمه الله تعالى.

৬০। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে ঘুম থেকে জেগে ভিজা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে হচ্ছে না। তিনি বললেন, সে গোসল করবে। অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যার স্বপ্নদোষ হয়েছে, কিন্তু বীর্যপাতের কোনো আলামত দেখতে পাচ্ছে না। তিনি বললেন, তার ওপর গোসল জরুরি নয়। উম্মে সালামা রাযি. বললেন, আল্লাহর রাসূল! কোনো স্ত্রীলোক যদি এমন দেখতে পায় (স্বপ্নদোষ হয়) তবে তার ওপর গোসল জরুরি হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, স্ত্রীলোকেরা তো পুরুষদের সহোদরা। *(সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ)*

ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. "মুয়াত্তা"এ বলেন, এই হাদিস আমরা গ্রহণ করি এবং এটা ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মত।

শব্দবিশ্লেষণ: এই হাদিসের মূল পাঠের কিছু অংশ কিতাব থেকে বাদ পড়ে যাওয়ায় অর্থ বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে। তাই এখানে বাদ পড়ে যাওয়া অংশেরও অনুবাদ সংযোজন করা হয়েছে।

شقائق শব্দটি شقيقة এর বহুবচন। তার অর্থ হচ্ছে: বোন, সহোদরা, ভগ্নিসদৃশ, মতো ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: --------------

٢٧- بابُ الغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَة

অধ্যায়-২৭ : জুমুআর দিন গোসল করা

٦١. روى أبو داود والترمذي والنسائى رحمهم الله تعالى عن قتادةَ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ توضأ يوم الْجُمعة فَبِهَا ونعمتْ، ومَنْ اغتسلَ فالغسل أفضل.

وهو مذهب جُمْهُور الْعُلماءِ وفقهاء الأمصارِ، وهو الْمَعروفُ من مذهب مالك وأصحابه الأبرار.

قال مُحَمَّدٌ فِى (موطئه): الغسلُ أفضلُ يوم الْجُمعةِ وليس بواجِبٍ، وفِى (شرح النقاية): ثُمَّ هذا الغسلِ لليوم عندَ الْحَسَنِ بنِ زيادٍ، وللصلاةِ عندَ أبِى يوسفَ، وهو الأصح.

৬১। হযরত কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উযু করল সেটা তার জন্যে যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি গোসল করল তাহলে গোসল করাই উত্তম। *(সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ)*

এটা অধিকাংশ আলিম ও বিভিন্ন অঞ্চলের ফকিহগণের মাযহাব। আর এটাই ইমাম মালিক রাহ. ও তাঁর নেককার শিষ্যগণ থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ মত।

ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. "মুয়াত্তা"এ বলেন, জুমুআর দিন গোসল করা উত্তম, ওয়াজিব নয়। "শরহে নুকায়া"এ আছে, অতপর এই গোসল হাসান ইবনে যিয়াদ রাহ.'র মতে দিনের কারণে, আর ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.'র মতে নামাযের কারণে, আর এটিই বিশুদ্ধ। নিম্নের হাদিসের ভিত্তিতে

সাহাবি পরিচিতি : সামুরা বিন জুনদুব রাযি.। উপনাম আবু সুলায়মান। সুপ্রসিদ্ধ সাহাবি। উহুদ যুদ্ধে তিনি যেতে চাইলে ছোট হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ফিরিয়ে দেন। অন্যদিকে রাফি' রাযি.কে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল! আপনি রাফি'কে অনুমতি দিলেন আর আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন! অথচ কুস্তি ধরলে আমি তাকে ধরাশায়ী করে ফেলব। কুস্তির হুকম হলে বাস্তবেই তিনি রাফি'কে পরাজিত করে দেন। তখন তাঁকেও অনুমতি দেয়া হল। শেষবয়সে বস্‌রায় অবস্থান করেন। তিনি 'খারিজিদের' ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন; এ জন্যে তারা তাঁর সমালোচনাও করত। তিনি হাফিযুল হাদিস মুকসিরিনদের অন্তর্ভুক্ত। উত্তপ্ত গরম পানিপূর্ণ একটি ডেগে পড়ে গেলে তিনি ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

٦٢. لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحَدُكُم الْجُمعةَ فليغتسلْ. رواه الشيخانِ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه.

৬২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুমুআর নামাযে আসে সে যেন গোসল করে নেয়। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٣. وما رواه مسلمٌ عن أبِى سعيد الْخُدري رضى الله تعالى عنه: الغسلُ يوم الْجُمعةِ واجبٌ على كل مُحْتَلِمٍ. قال النووي رحمه الله تعالى فِى (شرح مسلم): أى متأكدٌ فِي حقه، كما يقول لِصاحِبه: حَقُّكَ واجِبٌ عَلَيَّ، أى متأكدٌ، لا أن الْمُرادَ الواجبُ الْمُحْتَمُّ الْمُعاقَبُ عليه. انتهى. هكذا فِى (شرح النقاية).

৬৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জুমুআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর গোসল করা ওয়াজিব। *(সহিহ মুসলিম)*
ইমাম নববি রাহ. "শারহে মুসলিম"এ বলেন, অর্থাৎ তার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে লোক তার সাথীকে বলে, حقك واجب علي অর্থাৎ আমার ওপর তোমার প্রাপ্য সুনিশ্চিত। এখানে ওয়াজিব বলতে এমন অবশ্যম্ভাবী হুকুম নয় যা পালন না করা শাস্তিযোগ্য।
সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি.। তিনি এবং তাঁর পিতা দুজনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত পেয়েছেন। উহুদ যুদ্ধের সময় যুদ্ধে যাবার বয়স হয়নি বলে তাঁকে যুদ্ধে নেয়া হয়নি। উহুদ পরবর্তী জিহাদগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন। অবশেষে ৬৪ হিজরিতে কারো মতে ৭৪ হিজরিতে মদিনায় ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা হচ্ছে, ১১৭০।

٢٨- بابُ الغسلِ يومَ العيدَيْنِ والإحرامِ وعَرَفَةَ

অধ্যায়-২৮ : ইহরামের কাপড় পরিধানের সময় এবং উভয় ঈদ ও আরাফার দিনে গোসল করা

٦٤. روى ابن ماجةَ فِي (سننه) والطبرانِي فِى (معجمه) عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: أنه عليه الصلاة والسلام كان يَغْتَسِلُ يومَ العيدَيْنِ.

৬৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের দিন গোসল করতেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

٦٥. والبزَّارُ فِى (مسنده) من حديث الفاكه بن سعدٍ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسلُ يومَ الفطرِ ويومَ النحرِ ويومَ عرفةَ.

৬৫। হযরত ফাকিহ বিন সা'দ রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন এবং আরাফার দিন গোসল করতেন। *(মুসনাদে বায়যার)*
সাহাবি পরিচিতি: ফাকিহ বিন সা'দ রাযি.। উপনাম আবু উকবা। প্রসিদ্ধ একজন সাহাবি। তবে তাঁর সূত্রে এই একটি হাদিস ব্যতীত অন্য কোনো হাদিস পাওয়া যায় না।

٦٦. وروى الترمذي والدارقُطنِى عن خارجة بن زيدِ بنِ ثابتٍ عن أبيه: أنه صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإهْلالِهِ واغْتَسَلَ. انتهى.

৬৬। খারিজা বিন যায়দ তার পিতা যায়দ বিন সাবিত রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি ইহরামের উদ্দেশ্যে (সেলাই করা) পোষাক খুলতে এবং গোসল করতে দেখেছেন। *(সুনানে তিরমিযি)*

٦٧. كذا.نُقِلَ عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنه كان يغتسلُ قَبْلَ أنْ يَغْدُوَ إِلَى العيدِ، كذا فِى (موطأ الإمام مُحَمَّد)، وقال مُحَمَّدٌ وأى فِى (الْمُوطأ): الغسلُ يومَ العيدِ حَسَنٌ، وهو قولُ أبِى حنيفةَ رحمه الله تعالى.

৬৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদে ('র দিন ঈদগাহে) যাওয়ার আগে গোসল করতেন। *(মুআত্তা মুহাম্মাদ)*
ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. বলেন, ঈদের দিন গোসল করা উত্তম, আর এটাই ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মত।

٢٩– بابُ الرجلِ يَمَسُّ القرآنَ وهو جُنُبٌ أو عَلَى غَيْرِ طهارَةٍ، وكذا الْحيض

অধ্যায়-২৯ : পুরুষ জুনুবি কিংবা অপবিত্র অবস্থায় এবং নারী হায়য অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা

٦٨. فِى (موطأ مُحمد): أخْبَرَنا مالكٌ، أخبرنا عبدُ الله بنُ أبِى بكر بنِ مُحَمَّدِ بنِ عمرو بنِ حزمٍ قال: إنَّ فِى الكتابِ الذي كَتَبَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حزمٍ: لايَمَسُّ القرآنَ إلاطاهرٌ.

৬৮। "মুয়াত্তা মুহাম্মাদ"এ রয়েছে, ইমাম মালিক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট আবদুল্লাহ বিন আবু বকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিন হাযমের নিকট যে চিঠি লিখিয়েছিলেন তাতে একথাও ছিল যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কুরআনে কারিম স্পর্শ না করে। *(মুআত্তা মুহাম্মাদ)*

٦٩. أخْبَرَنا مالكٌ، أخْبَرَنا نافعٌ عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنه: أنه كان يقولُ: لا يسجدُ الرجلُ ولا يقرأ القرآنَ إلا وهو طاهرٌ.

قال مُحَمَّدٌ: وبهذا كُلِّه نأخذُ، وهو قولُ أبِى حنيفةَ رحمه الله تعالى، إلا فِى خصلةٍ واحدةٍ: لابأسَ بقرأة القرآن عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ إلا أنْ يكونَ جُنُبًا.

৬৯। ইমাম মালিক রাহ. বর্ণনা করেন, আমাদের নিকট নাফি' হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন, ব্যক্তি পবিত্র অবস্থা ছাড়া সিজদা করতে পারবে না এবং কুরআনে কারিমও তিলাওয়াত করতে পারবে না। *(মুআত্তা মালিক)*
ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. বলেন, এসবই আমরা গ্রহণ করি। আর এটা ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মত। তবে একটি ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ হলো, জানাবতের অবস্থা ছাড়া উযু না থাকা অবস্থায় কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করতে পারবে।

٧٠. أَخْرَجَ أصحابُ السننِ الأربعةِ وابنُ حبان وصَحَّحَهُ الْحاكمُ والترمذيُّ عن على رضى الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايَحْجُبُهُ أو لا يَحْجُزُهُ عن القرآنِ شيئٌ ليسَ الْجَنابةَ.

৭০। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাবত ছাড়া অন্য কোনো কিছু কুরআনে কারিমের তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতো না। *(সুনানে তিরমিযি)*

শব্দবিশ্লেষণ: এখানে ليس শব্দটি ফে'লে নাকিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং এটি কখনো ইসতিসনা'র অর্থে ব্যবহৃত হয়। নাহুশাস্ত্রের ইমাম সিবাওয়াইহ রাহ. হাদিস লিখার জন্যে হাম্মাদ ইবনে সালামা রাহ.'র নিকট আসলেন। তিনি লিখালেন, ليس من أصحابي أحد إلا و لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء সিবাওয়াইহ উচ্চারণ করলেন ليس أبو الدرداء তখন হাম্মাদ চিৎকার দিয়ে বললেন, তুমি ভুল পড়েছো। এটা তো ইসতিসনা; তাই পরের শব্দে যবর হবে, পেশ নয়। সেখান থেকেই সিবাওয়াইহ প্রতিজ্ঞা করলেন, আমি এমন জ্ঞান অর্জন করতে হবে যার দ্বারা আরাবি পড়ার ক্ষেত্রে ভুল থেকে বাঁচতে পারি। ফলে তিনি ইমাম আখফাশ রাহ. প্রমুখের নিকট নাহুশাস্ত্র শিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ২/৩২৪) মোটকথা, এখানে যেহেতু শব্দটি ইসতিসনা'র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাই পরের শব্দে যবর হবে। আরাবি ছাপায় এখানে মুদ্রণপ্রমাদ রয়েছে।

٧١. عن نافعٍ عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لايقرأ الْجُنُبُ ولاالْحائضُ القرآنَ. رواه الطحاويُّ، وهو قول أبِى حنيفة وأبِي يوسفَ ومُحَمَّدِ بنِ الْحَسَنِ رحمهم الله تعالى.

وقال الترمذيُّ: وهو قولُ أكثر أهل العلم من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومَنْ بعدَهم، مثلُ سفيانَ الثوري وابن الْمُبارِكِ والشافعى وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. قالوا: لا تقرأ الْحائضُ والْجُنُبُ من القرآنِ شيئاً إلا طرفَ الايةِ والْحَرفِ ونحو ذلك، ورَخَّصُوا للجنبِ والْحائضِ فِى التسبيح والتهليل. انتهى.

৭১। নাফি' রাহ.'র সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জুনুবি ব্যক্তি (যার ওপর গোসল ফরয) ও ঋতুবতী নারী কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করতে পারবে না। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

এটা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুমুল্লাহ'র মত।

ইমাম তিরমিযি রাহ. বলেন, এটাই অধিকাংশ সাহাবি, তাবিয়ি ও তৎপরবর্তী আলিমগণের মত। যেমন সুফয়ান সাওরি, ইবনুল মুবারক, শাফিয়ি, আহমদ ও ইসহাক রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ মনীষী বলেন, জুনুবি ব্যক্তি (যার ওপর গোসল ফরয) ও ঋতুবতী নারী কুরআনে কারিমের কোনো অংশ তিলাওয়াত করতে পারবে না, তবে কোনো আয়াতের টুকরো বিশেষ পড়ে নিতে পারে, তাঁরা জুনুবি ও ঋতুবতী নারীর জন্যে তাসবিহ-তাহলিরের সুযোগ রয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে বিনা উযুতে কুরআন স্পর্শ করা জায়িয নয়। এর স্বপক্ষে লেখক বিভিন্ন দলিল পেশ করেছেন। কিন্তু এখনকার সময়ের আমাদের কোনো কোনো বন্ধু 'বিনা উযুতে কুরআন স্পর্শ করা সম্পূর্ণ জায়িয' বলার চরম দুঃসাহস প্রদর্শন করে চলছেন। তাদের দাবি, এটা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে কোনো সহিহ হাদিস নেই। অথচ لا يمس القران إلا على طهر (পবিত্র হওয়া ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না)- এই হাদিস শুধু সহিহই নয়, অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির। আর এ বিষয়ে জুমহুর উম্মতের ইজমা আছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে হাযম রাযি.কে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে অন্য অনেক বিধানের সাথে এই বিধানও ছিল যে, উযুহীন কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না। (যেমনভাবে এখানে উদ্ধৃত হয়েছে) ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (মৃ.) এই পত্রটি সম্পর্কে লেখেন, و كتاب عمرو بن حزم قد تلقاه العلماء بالقبول و العمل، و هو عندهم أشهر و أظهر من الإسناد الواحد المتصل، و أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى و على أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر. "আলিমগণ আমর ইবনে হাযমের এই পত্র সাদরে গ্রহণ বরণ করেছেন এবং এ অনুযায়ী আমল করেছেন। এটি তাঁদের কাছে একটি মুত্তাসিল সনদের চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও প্রকাশিত। ইসলামি জনপদসমূহের ফতওয়ার স্তম্ভ যেসব ফকিহ (মুজতাহিদ) ও তাঁদের শিষ্যগণ তাঁরা একমত যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআনকে স্পর্শ করবে না।" (আল ইসতিযকার, ২/৪৭১-৪৭২) তিনি অন্যত্র লিখেছেন, و هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول. "এটি আলিমগণ এবং ঐতিহাসিকদের নিকট একটি প্রসিদ্ধ চিঠি। এর প্রসিদ্ধি সনদ তালাশের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট রাখেনি। কেননা, এটা তো তালাক্কি বিল কবুলের কারণে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে।"

ইসতি'নাস: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. লিখেছেন, চার ইমামের মাযহাব হলো যে, পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কুরাআনের মুসহাফ (কপি) স্পর্শ করা জায়িয নয়। যেমনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিন হাযম রাযি.'র জন্যে লিখিত চিঠিতে বলেছিলেন যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্যে কুরআন স্পর্শ করা ঠিক নয়। ইমাম আহমদ রাহ. বলেন, হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর এটিই ছিলো সালমান ফারিসী, আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. প্রমুখ সাহাবীর মত। এবং সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২১/২৬৬)

হাফিয ইবনে তাইমিয়া রাহ. অন্যত্র বলেন-"কুরআনের বৈশিষ্ট্য হলো যে, এটি পবিত্রতা ছাড়া পড়া যায় না। এটি সাহাবায়ে কেরাম যথা হযরত সা'দ রাযি., হযরত সালমান রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিপুল সংখ্যক মনীষী থেকে বর্ণিত। চার ইমাম ও অন্যান্যদের মতও তা-ই এবং এটি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ যা তিনি আমর ইবনে হাযমের চিঠিতে লিখিয়েছিলেন এবং এটি নবীজির পত্র হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই"।। (মাজমূউল ফাতাওয়া, ১৭/১২)

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইয়ামানবাসীর নিকট যে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন তাতে ছিলো পবিত্রতা অর্জন ব্যতিত কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে। আলবানি

সাহেব এ হাদিসের ওপর বিশদ আলোচনা করে বলেন এ হাদীসটি সহীহ বলে অন্তর সাক্ষী দিচ্ছে। বিশেষ করে যখন এ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন ইমামুস সুন্নাহ আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম ইসহাক বিন রাহুয়াহ হাদীসটি সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। (ইরওয়াউল গালীল, ১/১৫৮ ও ১৬১)

পবিত্রতা ব্যতিত কুরআনের মুসহাফ (কপি) স্পর্শ করা জায়িয নয়, এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ সর্বজনবিদিত বিষয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মত পার্থক্য করেছেন সালাফীরা। তাদের মতে বিনা উযুতে কুরআন স্পর্শ করা জায়েয। অথচ ওদের বরণীয় ইবনে তাইমিয়া ও আলবানী দু'জনেই এ ব্যাপারে সহীহ হাদীসের ওপর আমল করেছেন এবং বিনা উযুতে কুরআন স্পর্শ জায়েয নয় বলে প্রকাশ্যে কিংবা ইঙ্গিতে মন্তব্য করেছেন। আমরা সালাফী ভাইদের বলব, আপনারা যদি বাস্তবিক অর্থেই আহলে হাদীস হয়ে থাকেন, তবে কেন এই সহীহ হাদীসের ওপর আমল করতে রাজি নন? নাকি আপনাদের আহলে হাদীস নামকরণটি বাস্তবতা বিবর্জিত?

٣٠- بابُ الوضوءِ والغسلِ بماءِ الْبَحْرِ

অধ্যায়-৩০ : সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু-গোসল

٧٢. روى مالكٌ وأصحابُ السنن الأربعةِ عن أبِي هريرةَ رضى الله تعالى عنه: أن رجلاً سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسولَ اللهِ! إنا نركبُ البحرَ ونَحْمِلُ معنا القليلَ من الْمَاء، فإن توضأنا به عَطِشْنا، أفَنَتَوَضَّأُ من البحرِ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهورُ ماؤه، والْحِلُّ مَيْتَتُهُ. صَحَّحَهُ الترمذي، وقال سألتُ مُحَمَّدَ بْنَ اسْماعيلَ البخاري رحمه الله تعالى عن هذا الْحَديثِ فقال: حديثٌ صحيحٌ. انتهى.

৭২। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্র পথে আসা-যাওয়া করি এবং সাথে করে সামান্য মিঠা পানি নেই। যদি আমরা তা উযু করি তাহলে পিপাসার্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত জীব হালাল। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি রাহ. হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারি রাহ.কে এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সহিহ হাদিস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: أن رجلا سأل :ওই ব্যক্তির নাম কী ছিল- এতে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। আবদুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ, হুমায়দ ইবনে সাখর, আবদে উদ্দ ইত্যাদি কয়েকটি নাম বলা হয়ে থাকে। তবে আরাকি (নৌকার মাঝি) লোকটির নাম নয়, বরং এটা তাঁর পেশা।

أفنتوضأ من البحر؟ :সাহাবিগণের এই প্রশ্ন করার কারণ সম্ভবত এটা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমুদ্র ভ্রমণ সংক্রান্ত এক হাদিসে বলেছিলেন, إن تحت البحر نارا "সমুদ্রের নিচে আগুন

রয়েছে"। কারো মতে প্রশ্নের কারণ হচ্ছে, সমুদ্রে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর মৃত্যু। কারো মতে সমুদ্রের পানির রং ও স্বাদের পরিবর্তন।

الطهور ماؤه :রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে শুধু نعم (হ্যাঁ) বললেন না; কারণ ওভাবে বললে ধারণা সৃষ্টি হতো যে, হয়তো সমুদ্রের পানি দিয়ে শুধু উযু জায়িয, অন্য কিছু নয়। ফলে তিনি ব্যাপক উত্তর দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন, সমুদ্রের পানি যেহেতু পাক, তো এর দ্বারা সবকিছুই জায়িয।

الحل ميتته :রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন, তারা পানির হুকম সম্পর্কেই অনবগত। তাই তাদেরকে এর মাইতার হুকমও বলে দিলেন। কিংবা যেভাবে তারা পানির অভাবের সম্মুখীন হন এভাবে খাদ্যের সমস্যায়ও পড়তে পারেন। তাই মাইতার হুকম বলে দিয়ে ওই সমস্যার সমাধানও করে দিলেন। (আওজাযুল মাসালিক, ১/৩৭১-৩৭৩)

হাদিসের এ অংশের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ সমুদ্রের প্রাণীর হুকম আলোচনা করে থাকেন। বস্তুত ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে মাছ ব্যতীত সবপ্রাণী হারাম। ইমাম মালিক রাহ.'র মতে সামুদ্রিক শূকর ব্যতীত সবপ্রাণী হালাল। আর ইমাম শাফিয়ি রাহ. থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন কথা বর্ণিত হলেও আল্লামা নাওয়াওয়ি রাহ.'র ভাষ্যমতে মুফতাবিহি কথা হচ্ছে, ব্যাঙ ছাড়া সবপ্রাণী হালাল।

মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসের অধীনে (মৃত্যুর পর) ভাসমান মাছ এবং চিংড়ি মাছ-এর হুকম নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে থাকেন। এখানে এসব নিয়ে আলোচনা করা সঙ্গত মনে করছি না।

٣١- بابُ الوضوء من ماء الآبارِ والعيونِ

অধ্যায়-৩১ : কূপ ও ঝর্ণার পানি দিয়ে উযু

٧٣. روى أبو داود والترمذى من حديث أبي سعيد الْخُدري رضى الله تعالى عنه: قيل: يارسولَ الله! أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضاعةَ ؟ وهى بئرٌ تُلْقَى فيها الْحيضُ –أى خروقُها– ولُحُومُ الكلابِ والنَّتْنُ– فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْمَاءُ طهورٌ لايُنَجِّسُهُ شيئٌ. وحَسَّنَهُ الترمذي، وصَحَّحَهُ ابن القطان، وكذا قال الإمام أحمد: وهو حديثٌ صحيحٌ.

৭৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর রাসূল! আমরা কি 'বুযাআ' নামক কুপের পানি দিয়ে উযু করতে পারি? এটা এমন একটি কুপ যাতে হায়েযের ন্যাকড়া, (মৃত) কুকুরের মাংস এবং আবর্জনা ফেলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি পাক, কোনো জিনিসই তাকে নাপাক করতে পারে না। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি হাদিসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। তবে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনুল কাত্তান রাহ. হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন এবং ইমাম আহমদ রাহ.ও বলেন, এটি সহিহ হাদিস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: পানিতে নাপাকি পড়লে পানি পাক থাকা কিংবা নাপাক হয়ে যাওয়া- এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক রাহ.'র মতে পানি কম হোক বা বেশি হোক তার তিন গুণ তথা: রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ পরির্বন না হওয়া পর্যন্ত নাজাসাত পড়ার কারণে তা নাপাক হবে না।

ইমাম আবু হানিফা, শাফিয়ি ও আহমদ রাহ.'র মতে পানি কম হলে নাপাক হয়ে যাবে, و إن لم يتغير أحد أوصافه আর পানি বেশি হলে নাপাক হবে না, ما لم يتغير أكثر أوصافه তবে কম-বেশির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদেও মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম শাফিয়ি ও আহমদ রাহ.'র মতে দুই 'কুল্লা' পরিমাণ হয়ে গেলে পানি বেশি বলে গণ্য হবে আর ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে কম-বেশির নির্ধারিত কোনো পরিমাণ নেই। বরং তাঁর মতে এটা 'মুবতালা বিহি'র অনুমানের ওপর নির্ভর করবে। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. এভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, নাজাসাতের আসার অন্য প্রান্তে পৌঁছে গেলে পানি কম অন্যথায় বেশি গণ্য হবে। পরবর্তী ফকিহগণের মধ্যে এ বিষয়ে 'দাহ দর দাহ' (দশহাত দশহাত)-এর যে পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে সেটা মাযহাবের সিদ্ধান্ত হিসেবে নয়, বরং একবার আবু সুলাইমান জুযাজানি রাহ. স্বীয় শায়খ ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.কে বেশি পানির পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, كمسجدي هذا 'আমার এই মসজিদের সমপরিমাণ'। তখন জুযাজানি মসজিদটি মেপে দেখতে পেলেন সেটা ভিতরের দিক থেকে আটহাত আটহাত আর বাহিরের দিক থেকে দশহাত দশহাত। সতর্কতামূলক বাহিরের পরিমাণটি গ্রহণ করা হল। সুতরাং হানাফি মাযহাবে কম ও বেশির কোনো নির্ধারিত পরিমাণ নেই, 'মুবাতালা বিহি'র অনুমানই এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য। অবশ্য সাধারণ লোকদের জন্যে 'দাহ দর দাহ'এর পরিমণও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

লেখক এ অধ্যায়ে 'বি'রে বুযাআহ' নামে প্রসিদ্ধ যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন- বাহ্যত এটা কোনো মাযহাবেরই পক্ষে যাচ্ছে না। ফলে সবাই এতে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। মালিকিদেও মতে, এই পানির কোনো গুণ পরিবর্তীত ছিল না। শাফিয়িরা বলেন, এই পানি দুই 'কুল্লা' থেকে বেশি ছিল। হানাফিদের পক্ষ থেকে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্য থেকে সর্বাধিক মুনাসিব ব্যাখ্যা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম যে প্রশ্ন করেছের তা নাজাসাত দেখার কারণে করেছেন- এমন নয়, বরং এটা ছিল তাঁদের ধারণা ও আশঙ্কা নির্ভর। বস্তুত কুপটি ছিল ঢালু জমিনে এবং এর আশপাশে লোকদেও বসতি ছিল। সাহাবায়ে কেরামের মনে এল, এর আশপাশে তো নাজাসাত পড়ে থাকবে আর তা বাতাসে উড়ে এসে এখানে পড়বে না বলে কোনো নিশ্চয়তা আছে? ফলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁদেও এই অনুমান ও আশঙ্কার খ-ন করত প্রজ্ঞাপূর্ণ সাধারণ উত্তর দিলেন, الماء طهور لا ينجسه شيء 'পানি তো পাক, এটাকে কোনো কিছু নাপাক করতে পাওে না।' তখন এ বাক্যে الماء শব্দের আলিফ-লাম হবে 'আহদে খারিজি'র জন্যে এবং এর দ্বারা 'বি'রে বুযাআহ' উদ্দেশ্য। আর لا ينجسه شيء এর ব্যাখা হচ্ছে, তোমরা যে অনুমান ও আশঙ্কা করছ এর কারণে পানি নাপাক হবে না। শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি দা. বা. এই ব্যাখ্যা অধিক মুনাসিব, বিশুদ্ধ এবং অগ্রগণ্য বলে মন্তব্য করেছেন। ব্যস, এতটুকুই যথেষ্ট। বাকি আলোচনা বড় বড় কিতাব থেকে দেখে নেয়া যেতে পারে।

٣٢- بابُ جوازِ الغسلِ والوضوءِ بماء أَنْتَنَ بالْمُكثِ
أو باختلاط شيئٍ طاهرٍ غَيْرِ كثيرٍ

অধ্যায়-৩২ : দীর্ঘক্ষণ থাকার কারণে কিংবা পবিত্র কোনো জিনিস সামান্য মিশে যাওয়ায় দুর্গন্ধ হয়ে যাওয়া পানি দ্বারা উযু-গোসলের বৈধতা

٧٤. روى النسائى: أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم اغتسلَ يومَ الفتحِ من قصعةٍ فيها أثرُ الْعَجِيْنِ، (والْماءُ بذلك يَتَغَيَّرُ).

৭৪। হযরত উম্মে হানি রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন এমন পাত্র (এর পানি) দিয়ে গোসল করেছিলেন যাতে আটার চি[illegible] ছিল। (এভাবে তো পানি পরিবর্তন হয়ে যায়)। *(সুনানে নাসায়ি)*

সাহাবি পরিচিতি: হযরত উম্মে হানি রাযি.। নাম ফাখিতা বিনতে আবু তালিব। আলি রাযি.'র বোন। প্রাক-ইসলামি যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং হুবাইরা ইবনে ওয়াহবও দিয়েছিল, তখন আবু তালিব তাঁকে হুবাইরার সঙ্গে বিবাহ দেন। ইসলাম গ্রহণের পর যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ গঠলো তখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, আমি তো আপনাকে প্রাক-ইসলামি যুগেও মুহাবক্ষাত করতাম, মুসলমান হওয়ার পর তো আরো বেশি, কিন্তু আমি একজন বিপদগ্রস্ত মহিলা। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কিছু বলেননি।

٧٥. رَوَى الشَّيْخانِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله تعالى عنهما: أن رجلاً كان واقفًا مع النبى صلى الله عليه وسلم، فَوَقَصَتْه ناقَتُهُ، وفِى أخرى: فأَوْقَصَتْهُ (أى كَسَرَتْ عُنُقَهُ) وهو مُحْرِمٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بِماءٍ وسدرٍ، وكَفِّنُوه فِي ثَوْبَيْنِ.....

৭৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উকুফ অবস্থায় ছিলেন। ইহরাম অবসস্থায় আকস্মিক তার উট তার ঘাড় মটকে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٧٦. روى مالكٌ فِي (الْموطأ) من حديثِ أم عطية قالت: دَخَلَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين تُوُفِّيَت ابْنَتُهُ، فقال: اغْسِلْنَها ثلاثًا أو خَمْسًا أو أكثرَ من ذلك بِماءٍ وسدرٍ، واجْعَلْنَ فِي الآخرةِ كافوراً أوشيئًا من كافورٍ.

أقولُ: الغسلُ بالْمَاءِ والسدرِ لايُتَصَوَّرُ إلابخلط السدرِ بالْمَاءِ، أو بوَضْعِه على الْجَسَدِ وصبِّ الْمَاءِ عليه، وكيفَ ماكان فلا بُدَّ من الاختلاطِ والتغيرِ، فيكونان مِمَّا لايَضُرُّ، أماالنَّتْنُ بالْمكثِ، فلا يُنَجِّسُهُ، لأن الإجماعَ على تَنَجُّسه بتَغَيُّرِ وَصْفه بالنجاسة لا مُطْلَقًا، فافهم.

৭৬। হযরত উম্মে আতিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে (যায়নাব) মারা গেলেন তখন তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা বেজোড় সংখ্যায় তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজনে এর চেয়েও অধিক বার তাঁকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দাও। আর শেষ বার পানি কর্পুর অথবা (রাবির সন্দেহ) কিছু পরিমাণ কর্পুর ঢেলে দাও। *(মুআত্তা মালিক)*

আমি বলি, বরইপাতা দ্বারা জাল দেয়া পানি দিয়ে গোসল দেওয়া বরই পাতাকে পানির সঙ্গে মিলানো কিংবা বরই পাতা মাইয়্যিতের শরিরে রেখে তার উপর পানি ঢালা ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। যেভাবেই হোক পানি অন্যের সঙ্গে মিশ্রিত ও পরিবর্তিত হবেই। অতএব এ দু'টো কোনো সমস্যা করবে না। পানি থেমে থাকার কারণে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেলে তা না পাক হবে না। কেননা, সাধারণভাবে নয় বরং নাপাক কোনো বস্তুর সঙ্গে মিলে পানির রূপ পরিবর্তনের অবস্থায়-ই তা না পাক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। ভালোভাবে বুঝ।

সাহাবি পরিচিতি: হযরত উম্মে আতিয়্যা রাযি.। নাম নুসাইবা বিনতে কা'ব, কিংবা বিনতে হারিস আল আনসারিয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত গ্রহণ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক জিহাদে অংশগ্রহণ করেন; অসুস্থদের সেবা করতেন এবং আহতদের চিকিৎসা করতেন।

٣٣–بابُ لايَتَنَجَّسُ الْمَاءُ بِمَوْتِ ما ليس له دمٌ سائلٌ

অধ্যায়-৩৩ : যে প্রাণীর প্রবাহিত রক্ত নেই তা মারা গেলে পানি নাপাক হয় না

٧٧. روى البخاريُّ: إذا وقع الذبابُ فِي شرابِ أحدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فإن فِي أحدِ جناحيه داءً وفِي الآخر شفاءً. وزاد أبو داود: وإنه يَتَّقِي بِجَنَاحِه الذي فيه الداءُ. وفِي رواية ابن ماجة والنسائي: وإذا وقع فِي الطعامِ فامْقُلُوه فيه، فإنه يُقَدِّمُ السَّمَّ ويُؤَخِّرُ الشفاءَ.

৭৭। যখন তোমাদের কারো পানীয়তে মাছি পড়ে যায় তখন সে যেন তাকে ঢুবিয়ে তার পর তুলে নেয়; কেননা তার এক ডানায় রোগ আছে তো অন্য ডানায় এর নিরাময় রয়েছে। *(সহিহ বুখারি)* আবু দাউদের বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে:

٧٨. روى الدارقطني عن سلمانَ رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمانُ! كُلُّ طعامٍ وشرابٍ وقَعَتْ فيه دابَّةٌ ليس لَها دمٌ سائلٌ، فماتَ فيه، فهو حلالٌ أَكْلُهُ وشُرْبُهُ و وُضُوءُهُ. قال الدارقطني: لَمْ يَرْفَعْهُ إلا بقية عن سعيد بن أَبِي سعيد الزبيدي وهو ضعيفٌ. انتهى.

وأَعَلَّهُ أبنُ عدي بِجهالةِ سعيد، ودُفِعا بأن بقيةَ هو أبو الوليدِ، روى عنه الأئمة مثل الْحَمَّادين وابن الْمُبارك وزيد بن هارون وابن عُيَيْنَةَ و وكيع والأوزاعي وشعبة، وناهيك بشعبة واحتياطه، قال يَحْيَى: كان شعبةُ مُبَجِّلاً لبقية حين قَدِمَ بغدادَ، وقد روى له الْجَماعة إلا البخاري، وأما سعيد بن أَبِي سعيد هذا فذكره الْخَطيبُ، وقال: واسم أبيه عبد الْجَبَّارِ، وكانَ ثِقَةً، فانتفتِ الْجهالةُ، والْحَديثُ مع هذا لا يَنْزِلُ عن الْحَسَنِ، كذا فِي (فتح القدير) و(شرح النقاية).

৭৮। সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে সালমান! যেসব খাদ্য ও পানীয়তে প্রবাহিত রক্তবিহীন কোনো প্রাণী পড়ে মারা যায় তা খাওয়া, পান করা এবং তা দিয়ে উযু করা হালাল। *(সুনানে দারাকুতনি)* ইমাম দারাকুতনি রাহ. বলেন, এ হাদিসটিকে শুধুমাত্র বাকিয়্যা সাঈদ ইবনে আবি সাঈদ আয যুবাইদি থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন আর তিনি তো যয়িফ।

অন্যদিকে ইবনে আদি হাদিসটিকে সাঈদের জাহালাত (অপরিচিতি)'র কারণে মা'লুল আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এদু'টো আপত্তি প্রত্যাখ্যাত। কেননা, বাকিয়্যা হচ্ছেন আবুল ওয়ালিদ। হাম্মাদ ইবনে আবি সুলায়মান, হাম্মাদ ইবনে যায়দ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, যায়দ ইবনে হারুন, সুফয়ান ইবনে উয়াইনা, ওয়াকি', আওযায়ি এবং শু'বা প্রমুখ হাদিসের ইমাম তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর শু'বা এবং তাঁর সতর্কতা (বাকিয়্যার নির্ভরযোগ্যতা অনুমানের ক্ষেত্রে) তোমার জন্যে যথেষ্ট। ইয়াহইয়া বলেন, বাকিয়্যা যখন বাগদাদ এসেছিলেন তখন শু'বা তাঁর সম্মান প্রদর্শন করেছেন (যা তাঁর দৃষ্টিতে বাকিয়্যা সিকাহ হওয়ার প্রমাণ)। অন্যদিকে বুখারি ব্যতীত সিহহা সিত্তার সকল সংকলক তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেছেন। আর এই সাঈদ ইবনে আবি সাঈদ'র কথা তো খতিব বাগদাদি আলোচনা করে বলেছেন, তাঁর পিতার নাম আবদুল জাবক্ষার, তিনি সিকাহ রাবি। সুতরাং জাহালাত (অপরিচিত হওয়ার আপত্তি) দূর হয়ে গেল। বস্তুত এতদসত্ত্বেও হাদিসটি হাসান'র পর্যায় থেকে কম নয়। (ফাতহুল কাদির ও শারহুন নুকায়া)

সাহাবি পরিচিতি : হযরত সালমান ফারিসি রাযি.। তাঁর উপনাম আবু আবদুল্লাহ। তাঁকে 'সালমানুল খায়র' (কল্যাণের সালমান) বলা হত। তিনি মূলত স্পেন বংশোদ্ভুত। সর্বপ্রথম তিনি খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ৩৪ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

٣٤– بابُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ لا يَجُوزُ استعمالُهُ فِي طهارَةِ الأحداث

অধ্যায়-৩৪ : নাপাকি পবিত্র করণে 'ব্যবহৃত পানি' ব্যবহার করা জায়িয নয়

روى الْحَسَنُ (بن زياد) عن أَبِي حنيفةَ رحمه الله تعالى: أنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ مُغَلَّظٌ بالنجاسة، ودليله:

হাসান বিন যিয়াদ ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, ব্যবহৃত পানি নাজাসাতে গালিযার অন্তর্ভুক্ত। এর প্রমাণ হচ্ছে:

সনদ পর্যালোচনা: হাফিয ইবনে হাজার আসকালানি রাহ. (মৃ. ৮৫২হি.) ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ রাহ. সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শেষ পর্যায়ে মন্তব্য করেন,

و مع ذلك كله أخرج له أبو عوانة في مستخرجه و الحاكم في مستدركه. و قال مسلمة بن قاسم: كان ثقة رحمه الله تعالى.

(লিসানুল মিযান, ২/২৫০)

٧٩. روى مسلمٌ عن أَبِي هريرةَ رضى الله تعالى عنه: قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدائمِ وهو جُنُبٌ.

৭৯। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন জুনুবি অবস্থায় স্থীর পানিতে গোসল না করে। *(সহিহ মুসলিম)*

٨٠. روى مسلمٌ عن جابرٍ رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الراكِدِ.

৮০। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন স্থীর পানিতে পেশাব না করে। *(সহিহ মুসলিম)*

٨١. روى أبو داود: أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولنَّ أحدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدائمِ ولا يغتسلْ فيه من الْجَنابَةِ.

وجهُ الدلالة: أن النبى صلى الله عليه وسلم سَوَّى فِي النهى بين البولِ فِي الْمَاءِ والاغتسالِ فيه، والتسويةُ تقتضى أنْ يكونَ الْمُغْتَسَلُ (به) نَجِسًا، كما هو نَجِسٌ من البولِ والنجاسةُ من البولِ مُغَلَّظَةٌ.

وروى أبويوسفَ عن أَبِي حنيفةَ رحمه الله تعالى أنه مُخَفَّفٌ بالنجاسةِ، ودليلُه اختلافُ العلماءِ فِي كونه نَجِسًا أو طاهراً غَيْرَ طهورٍ.

وروى مُحَمَّدٌ رحمه الله تعالى عن أَبِي حنيفةَ رحمه الله تعالى أنه طاهرٌ غَيْرُ طهورٍ، ودليلُهُ هو:

৮১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন স্থীর পানিতে প্রস্রাব না করে এবং তাতে জানাবতের গোসলও যেন না করে। *(সুনানে আবু দাউদ)*

হানাফিদের পক্ষে দলিল হওয়ার ব্যাখ্যা: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসে পানিতে প্রস্রাব করা এবং তাতে গোসল করা একই পর্যায়ভুক্ত করেছেন। একই পর্যায়ভুক্ত করাটা গোসলে ব্যবহৃত পানি নাপাক হওয়া বুঝায়, যেভাবে প্রস্রাবের কারণে পানি নাপাক হয়। আর প্রস্রাবের কারণে তো নাজাসাতে গালিযা হয়।

আবু ইউসুফ রাহ.'র সূত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে বর্ণিত যে, এটা নাজাসাতে খাফিফা। দলিল হচ্ছে এটা নাপাক কিংবা অন্যকে পবিত্রকারী নয় এমন পাক হওয়ার ব্যাপাওে আলিমগণের মতানৈক্য।

আর মুহাম্মাদ রাহ.'র সূত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে বর্ণিত, এটা অন্যকে পবিত্রকারী নয় এমন পাক। এর দলিল হচ্ছে:

٨٢. روى البخاري عن جابرٍ رضى الله تعالى عنه قال: مَرِضْتُ فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكرٍ رضى الله تعالى عنه وهُما ماشيانِ، فوجَدَاني قدأُغْمِيَ عَلَيَّ، فتوضأَ النبي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَبَّ وضوءه عَلَيَّ فأَفَقْتُ، فقلتُ: يا رسولَ الله! كيفَ أَصْنَعُ فِي مالِي؟ كيفَ أَقْضِي فِي مالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آية الْميراث.

৮২। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাযি. পায়ে হেটে আমাকে (দেখতে) এলেন। তাঁরা আমাকে বেহুশ অবস্থায় পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং উযুর পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমার হুশ ফিরে এল। তখন আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে কী করব? আমার এ কথায় তিনি কোনো জবাব দিলেন না, অবশেষে মিরাস বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হলো। *(সহিহ বুখারি)*

٨٣. وروى البخاري أيضاً من حديث أبِي جحيفةَ رضى الله تعالى عنه قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو فِي قُبَّةٍ حَمْراءَ مِنْ أُدُمٍ، ورأيتُ بلالاً أخذَ وضوءَ النبي صلى الله عليه وسلم والناسُ يبتدرونَ ذلك الوضوءَ، فَمَنْ أصابَ منه شيئًا تَمَسَّحَ منه، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ منه شيئًا أخذ مِنْ بَلَلِ يدِ صاحِبِه. والظاهرُ منه أن الْمَاءَ الْمُسْتعملَ طاهرٌ ولذا تَمَسَّحُوا به، والله أعلم.

৮৩। হযরত আবু জুহায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম তখন তিনি চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে ছিলেন। আমি দেখলাম বিলাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর পানি নিচ্ছেন করছেন। আর লোকজন এই পানির দিকে দ্রুত ছুটছেন। যিনি কিছু পেলেন তা নিজে মোছে নিলেন, আর যিনি কিছুই পাননি তিনি আপন সাথীর ভিজা হাত থেকে কিছুটা গ্রহণ করলেন। *(সহিহ বুখারি)* এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, ব্যবহৃত পানি পবিত্র। নতুবা সাহাবায়ে কেরাম উযুর পানি এভাবে (শরিরে) মোছতেন না।

সাহাবি পরিচিতি: হযরত আবু জুহায়ফা রাযি.। তাঁর নাম ওয়াহব ইবনে আবদুল্লাহ আল আমিরি। তিনি শিশু সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত। নাবালক থাকা অবস্থায়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকল করেন, তবে তিনি রাসূলের কাছ থেকে শ্রবণ করেছেন এবং হাদিস বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: ------------------------------

٣٥- بابُ كُلّ إهاب دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

অধ্যায়-৩৫ : চামড়া দিবাগাত দেয়া হলে পবিত্র হয়ে যায়

٨٤. روى ابنُ خُزَيْمَةَ فِي (صحيحه) والْحَاكِمُ وصَحَّحَهُ والبيهقي فِي (سننه) وصَحَّحَهُ عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنه قال: أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ مِنْ سقاءٍ فقيل له: إنه مَيْتَةٌ، فقال: دِباغُهُ يَذْهَبُ بخُبْثِه أو نَجَسه أو رِجْسه.

৮৪। হযরত ইবনে আবব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মশক থেকে উযু করতে চাইলে তাঁকে বলা হলো যে, এটা মৃত (প্রাণীর চামড়া দ্বারা নির্মিত)। তখন বললেন, চামড়ার দিবাগাত বা পাকাকরণের দ্বারা তার নাপাকি দূর হয়ে যায়। (হাদিসের মূল শব্দের ব্যাপারে রাবির সন্দেহ)। *(মুসতাদরাকে হাকিম, আস সুনানুল কুবরা; বায়হাকি)*

٨٥. روى الترمذي فِي (سننه) وصححه والنسائى وابن ماجة عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ. وفِي صحيح مسلم: إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُرَ.

৮৫। হযরত ইবনে আবব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কোনো চামড়ার দিবাগাত (পাকাকরণ) দেয়া হয়ে গেলে তা পবিত্র হয়ে যায়। *(সুনানে তিরমিযি)*

٨٦. وفِي (الصحيحين) عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنه قال: تُصُدِّقَ عَلَى مولاة لِمَيْمُونَةَ رضى الله تعالى عنها بشاة فماتتْ، فَمَرَّ بِها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: هَلاَّ أخذتُمْ إهابَهَا فَدَبَغْتُمُوه؟ زاد مسلم: فانْتَفَعْتُمْ به؟ فقالوا: إنَّها مَيْتَةٌ، فقال: إنَّما حُرِّمَ أكْلُها. وزاد الدارقطنِى: أوَ لَيْسَ فِى الْمَاءِ والقَرَظِ مايُطَهِّرُهَا؟ وفِي لفظٍ قال: إنَّما حُرِّمَ عليكم لَحْمُها ورُخِّصَ لَكُمْ فِى مَسْكِها (أى جلدها)، وفِي لفظٍ: إنَّ دباغَهُ طهورٌ. أخرج هذه الألفاظ فِى حديثِ ميمونةَ، ثُمَّ قال: وهذه الأسانيدُ كلُّها صحيحةٌ.

৮৬। হযরত ইবনে আবব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত মায়মুনা রাযি.'র দাসীকে একটি বকরি সাদাকা দেয়া হলে তা মারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, যদি তোমরা তার চামড়া নিয়ে দিবাগাত দিয়ে দিতে? *(সহিহ বুখারি, সহিহ*

মুসলিম) মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে: এবং তোমরা এথেকে উপকৃত হতে? তারা বললেন, এটি তো মৃত প্রাণী। তিনি বললেন, (মৃত হওয়ার কারণে) তা ভক্ষণ করা হারাম করা হয়েছে। দারাকুতনিতে অতিরিক্ত রয়েছে: পানি ও সালাম (একধরনের গঁদ-নিঃসারী গাছ) এর পাতা কি তাকে পবিত্র করিয়ে দেয় না? অন্যত্র এভাবে রয়েছে: তিনি বললেন, তোমাদের ওপর তার গোশত হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং তার চামড়ার (ব্যবহারের) ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছে। অন্যত্র শব্দ হচ্ছে: দিবাগাত তার জন্য পবিত্রকারী। ইমাম দারাকুতনি রাহ. এসকল শব্দ মায়মূনা রাযি.'র হাদিসে উল্লেখ কওে বলেন, এগুলোর প্রত্যেকটির সনদই সহিহ।

٨٧. وفِي أَيْمانِ البخاري من حديثِ سودةَ رضى الله تعالى عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: ماتتْ لنا شاةٌ فَدَبَغْنا مَسْكَها، ثُمَّ ما زِلْنا نَنْبُذُ فيه حتى صار شنًّا. انتهى. ما فِي (شرح النقاية).

أما الدليل على حصولِ الدباغة بالتشميسِ أو التتريب فما رواه:

৮৭। নবিপত্নি হযরত সাওদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের একটি বকরি মারা গেলে আমরা তার চামড়া দিবাগাত দিয়ে দেই, অতপর তাতে খেজুর ভিজাতে থাকি, ফলে এটি মশক হয়ে গেল। *(সহিহ বুখারি)*

সূর্যের আলোতে রাখা কিংবা মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করার দ্বারা যে দিবাগাত হয়- এর দলিল হচ্ছে:

সাহাবি পরিচিতি: হযরত সাওদা বিনতে যামআ রাযি.। উম্মুল মু'মিনিন। ইসলামের প্রথমদিকে তিনি মুসলমান হন। সাকরান ইবনে আমর নামক তাঁর এক চাচাতো ভাইয়ের বিবাহে ছিলেন। স্বামীর ইন্তি কালের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করেন। মক্কায়ই তাঁর সঙ্গে বাসর করেন। এটা ছিল খাদিজা রাযি.'র মৃত্যুর পর এবং আয়িশা রাযি.'র সঙ্গে বাসরের পূর্বে। শেষবয়সে তিনি সাওদাকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করলে সাওদা তালাক না দেয়ার অনুরোধ করেন এবং নিজের রাতের অংশ আয়িশাকে দিয়ে দেন। ফলে তাঁকে তালাক দেয়া হয়নি। ৫৪ হিজরির শাওয়াল মাসে মদিনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

٨٨. الدارقطنِي عن معروف بن حسان عن عمر بن ذَرٍّ عن عبادةَ عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اسْتَمْتِعُوا بِجُلودِ الْمَيْتَةِ إذا هى دُبِغَتْ ترابًا كان أو رمادًا أو مِلْحًا، أو ما كان بعدَ أن يزيدَ صلاحه. إلا أنَّ أباحاتم وابنَ عدي أنكرا معروفًا، قالا: هو مَجْهولٌ.

৮৮। মা'রুফ বিন হাসসান উমার বিন যার থেকে, তিনি উবাদা থেকে, তিনি আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা মৃত প্রাণীর চামড়া থেকে উপকৃত হও যখন তা দিবাগাত দেয়া হবে; চাই তা মাটি অথবা ছাই অথবা লবণ দ্বারা হোক, অথবা তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাওয়ার পর। *(সুনানে দারাকুতনি)* তবে আবু হাতিম এবং ইবনে আদি মা'রুফকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, সে অজ্ঞাত।

٨٩. وروى أبو حنيفةَ رحمه الله تعالى عن عمارٍ عن إبراهيم قال: كلُّ شيءٍ يَمْنَعُ الْجِلْدَ من الفسادِ فهو دباغٌ. والتتريب والتشميس يَمْنعان النتنَ والفسادَ فيكونُ منه الدباغُ، فيصير طاهراً.

৮৯। ইমাম আবু হানিফা রাহ. আম্মার থেকে, তিনি ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে বস্তু চামড়া নষ্ট হওয়া থেকে প্রতিবন্ধক তা-ই দিবাগাত। আর মাটি দ্বারা ঘর্ষণ এবং সূর্যের আলোতে রাখা নষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে তাই এগুলো দ্বারা দিবাগাত হবে। আর তা পাক হয়ে যাবে।

٣٦- باب: شعر الْمَيْتَة وريشها ووَبَرِها وسِنِّها ومنقارِها وعصبها طاهرٌ

অধ্যায়-৩৬ : মৃতপ্রাণীর চুল, পালক, পশম, দাঁত, ঠোঁট ও শিরা এসব পবিত্র

٩٠. عَلَّقَ البخاري عن الزهري فِي عظامِ الْمَوْتَى نحو الفيلِ وغَيْرِه، وقال: أدركتُ ناسًا من سلفِ العلماء يَتَمَشَّطُونَ بِها ويَدَّهِنُونَ بها، لايَرَوْنَ بها بأسًا.

৯০। ইমাম বুখারি রাহ. "তা'লিকান" হাতি ইত্যাদি মৃত প্রাণীর হাড় সম্পর্কে ইমাম যুহরি রাহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, পূর্বসূরী কতিপয় আলিমকে পেয়েছি তাঁরা এগুলো দ্বারা আঁচড়াতেন এবং তেল হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাঁরা এতে কোনো অসুবিধা মনে করতেন না। *(সহিহ বুখারি)*

সনদ পর্যালোচনা: এ বর্ণনায় --------

٩١. أخرج الدارقطنِي عن عبد الْجَبَّارِ بن مسلم من حديثِ ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: إنَّما حَرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الْمَيْتَةِ لَحْمَها، أما الْجلدُ والصوفُ والشعرُ فلا بأسَ به.

৯১। আবদুল জবব্বার বিন মুসলিমের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত প্রাণীর গোশতই হারাম করেছেন। বস্তুত তার চামড়া, পশম ও চুল (ব্যবহার করতে) কোনো অসুবিধা নেই। *(সুনানে দারাকুতনি)*

সনদ পর্যালোচনা: এ বর্ণনায় আবদুল জবব্বারকে দারাকুতনি রাহ. যয়িফ বললেও ইমাম ইবনে হিবব্বান রাহ. তাকে সিকাহ বলে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং তার সূত্রে বর্ণিত হাদিস হাসান হাদিসের চেয়ে নিম্নমানের হবে না।

٩٢. وأخرجَ أيضًا عَنْ أَبِى سلمةَ بن عبدِ الرحمن قال: سَمِعْتُ أمَّ سلمةَ زَوْجَ النبى صلى الله عليه وسلم تقول: سَمِعْتُ النبِى صلى الله عليه وسلم يقول: لا بأسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إذا دُبِغَ، ولا بأسَ بصُوفِها وشعرِها وقرونِها إذا غُسِلَ بالْماءِ.

فهذه عِدَّةُ أحاديثَ، ولوكانت ضعيفةً، لكنها حسنة الْمَتْنِ، فكيفَ ومنها ما لا يَنْزِلُ عن الْحَسَنِ، ولَها شاهدٌ فِى (الصحيحين).

৯২। আবু সালামা বিন আবদুর রাহমান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা রাযি.কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মৃত প্রাণীর চামড়া দিবাগাত দেয়ার পর তাতে কোনো সমস্যা নেই। এরকম তার পশম, চুল ও শিংগসমূহ পানি দ্বার ধৌত করার পর তা ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। *(সুনানে দারাকুতনি)*

এই কয়েকটি হাদিস। সনদের বিচারে যয়িফ হলেও মাতনের বিচারে তা হাসান পর্যায়ের। আর হবে না কেন! এগুলোর মধ্যে কিছু বর্ণনা রয়েছে যেগুলো হাসান থেকে কম নয়। আর এগুলোর সমর্থনে সহিহ বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা রয়েছে।

٣٧– باب: شعر الإنسانِ طاهرٌ

অধ্যায়-৩৭ : মানুষের চুল পবিত্র

٩٣. قد صَحَّ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَلَقَ شَعْرَهُ وقَسَّمَهُ بَيْنَ أصحابه.

৯৩। বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চুল কামালেন এবং নিজ সাহাবিগণের মাঝে তা বন্টন করে দিলেন।

٣٨– باب: بِئْرٌ ماتَ فيه الْحَيوانُ

অধ্যায়-৩৮ : যে কুপে প্রাণী মারা গেল

٩٤. روى البيهقي والدارقطِني واللفظ له عن ابن سِيْرِينَ: أنَّ زَنْجِيًا وقعَ في بِئرِ زمزمَ (يعني فمات) فأمر به ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما، فأُخْرِجَ وأمِرَ بِها أنْ تَنْزَحَ، فغَلَبَتْهُمْ عينٌ جاءتْ من الركنِ فأمر بها فسدّت بالقباطي والْمَطارِفِ ونحوها، حتى نزحوا، فلما نزحوها، انفجرتْ عليهم.

৯৪। ইবনে সিরিন রাহ. থেকে বর্ণিত যে, একজন কালো মানুষ যমযম কুপে পড়ে গেল (অর্থাৎ মারা গেল) তখন ইবনে আবক্কাস রাযি. আদেশ দিলেন এবং তাকে বের করা হলো। আর কুপের ব্যাপারে আদেশ দিলেন যেন তাকে পানিশূণ্য করা হয়। কিন্তু লোকদেরকে "রুকন"এর দিক থেকে প্রবাহিত একটি ঝর্ণা অক্ষম করে দিল। তখন তিনি আদেশ দিলেন যে তাকে মিসরি কাপড় ও চাদর ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ করে দেয়া হয়। অবশেষে তারা কুপটি শুকিয়ে দিলেন। যখন তারা পানিশূণ্য করলেন তখনই তা প্রবাহিত হতে লাগল। *(সুনানে দারাকুতনি, আস সুনানুল কুবরা; বায়হাকি)*

শব্দবিশ্লেষণ: এখানে ابن سِيْرِينَ

সনদ পর্যালোচনা: ইবনুল হুমাম রাহ. বায়হাকি রাহ.'র অনুকরণে যদিও এ হাদিসটিকে মুরসাল বলেছেন; কেননা ইবনে সিরিন নাকি ইবনে আবক্কাস রাযি.'কে দেখেননি। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, ইবনে আবক্কাস রাযি.'র ইন্তিকালের সময় ইবনে সিরিন রাহ. পয়ত্রিশ বছরের যুবক ছিলেন। তাহলে ইবনে সিরিন তাঁকে না দেখার তো কথা নয়। তা ছাড়া হাফিয যাহাবি রাহ. 'তাবাকাতুল হুফফায' গ্রন্থে স্পষ্ট বলেছেন, ইবনে সিরিন ইবনে আবক্কাস রাযি. থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেন, مراسيل ابن سيرين صحاح. "ইবনে সিরিনের মুরসালগুলো সর্বাধিক বিশুদ্ধ মুরসালসমূহের অন্তর্ভুক্ত।"

٩٥. روى الطحاوي وابنُ أبى شيبةَ بإسناد صحيحٍ عن عطاء: أنَّ حَبشيًّا وقع فِى زمزمَ فماتَ، فأمر عبدُ الله بن الزبير فَنُزِحَ ماؤُها، فَجَعَلَ الْمَاءُ لا ينقطع، فنظر فإذا عَيْنٌ تَجْرِي من قِبَلِ الْحَجَرِ الأسودِ، فقال ابن الزبير: حسبُكُمْ.

৯৫। আতা ইবনে আবি রাবাহ রাহ. থেকে বর্ণিত যে, জনৈক হাবশি লোক যমযম কুপে পড়ে মারা গেল। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযি.'র আদেশে তার পানি সেঁচ করা হলো, কিন্তু পানি যেন শেষ হয় না। তখন দেখা গেল যে "হাজারে আসওয়াদ"এর দিক থেকে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর বললেন, তোমাদের ---জন্যে যথেষ্ট। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٩٦. عن عطاء بن السائبِ عن مَيْسَرَةَ وزاذان عن على رضى الله تعالى عنه قال: إذا سقطتِ الفأرةُ أو الدابةُ فِى البئرِ فانْزَحْها حتى يغلبكَ الْمَاءُ. رواه الطحاوي.

৯৬। আতা ইবনুস সায়িব মাইসারা ও যাযান এর সূত্রে হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইদুঁর বা অন্য কোনো প্রাণী কুপে পড়ে গেলে তুমি তা সেঁচতে থাক, তার পানি তোমাকে অক্ষম করে দেয়া পর্যন্ত। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٩٧. عن أبِى الْمهزمِ قال: سَأَلْنا أبا هريرةَ عن الرجلِ يَمُرُّ بالغدير أيبولُ فيه؟ قال: لا، فإنه يَمُرُّ به أخوه الْمُسْلِمُ فَيَشْرَبُ منه ويتوضأ، وإن كان جاريًا فَلْيَبُلْ فيه إن شاءَ. رواه الطحاوي.

৯৭। আবুল মাহযাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হযরত আবু হুরায়রা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম যে, ব্যক্তি পুকুরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেখানে কি প্রস্রাব করতে পারবে? তিনি বললেন, না; কেননা তার ওপর মুসলিম ভাই এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার পানি পান করতে পারে এবং তা থেকে উযু করতে পারে। তবে যদি তা প্রবাহিত হয় তাহলে সে চাইলে প্রস্রাব করতে পারবে। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٩٨. حَدَّثَنا أبو عامرٍ العقدي قال: حدثنا سفيانُ عن زكريا عن الشعبِى فِى الطير والسنورِ ونحوهِما يقعُ فِى البئرِ، قال: يُنْزَحُ منها أربعونَ دَلْوًا. رواه الطحاوي.

৯৮। আবু আমির আল আকাদি বর্ণনা করেন, সুফয়ান যাকারিয়ার সূত্রে ইমাম শা'বি রাহ. থেকে পাখি, বিড়াল এবং এগুলোর মতো প্রাণী কুপে পড়ে (মারা) গেলে এর হুকুম সম্পর্কে বর্ণনা করেন, (তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে) তিনি বলেন, কুপ থেকে চল্লিশ বালতি পানি বের করা হবে। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٩٩. عن عبد الله بن سبـــرةَ الْهَمداني عن الشعبي قال: سألناه عن الدجاجةِ تقع فِي البئرِ فتموتُ فيها، قال: يُنْزَحُ منها سبعونَ دلوًا. رواه الطحاوي.

৯৯। আবদুল্লাহ বিন সাবরাহ আল হামদানি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা ইমাম শা'বি রাহ.কে মুরগি কুপে পড়ে মারা গেলে তার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তা থেকে সত্তুর বালতি পানি বের করা হবে। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

١٠٠. أخْبَرَنا مغيرةُ عن إبراهيم فِي البئرِ يقعُ فيه الْجُرَذُ أو السنورُ فيموتُ، قال: يدلو منها أربعين دلوًا، قال الْمُغيرة: حَتَّى يَتَغَيَّرَ الْماءُ. رواه الطحاوي.

১০০। মুগিরা ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. থেকে কুপে পড়ে মৃত্যুবরণকারী ইঁদুর অথবা বিড়াল সম্পর্কে বর্ণনা করেন, (তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে) তিনি বলেন, তা থেকে চল্লিশ বালতি বের করবে। মুগিরা বলেন, যাতে পানি বদলে যায়। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٣٩– بابٌ: فأرةٌ وقعتْ فِي السّمنِ

অধ্যায়-৩৯ : ইঁদুর ঘি-তে পড়ে গেল

١٠١. قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي فأرةٍ ماتتْ فِي السمنِ: إنْ كان جامداً فألقوها وما حولَها، وإن كان مائعًا فلا تقربوها. رواه فِي (الْمشْكاة)، وكذا البخاري عن ميمونةَ معناه.

১০১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঘী-তে ইঁদুর পড়ে মারা গেছে সে সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, যদি ঘী জমাট থাকে তাহলে সেই অংশ ও তার আশপাশের অংশটুকু ফেলে দিবে আর যদি তরল হয় তাহলে তার নিকটবর্তী হবে না। (মিশকাত) সহিহ বুখারিতেও মায়মূনা রাযি.'র সূত্রে এর ভাবার্থ বর্ণিত রয়েছে। *(সহিহ বুখারি)*

٤٠– بابٌ: لايَفْسُدُ الْمَاءُ بِخَرْءِ الْحمامِ والعصفور

অধ্যায়-৪০ : কবুতর ও চড়ুইপাখির মলের কারণে পানি নষ্ট হয় না

١٠٢. لحَديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنّهُ خَرِئَتْ عليه حمامةٌ فَمَسَحَهُ بإصبعه.

১০২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, একটি কবুতর তাঁর ওপর মল ত্যাগ করে ফেলল, তখন আঙুল দ্বারা তা মুছে ফেললেন। *(আল মাবসুত; সারাখসি)*

١٠٣. ذَرِقَ على ابنِ عمرَ طائرٌ، فَمَسَحَهُ بحصاة وصَلَّى ولَمْ يَغْسِلْهُ.

১০৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি.'র ওপর পাখি বিষ্ঠা ত্যাগ করে দিল, তখন তিনি কঙ্কর দ্বারা তা মুছে ফেলে নামায আদায় করে নিলেন, এবং তিনি গোসল করেননি। *(আল মাবসুত; সারাখসি)*

٤١- باب لايَفْسُدُ الْمَاءُ مِنْ وقوعِ آدَمِيٍّ وما يؤكَلُ لَحْمُهُ إذا خرجَ حَيًّا ولَمْ يكن عليه نَجاسَةٌ

অধ্যায়-৪১ : কোনো মানুষ এবং যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল তা যদি পানি পড়ে জীবিত বের হয়ে আসে এবং তার শরিরে নাপাকি না থাকে তাহলে পানি নষ্ট হবে না

١٠٤. رُوِيَ أن الْمِهراسَ كان يوضَعُ على بابِ مسجدِ النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ماءٌ، وكان أصحابُ الصفة يَغْتَرِفُونَ منه للوضوءِ وغَيْرِه بأيديهم.

১০৪। বর্ণিত আছে যে, মসজিদে নববির দরোজায় খোদাইকৃত একটি পাথর রাখা হত যাতে পানি থাকতো। আর আহলে সুফফা সাহাবিগণ উযু ইত্যাদির জন্যে হাত দ্বারা পানি তুলতেন। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্‌যাক)*

١٠٥. روى مسلمٌ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ ثُمَّ أُناوِلُهُ النبى صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فاهُ على موضعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ.

১০৫। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় পানি পান করতাম, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (পাত্র) দিতাম, তখন তিনি আমার মুখের স্থানে মুখ রেখে পান করতেন। *(সহিহ মুসলিম)*

١٠٦. ورُوِيَ أنَّ الْمُؤمِنَ لا يتنجَّسُ، رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه.

১০৬। বর্ণিত আছে যে, মু'মিন বান্দা নাপাক হয় না। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। *(সুনানে আরবাআ)*

١٠٧. ورُوِيَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنزَلَ وَفْدَ ثقيف فِى الْمَسْجِدِ.

১০৭। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদলকে মেহমান হিসেবে মসজিদে অবতরণ করালেন।

٤٢- بابُ سؤرِ الكلب

অধ্যায়-৪২ : কুকুরের উচ্ছিষ্টাংশ

١٠٨. قال النيموى فِى (آثاره) عن عطاءٍ عن أَبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أنه كان إذا ولغَ الكلبُ فِى الإناءِ أهراقَهُ، وغسله ثلاثَ مرات. رواه الدارقطنِى وآخرونَ وإسنادُه صحيحٌ.

১০৮। আতা ইবনে আবি রাবাহ রাহ. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তিনি তা ঢেলে দিতেন এবং পাত্রটিকে তিনবার ধোয়ে নিতেন। *(সুনানে দারাকুতনি)* এটার সনদ সহিহ।

١٠٩. وعنه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: إذا ولغَ الكلبُ فِي الإناءِ فأهْرِقْه، ثُمَّ اغسله ثلاث مرات. رواه الطحاوي والدارقطني، وإسنادهُ صحيحٌ.

১০৯। তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন কুকুর পাত্রে মুখ দিয়ে ফেলবে তখন তা তিনবার ধৌত করবে। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি, সুনানে দারাকুতনি)* এটার সনদ সহিহ।

শব্দ বিশ্লেষণ: أهراقه শব্দের মূল হচ্ছে أراق । আরাবরা এখানে 'হামযা'কে 'হা' দ্বারা পরিবর্তন করে هراق বলে থাকে। আবার কখনো উভয়টাকে একত্রিত করে أهراق বলে। এটা دحرج এর ওযনে। তার 'আমর'র সিগা دحرِج এর ওযনে أهرِق হবে। এখানে আমরের সিগায় 'রা'র ওপর যবর দেয়া হয়েছে-এটা নিয়মবহির্ভূত। (দেখুন: *লিসানুল আরাব; ইবনে মানযুর, ১৫/৭৮-৭৯*)

١١٠. وعن ابن جريجٍ قال: قال لِي عطاءٌ: يُغْسَلُ الإناءُ الذي ولغَ الكلبُ فيه، قال: كل ذلك سبعًا، وخَمْسًا وثلاثَ مرات. رواه عبدُ الرزاقِ في مصنفه، وإسنادُهُ صحيحٌ.

১১০। ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে আতা বলেছেন, যে পাত্রে কুকুর মুখ দিবে তা ধৌত করা হবে। সাতবার, পাঁচবার, তিনবার সবই ঠিক আছে। *(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক)* এটার সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: কুকুরের উচ্চিষ্টাংশের হুকমের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক রাহ.'র মতে পাত্র নাপাক হবে না, পক্ষান্তরে জুমহুরের মতে পাত্র নাপাক হয়ে যাবে। তবে পবিত্রকরণের পদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে তিন বার ধৌত করাই যথেষ্ট। ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে তাসবি' তথা সাত বার ধৌত করা ওয়াজিব। ইমাম মালিক রাহ.ও তাআবব্দুদি হিসেবে সাতবার ধৌত করার পক্ষে।

٤٣- بابُ سؤر الْهِرَّة

অধ্যায়-৪৩ : বিড়ালের উচ্চিষ্টাংশ

١١١. عن كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْب بنِ مَالِك ، وَكَانَتْ تحت ابنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وضُوءًا، قالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْه فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يا بنتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بنَجسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِن الطوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ». قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وفِي البابِ: عن عائشةَ وأبِي هريرة رضى الله تعالى عنهما.

১১১। কাবশা বিনতে কা'ব বিন মালিক থেকে বর্ণিত (তিনি আবু কাতাদার পুত্রবধু ছিলেন) যে, হযরত আবু কাতাদা রাযি. তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে উযুর পানি ঢেলে দিলাম।

তিনি বলেন, তখন একটি বিড়াল এসে পানি পান করতে শুরু করল, আর আবু কাতাদা পাত্রটি বিড়ালের দিকে ঝুঁকিয়ে দিলে সে পান করে নিল। কাবশা বলেন, আবু কাতাদা আমাকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন, ভাতিজি! তুমি আশ্চর্যবোধ করছ? আমি বললাম, জি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এটি নাপাক নয়। এটা তো তোমাদের নিকট বারংবার আসা-যাওয়া করে। *(সুনানে তিরমিযি)* আবু ঈসা (তিরমিযি) বলেন, এটি হাসান সহিহ হাদিস। এ ব্যাপারে আয়িশা ও আবু হুরায়রা রাযি. থেকেও বর্ণিত আছে।

সাহাবি পরিচিতি: হযরত আবু কাতাদা রাযি.। তাঁর নাম কী ছিল- এ নিয়ে অনেক কথা। কারো মতে: হারিস, কারো মতে: নু'মান, কারো মতে: আমর ইবনে রিবয়ি। উহুদ ও তৎপরবর্তী জিহাদগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন। ৯৪ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

সনদ পর্যালোচনা: কাবশা বিনতে কা'ব আল আনসারিয়্যাহ। আবদুল্লাহ ইবনে আবি কাতাদা'র স্ত্রী। ইবনে হিব্বান বলেন, তিনি সাহাবিয়্যাহ। বস্তুত তিনি যদি সাহাবি হয়ে থাকেন তাহলে তো তাঁর 'জাহালাত' (অপরিচিত থাকা) হাদিস সহিহ হতে সমস্যা সৃষ্টি করবে না।

١١٢. عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنَّها ليستْ بِنَجسٍ، هى كبعضِ أهلِ البيتِ.

وفِى (سنن الدارقطنى): هى كمتاع البيت. رواه ابن خُزَيْمةَ فِى (صحيحه).

১১২। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এটা নাপাক নয়, বরং এটা তো ঘরের অংশবিশেষ। *(সহিহ ইবনে খুযায়মা)* সুনানে দারাকুতনির বর্ণনায় এসেছে, এটা তো ঘরের সামগ্রীতুল্য।

١١٣. سُئِلَ أنسُ بن مالكٍ رضى الله تعالى عنه عن الْهِرَّةِ قال: خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أرضٍ بالْمَدينة يقال لَها بطحان، فقال لأنَسٍ: اسكبْ لِى وضوئى، فسكبتُ له، فلما قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ أقبلَ إلى الإناءِ، وقد أتَى هِرٌّ فولغَ فِى الإناءِ فوقفَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقْفَةً حتى شَرِبَ الْهِرُّ، ثُمَّ سألْتُهُ فقال: يا أنسُ! إن الْهِرَّ من متاعِ البيتِ لَنْ يُقَذِّرَ شيئًا ولنْ يُنَجِّسَهُ. رواه الطبَرانِى فِى (الْمُعجمِ).

১১৩। হযরত আনাস বিন মালিক রাযি.কে বিড়াল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার বুতহান নামক জায়গার দিকে বের হলেন। একসময় তিনি আমাকে বললেন, আমার উযুর পানি ঢেলে দাও। আমি তাঁর উযুর পানি ঢেলে দিলাম। তিনি প্রয়োজন সেরে নিলেন যখন পাত্রের দিকে এলেন, তখন একটি বিড়াল এসে পাত্রে মুখ দিয়ে দিলে তিনি থেমে যান, আর বিড়ালটি পানি পান করে নিল। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আনাস! বিড়াল তো ঘরের সামগ্রীর মধ্য থেকে, সে কখনও কোনো কিছু নোংরা ও নাপাক করবে না। *(মু'জামে তাবারানি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্টাংশের হুকমের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইমাম আওযায়ি রাহ.'র মতে নাপাক। আইম্মায়ে সালাসা ও ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.'র মতে বেলা কারাহাত পাক। আর ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.'র মতে মাকরূহ। তবে ইমাম তাহাবি রাহ.'র বর্ণনা মতে মাকরূহে তাহরিমি এবং ইমাম কারখি রাহ.'র বর্ণনা মতে মাকরূহে তানযিহি। অধিকাংশ হানাফি কারখির বর্ণনাই গ্রহণ করে নিয়েছেন।

٤٤- بابُ العرق كالسؤر إلا عرق الْحَمار

অধ্যায়-৪৪ : গাধা ব্যতীত অন্য প্রাণীর ঘাম উচ্ছিষ্টাংশের (হুকমের) মতো

١١٤. لما أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يَرْكَبُ الْحِمارَ معروريًّا فِى حَرِّ الْحجاز، فلا بُدَّ مِنْ أنْ تعرقَ الْحُمُرُ ويَلْصَقَ بالْجسْمِ أو الثوب.

১১৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজাযের গরমে খালি (জিনবিহীন) গাধার ওপর আরোহণ করতেন। তখন তো অবশ্যই গাধাগুলো ঘামতো আর সেই ঘাম শরিরে কিংবা কাপড়ে লাগতো। *(আল মাবসুত; সারাখসি)*

أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ

তায়াম্মুমের অধ্যায়সমূহ

٤٥– باب: التَّيَمُّم ضَرْبَتانِ

অধ্যায়-৪৫ : তায়াম্মুম হচ্ছে দু'বার মাটিতে হাত মারা

قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [النساء].

আর যদি তোমরা পানি না পাও তবে পাক মাটির সংকল্প করবে।

١١٥. عن أَبِي ذَرٍّ رضى الله تعالى عنه: أنه كان يعزبُ فِي إبلٍ له، تصيبهُ الْجَنابَةُ، فأخبر النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال له: الصعيدُ الطيبُ وضوء الْمُسْلِمِ، وإنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عشر سنين، فإذا وجده فَلْيَمسَّه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.

১১৫। পাক মাটি মুসলমানের জন্যে পবিত্রকারী, যদিও সে দশ বছর পানি না পায়। আর যখন পানি পেয়ে যাবে তখন যেন সে চামড়ায় পানি লাগায়। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, হাসান সহিহ।

١١٦. أخْبَرَنا مالكٌ أخْبَرَنا نافعٌ: أنه أقبلَ هو وعبدُ الله بنُ عُمَرَ من الْجُرُفِ، حتى إذا كان بالْمِرْبَدِ نزلَ عبدُ الله بن عمرَ فَتَيَمَّمَ صعيدًا طيبًا، مسحَ وجههُ ويديه إلى الْمِرْفقينِ ثُمَّ صَلَّى. رواه فِي (موطأ محمد).

১১৬। ইমাম মালিক রাহ. বর্ণনা করেন, নাফি বলেন যে, তিনি ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. জুরুফ থেকে আসছিলেন। যখন মিরবাদ নামক স্থানে এলেন তিনি বাহনযন্ত্র থেকে নেমে গেলেন এবং পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলেন, তিনি চেহারা ও উভয়হাত কনুই পর্যন্ত মাসহ করলেন। অতপর নামায আদায় করলেন। *(মুআত্তা মুহাম্মাদ)*

শব্দবিশ্লেষণ: الجرف জিম ও রা'র ওপর পেশ কিংবা জিম'র ওপর পেশ এবং রা'র ওপর সাকিন। মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান।

المربد ভাষাগত নিয়মানুযায়ী মিম'র নিচে যের হবে, কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো সময় যবর দিয়ে 'মারবাদ'ও বলা হয়। শাব্দিক অর্থ: উটের খোয়াড়। এখানে 'মিরবাদ' দ্বারা মদিনা থেকে ১/২ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান উদ্দেশ্য। *(আত তা'লিকুল মুমাজ্জাদ, ১/৩১১)*

١١٧. روى الْحَاكِمُ والدارقطنِي من حديثِ عثمانَ بن محمد الأنماطي إلى جابر بن عبدالله، عنه صلى الله عليه وسلم قال: اليتمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للذراعينِ إلى الْمِرفقينِ. قال الْحَاكِمُ

صحيحُ الإسنادِ ولَمْ يُخَرِّجاهُ، وقال الدارقطنِي: رجاله كلهم ثقاتٌ، وقول ابن الْجَوزي: عثمان متكلَّمٌ فيه مردودٌ، هذا فِي (فتح القدير).

১১৭। উসমান বিন মুহাম্মাদ আল আনমাতি এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তায়াম্মুম হচ্ছে দু'বার হাত মারা: একবার চেহারা মাসহের জন্যে, আরেকবার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসহ করার জন্যে। *(মুসতাদরাকে হাকিম, সুনানে দারাকুতনি)* হাকিম বলেন, তাঁরা (বুখারি ও মুসলিম) তাখরিজ না করলেও এটার সনদ সহিহ। দারাকুতনি বলেন, এর বর্ণনাকারী প্রত্যেকজনই সিকাহ। আর 'উসমানের ব্যাপারে কথা-বার্তা আছে' এ মর্মে ইবনুল জাওযি'র মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

١١٨. عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: أتاه رجلٌ فقال: أصابتْنِى جنابةٌ، وإنِى تَمَعَّكْتُ فِى التراب، فقال: أَصِرْتَ حِمارًا ؟ وضربَ بيديه إلى الأرضِ فَمَسَحَ وجهَهُ، ثُمَّ ضربَ بيديه إلى الأرض فَمَسَحَ يديه إلى الْمِرْفقينِ، وقال: هكذا التيمم. وقد رُوِىَ مثل هذا عن الْحَسَنِ.

১১৮। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আমার ওপর গোসল ফরয হয়েছিল, আর আমি মাটিতে শরির মলে দিলাম। তিনি বলেন, তুমি কি গাধা হয়ে গেলে? আর তিনি উভয় হাত মাটিতে মেরে চেহারা মাসহ করলেন, অতপর আবার মাটিতে হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসহ করলেন। বললেন, তায়াম্মুম এ রকমই। এ কথা হাসান থেকেও বর্ণিত আছে। *(সুনানে দারাকুতনি)*

١١٩. حدثنا محمد بن خزيـــمةَ قال: حدثنا حجاجٌ قال: حدثنا حمادٌ عن قتادةَ عن الْحَسَنِ: أنه قال: ضربةٌ للوجه، وضربة للذراعين الى الْمِرْفقينِ. رواه الطحاوي.

১১৯। মুহাম্মাদ ইবনে খুযায়মা বর্ণনা করে বলেন, আমাদের নিকট হাজ্জাজ বর্ণনা করে বলেন, আমাদের নিকট হাম্মাদ কাতাদা থেকে তিনি হাসান রাহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (তায়াম্মুম হচ্ছে) একবার মাটিতে হাত মারা চেহারা মাসহের জন্যে, আর অন্যবার উভয় হাতকে কনুই পর্যন্ত মাসহের জন্যে। *(শারহু মাআনিল আসার ; তাহাবি)*

١٢٠. روى الطَبَرانِى والدارقطنِى والطحاوي عن الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن الأسلع التميمى قال: أرانِى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كيف أمْسَحُ، فَضَرَبَ بكفيه الأرضَ، ثُمَّ رَفَعَهما لِوجْهِهِ، ثُمَّ ضربَ أخرى، فَمَسَحَ ذراعيهِ باطنهما وظاهرهما، حتى مَسَّهُ بيديه إلى الْمِرْفقينِ. انتهى ما فِى (شرح النقاية).

১২০। রাবি' বিন বাদর তঁর পিতার সূত্রে দাদা থেকে, তিনি আসলা' আত তামিমি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মাসহের (তায়াম্মুমের) পদ্ধতি দেখালেন, তিনি উভয় হাত মাটিতে মারলেন অতপর চেহারা মাসহের জন্যে উঠালেন, এবং আরেকবার মেরে উভয়

হাতের উপর-নিচ মাসহ্ করলেন, উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত স্পর্শ করলেন। (শারহুন নুকায়া) *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি, সুনানে দারাকুতনি)*

সাহাবি পরিচিতি: হযরত আসলা' আত তামিমি রাযি.। আসলা' ইবনে শারিক আল আ'রাজি। তায়াম্মুম সংক্রান্ত তাঁর দু'টি ঘটনা রয়েছে। সিয়ার ও তারাজিম গ্রন্থাদিতে তা বিবৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: তায়াম্মুমের পদ্ধতিসংক্রান্ত দু'টি বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। (১) তায়াম্মুমের জন্যে জমিনে কতবার হাত মারা হবে- এব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে দু'বার এবং ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে একবার। (২) হাত কতটুকু মাসহ করা হবে- এব্যাপারে ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং বাকি তিন ইমামের মতে হাতের কনুই পর্যন্ত। উভয় মাসআলায় হানাফিদের কিছু দলিল এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

٤٦ – باب التَّيَمُّم عَلَى الصعيدِ الطاهر

অধ্যায়-৪৬ : তায়াম্মুম হবে পবিত্র মাটি দ্বারা

قوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صعيدًا طَيِّبًا). [النساء]

আল্লাহ তাআলার বাণী: তোমরা পবিত্র মাটির ইচ্ছা পোষণ করো। (সূরা আন নিসা)

١٢١. وفِي (الصحيحين) من حديثِ جابر رضى الله تعالى عنه: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحدٌ قبلي: نُصِرتُ بالرعبِ مَسِيْرَةَ شهرٍ، وجُعِلَتْ لِي الأرضُ مَسْجِدًا وطهوراً، وأعْطِيتُ جوامع الكلمِ، وأحِلَّتْ لِي الغنائمُ، وأرْسِلْتُ إلى الخلقِ كافةً.

১২১। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে এমনটি পাঁচটি জিনিষ দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি: একমাসের দূরত্ব থেকে আমার ভীতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্যে নামাযের স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানানো হয়েছে, আমাকে জাওয়ামিউল কালিম প্রদান করা হয়েছে, গণিমতের মাল আমার জন্যে হালাল করা হয়েছে এবং আমাকে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

١٢٢. وروى أحمدُ والبيهقي وإسحاقُ بن راهويه والطبرانِي فِي (الأوسط) عن أبِي هريرة رضى الله تعالى عنه: أن أُناسًا من اهل الْبَادية أتَوْا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة، ويكونُ فينا الْجُنُبُ والْحائضُ والنفساءُ، ولَسْنا نَجِدُ الْمَاءَ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأرض. انتهى.

১২২। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, গ্রামের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমরা তিন/চার মাস বালুময় স্থানে অবস্থান করি, আর তখন আমাদের মধ্যে জুনুবি, হায়েযগ্রস্ত ও নিফাসগ্রস্ত লোকও থাকেন, অথচ সেখানে আমরা পানি পাই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা জমিন থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে। *(আস সুনানুল কুবরা; বায়হাকি)*

٤٧ - باب: هل يَجبُ طلبُ الْمَاءِ إنْ ظُنَّ قريبًا

অধ্যায়-৪৭ : নিকটে পানি থাকার ধারণা হলে পানি অনুসন্ধান করা কি ওয়াজিব?

١٢٣. روى أبو داود والْحَاكِمُ وصححه، عن أبي سعيد الْخدري رضى الله تعالى عنه قال: خرجَ رجلانِ فِي سفرٍ، فحضرت الصلاةُ، وليس معهما ماءٌ، فَتَيَمَّما صعيداً طيبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وجدَا الْمَاءَ فِي الوقتِ، فأعادَ أحدُهُما الصلاةَ والوضوءَ، ولَمْ يُعِدْ الآخرُ، ثُمَّ أتيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك، فقال للذي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السنةَ، وأجزاتْكَ صلاتُكَ، وللذي توضأ وأعاد: لَكَ الأَجْرُ مرَّتَيْنِ.

১২৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, দু'জন ব্যক্তি সফরে বের হলেন। নামাযের সময় হয়ে গেল অথচ তাদের নিকট পানি ছিল না। ফলে উভয়ে পাক মাটিতে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করল। অতপর তারা নামাযের ওয়াক্তের মধ্যেই পানি পেয়ে গেল তখন উযু করে পুনরায় নামায করল আর অপর জন পুনর্বার আদায় করল না। অতপর তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তা বর্ণনা করলেন। তিনি যে ব্যক্তি পুনরায় নামায আদায় করেনি তাকে বললেন, তুমি সঠিক পন্থা অবলম্বন করেছ এবং তোমার সেই নামাযই তোমার জন্যে যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি উযু করে পুনরায় নামায আদায় করেছিল তাকে বললেন, তোমার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। *(সুনানে আবু দাউদ, মুসতাদরাকে হাকিম)* হাকিম রাহ. হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

٤٨ - باب الْمَسْح على الْخُفَّيْنِ للمسافر والْمُقيمِ

অধ্যায়-৪৮ : মোজার উপর মাস্হ; মুসাফির ও মুকিমের জন্যে

١٢٤. وفِي الترمذي عن خُزَيْمَةَ بن ثابتٍ رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الْمَسْحِ على الْخُفينِ، فقال: للمسافر ثلاثة وللمقيم يومٌ. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

১২৪। হযরত খুযায়মা বিন সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোজার ওপর মাসহ (করার মেয়াদ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মুসাফিরের জন্যে তিনদিন আর মুকিমের জন্যে একদিন (পর্যন্ত মাসহের সুযোগ রয়েছে)। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটা হাসান সহিহ সনদ।

সাহাবি পরিচিতি: হযরত খুযায়মা ইবনে সাবিত রাযি.। সুপ্রসিদ্ধ সাহাবি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একজনের সাক্ষ্য দুইজনের সাক্ষ্যের স্থলাভিষিক্ত করায় তিনি 'যুশ শাহাদাতাইন' হিসেবে সমধিক পরিচিত। বদর ও তৎপরবর্তী জিহাদসমূহে উপস্থিত ছিলেন। সিফফিন যুদ্ধে হযরত আলি রাযি.'র সঙ্গে ছিলন। যখন আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. শাহাদাত বরণ করে ফেলেন তখন তিনি তরবারি হাতে লড়াই করতে শুরু করেন এবং তিনিও শাহাদাত বরণ করেন।

١٢٥. عنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ ، قالَ: «كَانَ رسول الله يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثلاثَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إلاَّ مِنْ جَنَابَة، وَلَكِنْ مِنْ غَائِط وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ».

قال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقال: وهو قول العلماءِ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وَمَنْ بعدهم من الفقهاء.

وعن بعضِ أهل العلم أَنَّهُمْ لَمْ يُوَقِّتُوا فِي الْمَسحِ على الْخُفينِ، وهو قول مالك بن أنسٍ، والتوقيتُ أصحُّ. انتهى. ملخصًا.

১২৫। হযরত সাফওয়ান বিন আসসাল রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন সফওে থাকতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ করতেন, আমরা যেন তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মোজা না খুলি। তবে জানাবতের কারণে খুলতে হবে। অবশ্য পেশাব-পায়খানা ও নিদ্রার কারণে খুলতে হবে না। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটা হাসান সহিহ সনদ। তিনি আরো বলেন, এটা সাহাবা, তাবিয়িন এবং তৎপরবর্তী ফকিহ-আলিমগণের মত। কিছু কিছু আলিম থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা মোজার উপর মাসহের কোনো মেয়াদ নির্ধারিত করেননি। এটা ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহ.'র মত। তবে সময়সীমা নিধারিত করে দেওয়া ('র মতটি) অধিক শুদ্ধ।

সাহাবি পরিচিতি: হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাযি.। সুপ্রসিদ্ধ সাহাবি। কুফায় বসবাস করেন এবং সেখানকার অধিবাসীরা তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলি রাযি.'র খিলাফাতকালে মৃত্যুবরণ করেন।

٤٩– باب: الْمَسْح على الْخُفَّيْنِ أعلاه

অধ্যায়-৪৯ : মাসহ হবে মোজার উপরাংশে

١٢٦. عن الْمُغيرة بن شعبةَ قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ على الخفين ظاهرهما، قال الترمذي: حديثُ الْمُغيرة حديثٌ حسنٌ.

১২৬। হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি উভয় মোজার প্রকাশ্য অংশের (উপরিভাগের) ওপর মাসহ করতে দেখেছি। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, মুগিরা রাযি.'র হাদিসটি সহিহ হাদিস।

١٢٧. روى أبو داود والدارقطني من حديث عبد خَيْرٍ عن عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ: أنه قال: لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الْخُفِّ أولى بالْمَسْحِ مِنْ أعلاهُ. وفِي رواية: لكان باطنُ الْخُفِّ أولَى بالْمَسْحِ من ظاهره، وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ ظاهرَ خُفَّيْه.

وقال فِي (التلخيص): إسنادُهُ صحيحٌ. قال الْحافظُ فِي (بلوغ الْمَرام): إسنادُهُ حسنٌ.

১২৭। আবদে খায়রের সূত্রে হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এই দ্বিন যদি নিছক যুক্তিনির্ভর হতো তাহলে মোজার উপরিভাগের চেয়ে নিচভাগই মাসহের অধিক উপযুক্ত ছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তাহলে মোজার বাহির অংশের চেয়ে ভিতরের অংশ মাসহের অধিক উপযুক্ত ছিল। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোজার বহিরাংশই মাসহ করতে দেখেছি। *(সুনানে আবু দাউদ)*

'আত তালখিস'এ হাফিয ইবনে হাজার বলেছেন, এটার সনদ সহিহ। আর 'বুলূগুল মারাম'এ হাফিয সাহেব বলেছেন, এটার সনদ হাসান।

١٢٨. روى ابنُ أبِي شيبةَ عن عمرَ رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمَرَ بالْمَسْحِ عَلَى ظاهِرِ الْخُفَّيْنِ إذا لَبِسَهما وهُما طاهرتان.

و في رواية الطبراني بلفظ: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظهر الخفين ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر، و للمقيم يوما و ليلة.

১২৮। হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ করেছেন, পবিত্র অবস্থায় যখন মোজা পরিধান করা হবে তখন মোজার বহিরাংশ মাসহ করা হবে। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)*

তাবারানির বর্ণনায় শব্দ এসেছে: আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার বহিরাংশের ওপর মুসাফিরের জন্যে তিনদিন-তিনরাত আর মুকিমের জন্যে একদিন-একরাত পর্যন্ত মাসহের আদেশ করছেন।

١٢٩. وروى ابن ماجة والطَبرانِى، عن بقيةَ بسنده إلى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برجلٍ يتوضَّأُ، وهو يَغْسِلُ خُفَّيْه، فَنَخَسَهُ بيده، وقال: إنَّما أُمِرْنا بالْمَسْحِ هكذا. وأراه بيده من مُقَدَّمِ الْخُفَّيْنِ إلى أسفلِ الساقِ مَرَّةً، وفَرَّجَ بَيْنَ أصابعه.

১২৯। বাকিয়্যা এর সূত্রে হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যিনি উযু করছেন এবং উভয় মোজা ধৌত করছেন, তখন তিনি নিজ হাত দ্বারা খোচা মেরে বললেন, আমাদেরকে তো এভাবে মাসহ করার হুকুম করা হয়েছে। এবং তিনি লোকটিকে নিজ হাতে মোজার অগ্রভাগ থেকে পিন্ডলির নিচ পর্যন্ত আঙুলগলোর মাঝে ফাঁক রেখে একবার মাসহ করে দেখালেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

٥٠- باب الْمَسْح عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ

অধ্যায়-৫০ : জুরমুকাইনের উপর মাস্হ

١٣٠. روى أبو داود وابنُ ماجةَ وابنُ خُزَيْمَةَ والْحَاكِمُ وصَحَّحَهُ: أنَّ عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ رضى الله تعالى عنه سأَلَ بلالاً عن وضوءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يَخْرُجُ، فيقضي حاجته، فآتيه بالْمَاءِ، فيتوضأ، ويَمْسَحُ على عمامته وجُرْمُوقَيْه.

১৩০। হযরত আবদুর রাহমান বিন আউফ রাযি. হযরত বিলাল রাযি.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে তাঁর প্রয়োজন সারতেন আর আমি পানি নিয়ে তাঁর কাছে আসতাম। তিনি উযু করতেন এবং পাগড়ি ও 'জুরমুক'র ওপর মাসহ করতেন। *(সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ)*

٥١- بابُ الْمَسْح على الْجَوْرَبَيْنِ

অধ্যায়-৫১ : জাওরাবাইনের উপর মাস্‌হ

١٣١. روى أصحابُ السنن الأربعة عن الْمُغيرةِ بن شعبةَ رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، ومسحَ على الْجَوْرَبَيْنِ والنعلَيْنِ. قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ.

১৩১। হযরত মুগিরা বিন শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং 'জাওরাবাইন' ও 'না'লাইনের ওপর মাসহ করলেন। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, হাসান সহিহ।

সনদ পর্যালোচনা: ইমাম তিরমিযি রাহ. এই হাদিসের সনদ হাসান সহিহ বললেও বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাঁরা হাদিসটিকে 'যয়িফ' ও 'মুনকার' বলেছেন। এখানে কয়েকজন মনীষীর উদ্ধৃতি পেশ করা হল:

ইমাম নাসায়ি রাহ. বলেন,

لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية. الصحيح عن المغيرة أنه صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين.

ইমাম আবু দাউদ রাহ. বলেন,

كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين.

ইমাম বাইহাকি রাহ. বলেন,

و ذلك حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري و عبد الرحمن و أحمد بن حنبل و يحيى بن معين و علي بن المديني و مسلم بن الحجاج. و المعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين.

ইমাম মুসলিম রাহ. বলেন,

أبو قيس الأودي و هذيل بن شرحبيل لا يحتملان، هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا: مسح على الخفين. و لا نترك ظاهر القران بمثل أبي قيس و هذيل.

ইমাম নাওয়াওয়ি রাহ. বাইহাকি রাহ.'র উপরিউক্ত বক্তব্যেও উপর মন্তব্য করে বলেন,

هؤلاء هم أعلام الحديث، و إن كان الترمذي قال: حديث حسن صحيح، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.

"এরা (বাইহাকি যাদের নাম উল্লেখ করেছেন) হলেন হাদিসের ইমামদেও মধ্যে সেরা ব্যক্তি। ইমাম তিরমিযি রাহ. যদিও হাদিসটি সম্পর্কে মন্তব্য কওে হাসান সহিহ বলেছেন, কিন্তু ইমাম তিরমিযির

অভিমতের চেয়ে ওই সব ইমামদেও অভিমতই হবে অগ্রগণ্য। বরং যদি ওই সব ইমামের কোনো একজনও ইমাম তিরমিযির অভিমতের বিপরীত মত পোষণ করতেন তখনও ইমাম তিরমিযির অভিমতের চেয়ে ওই সব ইমামের অভিমতই অগ্রগণ্য হত। হাদিস বিশেষজ্ঞদেও সর্ব সম্মত মত এমনই। (আল মাজমু' শারহুল মুহাযযাব, ----)

١٣٢. روى ابنُ ماجة عن أبِى موسى والطبرانِى عن عيسى بن سنان وابنُ أبِى شيبةَ عن بلالٍ: أنه صلى الله عليه وسلم كان يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ والْجَوْرَبَيْنِ.

১৩২। হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি., ঈসা বিন সিনান ও হযরত বিলাল রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজা ও --- ওপর মাসহ করতেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ, মু'জামে তাবারানি, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)*

সাহাবি পরিচিতি: হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ রাযি.। প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী এবং মক্কায় তিনিই সর্বপ্রথম স্বীয় ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। এজন্যে তিনি অনেক নির্যাতন সহ্য করেছেন। বদরসহ সবক'টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। ইসলামের প্রথম মুআযযিনও তিনি। শেষবয়সে সিরিয়ায় অবস্থান করেন এবং ৬৩ বছর বয়সে দামেশকে ২০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: স্যাধারণ মোজা, যেমন সুতি, নাইলন বা উলেন মোজার উপর মাসহ করা জায়িয নয়। হাদিসে রাসূল কিংবা আসারে সাহাবা কোথাও এ জাতীয় মোজার উপর মাসহ করার অনুমতি নেই। তাই এরূপ মোজার উপর মাসহ করলে উযু হবে না।

এবার আসা যাক, উপরিউক্ত হাদিসে 'জাওরাব'র উপর মাসহ করার যে কথা বর্ণিত হল তার ব্যাখ্যা কী? প্রথমে 'জাওরাব'র অর্থ জেনে নেয়া দরকার। جورب আরাবি শব্দটি ফারসি كورب থেকে সংগৃহিত। كورب শব্দটি كور با থেকে নির্গত। যার অর্থ পায়ের কবর। আর 'জাওরাব' বলা হয় এমন চামড়ার মোজাকে যা তীব্র শীতের সময় চামড়ার মোজার উপর পরা হয়। কারো মতে, 'জাওরাব' হচ্ছে পশম দ্বারা প্রস্তুত পায়ের গরম মোজা। বস্তুত 'জাওরাব' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতা, উল, রেশম প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মোজাকে যেভাবে 'জাওরাব' বলা যায়, তেমনিভাবে চামড়ার বিশেষ প্রকার মোজাকেও 'জাওরাব' বলা যায়। আবার চামড়া ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা প্রস্তুত জাওরাবকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১. রাকিক তথা পাতলা ২. সাখিন তথা গাঢ় ও পুরু। যে জাওরাবে চামড়ার মোজার তিন বৈশিষ্ট্য (১. অনবরত হাঁটা যায় ২. বাঁধা ছাড়া এমনিতেই সোজা থাকে ৩. ভিতর দিক দেখা যায় না এবং পানি ভিতরে পৌঁছে না) পাওয়া যায় তাকে ফিকহের পরিভাষায় 'সাখিন' বলে। আর যে জাওরাবে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় না তাকে 'রাকিক' বলে। আবার 'সাখিন' হওয়ার সাথে সাথে যদি জাওরাবের কেবল নিচের দিকে চামড়া জড়ানো থাকে তাহলে এমন জাওরাবকে 'মুনআল' বলা হয়। আর উপর-নিচ উভয় দিকে চামড়া জড়ানো জাওরাবকে 'মুজাল্লাদ' বলা হয়।

'জাওরাব'র উপর মাসহের হুকম: 'মুজাল্লাদ' ও 'মুনআল' জাওরাব 'খুফফাইন' তথা চামড়ার মোজার পর্যায়ভুক্ত- এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর 'জাওরাবে রাকিক' চামড়ার মোজার পর্যায়ভুক্ত নয় নি:সন্দেহে। 'মুজাল্লাদ' ও 'মুনআল' নয়; কেবল 'সাখিন' জাওরাব চামড়ার মোজার পর্যায়ভুক্ত কি না-

এতে মতানৈক্য রয়েছে। ১. কাফিয়ি ও মালিকিদেও অনেকের মতে কেবল 'সাখিন' হলে মাসহ জায়িয হবে না। ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকেও অনুরূপ অভিমত পাওয়া যায়। ২. ইমাম মালিক রাহ. থেকে একটি অভিমত এমনও পাওয়া যায় যে, কেবল 'মুজাল্লাদ'এ মাসহ জায়িয। ৩. ইমাম আহমদ রাহ., ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. এবং ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.'র মতে কেবল 'সাখিন' হলেও মাসহ জায়িয হবে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.ও জীবনের শেষ দিকে এ অভিমত পোষণ করেছেন। আর এ অভিমতের উপরই হানাফিদেও ফতওয়া।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, জাওরাবের উপর মাসহ সহিহ হওয়ার জন্যে সকল মুজতাহিদ ইমাম জাওরাবদ্বয় 'সাখিন' হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। কেউ আবার 'মুজাল্লাদ' বা 'মুনআল' হওয়ার শর্ত লাগিয়েছেন। মুহাদ্দিস আবদুর রাহমান মুবারকপুরি রাহ. বলেন, "ইমামগণ এ শর্তগুলো এ জন্যই আরোপ করেছেন যাতে জাওরাবদ্বয় চামড়ার মোজার পর্যায়ভুক্ত হয় এবং চামড়ার মোজার উপর মাসহ করার হাদিসগুলোর আওতাধীন এসে যায়।" (তুহফাতুল আহওয়াযি)

মোটকথা, চামড়া ছাড়া অন্য কিছুর মোজা যদি চামড়ার মোজার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ না হয় তাহলে এমন মোজার উপর মাসহ করা জায়িয নয়- এতে সব মুজতাহিদ ইমাম একমত। কারো কোনো দ্বিমত নেই। অতএব, সর্বপ্রকার মোজার উপর মাসহ করাকে বৈধ মনে করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ সম্পর্কে মওদূদি সাহেব এবং সালাফিদের মত কী এবং তাদের খ-ন বিষয়ে জানতে হলে শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি দা. বা. এর এ সংক্রান্ত প্রবন্ধটি (ফিকহি মাকালাত) এবং মুফতি মাও. আবুল কালাম যাকারিয়া দা. বা. এর "প্রচলিত মোজার উপর মাসহ করা বৈধ নয় কেন?" পুস্তিকা দু'টি অধ্যয়ন করতে পারেন। এ দু'টির আলোকেই এখানে কিছু কথা পেশ করা হল।

والنعلَيْن, বিশেষ বিশেষ জাওরাবের উপর মাসহ করা কোনো কোনো ইমামের মতে জায়িয হলেও জুতার উপর মাসহ জায়িয বলে কোনো একজন ইমামেরও অভিমত পাওয়া যায়নি। ----------------

ইসতি'নাস: আল্লামা আবদুর রাহমান মুবারকপুরি রাহ. বলেন, 'বিচার-বিশ্লেষণের পর আমার সিদ্ধান্ত এই যে, সাধারণ মোজার উপর মাসহ সম্পর্কে এমন কোনো মারফু' হাদিস পাওয়া যায় না, যাতে মুহাদ্দিসগণের আপত্তি নেই। (তুহফাতুল আহওয়াযি, ১/৩৯৯)

٥٢– بابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيْرَةِ

অধ্যায়-৫২ : --- উপর মাস্‌হ

١٣٣. روى ابن ماجة والبيهقى والدارقطنِى عن على كرم الله وجهه: أنه قال: انكسرتْ إحدى زنديَّ فسألتُ النبى صلى الله عليه وسلم فأمَرَنِى أنْ أمْسَحَ عَلَى الْجَبِيْرَةِ، والزندُ: مَفْصَلُ طرفِ الذراعِ فِى الكفِّ.

১৩৩। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার একহাতের কব্জি ভেঙ্গে গিয়েছিল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আদেশ করলেন, আমি যেন পট্টির ওপর মাসহ করে নিই। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)* আর زند হচ্ছে হাতের তালুতে হাতের অগ্রভাগের জোড়া (কব্জি)।

গ্রন্থপরিচিতি : 'আল মা'রিফা' এটি ইমাম বায়হাকি রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) কতৃক রচিত। পূর্ণনাম মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার। হাদিস ও আসারে সাহাবা থেকে শাফিয়ি মাযহাবের দলিলগুলো এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। তাজুদ্দিন সুবকি রাহ. বলেন, لا يستغني عنه فقيه شافعي. "শাফিয়ি মাযহাবের কোনো ফকিহ এই কিতাব থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারেন না।" (আর রিসালাতুল মুসতাতরাফা, পৃ. ৩৪)

١٣٤. روى أبو داود في سننه عن جَابِرٍ ، قال: «خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فأصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فقال: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ قالوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى المَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فقال: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله تعالى، ألا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟! فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ ــ شَكَّ مُوسَى ــ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

قال البيهقي في (المعرفة): هذا أصحُّ ما يُرْوَى فِي هذا البابِ، مع اختلافٍ فِي إسناده. (شرح النقاية).

১৩৪। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা এক সফরে বের হলাম। এক ব্যক্তির মাথায় পাথর লেগে মাথা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে গেল। অতপর তার স্বপ্নদোষ হলো এবং সাথীদেরকে বলল, আমার জন্যে তায়াম্মুমের সুযোগ আছে বলে তোমরা মনে কর? তারা বলল, আমরা তোমার জন্যে সুযোগ আছে বলে মনে করি না; তুমি তো পানি ব্যবহার করতে সক্ষম! তিনি বলেন, লোকটি গোসল করে নিল এবং মারা গেল। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম তাঁকে এবিষয়ে অবগত করা হলে তিনি বললেন, তারা তো লোকটিকে মেরে ফেলল, আল্লাহ তাদেরকে মেরে ফেলুন। তারা যখন জানে না তো জিজ্ঞেস করলো না কেন? মূর্খতার উপশম হচ্ছে প্রশ্ন করা। তার জন্যে এতটুকু যথেষ্ট ছিল যে, সে তায়াম্মুম করবে এবং তার যখমের স্থানে কাপড় পেচিয়ে মাসহ করে নিবে আর বাকি শরির ধৌত করবে। *(সুনানে আবু দাউদ)*

বায়হাকি রাহ. 'আল মা'রিফা'এ বলেন, এ হাদিসের সনদে কিছুটা ইখতিলাফ থাকলেও এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে এটাই অধিক বিশুদ্ধ। (শারহুন নুকায়া)

٥٣– بابُ الْحَيْض أَقَلُّهُ ثلاثةُ أيامٍ وأَكْثَرُهُ عشرةُ أيامٍ

অধ্যায়-৫৩ : হায়যের সর্বনিম্ন মেয়াদ তিন দিন এবং সর্বোচ্চ মেয়াদ দশ দিন

١٣٥. روى الطَبَرانِي فِي (معجمه) عن أَبِي أمامةَ، والدارقطنِي عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقلُّ الْحَيْضِ للجاريةِ الْبِكْرِ والثيبِ الثلاثُ، وأكثر ما يكونُ عشرة أيامٍ، فإذا زاد فهي استحاضةٌ. قال الدارقطنِي: عبدُ الْمَلك مجهولٌ، والعلاءُ بن كثيرٍ ضعيفُ الْحَديث.

১৩৫। হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুমারী ও বিবাহিতা মহিলার হায়যের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিনদিন, আর সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশদিন। যখন এর থেকে বৃদ্ধি হয়ে যাবে তখন তা ইসতিহাযা গণ্য হবে। *(মু'জামে তাবারানি, সুনানে দারাকুতনি)* দারাকুতনি বলেন, আবদুল মালিক মাজহুল (অজ্ঞাত) আর হাদিসের ক্ষেত্রে আলা ইবনে কাসির যয়িফ (দুর্বল)।

١٣٦. وروى الدارقطنِي عن واثلةَ بن الأسقع مرفوعًا: أقل الْحَيضِ ثلاثة أيامٍ وأكثرهُ عشرةٌ. وضَعَّفَهُ بجهالة محمد بن منهال، وضعّف محمد بن أحمد بن أنس.

১৩৬। হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হায়যের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিনদিন, আর সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশদিন। *(সুনানে দারাকুতনি)* দারাকুতনি রাহ. মুহাম্মাদ ইবনে মিনহালের জাহালাত (অজ্ঞাত) এবং মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে আনাসের দুর্বলতার কারণে এ হাদিসটি যয়িফ বলে মন্তব্য করেছেন।

সাহাবি পরিচিতি: হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' রাযি.। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকের দিকে জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আহলে সুফফা'র একজন। তিন বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাত করেছেন। বসরায়, তারপর সিরিয়ায় তিনি অবস্থান করেন। সর্বশেষ বাইতুল মাকদিসে স্থানান্তরিত হয়ে যান এবং সেখানেই ১০০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

١٣٧. وروى ابنُ عدي فِي (الكامل) عن أنسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم: الْحيضُ ثلاثة أيامٍ وأربعةٌ وخمسةٌ وستةٌ وسبعةٌ وثَمانيةٌ وتسعةٌ وعشرةٌ، فإذا جاوزتِ العشر فهي مستحاضةٌ. وأعَلَّهُ بالْحَسَنِ بن دينارٍ، والْحَديثُ معروفٌ بالْجلد بن أيوب.

১৩৭। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হায়য তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয় ও দশ দিন হতে পারে। যদি দশ দিন থেকে বেড়ে যায় তাহলে তা ইসতিহাযা গণ্য হবে। ইবনে আদি 'আল কামিল'এ হাসান ইবনে দিনার'র কারণে হাদিসটিকে মা'লুল আখ্যায়িত করেছেন। হাদিসটি জিলদ ইবনে আইউব'র সূত্রে প্রসিদ্ধ। *(আল কামিল; ইবনে আদি)*

١٣٨. وروى ابن عدي في (الكامل) من حديثِ معاذ بن جبلٍ عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لاحيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ، ولاحيضَ فوقَ عشرة أيامٍ. الْحديثُ. وضَعَّفَه بِمُحمد بن سعيد الشامي، رَمَوْه بالوضعِ.

وأخرجه العقيلى عن معاذ، عنه صلى الله عليه وسلم من غَيْرِ طولٍ، وأعَلَّهُ بِجهالةِ محمد بن الْحَسَنِ، وعدم الصدقِ بالنقل.

১৩৮। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিনদিনের কম হায়য হয় না। এভাবে দশদিনের বেশিও হায়য হয় না। ইবনে আদি 'আল কামিল'এ মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ শামি'র কারণে এই হাদিস যয়িফ বলে মন্তব্য করেছেন; মুহাদ্দিসগণ তাকে হাদিস জালকরণের দোষে দোষিত বলেছেন। *(আল কামিল; ইবনে আদি)*

সাহাবি পরিচিতি: হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি.। উপনাম আবু আবদুল্লাহ আল আনসারি। আঠারো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বাইআতে আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের একজন। বদরসহ সবক'টি জিহাদে উপস্থিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়েমেনে কাযি ও মুআল্লিম হিসেবে প্রেরণ করেন। হযরত উমার রাযি. সিরিয়ায় আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.'র পর তাঁকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। ওই বছরই ১৮ হিজরিতে 'তাউনে আমওয়াস' এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৬ বছর।

١٣٩. روى ابن الْجوزي في (العلل الْمُتناهية) عن أبِى سعيد الْخدري رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثلاثٌ وأكثرهُ عشرةٌ، وأقل مابين الْحَيْضين خمسة عشر يومًا. وضَعَّفَهُ بسليمان الْمُكَنَّى أبا داود النخعي.

১৩৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হায়যের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিনদিন, আর সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশদিন। এবং দুই হায়যের মধ্যবর্তী সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে পনেরদিন। ইবনুল জাওযি রাহ. 'আল ইলালুল মুতানাহিয়'এ সুলায়মান (যার উপনাম) আবু দাউদ নাখায়ি'র কারণে হাদিসটিকে যয়িফ আখ্যায়িত করেছেন।

গ্রন্থ পরিচিতি : 'আল ইলালুল মুতানাহিয়া' এটি আল্লামা ইবনুল জাওযি রাহ. কতৃক রচিত। পূর্ণনাম আল ইলালুল মুতানাহিয়া ফিল আহাদিসিল ওয়াহিয়া (তিন খ-)। তবে তাঁর এ গ্রন্থের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম সতর্ক করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মতামত বিশুদ্ধ নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

١٤٠. روى الدارقطني بإسناده عن ثابت عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: هى حائضٌ بينها وبَيْنَ عشرة، فإذا زادت فهى مستحاضةٌ.

১৪০। সাবিতের সূত্রে হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শুরু থেকে দশদিন পর্যন্ত মহিলা হায়যগ্রস্ত গণ্য হবেন। এথেকে যখন বেড়ে যাবে তখন তিনি ইসতিহাযাগ্রস্ত গণ্য হবেন। *(সুনানে দারাকুতনি)*

١٤١. وروى أيضًا عن عثمان بن أبِي العاصِ رضى الله تعالى عنه قال: لاتكونِ الْمَرْأةُ مستحاضةً فِي يوم ولا يومينِ ولا ثلاثة حتى تبلغَ عشرةً، فإذا بلغتْ عشرةَ أيامٍ كانتْ مستحاضةً.

১৪১। হযরত উসমান ইবনে আবুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক/দুই/তিন থেকে দশদিন পর্যন্ত মহিলা ইসতিহাযাগ্রস্ত গণ্য হবে না। আর যখন দশদিনে পৌঁছে যাবে (এবং রক্তপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে) তখন তিনি ইসতিহাযাগ্রস্ত গণ্য হবেন। *(সুনানে দারাকুতনি)*

١٤٢. وروى أيضًا عن الْحَسَنِ: أن عثمان بن أبِي العاص الثقفى رضى الله تعالى عنه قال: الْحَائضُ جاوزَتْ عشرةَ أيامٍ فهى بمَنْزِلَة الْمُستحاضة تَغْتَسِلُ وتُصَلِّى. وعثمان هذا صحابِيٌّ.

১৪২। হাসানের সূত্রে হযরত উসমান ইবনে আবুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হায়যগ্রস্ত মহিলা যখন দশদিন অতিক্রম করে ফেলবেন তখন তিনি ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার মত গণ্য হবেন; গোসল করে নামায আদায় করবেন। *(সুনানে দারাকুতনি)* এই উসমান একজন সাহাবি।

সাহাবি পরিচিতি: হযরত উসমান ইবনে আবুল আস সাকাফি রাযি.। সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ১০ হিজরিতে ২৯ বছর বয়সে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে হাযির হন। তিনি তাঁকে তায়িফের গভর্নর নিযুক্ত করেন। উসমান রাযি. সেখানে রাসূলের জীবদ্দশায়, আবু বকর রাযি.'র খিলাফাতকাল এবং উমার রাযি.'র খিলাফাতের ২ বৎসর অবস্থান করেন। উমার রাযি. তাঁকে সেখান থেকে অব্যাহতি দিয়ে উমান ও বাহরাইনের প্রশাসক নিয়োগ দেন। শেষবয়সে বসরায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই ৫১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

সনদ পর্যালোচনা: 'হাসান' বলে বিভিন্ন তাবাকায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বুঝানো হয়। সাহাবিদের তাবাকায় 'হাসান' বলতে হযরত হাসান ইবনে আলি রাযি.কে বুঝানো হয়। তাবিয়িদের তাবাকায় 'হাসান' বলতে হযরত হাসান বাস্‌রি রাহ.কে বুঝানো হয়, হাদিস ও তাফসির গ্রন্থাদিতে তিনিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন, বস্তুত এখানে তাঁকেই বুঝানো হয়েছে। আর ফিকহে হানাফিতে 'হাসান' বলতে ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র শাগরিদ হাসান ইবনে যিয়াদ রাহ.কে বুঝানো হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: হায়যের সর্বনিম্ন মেয়াদের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে: হানাফিদের মতে সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিন দিন-তিন রাত। তবে আবু ইউসুফ রাহ.'র দৃষ্টিতে দু'দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময়। ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে এক দিন-এক রাত। ইমাম মালিক রাহ.'র মতে এর কোনো সময় নির্ধারিত নয়। এমনিভাবে হায়যের সর্বোচ্চ মেয়াদ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফিদের মতে দশ দিন-দশ রাত। ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে পনের দিন। ইমাম মালিক রাহ.'র মতে সতের দিন। আর ইমাম আহমদ রাহ. থেকে উপরিউক্ত তিন মতের ন্যায় কথা বর্ণিত

রয়েছে। খারকি পনের দিনের বর্ণনা এবং ইবনে কুদামা দশদিনের বর্ণনা প্রাধান্য দিয়েছেন। এ উভয় মাসআলায় হানাফিদের কিছু দলিল উপরে উপস্থাপিত হয়েছে।

٥٤- باب أَقَلّ الطهر خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا

অধ্যায়-৫৪ : 'তুহর'র সর্বনিম্ন মেয়াদ পনের দিন

فِي (شرح النقاية): لاتفاق الصحابة رضى الله تعالى عنهم عَلَى ذلك.

'শারহুন নুকায়া'এ রয়েছে: এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হওয়ার কারণে।

١٤٣. وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقل الْحَيضِ ثلاثٌ، وأكثرهُ عشرةٌ، وأقل ما بَيْنَ الْحَيضينِ خمسة عشرة يومًا. عزاه القاضي الإمام أبو العباسِ إلى الإمام.

১৪৩। জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ তাঁর পিতার সূত্রে দাদা থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, হায়যের সর্বনিম্ন মেয়াদ হচ্ছে তিনদিন, আর সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে দশদিন। এবং দুই হায়যের মধ্যবর্তী সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে পনেরদিন। *(আল ইলালুল মুতানাহিয়া)*

কাযি ইমাম আবুল আবক্কাস হাদিসটি বর্ণনায় 'আল ইমাম'এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: তুহরের সর্বনিম্ন মেয়াদের ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফিয়ি রাহ. তথা জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে পনের দিন। ইমাম মালিক রাহ. থেকে পাঁচ/দশ/পনের দিনের মত বর্ণিত আছে, বরং এক বর্ণনানুযায়ী তাঁর দৃষ্টিতে এর কোনো সময় নির্ধারিত নেই। আল্লামা যায়লায়ি রাহ. বলেন, হায়য ও তুহরের মেয়াদ নির্ধারনের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত হাদিসসমূহের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও একটি অপরটির সমর্থন করছে। আর একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এগুলো হাসান লি গায়রিহি'র পর্যায়ে, যা গ্রহণযোগ্য। (নাসবুর রায়া, ১/১৯১)

٥٥- باب ماجاءَ فِى الْحَائضِ أَنَّها لاتَقْضِى الصَّلاةَ

অধ্যায়-৫৫ : হায়যগ্রস্ত মহিলা নামাযের কাযা করবে না

١٤٤. فِى الترمذي عن معاذة العدوية: أن امرأةً سألتْ عائشةَ رضى الله تعالى عنها قالت: أتقضى إحدانا صلاتَها أيامَ مَحيضها ؟ فقالتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنت؟ قد كانتْ إحدانا تَحيضُ فلا تُؤمَرُ بقضاءٍ.

قال أبوعيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهو قولُ عامةِ الفقهاءِ، لا اختلافَ بَيْنَهُمْ فِى أن الْحائضَ تقضى الصومَ، ولا تقضى الصلاةَ.

১৪৪। মুআযা আল আদাওইয়্যা থেকে বর্ণিত, জনৈক মহিলা হযরত আয়িশা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলেন, হায়যের দিনগুলোর (ছুটে যাওয়া) নামায কি কাযা করতে হবে? তিনি বললেন, তুমি কি হারুরিয়্যা? আমাদের একেকজন হায়যগ্রস্ত হতো কিন্তু তাকে কাযার আদেশ করা হতো না। আবু ঈসা (তিরমিযি)

বলেন, এটি একটি হাসান সহিহ হাদিস। আর এটা সকল ফকিহের মত, তাঁদেও মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই যে, হায়যগ্রস্ত মহিলা রোজার কাযা করবে, তবে নামাযের কাযা করবে না। *(সুনানে তিরমিযি)*

শব্দবিশ্লেষণ: حرورية এটা حروراء এর দিকে সম্পৃক্ত। সামআনি রাহ. বলেন, কুফা নগরী থেকে দু' মাইল দূরে অবস্থিত একটি এলাকার নাম 'হারূরা'। খারিজিরা সর্বপ্রথম এখানেই সঙ্গবদ্ধ হয়েছিল। এরাই হযরত আলি রাযি.কে শহিদ করেছে। তারা হায়যগ্রস্ত মহিলাদেরকে হায়য চলাকালীন সময়ের কাযা নামায আদায়ের জন্যে কঠোরভাবে নির্দেশ দিত। ইমাম নাওয়াওয়ি রাহ. বলেন, এখানে ইস্তিফহাম হচ্ছে انكاري।

٥٦- بابُ يُمْنَعُ الْحُيَّضُ وكذا الْجُنُبُ عن دخولِ الْمَسْجد

অধ্যায়-৫৬ : হায়যগ্রস্ত মহিলা এবং জুনুবি ব্যক্তির জন্যে মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ

١٤٥. روى أبو داود وابنُ ماجة والبخاري في (تاريـــخه الكبيـــر) بزيادةٍ من حديث عائشةَ رضى الله تعالى عنها قالت: جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ووُجُوهُ بيوتِ أصحابه شارعةٌ في الْمَسجد فقال: وَجِّهُوا هذه البيوتَ عن الْمَسْجد. ثُمَّ دخلَ ولَمْ يَصْنَعِ القومُ شيئًا رجاءَ أنْ يُنَزَّلَ فيهم رخصةٌ، فخرج إليهم، فقال: وَجِّهُوا هذه البيوتَ عن الْمَسْجد، فإنِّي لا أحلُّ الْمَسْجدَ لجُنُبٍ ولا حائضٍ.

১৪৫। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে দেখলেন, তাঁর সাহাবিদের ঘরসমূহের রাস্থা মসজিদের দিকে ফিরানো। তিনি ইরশাদ করলেন, এই ঘরগুলো মসজিদের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও। তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, কিন্তু লোকেরা এব্যাপারে কোনো ছাড় আসবে এই আশায় কিছুই করলেন না। তিনি বের হয়ে বললেন, এই ঘরগুলো মসজিদের দিক থেকে ফিরিয়ে দাও; কেননা আমি জানাবাতগ্রস্ত ও হায়যগ্রস্ত কারো জন্যে মসজিদ (ব্যবহার করা) হালাল মনে করি না। *(সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ)*

٥٧- بابُ يُمْنَعُ الاستمتاعُ مِنَ الْحُيَّضِ [وكذا النفساء] بما تَحْتَ الإزارِ

অধ্যায়-৫৭ : হায়য ও নিফাসগ্রস্ত মহিলাকে কাপড়ের নিচ দিয়ে ভোগ করা নিষিদ্ধ

١٤٦. روى أبو داود عن عبد الله بن سعدٍ رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما يَحِلُّ مِنْ امرأتي وهي حائضٌ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لكَ ما فوقَ الإزارِ.

১৪৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার স্ত্রী হায়যগ্রস্ত অবস্থায় তার কাছ থেকে আমার জন্যে কী হালাল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, পায়জামার ওপর তোমার জন্যে হালাল। *(সুনানে আবু দাউদ)*

সাহাবি পরিচিতি: এখানে হারাম ইবনে হাকিমের চাচা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ আনসারি রাযি. উদ্দেশ্য। দামেশকে বসবাস করেছেন। ইমাম বাগাবি রাহ. বলেন, তিনি এই হাদিস ব্যতীত আর কোনো হাদিস বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই।

١٤٧. وصَحَّ عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنى فأتَّزِرُ فَيُباشِرُنِى وأناحائضٌ. أى: يُلامِسُنِى.

১৪৭। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাজামা পরার আদেশ করতেন এবং হায়য অবস্থায় আমাকে স্পর্শ করতেন। *(সহিহ বুখারি)*

١٤٨. وفِى الْمُتفق عليه: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يباشرُ إحداهن حتَّى يأمُرَها أنْ تَأْتَزِرَ.

১৪৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাজামা পরার আদেশ করা ব্যতীত তাঁর কোনো স্ত্রীকে স্পর্শ করতেন না। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

١٤٩. عن أم سلمةَ رضى الله تعالى عنها قالت: بينما أنا مضطجعةٌ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى الْخَميلة إذْ حِضْتُ فانسَلَلْتُ، فأخذتُ ثيابَ حَيْضَتِى، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنَفِسْتِ؟ قُلْتُ : نعم، فدعانِى فاضطجعتُ فِى الْخَميلة. رواه النسائى ومسلم.

১৪৯। হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একই চাদরে শায়িত ছিলাম, ইতোমধ্যে আমার হায়য শুরু হয়ে গেলে আমি সরে গেলাম এবং আমার হায়যের কাপড় পরিধান করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি হায়য শুরু হয়ে গেছে? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং একই চাদরে শুয়ে পড়লাম। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٥٨- بابُ مؤاكلة الْحائضِ والشرب من سُؤرِها

অধ্যায়-৫৮ : হায়যগ্রস্ত মহিলার সঙ্গে ভক্ষণ এবং তার উচ্চিষ্টাংশ থেকে পান করা

١٥٠. فِى النسائى عن شريح عن عائشة رضى الله تعالى عنها سألْتُها: هل تأكلُ الْمَرْأةُ مع زوجِها وهى طامِثٌ؟ قالت: نعم، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعونِى وأنا عاركٌ (حائضٌ) وكان يأخذُ العَرْقَ، فيُقَسِّمُ عَلَىَّ فيه، فأعْتَرِقُ منه، ثُمَّ أضَعُهُ، فيأخذُ فيعترِقُ منه، ويضعُ فَمَهُ حيث وضعتُ فَمِى من العرقِ، ويدعو بالشراب، فَيُقَسِّمُ عَلَىَّ فيه قبلَ أن يشربَ منه فآخُذُهُ فأشْرَبُ منه، ثُمَّ أضَعُهُ فيأخذُ فيشرَبُ منه ويضعُ فَمَهُ حيثُ وضعتُ فَمِى مِنَ القدحِ.

১৫০। শুরাইহ হযরত আয়িশা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলা হায়য অবস্থায় তার স্বামীর সঙ্গে কি খেতে পারবে? তিনি বলেন,হ্যাঁ। হায়য অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকতেন এবং তিনি হাড় হাতে নিয়ে আল্লাহর শপথ নিয়ে বলতেন, অবশ্যই তুমি শুরু করবে, ফলে আমি হাড় চেটে রাখতাম আর তিনি তুলে নিয়ে তা চাটতেন এবং তাঁর মুখ হাড়ের ঠিক সেখানেই রাখতের যেখানে আমি মুখ রেখেছিলাম। অতপর পানির ক্ষেত্রেও আমাকে ডাকতেন আর তিনি পান করার আগে

আমার ওপর শপথ করে নিতেন, তাই আমি হাতে নিয়ে পান করে রাখতাম আর তিনি পান করতেন এবং পাত্রের ঠিক সেখানে মুখ রাখতেন যেখানে আমি মুখ রেখেছিলাম। *(সুনানে নাসায়ি)*

٥٩– باب لاتَقْرَأُ الْحائضُ والْجُنُبُ شيئًا مِنَ القرآن

অধ্যায়-৫৯ : হায়যগ্রস্ত মহিলা এবং জুনুবি ব্যক্তি কুরআনের কোনো কিছু পড়তে পারবে না

১৫১. روى الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لاتقرأ الْحائضُ ولا الْجُنُبُ شيئًا من القرآن.

১৫১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঋতুবতী নারী ও জুনুবি ব্যক্তি কুরআনে কারিমের কোনো অংশ তিলাওয়াত করতে পারবে না। *(সুনানে তিরমিযি)*

১৫২. وفِى النسائى عن عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال إلا الْجَنابَة.

১৫২। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাত ছাড়া সর্বাবস্থায় কুরআনে কারিম তিলাওয়াত করতেন। *(সুনানে নাসায়ি)*
প্রাসঙ্গিক আলোচনা: জুমহুর

٦٠– باب يقرأُ الْمُحْدثُ من القرآنِ ما شاءَ

অধ্যায়-৬০ : অপবিত্র (উযু না থাকা) অবস্থায় ইচ্ছানুযায়ী কুরআন থেকে পড়তে পারবে

১৫৩. لما فِى السنن الأربعة وصححه الْحاكمُ عن على رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لايَحْجُبُهُ أو لا يَحْجُزُهُ عن القرآنِ شئٌ، ليسَ الْجَنابةَ. قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ.

১৫৩। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাবত ছাড়া অন্য কোনো কিছু কুরআনে কারিমের তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতো না। ইমাম তিরমিযি বলেন, হাসান সহিহ। *(সুনানে তিরমিযি)*

٦١– باب لايَمَسُّ القرآنَ الْحائضُ والنفساءُ والْجُنُبُ إلا بغلاف

অধ্যায়-৬১ : হায়য ও নিফাসগ্রস্ত মহিলা এবং জুনুবি ব্যক্তি গিলাফ ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না

لقوله تعالى: (لايَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة]

আল্লাহ তাআলার বাণী : পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ এটা (আল কুরআন) স্পর্শ করতে পারবে না। (সূরা আল ওয়াকিআ : ৭৯)

١٥٤. ولقوله عليه الصلاة والسلام : لايَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ. رواه أبو داود.

১৫৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কুরআনে কারিম স্পর্শ না করে। *(সুনানে আবু দাউদ)*

١٥٥. ولِمَا رَوَى الْحاكِمُ فِي (الْمُستدرك) وصححه، عن حكيم بن حزامٍ قال: لَمَّا بَعَثَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليَمَنِ قال: لاتَمَسَّ القرآنَ إلا وأنتَ طاهرٌ.

১৫৫। হযরত হাকিম ইবনে হিযাম রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে ইয়েমেনে পাঠলেন তখন ইরশাদ করলেন, পবিত্র অবস্থা ছাড়া তুমি কুরআনে কারিম স্পর্শ করবে না। *(মুসতাদরাকে হাকিম)*

সাহাবি পরিচিতি: হযরত হাকিম ইবনে হিযাম রাযি.। উপনাম আবু খালিদ আল কুরাশি। উম্মুল মু'মিনিন খাদিজা রাযি.'র ভ্রাতুষ্পুত্র। হাতির ঘটনার ১৩ বছর পূর্বে কা'বায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাক-ইসলামি যুগেও তিনি একজন সম্ভ্রান্ত মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। মক্কা বিজয়ের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ৫৪ হিজরিতে ১২০ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তিকাল করেন।

١٥٦. ولِمَا أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم كتبَ: لايَمَسُّ القرآن إلا طاهرٌ. فِى حديث عمروبن حزم. كما فِى (بداية الْمُجتهد).

১৫৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে হাযমের চিঠিতে লিখেছেন, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কুরআনে কারিম স্পর্শ না করে। *(বিদায়াতুল মুজতাহিদ)*

গ্রন্থ পরিচিতি : 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' এটি আল্লামা ইবনে রুশদ মালিকি রাহ. (মৃ. ৫৯৫হি.)'র তুলনামূলক ফিকহি আলোচনা সম্বলিত একটি সুন্দর গ্রন্থ। পূর্ণনাম বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ। আল্লামা ইউসুফ বানূরি রাহ. মিশকাত জামাআতের হুঁশিয়ার ছাত্রদেরকে এ কিতাবটি পড়ার পরামর্শ দিতেন। এই কিতাব থেকে একাধিক মত রয়েছে এমন মাসআলাসমূহে মতভিন্নতার কারণ বোঝার ক্ষেত্রে ভাল সাহায্য পাওয়া যায়। (তালিবানে ইলমঃ পথ ও পাথেয়, পৃ. ৩৯১)

١٥٧. وفِى البخاري عن أبِى وائلٍ: أنه كان يُرْسِلُ خادِمَتَهُ وهى حائضٌ إلى أبِى رزينٍ فتأتيه بالْمُصحَف فتُمْسكُ بعلاقته.

১৫৭। হযরত আবু ওয়াইল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর সেবিকাকে হায়য অবস্থায় আবু রাযিনের নিকট পাঠাতেন আর সে মুসহাফের গিলাফ ধরে নিয়ে আসতো। *(সহিহ বুখারি)*

সনদ পর্যালোচনা: হযরত আবু ওয়াইল রাহ.। নাম শাকিক ইবনে সালামা আল আসাদি। তিনি হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.'র বিশিষ্ট শাগরিদ। কেউ কেউ তাঁকে সাহাবি বললেও হাফিয ইবনে হাজার রাহ. সেটা প্রমাণিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পেয়েছিলেন। ইবনে মাসউদ রাযি.'র ছেলে আবু উবায়দাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার পিতার বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে সবচে' বড় জ্ঞানী কে? তিনি উত্তর দিলেন, আবু ওয়াইল।

٦٢– باب فِى الوضوءِ للجنبِ إذا أراد أن ينامَ

অধ্যায়-৬২ : জুনুবি ব্যক্তি যখন ঘুমাতে চাইবে তখন উযু করবে

١٥٨. فِى الترمذي عن ابن عمر عن عمر رضى الله تعالى عنهما: أنه سأل النبىَّ صلى الله عليه وسلم أينامُ أحَدُنا وهو جنبٌ؟ قال: نعم، إذا توضأ. قال الترمذي: حديث عمر أحْسَنُ شئٍ فِى هذا الباب وأصَحُّ.

১৫৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ জানাবাতের অবস্থায় নিদ্রায় যেতে পারবে? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, যখন সে উযু করে নিবে। ইমাম তিরমিযি বলেন, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে উমার রাযি.'র হাদিসটি সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদিস। *(সুনানে তিরমিযি)*

١٥٩. فِى الترمذي عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم ينامُ وهو جنبٌ ولايَمَسُّ ماءً. ضَعَّفَهُ الترمذي.

১৫৯। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবতের অবস্থায় পানি স্পর্শ না করেই নিদ্রায় চলে যেতেন। ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে যয়িফ আখ্যায়িত করেছেন। *(সুনানে তিরমিযি)*

١٦٠. قال مُحَمَّدٌ رحمه الله تعالى أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن أبِى أسحاق عن الأسودِ عن عائشة رضى الله تعالى عنها: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصِيبُ مِنْ أهْلِهِ، ثُمَّ ينامُ، ولايَمَسُّ ماءً، فإن استيقظَ مِنْ آخرِ الليلِ عادَ واغتسَلَ.

১৬০। ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, আমাদের নিকট আবু হানিফা, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আসওয়াদ থেকে, তিনি হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের সঙ্গে সহবাস করতেন, তারপর পানি স্পর্শ না করেই ঘুমিয়ে যেতেন। শেষ রাতে জাগলে তিনি পুনরায় করতেন এবং গোসল করতেন। *(মুআত্তা মুহাম্মাদ)*

সনদ পর্যালোচনা: হযরত আবু ইসহাক সাবিয়ি রাহ.। নাম আমর ইবনে আবদুল্লাহ। হামাদানের 'সাবি' গোত্রে তাঁর জন্ম। হযরত উসমান রাযি.'র খিলাফাতের দু' বছর বাকি থাকতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত জাবির ইবনে সামুরা, বারা' ইবনুল আযিব, যায়দ ইবনে আরকাম রাযি. প্রমুখ সাহাবি থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। এবং তাঁর কাছ থেকে ইমাম আবু হানিফা, সুফয়ান সাওরি, সুফয়ান ইবনে উয়াইনা রাহ. প্রমুখ মনীষী হাদিস বর্ণনা করেছেন। ১২৮/১২৯ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন। *(তাহযিবুত তাহযিব)*

٦٣– باب جواز الوطئ بِمَنْ انْقَطَعَ دَمُها لأكثرِ الْحَيْضِ قَبْلَ الغسلِ

অধ্যায়-৬৩ : মহিলার হায়যের সর্বোচ্চ মেয়াদে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হলে গোসলের আগেই তার সঙ্গে সহবাস বৈধ

قوله تعالى : (فاعْتَزِلُوا النساءَ فِى الْمَحيضِ). [البقرة]. ووَقْتُ انقطاعِ الدمِ ليس وَقْتَ مَحيضٍ، فتكون طاهرةً حُكْمًا.

মহান আল্লাহ তাআলার বাণী: "তোমরা হায়য় চলাকালে মহিলাদের থেকে দূরে থাকো।" আর রক্ত বন্ধ হওয়ার সময়টা হায়যের সময় নয়, তাই মহিলা তখন হুকমগতভাবে পবিত্র হয়ে যাবে।

٦٤– باب لا حَدَّ لأقَلِّ النفاسِ، وأكْثَرُهُ أربعونَ

অধ্যায়-৬৪ : নিফাসের সর্বনিম্ন কোনো মেয়াদ নেই এবং তার সর্বোচ্চ মেয়াদ হচ্ছে চল্লিশ দিন

١٦١. روى ابن ماجة عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ للنفساء أربَعِيْنَ يومًا إلا أنْ تَرَى الطهرَ قبلَ ذلك.

১৬১। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের জন্যে চল্লিশ দিন নির্ধারিত করেছেন, তবে যদি এর পূর্বে সে "তুহর" প্রত্যক্ষ করে ফেলে। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

١٦٢. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة والْحاكِمُ، وصَحَّحَهُ من حديثِ أم سلمةَ رضى الله تعالى عنها: كانت الْمَرْأةُ من نساءِ النبى صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ فِى النفاسِ أربعين يوما أو أربعين ليلةً، إلا أنْ ترى الطهر قبلَ ذلك.

زاد أبو داود فِى لفظ: لا يأمُرُها النبى صلى الله عليه وسلم بقضاءِ صلاة النفاسِ. قال النووي: حديثٌ حسنٌ.

১৬২। হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয় মহিলাগণ নিফাসের ক্ষেত্রে চল্লিমদিন অবস্থান করতেন, তবে যদি এর পূর্বে "তুহর" প্রত্যক্ষ করে ফেলেন। *(সুনানে তিরমিযি)*

আবু দাউদ এক শব্দে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিফাসগ্রস্ত মহিলাকে নিফাস চলাকালীন সময়ে ছুটে যাওয়া নামায কাযা করার নির্দেশ দেননি। ইমাম নাওয়াওয়ি বলেন, এটি হাসান হাদিস।

٦٥– باب ما نَقَصَ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ أَوْ زَادَ عَلَى حيض الْمُبتدأة وهو عشرةٌ أو عَلَى العادة فيهما فهو استْحاضَةٌ.

অধ্যায়-৬৫ : হায়যের সর্বনিম্ন মেয়াদ থেকে কম হলে কিংবা নবহায়যগ্রস্ত মহিলার হায়যের সময় তথা দশ দিন থেকে বেশি হলে অথবা উভয় ক্ষেত্রে অভ্যাসের চেয়ে বেশি হলে তা ইসতিহাযা গণ্য হবে

١٦٣. عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فِى الْمُستحاضةِ: تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مرَّةً، ثُمَّ تتوضأ إلى مثلِ أيامِ أقرائها.

১৬৩। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলার ব্যাপারে ইরশাদ করেন, সে তার হায়যের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে, অতপর একবার গোসল করবে। তারপর পরবর্তী হায়যের দিন পর্যন্ত উযু করতে থাকবে। *(মু'জামে তাবারানি)*

١٦٤. وتقولُ سودةُ بنتُ زمعةَ رضى الله تعالى عنها: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الْمُستحاضةُ تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقرائها التى كانتْ تَجْلِسُ فيها، ثُمَّ تغتسِلُ غسلاً واحدًا، ثُمَّ تتوضأ لكلِّ صلاة. رواهُماالطَبرانى.

১৬৪। হযরত সাওদা বিনতে যামআ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা তার হায়যের দিনগুলোতে যাতে সে বসে থাকে নামায ছেড়ে দিবে। পরে একবারই গোসল করবে। তারপর প্রত্যেক নামাযের জন্যে উযু করতে থাকবে। *(মু'জামে তাবারানি)*

٦٦– باب أنَّ الْحَامِلَ لاتَحيضُ، وما تراه الْحَامِلُ من الدَّمِ استحاضةٌ

অধ্যায়-৬৬ : গর্ভধারিণী মহিলার হায়য হয় না এবং গর্ভধারিণী যে রক্ত দেখতে পায় তা ইসতিহাযা

١٦٥. روى الدارقطنى عن عائشة رضى الله تعالى عنها: الْحاملُ لا تَحيضُ.

১৬৫। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, গর্ভধারিণী মহিলার হায়য হয় না। *(সুনানে দারাকুতনি)*

١٦٦. روى ابنُ شاهيـــن عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: أن الله رَفَعَ الْحَيْضَ عَنِ الْحُبْلَى، وجَعَلَ الدمَ رِزْقًا للولد.

১৬৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা গর্ভধারিণী মহিলাদের থেকে হায়য সরিয়ে দিয়েছেন এবং রক্তকে সন্তানের রিযিক বানিয়েছেন। *(উমদাতুল কারি; বদরুদ্দিন আইনি)*

١٦٧. ولِمَا أنه لَمَّا نزلَ قولُه تعالى: (والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسِهِنَّ ثلاثةَ قُرُوءٍ). [البقرة]. قالتِ الصحابةُ: فإن كانتْ آيسةً أو صَغِيْرَةً؟ فَنَزَلَتْ: (واللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نساءِكُمْ) [الطلاق].

فقالوا: إنْ كانتْ حاملاً؟ فَنَزَلَتْ : (وأولاتُ الأحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق]. ففيه تنبيهٌ على أن الْحاملَ لا تَحيضُ، وأنَّها ليستْ من ذوات الأقراء.

১৬৭। যখন আল্লাহ তাআলার বাণী "তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ নিজেদেরকে আটকিয়ে রাখবে তিন কুরু" অবতীর্ণ হল তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, যদি সে বৃদ্ধ বা ছোট হয়? তখন অবতীর্ণ হল- "ওই সমস্ত মহিলা যারা হায়য থেকে নিরাশ হয়ে গেছে"। তখন তাঁরা বললেন, যদি সে গর্ভবতী হয়? তখন অবতীর্ণ হল- "গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দাত হল গর্ভপাত করা"। সুতরাং এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, গর্ভবতী মহিলার হায়য হয় না এবং তার ইদ্দাত হায়য কিংবা তুহর দ্বারা গণ্য করা হয় না। *(শারহুন নুকায়া)*

٦٧– باب مَنْ بها استحاضةٌ تتوضأ لوَقْت كلّ صلاة

অধ্যায়-৬৭ : ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে উযু করবে

١٦٨. روى البخاري من حديثِ هشام بن عروةَ عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: جاءتْ فاطمةُ بنتُ أبِي حُبَيشٍ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله! إنِى امرأةٌ أستحاضُ فلا أطْهُرُ، أفَأدَعُ الصلاةَ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليس بحَيْضٍ، فإذا أقْبَلَتْ حيضتُكِ فَدَعِى الصلاةَ، وإذا أدبرتْ فاغسلى عنكِ الدمَ ثُمَّ صَلِّى. قال هشامٌ: قال أبِى (أى عروة): ثُمَّ تَوَضَّئِي لكلِّ صلاةٍ حَتَّى يَجيئَ ذلكَ الوقتُ.

১৬৮। হিশাম তাঁর পিতা উরওয়ার সূত্রে হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমার ইসতিহাযা হতেই থাকে, ফলে পবিত্র হতে পারি না, আমি কি নামায ছেড়ে দিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না, এটা তো শিরা থেকে নির্গত রক্ত, এটি হায়য নয়। সুতরাং যখন হায়য আসে তখন নামায ছেড়ে দিবে আর যখন চলে যায় তখন শরির থেকে রক্ত ধোয়ে ফেলবে এবং নামায পড়তে থাকবে। হিশাম বলেন, আমার পিতা উরওয়া বর্ণনা করেছেন, (হাদিসে রয়েছে) অতপর তুমি প্রত্যেক নামাযের জন্যে উযু করতে থাকবে পরবর্তী ওই সময় (হায়য) আসা পর্যন্ত। *(সহিহ বুখারি)*

١٦٩. روى ابن ماجة عن عدي بن ثابتٍ عن أبيه عن جده: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: الْمُسْتحاضةُ تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وتتوضأ لكل صلاةٍ وتصومُ وتُصَلِّي.

قال ابنُ قدامةَ فِي (الْمغنِى): رُوِيَ فِي بعضِ ألفاظِ حديثِ فاطمةَ بنتِ أَبِى حُبَيْشٍ: وتَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صلاةٍ.

১৬৯। আদি ইবনে সাবিত তাঁর পিতার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসতিহাযাগ্রস্ত মহিলা তার হায়যের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। পরে

গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্যে উযু করতে থাকবে, রোযা রাখবে এবং নামায আদায় করবে। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

ইবনে কুদামা 'আল মুগনি'তে বলেন, ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশের হাদিসের কোনো বর্ণনায় এই শব্দও রয়েছে: তুমি প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্ত সামনে রেখে উযু করবে।

সনদ পর্যালোচনা: আদি ইবনে সাবিতের দাদার নাম হচ্ছে, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ আল খিতমি রাযি.।

গ্রন্থ পরিচিতি : 'আল মুগনি' এটি আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলি রাহ. (৬২০ হি.) কতৃক রচিত। আল্লামা ইযযুদ দ্দিন ইবনে সালাম রাহ. বলেন, কারো নিকট এই চারটি গ্রন্থ থাকলে সেগুলো তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে। ১. বায়হাকি'র 'আস সুনানুল কুবরা'। ২. ইবনে হাযম'র 'আল মুহাল্লা'। ৩. বাগাবি'র 'শারহুস সুন্নাহ'। ৪. ইবনে কুদামা'র 'আল মুগনি'। (ফায়যুল বারি, ২/২৭২) বস্তুত 'আল মুগনি' ফিকহে হাম্বলির নির্ভরযোগ্য একটি উৎসগ্রন্থ। এবং ইবনে কুদামা রাহ. হাম্বলি মাযহাবের সবচেয়ে বড় আলিম হিসেবে পরিচিত। আল্লামা ইউসুফ বানূরি রাহ. বলেন, و ابن قدامة أعلم من ابن تيمية بمذهب أحمد، و ابن تيمية نفسه يقول فيه: ما دخل الشام بعد الأوزاعي مثله. "ইবনে কুদামা হাম্বলি মাযহাবের ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়া থেকেও বড় আলিম। স্বয়ং ইবনে তাইমিয়া বলতেন, আওযায়ি'র পর শামে ইবনে কুদামা'র মতো আর কেউ প্রবেশ করেননি।" (মাআরিফুস সুনান, ৫/৯, ৩/১৮৫, ৫/৩৭)

١٧٠. وفِي شرح (مختصر الطحاوي): رَوَى أبو حَنِيفةَ رَحِمَهُ الله تعالى عن هشام بن عروةَ عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قال لفاطمةَ بنتِ حُبَيْشٍ: تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صلاة.

১৭০। আবু হানিফা হিশাম থেকে, তিনি স্বীয় পিতা উরওয়া থেকে, তিনি হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা বিনতে হুবাইশকে বলেছেন, তুমি প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্ত সামনে রেখে উযু করবে। *(মুখতাসারুত তাহাবি)*

٦٨- باب الأنْجاس كيفَ تُطهر منها الثيابُ والبدنُ وغَيْرُهُما

অধ্যায়-৬৮ : নাপাকি থেকে কাপড়, শরির ইত্যাদি কীভাবে পাক করা যাবে?

١٧١. عن أَسْماءَ بنتِ أَبِى بكر رضى الله تعالى عنهما قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ إحدانا يصيبُ ثوبها من دمِ الْحَيْضِ، كيفَ تصنعُ؟ قال: تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرِصُه بالْماء وتَنْضَحُهُ، تُصَلِّى فيه. أخرجه مالكٌ والشيخانِ وأبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى.

১৭১। আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমাদের কোনো মহিলার কাপড়ে হায়যের রক্ত লেগে যায় তখন সে কী করবে? তিনি ইরশাদ করলেন, সে তা (রক্ত) খুচিয়ে তুলবে, তারপর পানি দিয়ে তা ঘর্ষণ করে ধৌত করবে এবং তাতে নামায পড়তে পারবে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি: হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি.। তাঁর উপাধি হচ্ছে 'যাতুন নিতাকাইন'। হিজরতের রাত্রিতে তিনি স্বীয় ফিতা দু'টুকরো করে এক টুকরো দিয়ে দস্তরখান এবং অন্য টুকরো দিয়ে পানির মশক বেঁধেছিলেন-এজন্যেই তাঁকে 'যাতুন নিতাকাইন' বলা হয়। ইসলামের প্রথমদিকে মাত্র সতের জনের পর তিনি মুসলমান হন। তিনি হযরত আয়িশা রাযি. থেকে দশ বছরে বড়। স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাযি.'র শাহাদাতের দশ/বিশ দিন পর ৭৩ হিজরিতে ১০০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

١٧٢. عن أم قيسٍ بنت محصنٍ رضى الله تعالى عنها: أنَّها سألَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن دمِ الْحَيْضِ يكونُ فِي الثوبِ، قال: حُكِّيه بضلعٍ واغسليه بماءٍ وسدرٍ. أخرجه أبو داود والنسائى وابنُ ماجة.

১৭২। উম্মে কায়স বিনতে মিহসান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাপড়ে থেকে যাওয়া হায়যের রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন, এক টুকরো কাঠ দিয়ে তা খুচিয়ে তুলবে এবং বরইপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা তা ধোয়ে ফেলবে। *(সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি, সুনানে ইবনে মাজাহ)*

সাহাবি পরিচিতি: হযরত উম্মে কায়স বিনতে মিহসান রাযি.। তিনি উক্কাশা রাযি.'র বোন। প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত করেছেন এবং মদিনায় হিজরত করেছেন।

١٧٣. عن سليمانَ بن يسارٍ رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ عائشةَ رضى الله تعالى عنها عن الْمَنِيِّ يصيبُ الثوبَ، فقالت: كنتُ أغْسِلُهُ من ثوبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ إلى الصلاة، وأثرُ الغسلِ فِي ثوبِه. متفق عليه.

১৭৩। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা রাযি.কে কাপড়ে লেগে যাওয়া বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য ধোয়ে দিতাম আর তিনি নামাযের জন্যে বের হয়ে পড়তেন। অথচ তখনও তাঁর কাপড়ে ধোয়ার চি[illegible] পরিলক্ষিত হতো। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সনদ পর্যালোচনা: হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার রাহ.। উপনাম আবু আইউব। তিনি নবিপত্নি হযরত মায়মুনা রাযি.'র আযাদকৃত গোলাম। হযরত আয়িশা, আবু হুরায়রা, ইবনে আবক্কাস রাযি. প্রমুখ সাহাবি থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। মদিনার প্রসিদ্ধ সাতজন ফকিহের মধ্য থেকে একজন। সিকাহ ও নির্ভরযোগ্য। ৯৪/১০৭/১০৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

١٧٤. وعن الأسودِ وهَمَّام عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها قالت: كنتُ أفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثوبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلمٌ. وبرواية علقمةَ والأسودِ عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها نَحْوَهُ، وفيه: ثُمَّ يصلى فيه.

১৭৪। আসওয়াদ ও হাম্মাম হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য খুচিয়ে তুলে ফেলতাম। *(সহিহ মুসলিম)* আলকামা ও আসওয়াদের বর্ণনায় রয়েছে: অত:পর তিনি এই কাপড়ে নামায আদায় করতেন।

١٧٥. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: بينما نحن فِي الْمَسْجِدِ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءَ أعرابِيٌّ فقام يبولُ فِي الْمَسْجِدِ، فقال أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ، (أى اكْفُفْ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُزْرِمُوه، دَعُوه. فتركوه، حتى بالَ، ثُمَّ إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: إنَّ هذه الْمَساجدَ لاتصلحُ لشئ من هذا البولِ والقذرِ، وإنَّما هى لذكرِ الله والصلاة وقراءة القرآنِ، أو كما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأَمَرَ رجلاً من القومِ فجاءَ بِدَلْوٍ من ماءٍ فَشَنَّهُ عليه. متفق عليه.

১৭৫। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম, ইতোমধ্যে একজন গ্রাম্যব্যক্তি এলেন এবং দাঁড়িয়ে মসজিদে প্রশ্রাব করতে শুরু করলেন। সাহাবিগণ বললেন, থাম থাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে ধমক দিও না, তাকে (তার অবস্থায়) ছেড়ে দাও। তারা তাকে ছেড়ে দিলেন এবং লোকটি প্রশ্রাব করে নিল। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, এই মসজিদগুলো এধরনের কোনো প্রশ্রাব ও আবর্জনার এর উপযোগী নয়। এগুলো তো আল্লাহ তাআলার যিকর, নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে। রাবি বলেন, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমতো কোনো কথা বলেছেন। তিনি বলেন, এবং তিনি সম্প্রদায়ের একজন লোককে আদেশ করলেন আর সে এক বালতি পানি নিয়ে সেখানে ঢেলে দিল। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٩– باب إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُرَ

অধ্যায়-৬৯ : চামড়া দিবাগাত দেয়া হলে তা পাক হয়ে যায়

١٧٦. عن عبدِ الله بن عباسٍ رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُرَ. رواه مسلمٌ.

১৭৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, চামড়া যখন দিবাগাত দেয়া হয় তখন তা পবিত্র হয়ে যায়। *(সহিহ মুসলিম)*

١٧٧. وعنه قال: تُصُدِّقَ عَلَى مولاة لِمَيْمونةَ رضى الله تعالى عنها بشاة فماتتْ، فَمَرَّ بِها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلاَّ أخذتُمْ إهابَها فَدَبَغْتُمُوه فانْتَفَعْتُمْ به؟ فقالوا: إنَّها ميتةٌ، فقال: إنَّما حُرِّمَ أكْلُها. متفق عليه.

১৭৭। এবং তাঁর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত মায়মূনা রাযি.'র এক দাসীকে একটি বকরি সদকা দেয়া হলে সেটা মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, তোমরা কেন তার চামড়া নিয়ে দিবাগাত দিলে না এবং তা থেকে উপকৃত হলে না? তাঁরা বললেন, এটা তো মৃত! তিনি বললেন, তাকে শুধু ভক্ষণ করা হারাম। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

١٧٨. عن سودةَ رضى الله تعالى عنها زوجِ النبى صلى الله عليه وسلم قالت: ماتتْ لنا شاةٌ فَدَبَغْنا مَسْكَها، ثُمَّ مازِلْنا نَنْبذُ فيه حَتَّى صارَ شنًّا. رواه البخاري. وقد مرَّ تَحْقيقُهُ.

১৭৮। হযরত সাওদা বিনতে যামআ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের একটি বকরি মারা গেলে আমরা তার চামড়া দিবাগাত দিলাম, অতপর তাতে খেজুর ভিজিয়ে রাখতে থাকলাম ফলে এটা মশক হয়ে গেল। *(সহিহ বুখারি)* পূর্বে এর তাহকিক করা হয়েছে।

٧٠- باب طهارة الأرضِ يُبْسُها

অধ্যায়-৭০ : শুকিয়ে যাওয়াই জমিনের পবিত্রতা

١٧٩. عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: كنتُ أبيتُ فِى الْمَسْجد فِى عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وكنتُ فتًى شابًّا عزبًا، وكانتِ الكلابُ تبولُ وتُقْبِلُ وتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِد، فلم يكونوا يَرُشُّونَ شيئًا من ذلك. رواه أبو داود.

১৭৯। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমি মসজিদে ঘুমিয়ে যেতাম, তখন আমি অবিবাহিত যুবক ছিলাম। আর কুকুরগলো প্রশ্রাব করে দিত এবং মসজিদ দিয়ে আসা-যাওয়া করত। কিন্তু তাঁরা এমন কোনো কিছু (পানি) ঢালতেন না। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٧١- باب طهارة الْخُفِّ عن نَجس ذى جرمٍ بالدَّلْك عَلَى الأرضِ

অধ্যায়-৭১ : জমিনে ঘর্ষণের দ্বারা দেহবিশিষ্ট নাপাকি থেকে মোজা পবিত্র হয়ে যায়

١٨٠. عن أبِى هريرةَ رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وطأ أحدُكُم الأذى بِخُفَّيْهِ فطهورهُما الترابُ.

رواه أبو داود وابن حبان وابن خُزَيْمةَ والْحاكِمُ. وقال: صحيحٌ على شرطِ مسلم.

১৮০। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যদি তার মোজাদ্বয় দ্বারা নাপাকি মাড়ি দিয়ে যায় তাহলে মাটিই তার পবিত্রকারী। *(সুনানে আবু দাউদ)* ইমাম হাকিম বলেন, হাদিসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ।

١٨١. عن أَبِى سعيد رضى الله تعالى عنه: إذا جاءَ أحدُكُمُ الْمسجدَ فلينظرْ، فإنْ رأى فِى نعليه قذراً أو أذىً فَلْيَمْسَحْهُ ولْيُصَلِّ فيهما. رواه الطحاوي وأبو داود.

১৮১। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসে তখন সে যেন দৃষ্টি দেয়। যদি তার জুতাদ্বয়ে কোনো ময়লা বা নাপাকি দেখে তাহলে তা যেন মুছে ফেলে এবং এগুলোতে নামায পড়ে নেয়। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি, সুনানে আবু দাউদ)*

١٨٢. عن أَبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وَطِأَ أحدُكم بنعله الأذى فإنَّ الترابَ له طهورٌ. رواه أبو داود. قال فِى (بذلِ الْمَجْهودِ): حديثُ أَبِى هريرةَ رضى الله تعالى عنه حسنٌ لَمْ يُطْعَنْ فيه.

১৮২। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যদি জুতা দিয়ে নাপাকি পদদলিত করে ফেলে তাহলে মাটিই তো তার জন্যে পবিত্রকারী। *(সুনানে আবু দাউদ)* 'বাযলুল মাজহুদ'এ বলেছেন, আবু হুরায়রা রাযি.'র হাদিসটি হাসান। তাতে কোনো ত্রুটি নেই।

গ্রন্থ পরিচিতি : 'বাযলুল মাজহুদ ফি হাল্লি সুনানি আবি দাউদ' এটি আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রাহ. কতৃক রচিত সুনানে আবু দাউদের আরাবি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তাঁর প্রিয় শাগরিদ, শায়খুল হাদিস আল্লামা যাকারিয়া রাহ.ও এ কাজে তাঁর সহযোগিতা করেছেন।

٧٢- بابُ بَوْلِ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ

অধ্যায়-৭২ : যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল তার পেশাবও নাপাক

١٨٣. عن أَبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اسْتَنْزِهُوا من البولِ، فإنَّ عامةَ عذابِ القبرِ منه. أخرجه الْحاكِمُ، وقال: عَلَى شَرْطِهما، ورواه الدارقطنِى عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه.

১৮৩। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা প্রশ্রাব থেকে বেচে থাকো; কেননা সাধারণত কবরের আযাব তার কারণেই হয়। ইমাম হাকিম বলেন, বুখারি ও মুসলিম'র শর্তানুযায়ী। দারাকুতনি এটাকে আনাস রাযি.'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। *(মুসতাদরাকে হাকিম, সুনানে দারাকুতনি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে যে, ما يؤكل لحمه এমন প্রাণীর পেশাব পাক না নাপাক ? ইমাম মালিক, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে পাক এবং ইমাম

আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে নাপাক। তবে ইমাম আবু হানিফা রাহ. এ মাসআলায় ইখতিলাফ থাকার কারণে এটাকে নাজাসাতে খাফিফা বলে মন্তব্য করেছেন। এখানে হানাফিদের সমর্থনে একটি দলিল পেশ করা হয়েছে। এ হাদিসে ব্যাপকভাবে পেশাব থেকে বেচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; কোনো প্রাণীর পেশাব নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। তা ছাড়া মুসনাদে আহমাদে সাহাবি হযরত সা'দ ইবনে মুআয রাযি.'র মৃত্যুও ঘটনা বিবৃত হয়েছে যে, দাফনের পর কবর তাঁকে খুব জোওে চাপ দিয়েছিল। এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কারণস্বরূপ বলেছেন যে, সা'দ পেশাব থেকে পূর্ণরূপে বেচে থাকতেন না। সুনানে তিরমিযিতে এসেছে, نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل لحوم الجلالة و ألبانها. "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'জাল্লালা'র গোশত ভক্ষণ এবং তার দুধ পান করা থেকে নিষেধ করেছেন।" 'জাল্লালা' বলা হয় এমন প্রাণীকে যা গোবর ইত্যাদি ভক্ষণ কওে থাকে। বস্তুত এখান থেকেও সব ধরনের প্রাণীর পেশাব-পায়খানা নাপাক প্রমাণিত হচ্ছে। আর ইমাম মালিক রাহ. প্রমুখ হাদিসে উরাইনা দিয়ে যে দলিল পেশ কওে থাকেন তার উত্তর হল, এটা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিংবা আদৌ ওদেরকে পেশাব পান করার অনুমতি দেয়াই হয়নি, বরং দুধ পান আর পেশাবের ঘ্রাণ লওয়ার আদেশ করা হয়েছিল।

٧٣– بابُ ما جاءَ فِي غسلِ بولِ الغلامِ

অধ্যায়-৭৩ : দুধের শিশুর পেশাব

١٨٤. عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها قالتْ: أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ فبالَ عليه، فقال: صُبُّوا عليه الْمَاءَ. رواه هشام بن عروةَ عن أبيه، كذا قال الطحاوي وأسندَ الْحَدِيثَ.

১৮৪। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি শিশুকে নিয়ে আসা হলে সে তাঁর ওপর প্রশ্রাব করে ফেলল। তিনি বললেন, এখানে তোমরা পানি ঢেলে দাও। হাদিসটি হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাহাবি এভাবে বলেছেন এবং তিনি হাদিসটি মুসনাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ: أتي بصبي সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের সন্তানাদিকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে আসতেন; দুআ নেয়া, তাহনিক এবং বারাকাত হিসেবে তাঁর পক্ষ থেকে নাম নির্ধারণ করার জন্যে। এই শিশুটির নামের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে: ইবনে উম্মে কায়স, হাসান, হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, সুলাইমান (সালমান) ইবনে হিশাম প্রমুখের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতঅর্থে তাঁরা সকলেই তাঁর কোলে প্রস্রাব করেছেন। কবি বলেছেন:

قد بال في حجر النبي أطفال   حسن حسين ابن الزبير بالوا
و كذا سليمان بني هشام   و ابن أم قيس، جاء في الختام

(আওজাযুল মাসালিক, ১/৬৪৪)

١٨٥. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال: كنتُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَجِيءَ بالْحَسَنِ رضى الله تعالى عنه، فبالَ عليه، فأراد القومُ أنْ يُعَجِّلُوه، فقال: ابنِي ابنِي، فلما فرغ من بوله صَبَّ عليه الْمَاءَ. أخرجه الطحاوي.

قال الطحاوي: إنَّ حُكْمَ بولِ الصَّبِيِّ هو الغسلُ، إلا أن ذلك الغسلَ يُجْزِئ منه الصبُّ، وأنَّ حُكْمَ بولِ الْجارية الغسلُ، انتهى. أى لايكفى فيه الصبُّ.

১৮৫। আবদুর রাহমান ইবনে আবি লায়লা'র সূত্রে হযরত আবু লায়লা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম, ইতোমধ্যে হাসান রাযি.কে নিয়ে আসা হলো এবং তিনি প্রশ্রাব করে ফেলেন। তখন লোকেরা দ্রুত তাঁকে প্রশ্রাব বন্ধ করাতে চাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার নাতি! আমার নাতি! যখন তিনি প্রশ্রাব থেকে ফারিগ হলেন সেখানে পানি ঢেলে দিলেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

তাহাবি রাহ. বলেন, শিশুর প্রস্রাবের ক্ষেত্রে হুকম হচ্ছে ধৌত করা। তবে এ ধৌত করার ক্ষেত্রে পানি ঢেলে দেয়াই যথেষ্ট। আর মেয়ের প্রস্রাবের ক্ষেত্রে হুকম হচ্ছে ধৌত করা। (সমাপ্ত) অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে পানি ঢেলে দেয়াই যথেষ্ট নয়।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু লায়লা রাযি.। তাঁর নামের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে: বিলাল, বুলাইল, আওস, ইয়াসার ইত্যাদি। তিনি উহুদ এবং তৎপরবর্তী জিহাদগুলোতে অংশ গ্রহণ করেছেন। পরে কুফায় বসবাস করেন এবং হযরত আলি রাযি.'র পক্ষে বিভিন্ন যুদ্ধে শরিক হয়েছেন। সিফফিন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর নিকট থেকে শুধু তাঁর ছেলে আবদুর রাহমান হাদিস বর্ণনা করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: দুধের শিশুর প্রস্রাব নাপাক- এ বিষয়ে সালাফের ইজমা রয়েছে। অতএব তা কোথাও লাগলে নির্ধারিত নিয়মে ধৌত করতে হবে। আল্লামা নাওয়াওয়ি রাহ. বলেন,

و اعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيئ الذي بال عليه الصبي، و لا خلاف في نجاسته، و قد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي.

'শিশু যে জিনিসের উপর প্রস্রাব করেছে তা পাক করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে বটে, তবে শিশুর প্রস্রাব যে নাপাক- এ বিষয়ে কারো মতভেদ নেই। কোনো কোনো আলিম এ বিষয়ে উম্মাহর ইজমা বর্ণনা করেছেন।' (শারহু মুসলিম, ৩/৫৪৩)

তবে দুধের শিশুর প্রস্রাব থেকে পাকি হাসিল করার ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রাহ.'র মতে কন্যাশিশুর মতো প্রস্রাব লেগে যাওয়া জিনিস ধৌত করতে হবে, তবে ছেলেশিশুর প্রস্রাবের বেলায় বাড়তি গুরুত্বের প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে ধৌত করার প্রয়োজন নেই, পানি ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। বস্তুত তাঁরা এ বিষয় সম্পর্কিত হাদিসে رش-نضح শব্দ দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে-এই শব্দগুলোও ধৌত করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সহিহ মুসলিমে রয়েছে, হযরত আসমা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হায়যের রক্ত লেগে যাওয়া কাপড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরের এক পর্যায়ে বলেন, ثم تنضحه।

এই শব্দের অর্থ করতে গিয়ে ইমাম নাওয়াওয়ি রাহ. বলেন, أي تغسله অর্থাৎ ধৌত করবে। ইবনে হাজার আসকালানি ও ইমাম খাত্তাবি রাহ. বলেন, إن معنى النضح الغسل অর্থাৎ نضح শব্দের অর্থ ধৌত করা। সুনানে তিরমিযিতে আসমা রাযি.'র হাদিসে ثم رشيه শব্দ রয়েছে। আল্লামা মুবারকপুরি রাহ. বলেন, ثم رشيه أي صبي الماء عليه. অর্থাৎ এরপর পানি প্রবাহিত করে তা ধৌত করবে।

মোটকথা, এখানে মনে রাখা দরকার যে, শিশু যখন সাধারণ খাবার গ্রহণ করতে আরম্ভ করে তখন তার পেশাবও অন্যান্য নাপাকির মতো ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করা জরুরি। এ বিষয়ে আলিমগণের ইজমা রয়েছে। ইমাম নাওয়াওয়ি রাহ. বলেন, أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف 'শিশু যখন সাধারণ খাবার গ্রহণ করে তখন তার পেশাব ধৌত করা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। (শারহু মুসলিম, ৩/৫৪৩)

٧٤- باب النجاسة القليلة الَّتِي لا يُمْكِنُ الاحترازُ منها مَعْفُوٌّ عنها

অধ্যায়-৭৪ : সামান্য নাপাকি যা থেকে বেচে থাকা সম্ভব নয় তা ক্ষমাযোগ্য

١٨٦. رُوِيَ عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: أنَّ حَمامَةً زَرَقَتْ عليه فَمَسَحَهُ وصَلَّى.

১৮৬। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, একটি কবুতর তাঁর ওপর বিষ্টা ফেলে দিলে তিনি তা মুছে নামায পড়ে নিলেন। *(আল মাবসুত; সারাখসি)*

١٨٧. وكذا رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه مثل ذلكَ فِي العصفور.

১৮৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকেও চড়ুই পাখির ব্যাপারে এরকম বর্ণিত আছে। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)*

١٨٨. ورُوِيَ عن عُمَرَ رضى الله تعالى عنه: أنه سُئِلَ عن القليل من النجاسةِ فِي الثوبِ، فقال: إذا كانَ مثلَ ظفري هذا لايَمْنَعُ جوازَ الصلاةِ. ذكره العينِيُّ.

১৮৮। হযরত উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তাঁকে কাপড়ে লেগে যাওয়া সামান্য নাজাসাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি উত্তরে বলেন, যদি আমার এই নখের মতো হয়ে থাকে তাহলে নামাযের বৈধতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। এটা আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহ. উল্লেখ করেছেন। *(উমদাতুল কারি)*

٧٥–باب الاستنجاء بالْحجارة

অধ্যায়-৭৫ : পাথর দ্বারা ইসতিঞ্জা

١٨٩. عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قال: «قِيلَ لسَلْمَانَ: قَدْ عَلمَكمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بغَائط أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ باليمين، وَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحدُنَا بأَقَلَّ من ثلَاثَة أَحْجَار، أوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ». رواه الترمذي، وهذا حديثٌ صحيحٌ.

১৮৯। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত সালমান রাযি.কে (মুশরিকদের পক্ষ হতে) বলা হলো, তোমাদের নবি তোমাদেরকে সবকিছুর শিক্ষা দিয়ে থাকেন, এমনকি প্রস্রাব-পায়খানার রীতি-নীতি সম্পর্কে! সালমান বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি আমাদেরকে কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে এবং ডানহাত দিয়ে ইসতিঞ্জা করতে, তিন ঢিলার চেয়ে কম ব্যবহার করতে এবং গোবর দ্বারা ইসতিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। এটা সহিহ হাদিস। *(সুনানে তিরমিযি)*

١٩٠. عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها قالت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهبَ أحدُكُمْ إلى الغائط فَلْيَذْهَبْ معه بثلاثة أحجارٍ فَلْيَسْتَطبْ بِها، فإنَّها تُجْزِئ عنه. رواه النسائى. قال الشوكانِى: رواه أحمد والدارقطنِى، وقال: إسناده حسنٌ.

১৯০। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যায় সে যেন সাথে করে তিনটি পাথর নিয়ে যায় আর এগুলো দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে; কেননা এগুলো তার জন্যে যথেষ্ট। *(সুনানে নাসায়ি)* শাওকানি বলেন, হাদিসটি ইমাম আহমদ ও দারাকুতনি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এটার সনদ হাসান।

١٩١. عن أَبِى عُبَيْدَةَ عن عبدِ الله قال: خرجَ النبِى صلى الله عليه وسلم لِحاجَةٍ فقال: الْتَمِسْ لِى ثلاثةَ أحجارٍ. قال: فأتيتُهُ بِحَجَرَيْنِ وروثَةٍ، فأخذَ الْحَجرينِ وألْقَى الروثَةَ وقال: إنَّها ركسٌ. رواه الترمذي والطحاوي وغَيْرُهُما.

১৯১। আবু উবায়দা'র সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন পূরণের জন্যে বের হয়ে বললেন, আমার জন্য তিনটি পাথর তালাশ কর। সাহাবি বলেন, আমি দু'টি পাথর এবং একটি গোবর নিয়ে এলাম। তিনি পাথর দু'টি গ্রহণ করলেন এবং গোবর ফেলে দিলেন আর বললেন, এটা নাপাক। *(সুনানে তিরমিযি)*

সনদ পর্যালোচনা: আবু উবায়দা হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.'র ছেলে। তাঁর নাম হচ্ছে আমির। পিতার ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ৭ বছর ছিল। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তিনি স্বীয় পিতার কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। و هو أعلم الناس بعلم أبيه، و قد نبه الحافظ ابن حجر على أن الاستدلال على عدم سماعه لكونه ابن سبع عند وفاة أبيه غير قائم. و قد أثبت الحافظ بدر الدين العيني سماع أبي عبيدة عن أبيه بتحقيق مقنع، فراجع عمدة القاري.

١٩٢. عن أَبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فعلَ فقد أَحْسَنَ، ومَنْ لا فلا حرجَ. رواه الطحاوي وأبو داود وأحمد وابنُ ماجة. قال الشيخُ ابنُ الْهُمام: هذا الْحَديثُ حسنٌ.

১৯২। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ঢিলা ব্যবহার করবে সে যেন বেজোড় সংখ্যায় করে। যে করল সে উত্তম করল, তবে না করলে কোনো সমস্যা নেই। শায়খ ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন, এই হাদিসটি হাসান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: ইস্তিঞ্জায় পাথর ব্যবহারের সংখ্যা নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ. ও ইমাম মালিক রাহ.'র মতে ইস্তিঞ্জায় শুধু 'ইনকা' তথা পরিষ্কার করাই ওয়াজিব, আর 'তাসলিস' তথা তিনঢিলা ব্যবহার করা সুন্নাত এবং 'ইতার' তথা ঢিলা বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করা মুস্ত াহাব। ইমাম শাফিয়ি রাহ. ও ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে 'ইনকা' ও 'তাসলিস' উভয়টাই ওয়াজিব আর 'ইতার' মুস্তাহাব।

সাধারণভাবে যেহেতু তিন ঢিলার দ্বারা 'ইনকা' হয়ে যায় তাই হাদিসে তিন ঢিলার কথা পাওয়া যায়; যেমন এ অধ্যায়ের প্রথম হাদিসে এসেছে এবং দ্বিতীয় হাদিস দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্ট হচ্ছে। তবে তিন ঢিলার কম দিয়েও যদি 'ইনকা' হয়ে যায় তাহলে ঢিলা তিনটি না হলেও সমস্যা নেই; যেমন তৃতীয় এবং চতুর্থ হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে। কারণ তিন ঢিলার কম দ্বারা ইস্তিঞ্জা শুদ্ধ না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদ রাযি.কে দু'টির পর তৃতীয় আরেকটি ঢিলা নিয়ে আসতে অবশ্যই বলতেন, কিন্তু সহিহ বর্ণনায় এটা পাওয়া যায়নি।

٧٦– باب كراهة مايُسْتَنْجَى به

অধ্যায়-৭৬ : যা দ্বারা ইসতিঞ্জা করা মাকরূহ

١٩٣. عن علقمة عن عبد الله بن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاتَسْتَنْجُوا بالروث ولا بالعظامِ، فإنه زادُ إخوانِكم من الْجِنِّ. رواه الترمذي.

১৯৩। আলকামা'র সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা গোবর ও হাড়গুলো দিয়ে ইসতিনজা করো না; কেননা তা তোমাদের জীনভাইদের পাথেয়। *(সুনানে তিরমিযি)*

١٩٤. عن أَبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: ابْغِنِى أحجاراً اَسْتَنْفِض بِها، ولا تأتِنِى بِعَظْمٍ ولا بروث. فقلتُ: مابالُ العظامِ والروثة؟ قال: هُما طعامُ الْجِنِّ. فيه تغليبٌ: أى العظامُ طعامُ الْجِنِّ والروثُ علفُ دوابِّهِمْ. فِى البخاري بابُ بدء الوحي.

১৯৪। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি আমার জন্য কয়েকটি পাথর অনুসন্ধান কর যাদ্বারা আমি ইস্তিঞ্জা করব, তবে হাড় ও গোবর নিয়ে আসবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হাড় ও গোবরের সমস্যা কী? তিনি বললেন, এদুটো জীনদের খাবার। *(সহিহ বুখারি)*

١٩٥. عن جابرٍ رضى الله تعالى عنه: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أو بَعْرٍ. رواه مسلم.

১৯৫। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাড্ডি অথবা গোবর দ্বারা মুছতে (ইস্তিঞ্জা করতে) নিষেধ করেছেন। *(সহিহ মুসলিম)*

١٩٦. عن ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه قال: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسولَ اللهِ! انْهَ أُمَّتَكَ أنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أورَوْثَةٍ أو حُمَمَةٍ، فإنَّ الله تعالى جَعَلَ لنا فيها رزْقًا، فنهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ. رواه أبو داود.

১৯৬। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জীনদের প্রতিনিধিদল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল তারা বলল, আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতকে হাড় অথবা শুষ্ক গোবর কিংবা কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষধ করুন; কেননা আল্লাহ তাআলা এগুলোকে আমাদের রিযিক বানিয়েছেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইগুলো থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٧٧– باب لا يُسْتَنْجَى بِيَمِيْنٍ

অধ্যায়-৭৭ : ডান হাত দ্বারা ইসতিঞ্জা করা যাবে না

١٩٧. عن أبِى قتادةَ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا بالَ أحَدُكُمْ فلايَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِه، وإذا أتَى الْخَلاءَ فَلايَتَمَسَّحْ بِيَمِينِه، وإذا شربَ فلا يشربْ نَفَسًا واحدًا. هكذا فِى الكتب الستة.

১৯৭। হযরত আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন প্রশ্রাব করবে তখন সে যেন ডান হাত দ্বারা তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে। আর যখন পায়খানায় যাবে তখন ডান হাত দ্বারা যেন না মুছে এবং যখন পান করবে তখন এক নিঃশ্বাসে যেন পান না করে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু কাতাদা রাযি.। তাঁর নাম হারিস ইবনে রিবয়ি। কিন্তু উপনামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রায় সবক'টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। মদিনায় ৫৪ হিজরিতে কিংবা কুফায় আলি রাযি.'র খিলাফাতকালে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

١٩٨. عن عائشة رضى الله تعالى عنها: كانتْ يدُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الْيُمْنَى لِطهورِه، وكانتْ يدُهُ اليسرى لِخلائه وما كان مِنْ أذًى. رواه أبو داود، ورُوِىَ عن حفصةَ رضى الله تعالى عنها نَحْوُهُ.

১৯৮। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত ছিল পবিত্রের জন্যে আর বাম হাত ছিল পায়খানা এবং অন্যান্য নাপাকির জন্যে। *(সুনানে আবু দাউদ)* হযরত হাফসা রাযি. থেকেও এরকম বর্ণিত আছে। *(সহিহ ইবনে হিবক্ষান)*

٧٧–باب غسل الْمَحَلِّ بعدَ تنظيفهِ بالْحجارَةِ مُسْتَحَبٌّ

অধ্যায়-৭৮ : পাথর দ্বারা পরিষ্কার করে নেয়ার পর স্থান ধৌত করে নেয়া মুস্তাহাব

١٩٩. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: نَزَلَتْ هذه الآية فِى أهلِ قباء: (فيه رجالٌ يُحِبُّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا والله يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة]. أى: الْمُبالغين فِى الطهارةِ والنظافةِ. فَسَأَلَهُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنَّا نُتْبِعُ الْحجارَةَ بالْمَاءِ. رواه الْبَزَّارُ فِى (مسنده).

১৯৯। হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ এ আয়াতটি কুবাবাসী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর দিলেন, আমরা পাথরের পর পানিও ব্যবহার করি। *(মুসনাদে বায্যার)*

٢٠٠. عن عَلِيٍّ بن أَبِى طالبٍ رضى الله تعالى عنه قال: مَنْ كانَ قبلكم يَبْعرونَ بَعْراً، وأنتم تثلطون ثلطاً، فأتْبِعُواالْحجارةَ الْماءَ. رواه البيهقى فِى (سننه)، وابنُ أبِى شيبةَ فِى (مصنفه).

২০০। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা মল (বিষ্ঠার ন্যায়) ত্যাগ করতো, আর তোমরা পাতলা পায়খানা করো। অতএব, তোমরা পাথরের পর পানি ব্যবহার করো। *(আস সুনানুল কুবরা; বায়হাকি, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)*

٢٠١. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدخلُ الْخَلاءَ فأحْمِلُ أنا وغلامٌ نَحْوِي إداوةً من ماءٍ وعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بالْماءِ. كذا فِى (الصحيحين).

২০১। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল খালায় প্রবেশ করতেন আর আমি ও আমার মতো আরেকটি ছেলে পানির পাত্র ও বর্শা বহন করে দিতাম এবং তিনি পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٠٢. عن أبِي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أتَى الْخلاء أتيتُهُ بماءٍ فِي تورٍ أو رَكْوَةٍ، فاستنجى، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ على الأرضِ، ثُمَّ آتيه بإناءٍ آخَرَ فيتوضَّأُ.

২০২। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচাগারে যেতেন তখন আমি তাঁর নিকট পিতল বা চামড়ার পাত্রে পানি নিয়ে আসতাম এবং তিনি ইস্তিঞ্জা করতেন। অতপর তিনি জমিনে হাত মুছতেন। তারপর আমি অন্য একটি পাত্র নিয়ে এলে তিনি উযু করতেন। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٧٩- باب كُره استقبال القبلة واستدبارها فِي الْخَلاء

অধ্যায়-৭৯ : পেশাব-পায়খানায় কিবলামুখী হওয়া এবং কিবলাকে পেছনে রেখে বসা মাকরূহ

٢٠٣. عن أبِي أيوب الأنصاري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتَيْتُمُ الغائطَ فلاتَسْتَقْبِلُوا القبلةَ ولاتَسْتَدْبِرُوها، ولكِنْ شَرِّقُوا أوغَرِّبُوا. قال أبو أيوبَ: فَقَدِمْنا الشامَ فَوَجَدْنا مراحيضَ قد بُنِيَتْ نَحْوَ الكعبةِ، فَنَنْحَرِفُ عنها، ونَسْتَغْفِرُ الله عز وجل. رواه الترمذي وأبو داود وغَيْرُهُما فِي (الصحاح).

২০৩। হযরত আবু আইউব আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা বাথরূমে যাবে তখন কিবলাকে সামনেও রাখবে না এবং পেছনেও রাখবে না। বরং তোমরা পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসো। *(সুনানে তিরমিযি)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু আইউব আনসারি রাযি.। নাম খালিদ ইবনে যায়দ। তিনি বড় সাহাবিদের একজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন প্রথমে তাঁর বাড়িতে অবতরণ করেন। তিনি গাজি হয়ে ৫০/৫১ হিজরিতে রোম দেশে ইন্তিকাল করেন। তাঁর কবর ইস্তাম্বুলে অবস্থিত এবং সুপরিচিত।

٢٠٤. عَنْ أبِي هريرة رضى الله تعالى عنه: إذا جلسَ أحدُكُمْ عَلَى حاجَةٍ فلايستقبلِ القبلةَ ولا يستدبرها. أخرجه مسلمٌ فِي (صحيحه) مرفوعًا.

২০৪। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তোমাদের কেউ যখন প্রয়োজন সারতে বসবে তখন সে যেন কিবলামুখী হয়ে কিংবা কিবলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে না বসে। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٠٥. عن عبد الله بنِ الْحارِثِ رضى الله تعالى عنه يقول: أنا أوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: لايَبُولَنَّ أحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ القبلة. وأنا أوَّلُ مَنْ حَدَّثَ الناسَ بذلكَ. رواه ابنُ ماجة.

২০৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন কিবলামুখী হয়ে প্রস্রাব না করে। আর আমিই সর্বাগ্রে ওই ব্যাপারে লোকদের নিকট বর্ণনা করেছি। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস রাযি.। আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জায আস সাহমি। বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে মিসরে বসবাস করেন। মিসরেই ৮৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: -----------------------

٨٠- باب يكره التكلمُ حِيْنَ قضاء الْحاجَة

অধ্যায়-৮০ : পেশাব-পায়খানার সময় কথা বলা মাকরূহ

٢٠٦. لقوله عليه الصلاة والسلام: لايَخْرُجُ الرجلانِ يضربانِ الغائطَ كاشِفَيْنِ عَوْرَتَهُما يَتَحَدَّثانِ، فإنَّ الله عز وجل يَمْقُتُ عَلَى ذلكَ. رواه أبو داود.

২০৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুই ব্যক্তি একসাথে যেন গুপ্তাঙ্গ খুলে কথা বলতে বলতে পায়খানায় বের না হয়; কেননা আল্লাহ তাআলা ওটার ওপর অসন্তুষ্ট হন। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٢٠٧. ورُوِىَ عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: مَرَّ رجلٌ عَلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يبولُ، فَسَلَّمَ عليه فَلَمْ يَرُدَّ عليه.

২০৭। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্রাব করা অবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতক্রিম করলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন, কিন্তু তার উত্তর দেননি। *(সহিহ মুসলিম)*

٨١- باب كراهة التخلي فِى الطريقِ ومُجْتَمَعِ الناسِ وتَحْتَ شجرٍ يُسْتَظَلُّ به

অধ্যায়-৮১ : রাস্তায়, মানুষের সমাগমস্থলে এবং এমন গাছের নিচে যেখানে ছায়া নেয়া হয় এসব স্থানে মলত্যাগ করা মাকরূহ

٢٠٨. لقوله عليه الصلاة والسلام: اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ. قالوا: وما اللاعنانِ يا رسولَ الله؟! قال: الذي يَتَخَلَّى فِى طريقِ الناسِ أو فِى ظِلِّهِمْ. رواه مسلمٌ.

২০৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুটি অভিশাপের কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই কাজ দুটি কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মানুষের চলাচলের রাস্তায় কিংবা গাছের ছায়ায় মলত্যাগ করা। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٠٩. وقوله عليه الصلاة والسلام: اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثلاثَةَ: الْبرازُ فِى الْمَوارِدِ، وقارعةِ الطريقِ، والظِّلِّ. رواه أبو داود وابنُ ماجة.

২০৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিনটি অভিশাপের কাজ থেকে বেঁচে থাকবে: পানির ঘাটে, রাস্তার মধ্যে এবং ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করা। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٨٢– باب يكره أن يبولَ فِى موضعِ طُهرِهِ

অধ্যায়-৮২ : পবিত্রতা অর্জন করার স্থানে পেশাব করা মাকরূহ

٢١٠. لِمَا رَوَى عبدُ الله بنُ الْمُغَفَّلِ: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لايبولَنَّ أحدُكُمْ فِى مُسْتَحَمِّه، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيه، أو يَتَوَضَّأُ فيه، فإنَّ عامَّةَ الوِسَاوسِ منه. رواه أبوداود والترمذي والنسائى، إلا أنَّهُما لَمْ يَذْكُرا: ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيه.

২১০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এমন না করে যে, গোসলখানায় প্রস্রাব করলো, এরপর সেখানে গোসল কিংবা উযু করলো। কেননা, এতে সন্দেহগ্রস্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে। *(সুনানে তিরমিযি)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি.। বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের একজন। মদিনায় বসবাস করেন। তারপর বসরায় স্তানান্তির হয়ে যান। তিনি ওই দশজন সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে উমার রাযি. লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। ৬০ হিজরিতে বসরায় ইন্তিকাল করেন।

٨٣– باب لايَبُولُ فِى جُحْرٍ

অধ্যায়-৮৩ : গর্তে পেশাব করবে না

٢١١. عن قتادةَ عن عبد الله بن سرجس رضى الله تعالى عنه: أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُبالَ فِى جُحْرٍ. رواه أبو داود والنسائى.

قال: قالوا لقتادةَ: مايكره من البول فِى الْجُحْرِ؟ قال: كان يُقالُ: إنَّها مساكنُ الْجِنِّ.

২১১। ক্বাতাদা রাহ.'র সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন সারজিস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্তের মুখে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। *(সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি)*

তিনি বলেন, লোকেরা কাতাদাকে জিজ্ঞেস করল, গর্তের মুখে প্রস্রাব করা মাকরূহ কেন? তিনি বললেন, এগুলো হচ্ছে জিনদের আবাসস্থল।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবদুল্লাহ বিন সারজিস রাযি.। তিনি বসরার অধিবাসী এবং সেখানকার লোকেরাই তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

٨٤– باب ما يقولُ إذا دخلَ الْخَلاءَ

অধ্যায়-৮৪ : বাইতুল খালায় প্রবেশের সময় যা বলবে

٢١٢. عن أنسِ بن مالكٍ رضى الله تعالى عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ الْخَلاءَ قال: إنِّى أعوذبكَ (وفى رواية: بالله) من الْخُبُثِ والْخَبائث. رواه الترمذي.

২১২। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন বলতেন, আমি তোমার কাছে নিকৃষ্ট জিন-পরীদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি। *(সুনানে তিরমিযি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: উলামায়ে কেরামের মতে নির্ধারিত কামরায় প্রয়োজন সারতে গেলে ঢুকার পূর্বে এই দুআ পড়বে এবং উন্মুক্ত স্থান হলে সতর খুলার পূর্বে। বর্তমান সময়ের 'হাম্মাম' (এটাস্ট বাথরূম) গুলোতে ভিতরের নির্ধারিত স্থানে আরোহন করার পূর্বে। এখন যদি কেউ বাইতুল খালায় প্রবেশের আগে দুআ পড়তে ভুলে যায় তাহলে জুমহুরের মতে সে মনে মনে দুআ পড়তে পারে, কিন্তু উচ্চারণ করতে পারবে না। আর ইমাম মালিক রাহ.'র মতে উচ্চারণও করতে সমস্যা নেই; যেহেতু হাদিসে এসেছে إذا دخل الخلاء ... অর্থাৎ যখন তিনি বাইতুল খালায় প্রবেশ করতেন ...। কিন্তু জুমহুর এ কথা মেনে নেননি; কারণ --- শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, মানে কখনো তার শর্ত (مدخول) জাযা (مأمور به) র পূর্বে হওয়া বুঝায়, যেমন- و إذا حللتم فاصطادوا "যখন হালাল (ইহরামমুক্ত) হবে তখন শিকার করতে পারো।" কখনো তার জাযা শর্তের পূর্বে হওয়া বুঝায়, যেমন - و إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... "যখন নামাযে দাঁড়াও (দাঁড়ানোর ইচ্ছা করো) তখন তোমাদের চেহারা ..." আবার কখনো শর্ত-জাযা একই সঙ্গে হওয়া বুঝায়, যেমন -

و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون.

"যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো।" মোটকথা, এখানে إذا দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বুখারি রাহ.'র 'আল আদাবুল মুফরাদ' কিতাবে إذا أراد أن يدخل ... শব্দ রয়েছে; যা এই অর্থ গ্রহণ করা নিশ্চিত করে দিয়েছে।

٨٥– باب ما يقولُ إذا خرجَ من الْخَلاءِ

অধ্যায়-৮৫ : বাইতুল খালা থেকে বের হওয়ার সময় যা বলবে

٢١٣. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالتْ: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرجَ من الْخَلاءِ قال: غُفْرانَكَ. رواه الترمذي.

২১৩। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন বলতেন, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। *(সুনানে তিরমিযি)*

শব্দবিশ্লেষণ: غُفْرَانَكَ শব্দটি কারো মতে তারকিবে أطلبُ অথবা أسأل ফে'লের 'মাফউল বিহি' হয়েছে। কারো মতে এটি اغفر উহ্য ফে'লের 'মাফউল মুতলাক' হয়েছে। দ্বিতীয় মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। নাহুশাস্ত্রবিদগণ যে চার জায়গায় 'মাফউলে মুতলাক'র আমিলকে মাহযুফ রাখা জরুরি বলেছেন তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, মাসদার স্বীয় মাফউলের দিকে হারফে জারের মধ্যস্ততা ছাড়াই মুযাফ হওয়া, এখানে এই নীতিতে غفرانك এর আমিল উহ্য রাখা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: উলামায়ে কেরাম এখানে আলোচনা করেছেন যে, এই সময় মাগফিরাত প্রার্থনার প্রেক্ষাপট কী? বিভিন্ন মন্তব্য পেশ করা হলেও সর্বাধিক সুন্দও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ বানূরি রাহ.। তিনি বলেন, غفرانك শব্দটি প্রকৃত অর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত হয়। ইমামুন নাহু সিবওয়াইহ রাহ. তদীয় 'কিতাব'এ আরবে প্রচলিত غفرانك لا كفرانك বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। আর এই বাক্যে غفرانك শব্দটি كفرانك এর বিপরীতে আসার কারণে সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে, এটা শুকর ও কৃতজ্ঞতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (মাআরিফুস সুনান, ১/৮৪)

মোটকথা, বাইতুল খালা থেকে বের হওয়ার সময় غفرانك বলা সুন্নাত। সুনানে ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থে এ সময় এই শব্দগুলোও বলার কথা এসেছে- الحمد لله الذي أذهب عني الأذى و عافاني রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শব্দ বলতেন। উলামায়ে কেরাম বলেন, উভয়টা একত্রে বলাই উত্তম।

٨٦- باب أنْ يبْعدَ فِي الْبَرازِ

অধ্যায়-৮৬ : প্রয়োজন সারার সময় দূরে চলে যাওয়া

٢١٤. عن الْمُغيرة بن شعبةَ رضى الله تعالى عنه قال: كنتُ مع النبى صلى الله عليه وسلم فِى سفرٍ فأتَى النبى صلى الله عليه وسلم حاجَتَهُ, فأبْعَدَ فِى الْمَذْهَبِ. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

২১৪। হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি প্রয়োজন সারতে গেলেন তো অনেক দূর চলে গেলেন। ইমাম তিরমিযি বলেন, এটি একটি হাসান সহিহ হাদিস। *(সুনানে তিরমিযি)*

٢١٥. عن جابرٍ رضى الله تعالى عنه قال: خَرَجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى سفرٍ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يأتِى الْبراز حَتَّى يَتَغَيَّبَ فلا يُرى. رواه ابنُ ماجة.

২১৫। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমরা এক সফরে বের হলাম। তিনি মলত্যাগের জন্যে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যেতেন ফলে তাঁকে দেখা যেত না। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

٨٧– باب النهي عن البول قائمًا

অধ্যায়-৮৭ : দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষিদ্ধ

٢١٦. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبولُ قائمًا فلا تُصَدِّقُوه، ما كان يبولُ إلا قاعدًا. قال الترمذي: حديث عائشةَ أحْسَنُ شيءٍ فِى هذا الباب وأصَحُّ.

২১৬। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাদের নিকট বর্ণনা করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রশ্রাব করতেন তোমরা তাকে বিশ্বাস করো না। তিনি তো বসেই প্রশ্রাব করতেন। ইমাম তিরমিযি বলেন, আয়িশা'র হাদিসটি এবিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক সহিহ। *(সুনানে তিরমিযি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: হযরত আয়িশা রাযি. যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের আমলসমূহ দেখার সুযোগ পেতেন তা-ই তাঁর বর্ণনা এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক আমলের প্রতিচ্ছবি হবে। পক্ষান্তরে হযরত হুযায়ফা রাযি. দাঁড়িয়ে পেশাব করার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ছিল বাহিরের ঘটনা এবং কারণবশত বিশেষ পরিস্থিতির বর্ণনা; পরিভাষায় এধরনের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয় حكاية حال لا عموم لها। সুতরাং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ এবং এখনকার সময়ে যেহেতু এটা অমুসলিমদের 'শিআর'এ পরিণত হয়ে গেছে তাই প্রয়োজন ছাড়া এমনটা করা মাকরূহে তাহরিমি।

٨٨– باب الاستتار عِنْدَ الْحَاجَة

অধ্যায়-৮৮ : প্রয়োজন সারার সময় গোপনীয়তা অবলম্বন করা

٢١٧. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حتى يَدْنُوَ مِنَ الأرضِ. هكذا رُوِيَ عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما. قال الترمذي: كلا الْحديثَيْنِ مُرْسَلٌ، (بل منقطع، لأن الْمُرْسَلَ هو مايَرْفَعُهُ التابعيُّ إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وأما هاهنا فقد أُسْقِطَ التابعي الراوي عن الصحابِي، فهو منقطع)

২১৭। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রয়োজন সারার ইচ্ছা করতেন তখন জমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় তুলতেন না। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকেও এরকম বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযি বলেন, উভয় হাদিসই মুরসাল, (বরং মুনকাতি'; কেননা, মুরসাল তো এমন হাদিস যা তাবিয়ি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে সম্পৃক্ত করেন। আর এখানে তো সাহাবি থেকে বর্ণনাকারী তাবিয়িকেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এটা মুনকাতি'। *(সুনানে তিরমিযি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এ হাদিস থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন সারার সময় বসার কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত কাপড় তুলতেন না; যেহেতু সতর ঢেকে রাখার প্রয়োজন ব্যতীত সবসময় ওয়াজিব। ফুকাহায়ে কেরাম এ হাদিস থেকে দু'টি 'উসূল' আবিষ্কার করেছেন: (১) الضروري يتقدر بقدر الضرورة (٢) الضرورات تبيح المحظورات

٣- كتابُ الصَّلاة

কিতাবুস সালাত

٨٩ – بابُ فضلِ الصلاة

অধ্যায়-৮৯ : নামাযের ফযিলত

٢١٨. عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضى الله تعالى عنه: أنه قال: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ». رواه مسلمٌ.

২১৮। হযরত উবাদা বিন সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, পাঁচ নামায আল্লাহ তাআলা ফরয করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি উত্তম রূপে উযু করল, নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করল এবং এগুলোর রুকু ও খুশূ' পূর্ণ করল আল্লাহর নিকট তার অঙ্গীকার রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে এমন করল না আল্লাহর নিকট তার কোনো অঙ্গীকার নেই; ইচ্ছে হলে ক্ষমা করবেন আর ইচ্ছে হলে শাস্তি দিবেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٢١٩. عن أَبِي هريرةَ رضى الله تعالى عنه: أنه سَمِعَ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: «أرأيتُم لو أنَّ نَهْراً ببابِ أحدِكم يَغتسِلُ فيه كلَّ يومٍ خَمساً ما تَقولُ: ذلك يُبقي من دَرَنه؟ قالوا: لا يُبْقي من دَرَنِه شيئاً. قال: فذلك مَثَلُ الصلواتِ الخمسِ يَمحو اللّه بهِنَّ الْخَطايا». رواه البخاري.

২১৯। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমরা কী মনে করো যদি তোমাদের কারো দরজায় একটি নদী থাকে যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে? কী বলো ওটা কি তার কোনো ময়লা অবশিষ্ট রাখবে? তাঁরা বললেন, এটা তার কোনো ময়লা বাকি রাখবে না। তিনি বললেন, ওটা হচ্ছে পাঁচ নামাযের দৃষ্টান্ত, আল্লাহ তাআলা এগুলোর দ্বারা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেন। *(সহিহ বুখারি)*

٩٠- بابُ الْمَواقيت

অধ্যায়-৯০ : নামাযের নির্ধারিত সময়

٢٢٠. حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن نُمَيْرٍ، حَدَّثَنا أبي حَدَّثَنا بدرُ بنُ عُثْمانَ حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي مُوسَى عن أَبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه أتاه سائلٌ يَسْأَلُهُ صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْه شَيْئاً، قال: فأَقَامَ الفَجْرَ حينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ والناسُ لايكادُ يَعْرِفُ بعضُهُمْ بعضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فأَقَامَ بالظّهْر حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، والْقَائلُ يقولُ: قدْ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كانَ أَعلَم منهم، ثُمَّ أَمَرَهُ فأَقَامَ بالْعَصْر وَالشَّمْسُ مُرْتَفعةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فأَقَامَ بالْمَغْرب حِينَ وقعت الشَّمْسُ، ثُم أَمَرَهُ فأَقَامَ الْعشَاء حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الفجرَ من الغد حَتَّى انصرفَ منها، والقائلُ يقول: قد طلعت الشَمسُ، أو كادتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الظهرَ حَتَّى كان قريبًا من وقت العصرِ بالأمسِ، ثُمَّ أَخَّرَ العصر حَتَّى انصرفَ منها، والقائلُ يقول: قد احْمَرَّت الشمسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كانَ عندَ سقوطِ الشفقِ، ثُمَّ أَخَّرَ العشاءَ حَتَّى كان ثلث الليل الأول، ثُمَّ أَصْبَحَ فدعاَ السائلَ فقالَ: الوقتُ بَيْنَ هذين.

২২০। হযরত আবু মুসা রাযি.'র সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, এক প্রশ্নকারী তাঁর নিকট এসে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তিনি তার কোনো উত্তর দিলেন না। (বরং আমলিভাবে তার উত্তর দিলেন) অতপর তিনি সুবহে সাদিক হওয়ার পর ফজরের নামায এমন সময় পড়ালেন যখন কোনো মুসল্লি তার পার্শ্ববর্তী লোককে (অন্ধকার থাকার কারণে) ভালোভাবে চিনতে পারত না। অতপর তিনি সূর্য পশ্চিম দিকে সামান্য হেলার পরপরই হযরত বিলাল রাযি.কে যুহরের নামাযের জন্যে ইকামাত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর যুহরের নামায পড়ালেন। লোকেরা বলাবলি করছিল, দিনের মাত্র অর্ধেক হয়েছে। অথচ তিনি নামাযের সময় সম্পর্কে লোকদের চেয়ে বেশি জানতেন। অতপর সূর্য যখন ঊর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছিল সে সময় তিনি হযরত বিলালকে আসরের নামাযের ইকামাত দিতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি আসরের নামায পড়ালেন। অতপর সূর্যাস্তের পরপরই তিনি বিলালকে মাগরিবের নামাযের ইকামাত দিতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি নামায পড়ালেন। অতপর পশ্চিমাকাশের 'শাফাক' (সান্ধ্য লালিমা) দূর হওয়ার পর তিনি বিলালকে ইশার নামাযের ইকামাত দিতে বলেন এবং তিনি ইশার নামায আদায় করলেন। পরের দিন সকালে ফজরের নামায বিলম্বিত করে পড়ালেন। এমনকি গতকালের সময় পর হয়ে গেল। লোকেরা বলাবলি করছিল, সূর্য উঠে গেছে অথবা প্রায় উঠে যাচ্ছে। অতপর যুহরের নামাযকে বিলম্ব করে পড়লেন। প্রায় পূর্ববর্তী দিনের আসরের সময়ের নিকটবর্তী হয়ে গেল। অতপর আসরের নামাযকে বিলম্ব করলেন। পূর্ববর্তী দিনের সময় পর হয়ে গেল। লোকেরা বলাবলি করছিল, সূর্য লাল বর্ণ হয়ে গেছে। অতপর মাগরিবের নামায বিলম্ব করে আদায় করলেন। যখন পশ্চিম আকাশের 'শাফাক' (সান্ধ্য লালিমা) স্তিমিত হয়ে গেল। অতপর ইশার নামায বিলম্ব করে আদায় করলেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। অতপর ফজরের নামায আদায় করার পর নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে ডেকে বললেন, এ দুয়ের মধ্যবর্তী সময় হল নামাযের ওয়াক্ত। *(সহিহ মুসলিম)*

٩١– بابُ وقتِ صلاةِ الصبحِ من الفجرِ الْمُعْتَرِضِ إلى طلوعِ الشمسِ

অধ্যায়-৯১ : ফজরের ওয়াক্ত বিস্তৃত উষা থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত

٢٢١. فِي (الصحيحين) ولفظ مسلم فيه: لايَغُرَّنَّكُمْ من سحورِكُمْ أذانُ بلالٍ، ولابياضُ الأفقِ الْمُسْتطيلِ، هكذا يستطير هكذا. وحكاه حمَّادٌ بيديه قال: يعنى: (معترضًا).

২২১। তোমাদেরকে যেন সাহরি খাওয়া থেকে বিলালের আযান এবং প্রলম্বিত দিগন্তের শুভ্রতা প্রতারিত না করে, বরং এভাবে যখন শুভ্রতা বিস্তৃত হবে এভাবে। হাম্মাদ তার হাতদ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। রাবি বলেন, অর্থাৎ (দিগন্ত রেখা) প্রস্তে ছড়িয়ে পড়া। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٢٢. عن بلالٍ رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: لاتُؤَذِّنْ حَتَّى يستبينَ لكَ الفجرُ هكذا. ومَدَّ يديه عرضًا. رواه أبو داود فِي (سننه) وسكت عنه.

২২২। হযরত বিলাল রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, এভাবে ফজর (প্রভাত) প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্যন্ত আযান দিবে না। এবং তিনি হাত প্রস্তে লম্বা করলেন। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٢٢٣. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لايَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سحورِكم أذانُ بلالٍ، ولاالفجرُ الْمُسْتطيلُ، ولكنَّ الْمُسْتطيرِ فِي الأفقِ. رواه الترمذي عن سَمُرةَ بن جندبٍ.

২২৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদেরকে সাহরি খাওয়া থেকে বিলালের আযান এবং প্রলম্বিত ফজর যেন বিরত না রাখে। তবে (বিরতকারী হচ্ছে) দিগন্তে বিস্তৃত শুভ্রতা। *(সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ)*

٢٢٤. عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه قال: وَقْتُ الظهرِ مالَمْ تَحْضُرِ العصرُ، ووَقْتُ الْعَصْرِ ما لَمْ تصفرَّ الشمسُ، ووَقْتُ الْمَغْرِبِ مالَمْ يسقطْ نورُ الشفقِ، ووَقْتُ العشاءِ إلى نصفِ الليلِ، ووقتُ الصبحِ مالَمْ تطلعِ الشمسُ. رواه مسلم.

২২৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আসরের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত যুহরের ওয়াক্ত, সূর্য হলুদবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত, শাফাকের আলো অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত, অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত এবং সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত। *(সহিহ মুসলিম)*

٩٢- باب وقت الظهر

অধ্যায়-৯২ : যুহরের ওয়াক্ত

٢٢٥. عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه يقول: سأَلَ رجل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن وقتِ الصلاة، فلما دَلَكَتِ الشمسُ أَذَّنَ بلالٌ للظهرِ، فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأقامَ الصلاة فصلى، ثُمَّ أَذَّنَ للعصرِ حيْنَ ظَنَنَّا أنَّ ظِلَّ الرجلِ أطْوَل منه، فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ أَذَّنَ للمغربِ، حيْنَ غابتِ الشمسُ، فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأقامَ الصلاةَ، فصلى، ثُمَّ أَذَّنَ للعشاءِ، حيْنَ ذهَبَ بياضُ النهار وهو الشفقُ، ثُمَّ أمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأقامَ الصلاةَ فصلى، ثُمَّ أَذَّنَ للفجرِ حيْنَ طلعَ الفجرُ، فأمره فأقامَ الصلاةَ، فصَلَّى.

ثُمَّ أَذَّنَ بلالٌ من الغد للظهر حين دلكت الشمس، فأَخَّرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى كان ظلُّ كل شئٍ مثلَهُ، فأقام الصلاةَ وصلى، ثُمَّ أَذَّنَ للعصرِ فأَخَّرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى كان ظل كل شئٍ مثليه،

২২৫। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তো সূর্য যখন ঢলে পড়ল তখন বিলাল রাযি. যুহরের আযান দিলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে তিনি নামাযের ইকামাত দিলেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি আসরের আযান দিলেন যখন আমরা ধারণা করলাম যে, ব্যক্তির ছায়া তার চেয়ে লম্বা হয়ে গেছে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে বিলাল নামাযের ইকামাত দিলেন এবং তিনি নামায আদায় করলেন। যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল তখন বিলাল মাগরিবের আযান দিলেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে বিলাল নামাযের ইকামাত দিলেন এবং তিনি নামায আদায় করলেন। আর যখন 'শাফাক' তথা দিনের শুভ্রতা অদৃশ্য হয়ে গেল তখন বিলাল ইশার আযান দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে বিলাল নামাযের ইকামাত দিলেন এবং তিনি নামায আদায় করলেন। যখন প্রভাত (সুবহে সাদিক) উদিত হল তখন বিলাল ফজরের আযান দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে বিলাল নামাযের ইকামাত দিলেন এবং তিনি নামায আদায় করলেন।

পরের দিন বিলাল রাযি. যুহরের আযান দিলেন যখন সূর্য ঢলে পড়ল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করলেন। বিলাল ইকামাত দিলে তিনি নামায আদায় করলেন। তারপর বিলাল আসরের আযান দিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করলেন।

فأمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاةَ، وصلى، ثُمَّ أَذَّنَ للمغربِ حين غربتِ الشمسُ، فأخَّرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد يغيب بياضُ النهار وهو أول الشفقِ، فيما يرى، ثُمَّ أمره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاةَ فصلى، ثُمَّ أَذَّنَ للعشاءِ حين غابَ الشفقُ، فَنِمْنا، ثُمَّ قُمْنا مراراً، ثُمَّ خرجَ إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أحدٌ من الناسِ ينتظرُ هذه الصلاةَ غَيْرَكُمْ، وإنكم لَنْ تزالوا فِي صلاةٍ ماانتظرتُمُوها، ولولا أنْ أَشُقَّ على أمتي لأمرتُ بتأخيرِ هذه الصلاة إلى نصفِ الليل وأقرب من نصفِ الليلِ. ثُمَّ أَذَّنَ للفجرِ فأخَّرَها حَتَّى كادتِ الشمسُ أَنْ تَطْلُعَ، فأمره فأقام الصلاةَ فصلى، ثُمَّ قال: الوقتُ فيما بَيْنَ هذينِ الوقتينِ.

لَمْ يروِ هذا الْحَديثَ عن الْمُطعم بن الْمِقدادِ إلا رباح بن الوليدِ، تَفَرَّدَ به مروان بن محمد. رواه الطبرانِي فِي الأوسطِ، وقال الْهيثمِي: إسنادهُ حسنٌ.

অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে বিলাল নামাযের ইকামাত দিলেন এবং তিনি নামায আদায় করলেন। তারপর বিলাল সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিবের আযান দিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুমান অনুযায়ী 'শাফাক'-এর প্রারম্ভ তথা দিনের শুভ্রতা অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে বিলাল নামাযের ইকামাত দিলেন এবং তিনি নামায আদায় করলেন। 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার পর তিনি ইশার আযান দিলেন। তখন আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম এবং বারবার জাগ্রত হলাম। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে বললেন, তোমরা ব্যতীত কোনো লোক এই নামাযের অপেক্ষা করছে না আর যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষা করবে ততক্ষণ তোমরা নামাযে বলে গণ্য হবে। যদি আমার উম্মতের জন্যে কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে আমি এই নামায (ইশা) কে অর্ধরাত্রি কিংবা অর্ধরাত্রির কাছাকাছি সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করার নির্দেশ দিতাম। তারপর বিলাল ফজরের আযান দিলেন। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উদিত হওয়ার উপক্রম হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে বিলাল নামাযের ইকামাত দিলেন এবং তিনি নামায আদায় করলেন। তারপর বললেন, এই (দু'দিনের প্রতিটি নামায আদায়ের) দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ই হলো নামাযের ওয়াক্ত।

এ হাদিসটি মুতইম ইবনে মিকদাদ থেকে শুধু রাবাহ ইবনে ওয়ালিদ বর্ণনা করেছেন। মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ একাই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। *(আল মু'জামুল আওসাত; তাবারানি)* আল্লামা হাইসামি রাহ. বলেন, এ হাদিসের সনদ সহিহ। *(মাজমাউয যাওয়ায়িদ)*

٢٢٦. عن أبي ذرٍّ الغفاريِّ رضى الله تعالى عنه قال: «كنّا معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفرٍ، فأرادَ المُؤذّن أنْ يُؤَذِّنَ للظُّهرِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أَبرِدْ .ثمَّ أَرادَ أن يُؤَذِّنَ فقال له:أَبرِدْ حتى رأَينا فَيْءَ التُّلولِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ شِدَّةَ الحرِّ من فَيحِ جَهَّنمَ، فإذا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدوا بالصَّلاة». رواه الشيخان.

২২৬। হযরত আবু যার গিফারি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তো মুআযযিন যুহরের আযান দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, গরম কমুক। (কিছুক্ষণ পর) আবার তিনি আযান দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গরম কমুক। এমনকি আমরা টিলাসমূহের ছায়া দেখতে পেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, গরমের প্রচ-তা জাহান্নামের প্রভাবে হয়। তখন যখন গরম বৃদ্ধি পায় তখন শীতল হওয়া পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষা করবে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٢٧. عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أجَلُكم — في أجَلِ من خَلا من الأمم — ما بينَ صلاةِ العصرِ إلى مغربِ الشمس. وإنما مَثَلُكم ومَثَل اليهودِ والنصارَى كرجُلٍ استعمل عُمالاً فقال: مَن يعَملُ لي إلى نصفِ النهارِ على قيراطٍ قيراطٍ؟ فعملتِ اليهودُ إلى نصفِ النهارِ على قيراط قيراط. ثمَّ قال: مَن يعَمَلُ لي من نصفِ النهارِ إلى صلاةِ العصرِ على قيراط قيراط؟ فعمِلَتِ النصارَى من نصفِ النهار إلى صلاةِ العصرِ على قيراطٍ قيراط. ثمَّ قال: مَن يعمل لي من صلاةِ العصر إلى مَغربِ الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين يعملونَ من صلاة العصرِ إلى مَغربِ الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكمُ الأجرُ مرَّتين. فغضبَتِ اليهودُ والنصارى فقالوا: نحنُ أكثرُ عملاً وأقلُّ عَطاءً، قال اللهُ: هل ظلمتُكم من حَقِّكم شيئاً؟ قالوا: لا . قال: فإنه فضلي، أعطيه مَن شئتُ». رواه البخاري.

২২৭। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যে সকল উম্মত অতীত হয়ে গেছে তাদের তুলনায় তোমাদের স্তিতিকাল হলো আসরের নামায এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়টুকুর সমান। আর তোমাদের এবং ইয়াহুদি-নাসারাদের দৃষ্টান্ত হল ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে কয়েকজন লোককে তার কাজে লাগাল এবং জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমার জন্যে দুপুর পর্যন্ত এক কিরাতের বিনিময়ে কাজ করবে? তখন ইয়াহুদিরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত কাজ করল। তারপর সে ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে দুপুর থেকে আসরের নামায পর্যন্ত এক এক কিরাতের বিনিময়ে আমার কাজটুকু করে দেবে? তখন নাসারারা দুপুর থেকে আসরের নামায পর্যন্ত এক এক কিরাতের বিনিময়ে

কাজ করল। এরপর সে ব্যক্তি পুনরায় বলল, এমন কে আছে যে আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই দুই কিরাতের বিনিময়ে আমার কাজ করে দেবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দেখ, তোমরাই হলে ওই সব লোক যারা দুই দুই কিরাতের বিনিময়ে আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলে। দেখ, তোমাদের পারিশ্রমিক দ্বিগুণ। এতে ইয়াহুদি-নাসারারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, আমরা কাজ করলাম বেশি আর পারিশ্রমিক পেলাম কম। আল্লাহ বলেন, আমি কি তোমাদের পাওনা থেকে কিছু যুলম বা কম করেছি? তারা উত্তরে বলল, না। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, এটা হল আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করি। *(সহিহ বুখারি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: যুহরের নামাযের শুরু হয় সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলার সময় থেকে নিয়ে। এতে কোনো দ্বিমত নেই। আর শেষ কখন হয়- এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমাদ রাহ. প্রমুখের মতে মিসলে আউয়ালে যুহর শেষ হয়ে আসর শুরু হয়ে যায়। ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে এ ব্যাপারে চারটি মত বর্ণিত আছে। এক. মালিক-শাফিয়ি প্রমুখের মতো, সাহিবাইন এটাই গ্রহণ করেছেন। দুই. মিসলে সানি পর্যন্ত যুহরের ওয়াক্ত, তারপর থেকে আসর শুরু। তিন. মিসলে আউয়াল পর্যন্ত যুহরের ওয়াক্ত, আর মিসলে আউয়াল থেকে মিসলে সানি পর্যন্ত সময়টুকু ওয়াক্তে মুহমাল। চার. মিসলে আউয়াল থেকে মিসলে সানি পর্যন্ত ওয়াক্তে মুশতারাক; যুহর ও আসর উভয় নামাযের। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ. (মৃ. ১৩৫২ হি.) এই শেষ মতটি মুসাফির, মা'যুরদের জন্যে মুফতা বিহি বলে মত পোষণ করেছেন। তবে 'আসহাবুল মুতুন'র নিকট দ্বিতীয় মতটিই অধিক প্রসিদ্ধ এবং মুফতা বিহি। এরই আলোকে উপরে হানাফি মাযহাবের দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। কাশ্মিরি রাহ.'র মত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন: মাআরিফুস সুনান, ২/৯-১৪।

٩٣– باب وقت العصر إلى الغروب

অধ্যায়-৯৩ : আসরের ওয়াক্ত সূর্যাস্ত পর্যন্ত

٢٢٨. عن عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قال: لَمَّا كان يومُ الأحزابِ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَلَأَ الله قبورَهُمْ وبيوتَهُمْ ناراً كما حَبَسُونا وشَغَلُونا عن الصلاةِ الوسطى، حَتَّى غابتِ الشمسُ. رواه الشيخانِ.

ولِمُسْلِمٍ فِي روايةٍ: شَغَلُونا عن الصلاةِ الوسطى صلاةِ العصرِ.

২২৮। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধ যখন চলছিল তখন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা তাদের (কাফিরদের) কবর ও ঘরসমূহ আগুন দিয়ে ভরে দিন; যেভাবে তারা আমাদেরকে বেষ্টন করে রাখছে এবং 'সালাতে উসতা' থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে: তারা আমাদরেকে সালাতে উসতা সালাতে আসর থেকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٢٩. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاةُ الْمُنافِق، يَجْلِسُ يرقبَ الشمسَ، حتى إذا اصفرتْ كانتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشيطانِ، قام فَنَقَرَ أربعاً لا يذكرُ الله فيها إلا قليلاً. رواه مسلم.

২২৯। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, ওটা তো মুনাফিকের নামায; সূর্যের অপেক্ষায় বসে থাকে, আর যখন সূর্য হলুদবর্ণের হয়ে শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যখানে থাকে তখন দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর দিল (যেভাবে পাখি তার ডিম ঠোকরায়), এতে আল্লাহর যিকর খুবই কম করে। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٣٠. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أدْرَكَ من الصبحِ ركعةً قبلَ أنْ تطلع الشمسُ فقد أدركَ الصبحَ، ومَنْ أدركَ ركعةً من العصرِ قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ فقد أدركَ العصرَ. رواه الأئمة الستة فِى كُتُبِهِمْ، واللفظ للبخاري ومسلم.

২৩০। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে যে ফজরের এক রাকআত পেল সে যেন পূর্ণ ফজর পেয়ে গেল। আর যে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আসরের এক রাকআত পেল সে যেন পূর্ণ আসর পেয়ে গেল। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٣١. وعن ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه: صلاةُ الوسطى صلاةُ العصرِ. رواه الترمذي وصَحَّحَهُ.

২৩১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, সালাতে উসতা হচ্ছে সালাতেত আসর। ইমাম তিরমিযি হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। *(সুনানে তিরমিযি)*

٩٤– بابُ وقت الْمَغرب إِلَى أنْ يغيبَ الشفقُ

অধ্যায়-৯৪ : মাগরিবের ওয়াক্ত পশ্চিম দিকের সান্ধ্য লালিমা অস্ত যাওয়া পর্যন্ত

٢٣٢. عن سلمةَ بن الأكوع رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّى الْمغربَ إذا غربتِ الشمسُ وتوارتْ بالْحجابِ. رواه الْجَماعةُ إلا النسائي.

২৩২। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায আদায় করতেন যখন সূর্য অস্তমিত হতো এবং পর্দার আড়ালে চলে যেতো। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রাযি.। উপনাম আবু মুসলিম। বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের একজন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর পদাতিক ছিলেন। মদিনায় --- হিজরিতে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

٢٣٣. عن أبي مسعود الأنصاري رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: نزلَ جبْريلُ...الْحديث بطوله إلى أنْ قال– ويصلى العشاءَ حين يسوَدُّ الأفقُ ورُبَما أخَّرَهُ حتى يجتمع الناسُ. الْحديث. رواه أبو داود فِي (سننه) من حديثِ بشير بن أبي مسعود.

২৩৩। হযরত আবু মাসউদ আল আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জিবরিল অবতরণ করলেন, দীর্ঘ হাদিসের শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, এবং তিনি ইশার নামায আদায় করলেন যখন দিগন্ত অন্ধকার হয়ে গেল। কখনো লোকজন সমবেত হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। ইমাম আবু দাউদ তদীয় সুনানে এটাকে বাশির ইবনে আবি মাসউদেও সূত্রে উল্লেখ করেছেন। *(সুনানে আবু দাউদ)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু মাসউদ আল আনসারি রাযি.। নাম উকবা ইবনে আমর। দ্বিতীয় বাইআতে আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের একজন। কুফায় তিনি বসবাস করেন। আলি রাযি.'র খিলাফাতকালে কিংবা ৪১/৪২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: মাগরিবের নামায কখন শেষ হয় এ ব্যাপারে জুমহুর ইমামগণের মত হচ্ছে যে, শাফাক অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত বহাল থাকে। (অবশ্য ইমাম শাফিয়ি রাহ. থেকে ভিন্ন একটি মতও রয়েছে) তবে শাফাক দ্বারা কোন শাফাক উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে শাফাকে আবয়ায আর অন্যদের মতে শাফাকে আহমার।

٩٥– باب وقت صلاة العشاء

অধ্যায়-৯৫ : ইশার নামাযের ওয়াক্ত

٢٣٤. عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنْ أشقّ على أمتِي لأمرتُهم أن يؤخروا العشاءَ إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحْمَدُ والترمذي وصَحَّحَهُ.

২৩৪। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি আমার উম্মতের জন্যে কষ্টসাধ্য মনে করতাম তাহলে তাদেরকে ইশার নামায রাতের একতৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধরাত্রি পর্যন্ত বিলম্বিত করে আদায় করার আদেশ করতাম। ইমাম তিরমিযি হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। *(সুনানে তিরমিযি)*

٢٣٥. عن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رضى الله تعالى عنه قال: انْتَظَرْنا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ليلةً لصلاة العشاءِ حَتَّى ذهبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ الَّليْلِ، قال: فجاءَ فصلى بنا، ثُمَّ قال: خُذُوا مَقَاعِدَكُم، فإن الناسَ قد أخذوا مضاجِعَهُمْ، وإنكم لَمْ تزالوا فِي صلاةٍ منذ انتظرْتُمُوها، ولولا ضعفُ الضعيفِ وسُقْمُ السقيمِ، وحاجةُ ذي الْحاجَةِ لأَخَّرْتُ هذه الصلاةَ إلى شطر الليلِ. رواه الْخَمْسَةُ إلا الترمذي وابن خُزَيْمَة، وإسنادُهُ صحيحٌ.

২৩৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একরাত্রে আমরা ইশার নামাযের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করলাম; এমনকি রাতের প্রায় অর্ধেক চলে গেল। তিনি বলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। তারপর বললেন, তোমরা অবস্থান করো। লোকেরা তো শুইয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ এই নামাযের জন্যে অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ তোমরা নামায আদায়কারী হিসেবে পরিগণিত হয়েছ। যদি দুর্বলের দুর্বলতা, রোগীর রোগগ্রস্ততা এবং প্রয়োজনধারীর প্রয়োজন না হত তাহলে আমি এই নামায (আদায়ে) অর্ধ রজনী পর্যন্ত বিলম্ব করতাম। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٢٣٦. عن نافع بن جُبَيْرٍ قال: كتبَ عمرُ إلى أبِى موسى رضى الله تعالى عنهما: وصَلِّ العشاءَ أيَّ الليلِ شئْتَ ولاتُغْفِلْها. رواه الطحاوي ورجالُهُ ثقاتٌ.

২৩৬। নাফি' ইবনে জুবাইর রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমর রাযি. আবু মুসা রাযি.র নিকট লিখলেন, এবং তুমি ইচ্ছানুযায়ী রাত্রের যেকোনো অংশে ইশা আদায় করতে পারবে। তবে তা ছেড়ে দিতে পারবে না। এর বর্ণনাকারীগণ সিকাহ। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٢٣٧. عن عبيد بن جُرَيجٍ: أنه قال لأبِى هريرةَ رضى الله تعالى عنه: ما إفراطُ صلاةِ العشاء؟ قال: طلوعُ الفجرِ. رواه الطحاوي وإسنادُهُ صحيحٌ، كذا فِى (آثارِ السنن) للنيموي.

২৩৭। উবায়দ ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলেন, ইশার নামাযের ক্ষেত্রে উদাসীনতা কী? তিনি বললেন, ফজর উদয় হয়ে যাওয়া। এর সনদ সহিহ। (আসারুস সুনান) *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

গ্রন্থ পরিচিতি : 'আসারুস সুনান' এটি আল্লামা যহির আহসান নিমাবি রাহ. কতৃক রচিত একটি হাদিস সংকলন। হাদিস ও সুন্নাহ থেকে হানাফি মাযহাবের দলিলসমূহ তিনি অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করেছেন। হাদিসসমূহের সনদ নিয়ে পর্যালোচনাও করেছেন। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ.ও এর হাশিয়া লিখেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: কিছু কিছু আলিমের মতে ইশার ওয়াক্ত রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত বহাল থাকে। ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত। আর ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত; তবে অর্ধরাত্রির পর আদায় করা মাকরূহে তানযিহি।

٩٦– باب وقت الوِتْرِ

অধ্যায়-৯৬ : বিতরের ওয়াক্ত

٢٣٨. روى أبو داود والترمذي وابنُ ماجة بسند حسنٍ عن خارجة بن حذافةَ رضى الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ الله أمَدَّكُمْ بصلاةٍ هى خَيْرٌ لكم من حُمْرِ النعمِ، وهى الوِتْرُ، فَجَعَلَها لكم فيما بينَ العشاءِ إلى طلوعِ الفجر. فِى روايةِ الطحاوي: إنَّ الله زادكم صلاةً. أخرجه الْحاكِمُ فِى (الْمُستدرك)، وقال: صحيحُ الإسنادِ.

২৩৮। হযরত খারিজা ইবনে হুযাফা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে লাল বর্ণের উট/ঘোড়ার চাইতেও উত্তম একটি নামায বাড়িয়ে (নির্দ্ধারিত করে)দিয়েছেন, আর এটা হল বিতর। এবং এটার সময় নির্ধারণ করেছেন ইশার নামাযের পর হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। *(সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ)* তাহাবির বর্ণনায় রয়েছে: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে আরেকটি নামায বৃদ্ধি করেছেন। ইমাম হাকিম হাদিসটি 'মুসতাদরাক'এ উল্লেখ করত বলেন, এর সনদ সহিহ।

সাহাবি পরিচিতি : খারিজা ইবনে হুযাফা রাযি.। তিনি কুরাইশের অন্যতম প্রসিদ্ধ একজন অশ্বারোহী। হাজারো অশ্বারোহীর সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। আমর ইবনে বুকায়র আল খারিজি তাঁকে আমর ইবনে আস রাযি. সন্দেহে হত্যা করে। বস্তুত খারিজির উদ্দেশ্য ছিল আলি, মুআবিয়া ও আমর ইবনে আস রাযি. এই তিনজনকে সে হত্যা করবে। পরে ভুলবশত খারিজা রাযি.কে হত্যা কওে ফেলে। মোটকথা, ৪০ হিজরিতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

٢٣٩. عن معاذ سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: زادَنِى رَبِّى صلاةً وهى الوترُ، فَوَقْتُها ما بَيْنَ العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ. رواه أحمد فِى (الْمُسند)، وضَعَّفَهُ فِى (نصب الراية).

২৩৯। হযরত মুআয রাযি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার প্রতিপালক আমাকে আরেকটি নামায বৃদ্ধি করে দিয়েছেন আর তা হচ্ছে বিতর। এর ওয়াক্ত হচ্ছে ইশা ও ফজর উদয়ের মধ্যবর্তী সময়। *(মুসনাদে আহমদ)* 'নাসবুর রায়া'এ হাদিসটি যায়িফ বলে মন্তব্য করেছেন।

٢٤٠. عن أَبِى سعيد رضى الله تعالى عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أَوْتِرُوا قبلَ أنْ تُصْبِحُوا. رواه مسلم.

২৪০। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সুবহ হওয়ার পূর্বেই তোমরা বিতর আদায় করো। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٤١. عن ابن عمرَ مرفوعًا: بادِرُوا الصبحَ بالوتْرِ. رواه مسلمٌ.

وأخرجه الترمذي بلفظ: إذا طلعَ الفجرُ فقد ذهبَ كلُّ صلاةِ الليل والوترِ، فأوتِرُوا قبلَ طلوعِ الفجر. قال النووي: فِى (الْخُلاصةِ): وإسنادُهُ صحيحٌ. انتهى. (نصب الراية).

২৪১। হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সুবহ হওয়ার পূর্বেই তোমরা বিতর আদায় করো। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

তিরমিযিতে এই শব্দে রয়েছে: যখন ফজর উদয় হয়ে যায় তখন রাত ও বিতরের নামায প্রতিটির সময় চলে যায়। অতএব ফজর উদয় হওয়ার আগেই বিতর আদায় করে নাও। ইমাম নাওয়াওয়ি 'আল খুলাসা'এ বলেন, এর সনদ সহিহ। *(নাসবুর রায়া)*

গ্রন্থ পরিচিতি : *'আল খুলাসা'* এটি ইমাম নাওয়ায়ি রাহ. কতৃক রচিত বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদিস সংকলন। পূর্ণনাম খুলাসাতুল আহকাম ফি মুহিম্মাতিস সুনান ও কাওয়ায়িদিল ইসলাম।
'নাসবুর রায়া' এটি আল্লামা জামালুদ্দিন যায়লায়ি রাহ. কতৃক রচিত তাখরিজে হাদিস বিষয়ক একটি অমূল্যগ্রন্থ। পরবর্তী ফকিহগণের মতো সাহিবে হিদায়া রাহ. তদীয় কিতাবে হাদিস ও আসার'র সাথে হাওয়ালা ও সনদ উল্লেখ করেননি। এসব হাদিস ও আসার'র তাখরিজ (সূত্রনির্দেশ) সম্পর্কিত কিতাবসমূহের মধ্যে সবচে' জামে কিতাব হল এই নাসবুর রায়া। সায়্যিদ মুহাম্মাদ বিন জা'ফর আল কাত্তানি রাহ. (১৩৪৫ হি.) বলেন, و هو تخريج نافع جدا، به استمد من جاء بعده من شراح الهداية، بل منه استمد كثيرا الحافظ ابن حجر في تخاريجه، و هو شاهد على تبحره في فن الحديث و أسماء الرجال، و سعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال. (আর রিসালাতুল মুসতাসফা, পৃ. ১৮৮) এ ছাড়া আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি, আল্লামা যাহিদ কাউসারি, আল্লামা ইউসুফ বানূরি রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখের এই কিতাব সংক্রান্ত মূল্যায়নসমূহ জানতে দেখুন: নাসবুর রায়ার ভূমিকা, ৭-৮, ফায়যুল বারি, ১/৩৬৮, ২/৩২০, মাআরাফুিস সুনান, ২/৩৬৩, ৩/২৫৩ ও ৪৭৩, ৪/১৯০ ও ৩৭০। এসব উক্তির জন্যে অধম বান্দা'র 'আল ইমামুল মারগিনানি ও কিতাবুহুল হিদায়া' (মাখতুতাহ) রিসালাটি দেখা যেতে পারে।

٩٧– باب لايُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ

অধ্যায়-৯৭ : দুই ওয়াক্তের নামায একত্রিত করা যাবে না

٢٤٢. عن ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه: والذي لا إله غَيْرُهُ ماصَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةً قَطُّ إلا وَقْتَها، إلاصَلاتَيْنِ، جَمَعَ بَيْنَ الظهر والعصر بعرفةَ، وبَيْنَ الْمغرب والعشاء بِجَمْعٍ. متفق عليه.

২৪২। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, ওই সত্তার শপথ যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নামায নির্ধারিত সময় ছাড়া আদায় করেননি, তবে দু'টি নামায ব্যতিক্রম: আরাফায় তিনি যুহর ও আসর এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করেছেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٤٣. عن عبدِالله بن رباحٍ عن أَبِى قتادةَ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ليس فِى النومِ تفريطٌ، إنَّما التفريطُ فِى اليقظةِ بأن يُؤَخِّر صلاةً إلى وقتِ صلاةٍ أخرى. رواه الطحاوي ومسلم بمَعْناه.

২৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ হযরত আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার কারণে নামায ছুটে গেলে গুনাহ নেই। গুনাহ তো জাগ্রত অবস্থায় যে, কোনো নামাযকে বিলম্বিত করলে আর পরবর্তী নামাযের ওয়াক্ত এসে গেল। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٢٤٤. حدَّثنا قيسٌ وشريكٌ: أنَّهُما سَمعا عثمانَ بن عبدِ الله بن موهبٍ قال: سُئِلَ أبو هريرةَ رضى الله تعالى عنه: ما التفريطُ في الصلاة؟ قال: أنْ تُؤَخِّرَ حَتَّى يَجيئَ وقتُ الأخرى. رواه الطحاوي.

২৪৪। কায়স ও'শারিক বর্ণনা করেন, তারা উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহিবকে বলতে শুনেছেন, হযরত আবু হুরায়রা রাযি.কে জিজ্ঞেস করা হলো, নামাযের ক্ষেত্রে উদাসীনতা কী? তিনি বললেন, নামাযকে তুমি অন্য নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٢٤٥. أخرج الْحَاكِمُ عن أبِي قتادةَ رضى الله تعالى عنه: أن عمرَ كتبَ إلى عامِلٍ له: ثلاثٌ مِنَ الكبائرِ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصلاتَيْنِ، والفرارُ من الزحفِ....الْحَديثُ.

২৪৫। হযরত আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত উমর রাযি. তাঁর এক গর্ভনরের নিকট চিঠি লিখলেন, তিনটি বস্তু কবিরা গোনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত: দুই ওয়াক্তের নামায একসঙ্গে আদায় করা এবং জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা। *(আস সুনানুল কুবরা; বাইহাকি)*

٢٤٦. كذا قال محمد فِي (الْمُوَطأ): عن نافعٍ قال: أقْبَلْنا مع ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما حتى إذا كُنَّا ببعضِ الطريقِ اسْتُصْرِخَ على زوجتِه (صفية) بنت أبِي عبيدٍ، فراح مسرعًا حتى غابت الشمسُ، فَنُودِيَ بالصلاةِ فَلَمْ يَنْزِلْ حَتَّى إذا أمْسَى، فَظَنَنَّا أنه قد نَسِيَ، فقلتُ: الصلاةَ، فسكتَ، حتى إذا كاد الشفقُ أن يغيبَ نزلَ فَصَلَّى الْمَغربَ وغابَ الشفقُ فَصَلَّى العشاءَ، وقال: هكذا كنا نفعلَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا جَدَّ بنا السَّيْرُ. رواه الطحاوي.

২৪৬। ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. 'মুআত্তা'এ নাফি' থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা হযরত ইবনে উমার রাযি.'র সঙ্গে (সফরের উদ্দেশে) অগ্রসর হলাম। যখন আমরা কিছু রাস্তা অতিক্রম করলাম, তখন তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যা বিনতে আবু উবায়দ রাযি.'র ব্যাপারে (মুমূর্ষ অবস্থায় থাকার দরুণ) তাঁকে বিপদে সাহায্যের জন্যে ডাকা হলে তিনি দ্রুত চলতে লাগলেন। ইতোমধ্যে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। তখন নামাযের আযান দেয়া হলে (কিংবা তাঁকে নামাযের কথা বলা হলে) তিনি (বাহন জন্তু থেকে) নামলেন না। অবশেষে যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল, তখন আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি (নামাযের কথা) ভুলে গেছেন। ফলে আমি বললাম, নামায! তিনি নিরব থাকলেন। অবশেষে যখন 'শাফাক' অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, তখন তিনি (বাহনজন্তু থেকে) নেমে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। এবং 'শাফাক' অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর ইশার নামায আদায় করলেন। এবং বললেন, সফর ত্বরিৎ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (থাকাকালেও) আমরা অনুরূপ করতাম। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে এক ওয়াক্তে আদায় করাকে জমা বাইনাস সালাতাইন বলে। আইম্মায়ে সালাসার মতে (আনুসাঙ্গিক কিছু মতানৈক্য থাকলেও) উযরবশত জমা বাইনাস সালাতাইন জায়িয। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে আরাফা ও মুযদালিফায় হজ্জের সময় আসর ও যুহর এবং মাগরিব ও ইশার ক্ষেত্রে জায়িয হলেও অন্য কোনো ক্ষেত্রে হাকিকি (বাস্তবিক) জমা বাইনাস

সালাতাইন জায়িয নয়। তবে জাময়ে সূরি (বাহ্যিক) জমা তথা এক নামাযকে তার শেষ ওয়াক্তে এবং অন্য নামাযকে ওয়াক্তের শুরুতে আদায় করা জায়িয আছে। বর্তমান সময়ের গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরাও ব্যাপকভাবে জমা বাইনাস সালাতাইনের প্রচার ও প্রয়োগ করে চলছেন। হানাফিদের পক্ষে এখানে কিছু দলিল উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসতি'নাসঃ আল্লামা শাওকানী রাহ. (মৃত্যু ১২৫৫ হি.) লিখেছেন, এ কথা দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, হাদীসের মধ্যে জমা বাইনাস সালাবাইন (দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা) দিয়ে জময়ে সূরী (বাহ্যত একত্রীকরণ) উদ্দেশ্য। এর ওপর বিস্তর আলোচনা করে তিনি লিখেন, সুতরাং জমা দ্বারা জময়ে সূরী অর্থ নেয়াই উত্তম। বরং পূর্বের আলোচনা থেকে এটিই একমাত্র সঠিক মত বুঝা যায়। (নায়লুল আওতার, ৩/২৬৬-২৬৮, দারু এহয়াইত তুরাসিল আরাবী ১৯৭৩ঈ)

সহীহ হাদিসে জমা বাইনাস সালাতাইনের কথা বর্ণিত হয়েছে। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমা বাইনাস সালাতাইন (দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায়) করেছেন। সালাফী বন্ধুরা মনে করেন এখানে জমা দ্বারা হাকীকী জমা উদ্দেশ্য, তাই দু'ওয়াক্তের নামায ক্ষেত্র বিশেষ এক ওয়াক্তে একত্রে আদায় করা যাবে। আর হানাফীরা বলেন হাদীসে জমা দ্বারা জাময়ে সূরী উদ্দেশ্য, মানে এক নামায তার ওয়াক্তের শেষভাগে এবং অন্য নামায ওয়াক্তের প্রথমভাগে আদায় করে নেয়া, যাতে বাহ্যিকভাবে দু'নামাযকে একত্রে আদায় করা বুঝা যায়। হানাফিদের এই ব্যাখ্যার ওপর অনেক দলীল প্রমাণ বিদ্যমান, এখানে এগুলো উল্লেখ করার অবকাশ নেই। শুধু এতটুকু বলে রাখি, সালাফী ভাইদের বরণীয় ব্যক্তিত্ব, তাদের গুরুজন আল্লামা শাওকানী রাহ.ও কিন্তু এক্ষেত্রে হানাফীদের পক্ষে রায় পেশ করেছেন। কেননা অন্যান্য বিষয়ের মতো এখানেও হানাফীদের দলীল খুবই পরিস্কার, সঠিক ও সুদৃঢ়।

৯৮- بابُ ماجاءَ فِى إسفارِ الصبحِ

অধ্যায়-৯৮ : ফজরের নামায ইসফারে আদায় করা

٢٤٧. عن عبدِالله رضى الله تعالى عنه قال: مارأيتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صلاةً لِغَيْرِ مِيقاتِها إلا صلاتَيْنِ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغربِ والْعِشاءِ، وصلىٰ الفجرَ قَبْلَ ميقاتِها. رواه الشيخانِ، ولِمُسْلِمٍ: قَبْلَ وَقْتِها بالغلسِ.

২৪৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো নামাযকে ভিন্ন ওয়াক্তে আদায় করতে দেখিনি, দু'টি নামায ব্যতীত: তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন এবং ফজরের নামায নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আদায় করেছেন। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছেঃ ওয়াক্তের পূর্বে গালাসে আদায় করেছেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সনদ পর্যালোচনাঃ 'আবদুল্লাহ' বলে সাধারণত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.কে বুঝানো হয়। অতএব হাদিস ও তাফসির ইত্যাদি বিষয়ের গ্রন্থাদিতে 'আবদুল্লাহ' দ্বারা তিনিই উদ্দেশ্য। তবে যদি 'আবদুল্লাহ'র আগে নাফি' কিংবা সালিম এ ধরনের কোনো রাবি'র নাম উল্লেখ থাকে তাহলে তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন।

٢٤٨. عن رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أَسْفِرُوا بصلاةِ الفجر، فإنَّ ذلكَ أعظمُ الأجرِ. أو قال: لِأُجُورِكُمْ. رواه الْحُميدي وأصحابُ السنن، وإسنادُهُ صحيحٌ.

২৪৮। হযরত রাফি' ইবনে খাদিজ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ইসফার (তথা চতুর্দিক ফর্সা) হয়ে গেলে ফজরের নামায আদায় করবে; কেননা তাতে রয়েছে অনেক সওয়াব। *(সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ সহিহ।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত রাফি' ইবনে খাদিজ রাযি.। উপনাম আবু আবদুল্লাহ। ছোট থাকার কারণে বদরে শরিক হতে পারেননি। পরবর্তী সবক'টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। উহুদ যুদ্ধের দিন তাঁর শরিরে তীরবিদ্ধ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, أنا شهيد لك يوم القيامة. "কিয়ামতের দিন আমি তোমার সাক্ষী হবো।" ওই ক্ষতের শল্যচিকিৎসা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সময় ফুরিয়ে যায় এবং ৭৩ হিজরিতে ৮৬ বছর বয়সে তিনি মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।

٢٤٩. عن هرير بن عبدالرحمن بن رافع بن خديجٍ رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ جدّي رافع بن خديجٍ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِبِلالٍ: يا بلال! نَوِّرْ صلاةَ الصبحِ حَتَّى يَبْصرَ القومُ مواقعَ نَبْلِهِمْ من الإسفارِ. رواه ابن أَبِى حاتِم وابن عدي والطيالسي وإسحاق وابن أَبِى شيبة والطَبَراني، وإسنادهُ حسنٌ. (آثارُ السنن) للنيموي.

২৪৯। হুরায়র ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে রাফি' ইবনে খাদিজ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার দাদা হযরত রাফি' ইবনে খাদিজ রাযি.কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রাযি.কে বলেছেন, হে বিলাল! ফজরের নামায এমন ফর্সা হলে আদায় করবে; যাতে লোকেরা তাদের তীরের লক্ষ্যস্থল প্রত্যক্ষ করতে পারে। *(মুসনাদে তায়ালুসি, আল মু'জামুল কাবির; তাবারানি)* হাদিসটি ইবনে আবি হাতিম, ইবনে আদি, আবু দাউদ তায়ালুসি, ইসহাক, ইবনে আবি শায়বা এবং তাবারানি বর্ণনা করেছেন। এবং এর সনদ হাসান। *(আসারুস সুনান)*

٢٥٠. عن على بن ربيعةَ قال: سَمِعْتُ عَلِيًّا رضى الله تعالى عنه يقول لِمُؤَذِّنِه: أَسْفِرْ. رواه عبد الرزاقِ وأبو بكر بن أَبِى شيبة والطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

২৫০। আলি ইবনে রাবিআ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আলি রাযি.কে তাঁর মুআযযিনের উদ্দেশে বলতে শুনেছি, তুমি ইসফার তথা চতুর্দিক পূর্ণ ফর্সা হওয়ার পর আযান দিবে, তুমি ইসফারে আযান দিবে। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: ফজরের নামাযের ওয়াক্ত সুবহে সাদিক থেকে আরম্ভ হয় এবং সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত থাকে। এই সময়টুকুকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হলে শরিআতের পরিভাষায় প্রথম ভাগকে 'গালাস' এবং শেষ ভাগকে 'ইসফার' বলা হয়। অধিকাংশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইসফারে' নামায পড়েছেন। ফলে আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রাহ.'র মতে ফজরের নামায 'ইসফারে' পড়া মুস্তাহাব। আর ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমাদ রাহ.'র মতে গালাসে পড়া উত্তম। এখানে হানাফিদের পক্ষে কয়েকটি দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম হাদিসে এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইদিন ফজরের নামায স্বাভাবিক সময়ের আগে তথা গালাসে আদায় করেছেন; তো বুঝা গেল তিনি স্বাভাবিক নিয়মে ফজরের নামায ইসফারেই আদায় করতেন। তা না হলে এ বর্ণনার কোনো সঠিক মর্ম উদঘাটিত হবে না। আর অন্যান্য বর্ণনায় সম্পষ্টভাবেই ফজরের নামায ইসফারে আদায় করার কথা এসেছে। যেহেতু এ মাসআলায় ইখতিলাফটা হচ্ছে উত্তম-অনুত্তমের, তাই এ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। বস্তুত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফিদের মতটি অগ্রগণ্য সাব্যস্ত হয়। যেমন: হানাফিদের দলিলসমূহ কাওলি (বাচনিক) ও ফি'লি (কর্মমূলক), কিন্তু অন্যদের দলিলসমূহ শুধু ফি'লি। আর নীতি হচ্ছে, কাওলি ও ফি'লি হাদিসের মধ্যে বাহ্যবিরোধ দেখা দিলে কাওলি হাদিসই আমলের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। এখানে তো হানাফিগণের পক্ষে কাওলি ও ফি'লি উভয় ধরনের হাদিস রয়েছে। এখানে আরেকটি বিষয়ের প্রতি 'ইসতি'নাস'-এর শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইসতি'নাস: নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান বলেন, ফজরের নামায ফর্সা করে আদায় করা উত্তম। কেননা, নামাযের সওয়াব জামাআত অনুপাতে হয়। আর ফর্সা করে নামায পড়লে জামাআতে মুসল্লি বেশি হয়ে থাকে। (মিসকুল খিতাম, ১/২৪৩, নামাযে পয়াম্বর থেকে উদ্ধৃত)

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. লিখেছেন, গবেষকের সামনে সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় ফজরের নামাজ গালাসে পড়তেন না। বরং তিনি কখনো গালাসে (ওয়াক্তের শেষ ভাগে) আবার কখনো ইসফারে (ওয়াক্তের শেষভাগে) ফজরের নামায আদায় করতেন। (ইরওয়াউল গালিল ১/২৭৯-২৮০, আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫ হি.)

ফজরের নামাজ গালাসে আদায় করা মুস্তাহাব- এর মতো গৌণ বিষয়ে সালাফি বন্ধুগণ তাশাদ্দুদ (বাড়াবাড়ি) করে ওয়াজিবের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তাদের কর্মধারা থেকে বুঝা যায়, ফজরের নামায যেন ইসফারে আদায় করা জায়িযই নয়। কিন্তু তাদের মান্যবর হাদিস বিশারদ আলবানি মরহুম বিষয়টিকে কত সুন্দরভাবে মীমাংসা করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, হানাফিরা এক্ষেত্রেও সুন্নাহর পরিপূর্ণ অনুসারী। তাই তো সারা বছর ফজরের নামায ইসফারে আদায় করলেও রামাযানে গালাসে আদায় করে থাকেন। যেহেতু তখন তাকসিরে জামাআত (মুসাল্লিদের আধিক্য) হয়ে থাকে এবং এতে তাদের সুবিধাও বটে। এবার একটু চিন্তা করে বলুন, প্রকৃত অর্থে আহলে হাদিস সালাফিরা নাকি হানাফিরা?

٩٩– باب: تأخِيْر ظهرِ الصيف مُسْتَحَبٌّ

অধ্যায়-৯৯ : গ্রীষ্মকালে যুহর বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব

٢٥١. روى البخاري من حديث خالد بن دينارٍ قال: صلى بنا أَمِيْرُنا الْجُمُعَةَ ثُمَّ قال لأَنَسٍ: كيفَ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الظُّهْرَ؟ قال: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا اشتدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بالصلاة، وإذا اشتد الْحَرُّ أَبْرَدَ بالصلاة.

২৫১। খালিদ বিন দিনার রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নিয়ে আমির জুমুআর নামায আদায় করলেন। অতপর হযরত আনাস রাযি.কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন যুহরের নামায আদায় করতেন? তিনি বললেন, ঠাণ্ডা যখন প্রবল হতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরুতেই আদায় করে নিতেন, আর যখন গরম তীব্র হতো তখন নামায ঠাণ্ডা হওয়ার পর (ওয়াক্তের শেষদিকে) আদায় করতেন। *(সহিহ বুখারি)*

٢٥٢. عن أَبِى مسعودٍ رضى الله تعالى عنه: أنه رأى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُعَجِّلُ الظهرَ فِى الشتاء ويُؤَخِّرُها فِي الصيف. رواه الطحاوي.

২৫২। হযরত আবু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন যে, তিনি শীতকালে যুহরের নামায শুরুতেই আদায় করতেন আর গ্রীষ্মকালে বিলম্ব করে আদায় করতেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٢٥٣. ولِمَا رواه البخاري والطحاوي بِمَعْناهُ مِنْ طُرُقٍ: أَبْرِدُوا بالظهرِ، فإن شدةَ الْحَرِّ من فيحِ جهنمَ.

২৫৩। তোমরা যুহরের নামায ঠাণ্ডাসময়ে আদায় করো; কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপের মধ্য হতে। *(সহিহ বুখারি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: ১৪৩৩ হিজরিতে আমাদের দাওরায়ে হাদিসের বছর মাদরাসা পরিদর্শনকালে ওয়ালিদে মুহতারাম, শায়খুল হাদিস মাও. আউলিয়া হুসাইন সাহেব দা. বা. জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলো তো কোন মাসআলায় ইমাম তিরমিযি রাহ. ইমাম শাফিয়ি রাহ. প্রমুখের মাযহাবের বিপরীত হানাফি মাযহাবের পক্ষে মত অবলম্বন করেছেন এবং এটাকে শক্তিশালী মত বলে মন্তব্য করেছেন? আমরা উত্তর দিতে না পারলে তিনি ইবরাদ বিয যুহরের মাসআলার কথা উল্লেখ করেন।

١٠٠ – باب: تأخِيْر العصر مالَمْ يَتغَيَّرْ

অধ্যায়-১০০ : সূর্য পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত আসরের নামায বিলম্বিত করা

٢٥٤. عن أم سلمةَ رضى الله تعالى عنها: أنَّها قالتْ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أشَدَّ تعجِيلاً للظهرِ منكم وأنتم أشدُّ تعجيلاً للعصرِ منه. رواه الترمذي، وكذا رواه أحمد، وإسناده صحيحٌ، كذا قال النيموي فِى (آثارِ السنن). وفِى (بذلِ الْمَجهود): سكتَ الترمذي عن هذا الْحَديثِ، ورجالُهُ عَلَى شرطِ الصحيح.

২৫৪। হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায তোমাদেও চেয়ে অনেত আগে পড়তেন। আর তোমরা আসরের নামায তাঁর চেয়ে বেশ আগে পড়ে নাও। *(সুনানে তিরমিযি, মুসনাদে আহমাদ)* এর সনদ সহিহ। নিমাওয়ি 'আসারুস সুনান'এ অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। 'বাযলুল মাজহুদ' এ রয়েছে, ইমাম তিরমিযি রাহ. এই হাদিস সম্পর্কে নিরবতা পালন করেছেন, বস্তুত এর রাবিগণ সহিহ বুখারির শর্তে উন্নীত।

٢٥٥. عن عَلِيِّ بن شيبانَ: أنه عليه الصلاة والسلام كان يُؤَخِّرُ العصرَ مادامتِ الشمسُ بَيْضاءَ نقيةً. رواه أبو داود.

২৫৫। আলি ইবনে শায়বান থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এতটুকু বিলম্ব করে আদায় করতেন যতক্ষণ সূর্য শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন থাকতো। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٢٥٦. عن زياد بن عبدالله النخعى قال: كنا جلوسًا مع عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنه فِى الْمَسْجدِ الأعظمِ (والكوفة يومئذ أخصاص)، فجاءَ الْمُؤَذِّنُ فقال: الصلاةَ يا أميْرَ الْمُؤْمنِيْنَ (للعصر)، فقال: اجْلِسْ، فجلسَ، ثُمَّ عادَ فقال له ذلك، فقال عَلِيٌّ: هذا الكلبُ يُعَلِّمُنا السنةَ، فقام فصلى بنا العصرَ، ثُمَّ انصرفنا إلى الْمَكانِ الذي كنا فيه، فَجَثونا للركبِ لِنزولِ الشمسِ للمغيبِ لِنَراها. أخرجه الْحَاكِمُ فِى (الْمُستدرك). وفِى (نصب الراية) نَتَراءها.

২৫৬। যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ নাখায়ি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হযরত আলি রাযি.'র সঙ্গে 'মসজিদে আ'যাম'-এ বসা ছিলাম। (কুফা তখন বিশিষ্টজনদের আবাসস্থল তথা দারুল খিলাফা ছিল) তখন মুআযযিন এসে বলল, আমিরুল মু'মিনিন! (আসরের) নামায (এর সময় হয়ে গেছে)! তিনি বললেন, বস, সে বসে গেল। অতপর পুনরায় তাঁকে এটা বলল। তখন আলি রাযি. বললেন, এই কুকুর আমাদেরকে সুন্নাত শিক্ষা দিচ্ছে! তারপর তিনি দাঁড়িয়ে আমাদেরকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করলেন। অতপর আমরা যে স্থানে ছিলাম সেখানে ফিওে গেলাম। এরপর আমরা সূর্যের অস্ত যাওয়া প্রত্যক্ষ করার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে গেলাম। *(মুসতাদরাকে হাকিম)* নাসবুর রায়ায় لِنَراها এর পরিবর্তে نَتَراءها শব্দ রয়েছে।

١٠١ – باب: تأخِيْر العشاءِ إلى ثُلُث الليل أفضلُ

অধ্যায়-১০১ : রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত ইশার নামায বিলম্বিত করা উত্তম

٢٥٧. عن أبِي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشقّ على أمتِي لأخرتُ العشاءَ إلى ثلث الليلِ أو نصفه. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

২৫৭। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি আমার উম্মতের জন্যে কষ্টসাধ্য না হতো তাহলে আমি ইশার নামায রাতের একতৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধরাত্রি পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটা হাসান সহিহ হাদিস।

٢٥٨. أخرج مسلمٌ عن الْحكم عن نافعٍ عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: مكثنا ذاتَ ليلة ننتظرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لصلاةِ العشاءِ الآخرةِ، فخرجَ إلينا حيْنَ ذهب ثلثُ الليلِ أو بعده، فلا ندري أشَيئٌ شَغَلَهُ فِي أهله أم غَيْرُ ذلكَ، فقال حِيْن خرجَ: إنكم لَتَنْتَظِرُوْنَ صلاةً ما يَنْتَظِرُها أهلُ دينٍ غَيْركُمْ، ولولا أن يُثْقِلَ عَلَى أمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هذه الساعةَ، ثُمَّ أمرَ الْمُؤَذِّنَ فأقامَ الصلاة وصلى.

২৫৮। ইমাম মুসলিম হিকাম থেকে, তিনি নাফি' থেকে, তিনি হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একরাত্রে আমরা ইশার নামাযের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপেক্ষায় বসে থাকলাম। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল অথবা তারও পরে তিনি আমাদের দিকে বেরিয়ে এলেন। তবে, আমাদের জানা নেই, কোনো জিনিস তাঁকে ব্যস্ত করে রেখেছিল, নাকি অন্য কিছু? তিনি বের হয়ে বললেন, তোমরা তো এমন নামাযের অপেক্ষা করছো, তোমরা ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের লোক এর অপেক্ষা করছে না। যদি আমার উম্মতের জন্যে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তাহলে আমি তাদেরকে নিয়ে (সবসময়) এই মুহূর্তে নামায আদায় করতাম। অত:পর তাঁর নির্দেশে মুআযযিন নামাযের ইকামাত দিলে তিনি নামায আদায় করেন। *(সহিহ মুসলিম)*

١٠٢ – بابُ تأخِيْر الوِتْرِ إلى آخر الليلِ لمَنْ يَثِقُ بالانتباه أفضلُ

অধ্যায়-১০২ : শেষরাতে জাগতে আশ্বস্ত ব্যক্তি বিতরের নামায রাতের শেষাংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করা উত্তম

٢٥٩. أخرج مسلمٌ عن الأعمش بن أبِى سفيانَ عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ خافَ أنْ لا يقومَ مِنْ آخرِ الليلِ فَلْيُوْتِرْ أوَّلَهُ، ومَنْ طَمِعَ أنْ يقومَ آخرَ الليل فَلْيُوتِرْ آخرَهُ، فإن صلاةَ آخرِ الليلِ مشهودةٌ، وذلكَ أفضلُ.

২৫৯। আ'মাশ ইবনে আবি সুফয়ান'র সূত্রে হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে শেষরাতে না উঠার আশংকা করে সে যেন রাতের

প্রথমদিকেই বিতর আদায় করে নেয়। আর যে শেষরাতে উঠার আশা রাখে সে যেন শেষরাতে বিতর আদায় করে; কেননা শেষরাতের নামায 'মাশহুদা' (তথা শেষরাতের নামায ফিরিশতাগণ প্রত্যক্ষ করেন কিংবা তারা এর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেন)। আর এটাই উত্তম। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٦٠. روى الشيخان: اجعلوا آخِرَ صلاتِكُمْ بالليلِ وِتْرًا. وفِي روايةٍ لِمُسْلِمٍ مرفوعا: أيكم خافَ أن لا يقومَ آخِرَ الليلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ يَرْقُدْ.

২৬০। বিতরকে তোমরা রাতের শেষ নামায বানাও। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে: তোমাদের মধ্য থেকে যে শেষরাতে না জাগার আশংকা করে সে যেন বিতর আদায় করে নিদ্রায় যায়। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

١٠٣- باب يُسْتَحَبُّ تعجيلُ ظهرِ الشتاءِ وتعجيلُ الْمَغْرِب

অধ্যায়-১০৩ : যুহরের নামায শীতকালে এবং মাগরিবের নামায ওয়াক্তের শুরুতে আদায় করা মুস্তাহাব

٢٦١. روى أنسٌ رضى الله تعالى عنه: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كان الشتاء بَكَّرَ بالظهرِ وإذا كان فِي الصيفِ أَبْرَدَ بها. رواه البخاري.

২৬১। হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, যখন শীত হতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায শুরুতেই আদায় করতেন আর যখন গরম হতো তখন ঠাণ্ডা হওয়ার পর আদায় করতেন। *(সহিহ বুখারি)*

٢٦٢. أخرج البخاري ومسلمٌ عن رافع بن خديجٍ قال: كنا نصلى الْمغربَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فينصرفُ أحدُنا وإنَّهُ لَيُبْصِرُ مواقعَ نبلِه.

ورواه أبو داود من حديث أنس رضى الله تعالى عنه، ولفظه: ثُمَّ نَرْمِي فَيَرى أحدُنا موضعَ نَبْلِه.

২৬২। হযরত রাফি' ইবনে খাদিজ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মাগরিবের নামায আদায় করতাম। অত:পর আমাদের মধ্য থেকে এককেজন (এমন সময়) ফিরতেন, তখন তিনি তীরের লক্ষ্যস্থল প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*
ইমাম আবু দাউদ এটাকে হযরত আনাস রাযি.'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তার শব্দ হচ্ছে: অত:পর আমরা তীর নিক্ষেপ করতাম এবং আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যস্থল দেখতে পেত।

٢٦٣. عن سلمةَ بن الأكوع رضى الله تعالى عنه قال: كنا نُصَلِّى مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الْمَغربَ إذا تَوارَتْ بالْحجابِ. وفِي لفظةٍ: إذا غربتِ الشمسُ وتوارتْ بالْحجابِ. كذا فِي (نصب الراية).

২৬৩। হযরত রাফি' ইবনে খাদিজ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মাগরিবের নামায আদায় করতাম যখন সূর্য পর্দার আড়ালে চলে যেত। অন্যশব্দে যখন সূর্য অস্ত যেত এবং পর্দার আড়ালে চলে যেত। *(নাসবুর রায়া)*

١٠٤ – باب لا يَجُوزُ صلاةٌ وسجدةُ تلاوةٍ وصلاةُ جنازةٍ عند طلوعِ الشمسِ وقيامِها واستوائها.

অধ্যায়-১০৪ : সূর্য উদয় হওয়া, উঠা এবং দ্বিপ্রহরের সময় কোনো নামায, সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং জানাযার নামায জায়িয নয়

٢٦٤. روى الْجَماعةُ إلا البخاري من حديثِ عقبة بن عامر الْجهنى رضى الله تعالى عنه قال: ثلاثُ ساعات كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهانا أنْ نصلى فيهن، وأنْ نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تَميلَ الشمسُ، وحينَ تضيفُ الشمسُ للغروب حتى تغربَ.

২৬৪। হযরত উকবা ইবনে আমির আল জুহানি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিনটি সময়ে নামায আদায় করতে এবং আমাদেও মাইয়্যিতদেরকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন। (১) সূর্যোদয়ের সময় হতে সূর্য উপওে উঠা পর্যন্ত। (২) ঠিক দুপুর হতে সূর্য পশ্চিম আকাশে না হেলা পর্যন্ত। (৩) সূর্যাস্তের সময় হতে সূর্য পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত। *(সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত উকবা ইবনে আমির আল জুহানি রাযি.। উপনাম আবু হাম্মাদ। মিসরে উতবা ইবনে আবি সুফয়ানের পর তিন বছর হযরত মুআবিয়া রাযি.'র গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিশিষ্ট ফকিহ সাহাবি। ৬০ হিজরির কাছাকাছি সময়ে তিনি ইন্তিকাল করেন।

٢٦٥. عن سالِم بن عبدِ الله، عن أبِيه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: لاتَحَرَّوا بصلاتكم طلوعَ الشمسِ ولا غروبَها، وإذا بدأ حاجبُ الشمسِ فأخِّرُوا الصلاةَ حتى تَبْرُزَ وإذا غابَ حاجبُ الشمسِ فأخِّرُوا الصلاةَ حتى تغيبَ.

২৬৫। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ'র মধ্যস্ততায় তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি.'র সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় তোমরা নামায আদায়ের প্রয়াস চালাবে না। সূর্যের প্রান্তভাগ উদিত (দৃষ্টিগোচর) হলে (উদিত হয়ে) পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করো। আর সূর্যের প্রান্তভাগ অদৃশ্য হয়ে গেলে যতক্ষণ না তা পুরোপুরি অদৃশ্য হয় ততক্ষণ নামায আদায়ে বিলম্ব করো। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٦٦. حديث عمرو بن عنبسة أخرجه مسلم من حديث أبى أمامةَ عنه (وفيه) : فقلتُ : يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم! أخبِرْنِى عن الصلاة، فقال: صَلِّ صلاة الصبحِ ثُمَّ اقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفعَ، فإنَّها تطلع حين تطلع بَيْنَ قَرْنَي الشيطانِ، وحينئذٍ يسجد لَها الكفارُ، ثُمَّ صَلِّ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ، حتى يستقل الظلُّ بالرمحِ، ثُمَّ اقصر عن الصلاةِ فإنَّها حينئذ

تسجَّرُ جَهَنَّمُ، إذا أقبلَ الفئ فصلِّ، فإن الصلاةَ مشهودة محضورةٌ حتى تصلى العصر، ثُمَّ اقصر عن الصلاة حتى تغربَ الشمسُ فإنَّها تغرب بَيْنَ قَرْنَي الشيطان. الْحَديث بطوله. (نصب الراية).

২৬৬। হযরত আবু উমামা রাযি.'র সূত্রে হযরত আমর ইবনে আম্বাসা রাযি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম, আল্লাহর রাসূল! আমাকে নামায সম্পর্কে শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, ফজরের নামায আদায় করবে। তারপর সূর্য পূর্বাকাশে উঁচু হওয়া পর্যন্ত নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যখানে উদিত হয় এবং সে সময় কাফিররা সূর্যকে সিজদা করে। যখন সূর্য উঁচু হয় তখন নামায পড়বে। কেননা, নামায আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। এরপর যখন বর্শার ছায়া সংক্ষিপ্ত হয় (অর্থাৎ সূর্য মধ্যগগণে উঠে আসে) তখন নামায পড়বে না। কেননা, এ সময় জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয়। এরপর যখন ছায়া দীর্ঘ হতে আরম্ভ করে তখন নামায পড়বে। কেননা, নামায আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আসরের নামায পড়া হলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামায পড়বে না। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যে অস্ত যায়। *(সহিহ মুসলিম)*

١٠٥– باب: كراهةُ صلاةِ النفلِ بعدَ ظهور الصبحِ إلى طلوعِ الشمسِ إلاَّ سُنَّةَ الفجر، وبعدَ العصرِ

অধ্যায়-১০৫ : সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের সুন্নাত ব্যতীত এবং আসরের পর নফল নামায পড়া মাকরূহ

٢٦٧. أخرجَ البخاريُّ عن معاوية رضى الله تعالى عنه قال: إنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاةً لَقَدْ صَحِبْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يُصَلِّيها، ولَقَدْ نَهَى عنها، يعنى: الركعتَيْنِ بَعْدَ العصرِ.

২৬৭। হযরত মুআবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমরা এমন এক নামায আদায় করে থাকো; আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলাম কিন্তু তাঁকে এই নামায পড়তে দেখিনি, বরং তিনি এটা থেকে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আসরের পর দু'রাকআত। *(সহিহ বুখারি)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত মুআবিয়া রাযি.। উপনাম আবু আবদুর রাহমান। মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাতিবে ওহি ছিলেন। প্রথমে বসরায়, তারপর কুফায় গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অনেক ফাযায়িল ও মানাকিব রয়েছে। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তিনি ৫০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। দুঃখের বিষয় হলো, ওই মহান সাহাবিও সমালোচকদের ব্যর্থ আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারেননি, বিভিন্নভাবে ওই বিশিষ্ট সাহাবির বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! যুগে যুগে হক পন্থীরা ওইসকল প্রোপাগাণ্ডার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ বিরচতি 'হযরত মুআবিয়া আওর তারিখি হাকায়িক' (ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া রাযি.- অনুবাদঃ মাও. আবু তাহের মেছবাহ) গ্রন্থটি সহজলভ্য এবং গবেষণাসমৃদ্ধ।

٢٦٨. عن عاصم بن صخرة عن علي كرم الله وجهه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الركْعَتَيْنِ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبة إلا الفجرَ والعصرَ.

رواه إسحاق بن راهويه فِي (مسنده)، ثُمَّ البيهقي عن جهته.

২৬৮। আসিম বিন সাখরা'র সূত্রে হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর ও আসর ছাড়া প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দু'রাকআত আদায় করতেন। *(আস সুনানুল কুবরা; বাইহাকি- মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ'র সূত্রে)*

٢٦٩. روى الْجَماعةُ عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: شَهِدَ عندي رجالٌ مَرْضِيُّونَ، وأَرْضاهُمْ عندي عمرُ رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتى تطلع الشمسُ، وعن الصلاةِ بعدَ العصرِ حَتَّى تَغيبَ الشَّمْسُ. ورواه الطحاوي أيضًا.

২৬৯। হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট পছন্দনীয় লোকজন সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক পছন্দনীয় হচ্ছেন উমর রাযি., রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়া থেকে নিষেধ করেছেন। *(সহিহ বুখারি)*

٢٧٠. عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يكن يُصَلِّي الصلاةَ إلاتَبِعَها ركعتَيْنِ، غَيْرَ العصرِ والغداة، فإنه كان يَجْعَلُ الركعتين قَبْلَهُما. رواه الطحاوي.

২৭০। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযের পর আরো দু'রাকআত আদায় করতেন, আসর ও ফজর ব্যতীত; কেননা তিনি এদুই নামাযের আগে দু'রাকআত আদায় করে নিতেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٢٧١. عن رافع بن خديجٍ يُحَدِّثُ عن أبيه قال: فاتَتْنِي ركعتانِ من العصرِ فَقُمْتُ أَقْضيهما، فقال: ظَنَنْتُكَ تُصَلِّي بعدَ العصرِ، ولو فَعَلْتَ ذلكَ لَفَعَلْتُ بكَ وفعلْتُ. رواه الطحاوي.

২৭১। হযরত রাফি' ইবনে খাদিজ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি স্বীয় পিতার কথা বর্ণনা করত বলেন, আসরের দু'রাকআত (সুন্নাত) নামায আমার ছুটে গিয়েছিল। তাই আমি (আসরের পর) দাঁড়িয়ে এই দু'রাকআত কাযা করতে লাগলাম। তখন তিনি (তাঁর পিতা) বলেন, আমি মনে করেছিলাম, তুমি আসরের পরে দু'রাকআত নামায পড়ছো। যদি তুমি তা করতে তাহলে আমি তোমার সঙ্গে (তোমাকে শাস্তি প্রদান) করতাম। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٢٧٢. عن أبِي سعيد الْخُدري رضى الله تعالى عنه: أنه قال: أَمَرَنِي عمرُ بن الْخطابِ رضى الله تعالى عنه أنْ أَضْرِبَ مَنْ كانَ يُصَلِّي بعدَ العصرِ الركْعَتَيْنِ بالدِّرَّةِ. رواه الطحاوي.

২৭২। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে হযরত উমর রাযি. আদেশ করেছেন যে, আসরের পরে যে ব্যক্তি দু'রাকআতআদায় করবে তাকে আমি যেন প্রহার করি। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٢٧٣. عن الأشتر قال: كان خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه يَضْرِبُ الناسَ علىَ الصلاةِ بعدَ العصرِ. رواه الطحاوي بإسناده، وكذا النهي مذكورٌ عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما.

২৭৩। আশতার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. আসরের পরে নামায পড়ার কারণে লোকজনকে প্রহার করতেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এই নিষেধাজ্ঞা হযরত ইবনে আবক্কাস রাযি. থেকেও বর্ণিত আছে।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.। তাঁর মাতা নবিপত্নি মায়মূনা রাযি.'র বোন লুবাবা আস সুগরা। প্রাক-ইসলামি যুগেও তিনি কুরাইশের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সারা জীবন জিহাদে কাটিয়ে শাহাদাতের তামান্না থাকা সত্ত্বেও নিজ বিছানায় ২১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

١٠٦– باب: الصلاةُ قبلَ الْمَغْرِبِ

অধ্যায়-১০৬ : মাগরিবের ফরযের আগে নামায

٢٧٤. روى أبو داود عن طاوسٍ قال: سُئِلَ ابنُ عمرَ رضى الله تعالى عنهما عن الركعتَيْنِ قبل الْمَغرِب، فقال: مارأيتُ أحدًا على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهما. الْحَديث.

২৭৪। তাউস রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর রাযি.কে মাগরিবের পূর্বে দু'রাকআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কাউকে এই দু'রাকআত পড়তে আমি দেখিনি। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٢٧٥. فِى سنن (الدارقطنِى) ثُمَّ (البيهقى) عن حيان بن عبيدالله العدوي، حَدَّثَنا عبدُ الله بن بريدةَ عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ عندَ كل أذائَيْنِ ركعتَينِ ماخلا الْمغْرب.

২৭৫। হাইয়ান ইবনে উবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক দুই আযানের (আযান ও ইকামাতের) মধ্যখানে দু'রাকআত নামায রয়েছে, মাগরিব ব্যতীত। *(সুনানে দারাকুতনি, আস সুনানুল কুবরা; বাইহাকি)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত বুরায়দা ইবনুল হুসাইব রাযি.। বদর যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। বাইআতে রিযওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মদিনার অধিবাসী ছিলেন, পরে বসরায়, তারপর খুরাসানে স্তানান্তরিত হয়ে যান। ৬২ হিজরিতে ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়ার সময় 'মারও' এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সনদ পর্যালোচনা: হাইয়ান নামে দু'জন রাবি আছেন: (১) হাইয়ান ইবনে উবায়দুল্লাহ আল বাসরি। ইমাম আবু হাতিম রাহ. বলেন, صدوق 'তিনি সত্যবাদী', ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রাহ. বলেন, كان رجل صدق, ইবনে হিব্বান রাহ. তাকে স্বীয় 'আস সিকাত' (নির্ভরযোগ্য রাবিগণ) এ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবি। তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য এবং দলিল প্রদানযোগ্য। (২) হাইয়ান আবদুল্লাহ আদ দারিমি। ফাল্লাস রাহ. বলেন, كان حيان هذا كذابا. 'হাইয়ান মিথ্যুক'। তিনি একজন অনির্ভরযোগ্য রাবি।

এখানে যেহেতু প্রথমজনই হাদিসের রাবি তাই এ হাদিস গ্রহণযোগ্য হতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কোনো কোনো আলিম এই দুই রাবির মধ্যে পার্থক্য করতে না পারার কারণে এই হাদিসটি যয়িফ বলে মন্তব্য করেছেন- যা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। (মাআরিফুস সুনান, ২/১৪১-১৪২)

٢٧٦.وفِي الطَّبرانِي عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: سألنا نساءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتُنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركتعين قبل الْمَغْرِبِ؟ فقلن: لا، غَيْرَ أنَّ أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت: صَلَّاهُما مَرَّةً، فسألتهُ، مَا هذه الصلاة؟ فقال: نَسِيتُ الركعتَيْنِ من قبلِ العصرِ فَصَلَّيْتُهما الآن.

২৭৬। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়তে দেখেছেন? তাঁরা বললেন, না। তবে উম্মে সালামা রাযি. বললেন, তিনি একবার এই দু'রাকআত পড়েছেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কোন নামায? তিনি বললেন, আসরের পূর্বের দু'রাকআত ভুলে গিয়েছিলাম তাই এখন পড়ে নিলাম। *(মুসনাদুশ শামিয়্যিন; তাবারানি)*

٢٧٧. وفِي (آثار) مُحَمَّد بن الْحَسَنِ : أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا حَمَّادُ بنُ سليمانَ: أنه سألَ إبراهيم النخعى عن الصلاةِ قبلَ الْمَغرِب، قال: فَنَهَا عنها، وقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرَ رضى الله تعالى عنهما لَمْ يكونوا يُصَلُّونَهُما.

২৭৭। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেন, আমাদের নিকট ইমাম আবু হানিফা রাহ. বর্ণনা করে বলেন, আমাদের নিকট হাম্মাদ বিন সুলায়মান বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহিম নাখায়ি রাহ.কে মাগরিবের পূর্বে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি এথেকে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি. এই দু'রাকআত পড়তেন না। *(কিতাবুল আসার)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: মাগরিবের পূর্বে দু'রাকআত নামাযের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রাহ.'র মতে তা মাকরূহ। ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী তা সুন্নাত। আর ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে তা জায়িয। হানাফি মাযহাবে যদিও এ দু'রাকআত মাকরূহ বলা হয়েছে কিন্তু মুহাক্কিকগণের মতে তা মাকরূহ নয়। অনুত্তম হলেও তা জায়িয। আল্লামা ইবনুল হুমাম, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ. প্রমুখ এ মত পোষণ করেছেন। তো জায়িয হওয়ার পরও তা অনুত্তম

হওয়ার কারণ হলো: (১) হাদিসে মাগরিবের নামায ওয়াক্তের শুরুতেই আদায় করে নেয়ার খুবই তাগিদ এসেছে। পক্ষান্তরে এ দু'রাকআত ওই তাগিদের চাহিদা বিরোধী। (২) হাদিসের সঠিক মর্ম অনুধাবন করা যায় সাহাবায়ে কেরামের আমলের দ্বারা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে দেখা যায়, অধিকাংশ সাহাবি এই দু'রাকআত আদায় করতেন না। তা ছাড়া স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এ দু'রাকআত আদায় করেছেন বলে প্রমাণিত নয়।

١٠٧ – بابُ الأذان

অধ্যায়-১০৭ : আযান

٢٧٨. عن ابْنِ عمرَرضى الله تعالى عنهما قال: «كان المسلمونَ حينَ قدموا المدينةَ يَجتمعونَ فيتحيَّنونَ الصلاةَ ليس يُنادى بِها أحدٌ. فتكلَّموا يوماً في ذلكَ، فقال بعضُهم: اتَّخذوا ناقوساً مثلَ ناقوسِ النصارى، وقال بعضُهم: بل قرناً مثلَ قَرنِ اليهودِ. فقال عمرُ: أَوَ لا تَبعَثون رجُلاً يُنادي بالصَّلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بلالُ، قم فناد بالصَّلاة». رواه الشيخان.

২৭৮। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুসলমানগণ মদিনায় আগমনের পর নামাযের সময় অনুমান করে মসজিদে সমবেত হতেন। (সে সময়) কেউ নামাযের জন্যে আহবান করত না। একদিন তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন কিছু সাহাবি বললেন, নাসারাদের মতো ঘণ্টা বানিয়ে নাও। অপর কয়েকজন বললেন, ইয়াহুদিদের শিংগার মতো শিংগা (বানিয়ে নাও)। এ সময় হযরত উমার রাযি. বললেন, আপনারা একজন ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দেন না যিনি নামাযের আহবান করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে বিলাল! তুমি দাঁড়িয়ে নামাযের আহবান কর। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٧٩. عن عَبْدِ الله بنِ زَيْدِ بنِ عَبْدِ رَبِّهِ رضى الله تعالى عنه قال: «لَمَّا أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَاعَبْدَ الله أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قال: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قال: أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قال فقال: تَقولُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ فذكر الأذان والإقامةَ، قال: فَلمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فقال: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ الله، فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيها عليه ويؤذِّنُ به، قال: فَسَمِعَ ذلكَ عمرُ بن الْخَطاب رضى الله تعالى عنه وهو فِي بيتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رداءَه، يقول: والذي بَعَثَكَ بالْحَقِّ يارسولَ الله صلى الله عليه وسلم! لقت رأيتُ مثلَ ما رأى، فقال عليه الصلاة والسلام: فَلِلّه الْحَمْدُ. رواه أبو داود، وإسنادهُ صحيحٌ.

২৭৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আবদে রাবিব্ধহি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শিঙ্গা ধ্বনি কওে লোকদেরকে নামাযের জন্যে একত্র করার নির্দেশ প্রদান করলেন তখন একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি নজি হাতে একিট শিঙ্গা বহন কওে নিয়ে যেতে দেখে আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কি শিঙ্গাটি বিক্রি করবেন? তিনি প্রশ্ন করলেন, শিঙ্গা দিয়ে তুমি কী করবে? আমি বললাম, এটা দিয়ে আমরা নামাযের প্রতি আহবান করব (আযান দিব)। তিনি বললেন, আমি কি এর চেয়ে উত্তম কোনো বস্তুও সন্ধান দেব না? আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, তুমি বলবে, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ...." তিনি (পূর্ণ) আযান ও ইকামাত উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন, যখন আমি ভোওে উঠলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে যা দেখে ছিলাম তার বিবরণ পেশ করলে তিনি ইরশাদ করলেন, এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন। তুমি বিলালের সাথে দাঁড়াও। আমি তাকে এগুলো শিখাতে লাগলে ি ন আযান দিতে থাকলেন। তিনি বলেন, হযরত উমার রাযি. তা শুনলেন, তখন তিনি ঘরে ছিলেন- চাদর টানতে টানতে বের হয়ে এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যে সত্ত্বা সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমিও ওইরূপ স্বপ্ন দেখেছি যেরূপ স্বপ্ন তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ) দেখেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। *(সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ সহিহ।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আবদে রাবিব্ধহি রাযি.। বাইআতে আকাবায় শরিক ছিলেন। বদরসহ সবক'টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। ১ম হিজরিতে তিনিই সর্বপ্রথম আযানের শব্দগুলো স্বপ্নে দেখেন। তাঁর পিতা-মাতাও মুসলমান ছিলেন। মদিনায় ৬৪ বছর বয়সে ৩২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: আযানের এই শব্দগুলো হিজরতের কোন বৎসর শিখানো হয়েছিল- এ সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার রাহ.'র মত হচ্ছে ২য় বৎসর আর আল্লামা আইনি রাহ.'র মতে ১ম বৎসর। বস্তুত ইমাম বুখারি রাহ.'র দৃষ্টিভঙ্গিও এটাই যে, হিজরতের পরপরই এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি এ ক্ষেত্রে কুরআনে কারিমের এই আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ দ্বারা দলিল পেশ করেন। এখানে জুমুআর নামাযের জন্যে আযানের কথা বলা হয়েছে আর জুমুআ তো হিজরতের পরপরই ফরয হয়ে গিয়েছিল।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার যে, কিছু কিছু ভ- পীর এ ধরনের বর্ণনা থেকে স্বপ্ন শরিআতের দলিল সাব্যস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। কেননা, আযান আমাদের কাছে স্বপ্ন দ্বারা শরিআতসিদ্ধ হয়নি, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ উক্তি দ্বারাই এটা শরিআতসিদ্ধ হয়েছে। কোনো কোনো জাহিল সূফি হাদিসের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্যে স্বপ্নকে মানদ- মনে করে! এটা একেবারে ভিত্তিহীন কথা। ইমাম নাওয়াওয়ি রাহ. বলেন, لا تبطل بسبب المنام سنة ثبتت، و لا تثبت به سنة لم تثبت، هذا بإجماع العلماء "স্বপ্নের ভিত্তিতে কোনো প্রমাণিত হাদিস বাতিল হতে পারে না এবং কোনো অপ্রমাণিত হাদিস স্বপ্নের ভিত্তিতে প্রমাণিত হতে পারে না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে।" (শারহে সহিহ মুসলিম, ১/১৮) এ বিষয়ে ড. ইউসুফ

কারযাবি'র 'মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল কাশফি ওয়ার রুইয়া', মাও. আবদুল মালেক সাহেবের 'আত তাসাওউফ বাইনা আরযিন ও নাকদিন' (তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ) এবং তাঁরই লিখিত প্রচলিত জাল হাদিসের ভূমিকা প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

١٠٨- باب ما جاءَ فِي عدمِ الترجيع

অধ্যায়-১০৮ : আযানে তারজি' নেই

٢٨٠. عن عمرَ بن الْخطابِ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الْمؤذّنُ: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثُمَّ قال: أشهد أنْ لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثُمَّ قال: أشهد أن محمدا رسولُ الله، قال: أشهد أن محمدا رسولُ الله، ثُمَّ قال: حيَّ على الصلاة، قال: لاحولَ ولا قوة إلا بالله، ثُمَّ قال: حيَّ على الفلاحِ، قال: لاحولَ ولا قوة إلا بالله، ثُمَّ قال: الله أكبر، قال: الله أكبر، ثُمَّ قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله مِنْ قلبهِ، دخلَ الْجَنَّةَ. رواه مسلم.

২৮০। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুআযযিন যখন الله أكبر الله أكبر বলেন তখন তোমাদেও কেউ যদি الله أكبر الله أكبر বলে, যখন তিনি أشهد أن لا إله إلا الله বলেন সেও যদি أشهد أن لا إله إلا الله বলে, যখন তিনি أشهد أن محمدا رسول الله বলেন সেও যদি أشهد أن محمدا رسول الله বলে, যখন তিনি حي على الصلاة বলেন সে যদি لا حول و لا قوة إلا بالله বলে, যখন তিনি حي على الفلاح বলেন সে যদি لا حول و لا قوة إلا بالله বলে, যখন তিনি الله أكبر الله أكبر বলেন সেও যদি الله أكبر الله أكبر বলে এবং যখন তিনি لا إله إلا الله বলেন সেও যদি لا إله إلا الله অন্তর থেকে বিশ্বাস করে) বলে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٨١. عن عَبْد الله بْنِ زَيْد رضى الله تعالى عنه قال: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد هَمَّ بالبوقِ وأمرَ بالنَّاقُوسِ فَنمْتُ فأري عبدُ الله بن زيد فِي الْمَنامِ قال: رأيتُ رَجُلاً عليه ثوبانِ أخضران يَحْمِلُ نَاقُوساً، فَقُلْتُ له: يَا عَبْدَ الله! أتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قال: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: أنادي به إلَى الصَّلاَة، قال: أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ وما هو؟ قال: تقول: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلاَّ الله. أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّداً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّداً رَسُولُ الله. حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. لا إِلَهَ إِلاَّ الله.

قال: فخرج عبدُ الله بن زيدٍ حَتَّى أتا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بِما رأى قال: يارسولَ الله! رأيتُ رجلاً عليه ثوبانِ أخضرانِ يَحْمِلُ ناقوساً.......

فقص عليه الْخَبَرَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ صاحِبَكُمْ قد رأى رؤيًا، فاخرج مع بلالٍ إلى الْمَسجدِ فألْقِها عليه، ولْيُنادِ بلالٌ فإنه أنْدَى صوتًا منك. قال: فخرجتُ مع بلالٍ إلى الْمَسْجِد فجعلتُ أُلْقيها عليه، وهو ينادي بِها، قال: فَسَمِعَ عمر بْنَ الْخطاب بالصوتِ فخرجَ، فقال: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم! والله لقد رأيتُ مثلَ الذي رأى. رواه ابنُ ماجة وأبو دادو وأحمد، وصَحَّحَهُ الترمذي وابنُ خزيمة.

২৮১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিউগলের ব্যাপারে চিন্তা করলেন এবং শিঙ্গা (বা ঘণ্টা) বাজানোর আদেশ করলেন। আমি নিদ্রায় গেলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে যায়দকে (অর্থাৎ তিনি নিজে) স্বপ্নে দেখানো হলো। বলেন, আমি দু'টি সবুজ চাদও পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, তিনি একটি শিঙ্গা বহন কওে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কি শিঙ্গাটি বিক্রি করবেন? তিনি প্রশ্ন করলেন, শিঙ্গা দিয়ে তুমি কী করবে? আমি বললাম, এটা দিয়ে আমি নামাযের প্রতি আহবান করব (আযান দিব)। তিনি বললেন, আমি কি এর চেয়ে উত্তম কোনো বস্তুর সন্ধান দেব না? আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেটা আবার কী? তিনি বললেন, তুমি বলবে, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদ আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদ আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ। হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" রাবি বলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ আল আনসারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে যা স্বপ্নে দেখেছেন তার বর্ণনা দিয়ে বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমি দু'টি সবুজ চাদর পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, তিনি একটি শিঙ্গা বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। .... তো পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের সাথী একটি স্বপ্ন দেখেছেন। অতএব এখন তুমি বিলালের সঙ্গে মসজিদে গিয়ে তাকে এগুলো শিখিয়ে দাও এবং বিলালই যেন আযান দেন; কেননা তার কণ্ঠস্বও তোমার স্বরের চে' অধিক উচ্চ। তিনি বলেন, আমি বিলালের মসজিদে গিয়ে এগুলো তাকে শিখাতে শুরু করলাম এবং তিনি এগুলো দিয়ে আযান দিতে থাকলেন। তিনি বলেন, তখন হযরত উমার রাযি. আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আমিও ওইরূপ স্বপ্ন দেখেছি যেরূপ স্বপ্ন তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ) দেখেছেন। *(সহিহ ইবনে খুযায়মা, সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ)* ইমাম তিরমিযি ও ইবনে খুযায়মা হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

٢٨٢. عن إبراهيم بن إسْماعيلَ بن عبد الْمَلك بن أبِي محذورة قال: سَمِعْتُ جدّي عبد الْمَلك بن أبِي مَحذورةَ يقول: سَمِعْتُ أبِي أبامَحذورة رضى الله تعالى عنه يقول: أَلْقَى عَلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأذانَ حرفًا حرفًا: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ........الْحديث، ولَمْ يذكر فيه ترجيعًا. رواه الطَّبَرانِيُّ فِى (الأوسط).

২৮২। ইবরাহিম ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবদুল মালিক ইবনে আবু মাহযুরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার দাদা আবদুল মালিক ইবনে আবু মাহযুরাকে বলতে শুনেছি যে, আমি হযরত আবু মাহযুরা রাযি.কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক এক শব্দ করে আযান শিক্ষা দিলেন: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার .... । এবং তিনি তারজি'র কথা উল্লেখ করেননি। *(আল মু'জামুল আওসাত; তাবারানি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে আযানে তারজি' নেই। ফলে তাঁদের মতে আযানের শব্দ হবে পনেরটি। ইমাম মালিক রাহ.'র মতে তারজি' আছে, তবে শুরুতে তাকবির দু'বার বলা হবে। ফলে তাঁর মতে আযানের শব্দ হবে সতেরটি। আর ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে আযানে তারজি'ও আছে এবং তাকবির চারবার বলা হবে। ফলে তাঁর মতে আযানের শব্দ হবে উনিশটি। তবে এই মতানৈক্য শুধু উত্তম-অনুত্তমের, জায়িয-না জায়িযের নয়।

ইসতি'নাস: আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. লিখেছেন, আযানের মধ্যে তারজি' করা না করা, তারবি' করা না করা এবং ইকামাতের শব্দাবলী একবার করে কিংবা দু'বার করে উচ্চারণ করা, এসবই সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর এসকল ক্ষেত্রে হাদিসশাস্ত্রবিদদের মতই সর্বাধিক সঠিক। তা হল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত সবক'টি পদ্ধতিই সুন্নাহ। কেউ একটির ওপর আমল করে অন্যটি ছেড়ে দিলে তার ওপর কোনো আপত্তি করা যাবে না। (মাজমূউল ফাতাওয়া, ২২/৬৫-৬৬)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন, এ ক্ষেত্রে আমাদের নীতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। ইবাদাত -চাই তা কাওলি (বাচনিক) কিংবা ফি'লি (কর্মমূলক) হোক- এর পদ্ধতি যদি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে ওসবের ওপর আমল করা জায়িয। এগুলোর কোনোটিই মাকরূহ হবে না, বরং প্রত্যেকটিই শরিআতসিদ্ধ বলে পরিগণিত হবে। যেমনটা আমরা নিম্নে উল্লিখিত মাসআলাগুলো সম্পর্কে বলে থাকি: সালাতুল খাওফ আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি, আযানে তারজি' করা বা না করা, ইকামাতে শুফআ বা ইফরাদ করা, তাশাহহুদ, সানা, ইসতিআযা, কিরাআত, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবির, জানাযার নামায, সিজদায়ে সাহু, কুনুত রুকুর আগে কিংবা পরে এবং 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'এ ওয়াও বৃদ্ধি করা বা না করা- এ সব ক্ষেত্রে সুন্নাহর বিভিন্নতা রয়েছে। অতএব একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে অপর পদ্ধতিকে ভুল বলা বা তার ওপর আপত্তি করা একটি ভ্রান্তি। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৪/২৪২, রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমিন, ৪২-৪৮, ৫৫-৬২)

١٠٩- باب أنَّ الإقامةَ مَثْنَى مَثْنَى

অধ্যায়-১০৯ : ইকামাত (এর শব্দগুলো) দু'বার দু'বার

٢٨٣. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم: أنَّ عبدَ الله بن زيدِ الأنصاري رضى الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسولَ الله! رأيتُ في الْمَنامِ كأنَّ رجُلاً قام وعليه بُرْدانِ أخضرانِ، فقامَ عَلَى حائطٍ، فأذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، وأقام مَثْنَى مَثْنَى. رواه ابنُ أبي شيبة، وإسنادُهُ صحيحٌ.

২৮৩। আবদুর রাহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ আল আনসারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন তখন তার পরনে ছিল দু'টি সবুজ চাদর, তিনি একটি দেয়ালের উপর দাঁড়ালেন আর আযানের শব্দগুলো দু'বার দু'বার করে উচ্চারণ করলেন এবং ইকামাতের শব্দগুলোও দু'বার দু'বার করে উচ্চারণ করলেন। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ সহিহ।

٢٨٤. وعنه قال: أَخْبَرَني أصحابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أنَّ عبدَ الله بن زيدِ الأنصاري رضى الله تعالى عنه رأى في الْمَنامِ الأذانَ، فأتَى النبي صلى الله عليه وسلم فأخْبَرَهُ، فقال: عَلِّمْهُ بلالاً. فأذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، وأقام مَثْنَى مَثْنَى، وقَعَدَ قعدةً. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

২৮৪। তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ আল আনসারি রাযি. স্বপ্নে আযান দেখতে পেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তা বর্ণনা করলে তিনি (রাসূল) বললেন, এগুলো বিলালকে শিখিয়ে দাও। তিনি আযানের শব্দগুলো দু'বার দু'বার করে উচ্চারণ করলেন এবং ইকামাতের শব্দগুলোও দু'বার দু'বার করে উচ্চারণ করলেন। এবং (আযান-ইকামাতের মধ্যখানে) কিছুক্ষণ বসলেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

٢٨٥. وعن أبي مَحْذورة رضى الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأذانَ تِسْعَ عَشرةَ كلمةً، والإقامَةَ سبعَ عشرةَ كلمةً. رواه الترمذي والنسائي، وإسنادهُ صحيحٌ.

২৮৫। হযরত আবু মাহযুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আযানের উনিশটি শব্দ এবং ইকামাতের সতেরটি শব্দ শিখালেন। *(সুনানে তিরমিযি)* এর সনদ সহিহ।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু মাহযুরা রাযি.। নাম সামুরা ইবনে মি'বারা। মক্কায় তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন ছিলেন। তিনি হিজরত করেননি, শেষ জীবন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। সেখানে ৫৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

٢٨٦. وعن الأسودِ بن يزيدَ: أن بلالاً كان يُشَنِّي الأذانَ، ويُثَنِّي الإقامةَ، وكان يَبْدأُ بالتكبِيْرِ، ويَختم بالتكبيـــرِ. رواه عبد الرزاقِ والطحاوي والدارقطنِي، وإسنادهُ صحيحٌ. وفِي حاشية (آثارِ السنن): أنَّ الأسودَ أدْرَكَ بلالاً.

২৮৬। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, হযরত বিলাল রাযি. আযানের শব্দগুলো দু'বার দু'বার করে উচ্চারণ করতেন এবং ইকামাতের শব্দগুলোও দু'বার দু'বার করে উচ্চারণ করতেন। আর তিনি তাকবির (আল্লাহু আকবার) বলে আযান শুরু করতেন এবং তাকবির বলেই আযান শেষ করতেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ। 'আসারুস সুনান'র হাশিয়ায় রয়েছে, আসওয়াদ হযরত বিলাল রাযি.'র সাক্ষাত পেয়েছেন।

٢٨٧. عن يزيد بن أبِى عبيد عن سلمة بن الأكوع رضى الله تعالى عنه أنه كان إذا لَمْ يُدْرِكِ الصلاةَ مع القومِ أَذَّنَ وأقامَ، وَيُثَنِّى الإِقامةَ. رواه الدارقطنِي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

২৮৭। ইয়াযিদ ইবনে আবু উবায়দেও সূত্রে হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া' রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন লোকদের সাথে জামাআতে নামায পেতেন না তখন নিজে আযান ও ইকামাত দিতেন। এবং তিনি ইকামাতের শব্দগুলো দু'বার দু'বার করে উচ্চারণ করতেন। *(সুনানে দারাকুতনি)* এর সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: হানাফিদের মতে ইকামাতের শব্দ হচ্ছে ১৭টি। অর্থাৎ শাহাদাতাইন, হাইআলাতাইন এবং কাদ কামা... দু'বার করে এবং শুরুতে তাকবির চারবার করে উচ্চারণ করা হবে। বস্তুত আযানের শব্দগুলোর সঙ্গে শুধু ইকামাতের দু'টি শব্দ যোগ হবে। শাফিয়ি ও হাম্বলিদের মতে শব্দ হচ্ছে ১১টি। শাহাদাতাইন ও হাইআলাতাইন হবে একবার করে। আর ইমাম মালিক রাহ.'র মতে শব্দ হচ্ছে ১০টি। অর্থাৎ তাঁর মতে ইকামাতের শব্দও একবার উচ্চারণ করা হবে। এটাও শুধু উত্তম-অনুত্তমের ইখতিলাফ, জায়িয-না জায়িযের নয়।

ইসতি'নাস: আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. লিখেছেন, আযানের মধ্যে তারজী' করা না করা, তারবী' করা না করা এবং ইকামাতের শব্দাবলী একবার করে কিংবা দু'বার করে উচ্চারণ করা, এসবই সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর এসকল ক্ষেত্রে হাদীসশাস্ত্রবিদদের মতই সর্বাধিক সঠিক। তা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত সবক'টি পদ্ধতিই সুন্নাহ। কেউ একটির ওপর আমল করে অন্যটি ছেড়ে দিলে তার ওপর কোনো আপত্তি করা যাবে না। (মাজমূউল ফাতাওয়াহ, ২২/৬৫-৬৬)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন, এ ক্ষেত্রে আমাদের নীতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। ইবাদাত -চাই তা কাওলি (বাচনিক) কিংবা ফি'লি (কর্মমূলক) হোক- এর পদ্ধতি যদি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে ওসবের ওপর আমল করা জায়িয। এগুলোর কোনোটিই মাকরূহ হবে না, বরং প্রত্যেকটিই শরিআতসিদ্ধ বলে পরিগণিত হবে। যেমনটা আমরা নিম্নে উল্লিখিত মাসআলাগুলো সম্পর্কে বলে থাকি: সালাতুল খাওফ আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি, আযানে তারজি' করা বা না করা, ইকামাতে শুফআ বা ইফরাদ করা, তাশাহহুদ, সানা, ইসতিআযা, কিরাআত, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবির, জানাযার নামায, সিজদায়ে সাহু, কুনুত রুকুর আগে কিংবা পরে এবং 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'এ ওয়াও বৃদ্ধি করা বা না করা- এ সব ক্ষেত্রে সুন্নাহর বিভিন্নতা রয়েছে। অতএব একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে অপর পদ্ধতিকে ভুল বলা বা তার ওপর আপত্তি করা একটি ভ্রান্তি। (মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৪/২৪২, রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমিন, ৪২-৪৮, ৫৫-৬২)

١١٠– باب: الأذانُ سُنَّةٌ للفرائضِ فقط

অধ্যায়-১১০ : আযান শুধু ফরয নামাযের জন্যে সুন্নাত

٢٨٨. عن جابربن سَمُرَةَ رضى الله تعالى عنه: صليتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم العيدين غَيْرَ مرةٍ ولا مَرَّتَيْنِ بغَيْرِ أذانٍ وإقامة. رواه مسلمٌ.

২৮৮। হযরত জাবির বিন সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আযান ও ইকামাত ছাড়া উভয় ঈদের নামায একাধিকবার আদায় করেছি। *(সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত জাবির বিন সামুরা রাযি.। উপনাম আবু আবদুল্লাহ আল আমিরি। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.'র ভাগিনা। কুফায় অবস্থান করেন এবং সেখানে ৭৪ হিজরিতে মৃত্যু বরণ করেন।

٢٨٩. عن عائشة رضى الله تعالى عنها: خُسِفَتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فبعثَ مناديا بالصلاة جامعة. رواه مسلم.

২৮৯। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি নামায অনুষ্ঠিত হবে বলে একজন ঘোষক পাঠালেন। *(সহিহ মুসলিম)*

١١١– باب: الأذانُ يُعادُ لَوْ أُذِّنَ قبلَ وقته

অধ্যায়-১১১ : ওয়াক্তের আগে আযান দেয়া হলে পুনর্বার আযান দিতে হবে

٢٩٠. روى مسلم من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتَىْ الفجرِ إذا سَمِعَ الأذانَ، ويُخَفِّفُهما.

২৯০। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন যখন আযান শুনতেন, এবং হালকাভাবে দু'রাকআত আদায় করতেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٩١. عن عبدِ الكريـــم الْجزري عن نافعٍ عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر رضى الله تعالى عنها: أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بالفجرِ قام فصلى ركعتى الفجر، ثُمَّ خرجَ إلى الْمَسْجد، وحَرَّمَ الطعامَ، وكان لا يُؤَذِّنُ حتَّى يُصْبِح. أخرجه الطحاوي والبيهقى.

২৯১। আবদুল কারিম আল জাযারি নাফি' রাহ. থেকে, তিনি হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে, তিনি হযরত হাফসা বিনতে উমার রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, মুআযযিন যখন ফজরের আযান দিতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতেন। অতপর মসজিদের দিকে বের হতেন এবং (সাহরি) খাওয়া হারাম করে দিতেন। আর (তখন) সুবহে সাদিক না হওয়া পর্যন্ত আযান দেওয়া হতো না। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত হাফসা রাযি.। নবিপত্নি উম্মুল মু'মিনিন। হযরত উমার রাযি.'র মেয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে আসার আগে তিনি খুনায়স ইবনে হুযাফা আস সাহমি রাযি.'র

বিবাহে ছিলেন। তার সঙ্গেই হিজরত করেন, অতপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর উমার রাযি. হযরত আবু বকর ও উসমান রাযি.'র নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলে তাঁরা সম্মত না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করেন। ৬০ বছর বয়সে ৪৫ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

٢٩٢. عن سَمُرَةَ بن جندبٍ رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لايَغُرَّنَّ أحدَكُمْ نداءُ بلالٍ من السحورِ، ولا هذا البياضُ حَتَّى يَسْتَطِيْرَ. رواه مسلم.

২৯২। হযরত সামুরা বিন জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কাউকে সাহরি খাওয়া থেকে প্রতারিত (বিরত) না করে বিলালের আযান এবং এই শুভ্রতা বিস্তৃত না হওয়া পর্যন্ত। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٩٣. عن شيبانَ رضى الله تعالى عنه قال: تَسَحَّرْتُ ثُمَّ أتيتُ الْمَسْجدَ فاستندتُ إلى حجرة النبى صلى الله عليه وسلم فرأيته يتسحَّرُ، فقال: أبا يحيى! قلتُ نعم، قال: هَلُمَّ إلى الغداء. قلتُ: إنِّي أريد الصيامَ، قال: وأنا أريد الصيامَ، لكن مُؤَذِّننا هذا فِي بصرِهِ سوءٌ-أو قال: شيئٌ- وإنّهُ أذَّنَ قبلَ طلوعِ الفجرِ، ثُمَّ خرجَ إلى الْمَسْجدِ فَحَرَّمَ الطعامَ، وكانَ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يصبحَ. رواه الطبرانِى، وقال الْحافظُ فِى (الدراية): إسناده صحيحٌ.

২৯৩। হযরত শায়বান রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সাহরি খেয়ে মসজিদে গেলাম। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কামরার দিকে হেলান দিয়ে বসে দেখলাম, তিনি সাহরি খাচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, আবু ইয়াহইয়া! আমি বললাম, জি। তিনি বললেন, আহার করতে আসো। বললাম, আমি রোযা রাখতে চাই। তিনি বললেন, আমিও তো রোযা রাখতে চাই। কিন্তু আমাদের এই মুআয্যিনের চোখে কিছু দোষ রয়েছে। তিনি ফজরের পূর্বে আযান দিয়ে ফেলেছেন। তারপর তিনি মসজিদের দিকে বের হয়ে আহার হারাম করে দিলেন। আর তখন সুবহে সাদিকের আগে আযান দেয়া হত না। *(আল মু'জামুল কাবির; তাবারানি)* হাফিয ইবনে হাজার রাহ. 'আদ দিরায়া'এ বলেন, এর সনদ সহিহ।

সাহাবি পরিচিতি: হযরত শায়বান রাযি.।

গ্রন্থ পরিচিতি : 'আদ দিরায়া' এটি হাফিয ইবনে হাজার আসকালানি রাহ. কতৃক রচিত তাখরিজে হাদিস বিষয়ক একটি গ্রন্থ। পূর্ণনাম আদ দিরায়া ফি তালখিসি নাসবির রায়া। নাম থেকেই অনুমেয় যে, কিতাবটি মূলত যায়লায়ি রাহ.'র নাসবুর রায়া'র সার-সংক্ষেপ। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ. বলেন, إن الحافظ ما أجاد في تلخيصه، كما كان يرجى من براعته في التنقيح و التحرير، و علو كعبه في التلخيص، و غادر كثيرا من النقول التي ما كان يحرى تركها. (নাসবুর রায়ার ভূমিকা; আল্লামা বানুরি, পৃ. ১২)

٢٩٤. عن نافع عن مؤذِّن لِعُمَرَ يقال له مسروحٌ، أذَّنَ قبلَ الصبحِ، فأمره عمرُ رضى الله تعالى عنه أن يرجعَ فينادي. رواه أبو داود والدارقطني، وإسناده حسنٌ.

২৯৪। নাফি' রাহ. থেকে বর্ণিত, মাসরূহ নামক হযরত উমার রাযি.'র এক মুআযযিন সুবহে সাদিকের পূর্বেই আযান দিয়ে দিলেন, তখন হযরত উমর রাযি. তাকে পুনর্বার আযান দেওয়ার নির্দেশ করলেন। *(সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ হাসান।

٢٩٥. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: ما كانوا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى ينفجرَ الفجرُ. أخرجه أبوبكر بن أبي شيبة فِى (مصنفه)، وأبوالشيخ فِى (كتاب الأذان)، وإسناده صحيح.

২৯৫। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ফজর পূর্ণ প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আযান দিতেন না। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ সহিহ।

٢٩٦. عن على بن على عن إبراهيم قال: شَيَّعْنا علقمة إلى مكةَ، فخرجَ بليلٍ فسمع مؤذنا يؤذن بليلٍ، فقال: أما هذا فقد خالفَ سنةَ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، لو كان نائمًا كان خيْرا له، فإذا طلع الفجر أذَّنَ. رواه الطحاوي.

২৯৬। আলি ইবনে আলি'র সূত্রে ইবরাহিম নাখায়ি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আলকামাকে মক্কার উদ্দেশে বিদায় জানালাম। তারপর একরাতে তিনি বের হয়ে জনৈক মুআযযিনকে আযান দিতে শুনলেন। তিনি বললেন, সে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করছে। সে ঘুমিয়ে থাকলে ভালো হত। ফলে যখন ফজর হল তখন তিনি আযান দিলেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত যে, ফজর ব্যতীত অন্য কোনো ওয়াক্তের আগে আযান দেয়া হলে তা সঠিক হবে না এবং ওয়াক্ত আসার পর পুনর্বার আযান দিতে হবে। তবে ফজরের ব্যাপারে ইখতিলাফ। ইমাম আবু হানিফা, মুহাম্মাদ, সুফয়ান সাওরি রাহ. প্রমুখের মতে ফজরের আযানও ওয়াক্তের আগে দেয়া হলে তা যথেষ্ট হবে না, পুনর্বার আযান দিতে হবে। আর আইম্মায়ে সালাসা এবং আবু ইউসুফ রাহ.'র মতে আযান হয়ে যাবে এবং পুনর্বার আযান দিতে হবে না।

١١٢- باب: يترسَّل فِى الأذان ويَحْدُرُ فِى الإقامة

অধ্যায়-১১২ : আযানে ধীরগতি এবং ইকামাতে দ্রুতগতি

٢٩٧. روى الترمذي والْحاكم فِى (مستدركه) عن جابر رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لبلالٍ: إذا أذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وإذا أقمتَ فاحْدُرْ، واجعل بَيْنَ أذانِكَ وإقامتِكَ قدرَ مايفرغُ الآكِلُ من أكله، والشاربُ من شربه، والْمُعتصرُ إذا دخل لقضاء حاجته. ضَعَّفَهُ الترمذي.

২৯৭। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রাযি.কে বললেন, হে বিলাল! যখন আযান দিবে তখন ধীর লয়ে দিবে আর ইকামাত দিবে তখন দ্রুত

দিবে। এবং আযান ওই কামাতের মাঝে এতটুকু সময় রাখবে যে, পানাহারকারী তার পানাহার থেকে এবং পায়খানা-প্রস্রাবকারী যেন তার প্রয়োজন সমাধা করে নিতে পারে। ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে যয়িফ আখ্যায়িত করেছেন। *(সুনানে তিরমিযি)*

٢٩٨. عن سويد بن غفلة قال: سَمِعْتُ عليَّ بنَ أبِي طالبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ يقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أنْ نترسَّلَ الأذانَ، ونَحْدُرَ الإقامةَ. رواه الطبراني، وفِي الدارقطنِي : يأمرنا أن نُرَتِّلَ الأذانَ ونَحْذِفَ الإقامةَ.

২৯৮। সুওয়াইদ ইবনে গাফালা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আলি রাযি.কে আমি বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ করতেন, আমরা যেন আযান ধীর লয়ে এবং ইকামাত দ্রুত দেই। *(তাবারানি)* দারাকুতনি'তে রয়েছে, তিনি আমাদেরকে নির্দেশ করতেন, আমরা যেন আযান ধীর লয়ে এবং ইকামাত দ্রুত দেই। (উভয় কিতাবের মধ্যে (نحدر - نحذف) শব্দগত পার্থক্য, অর্থগত পার্থক্য নেই)

٢٩٩. عن أبِي الزبير مؤذن بيتِ الْمقدس قال: جاءنا عمرُ بن الْخطابِ رضى الله تعالى عنه فقال: إذا أذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وإذا أقمتَ فاحْذِمْ. انتهى. كذا فِي (نصب الراية).

২৯৯। বাইতুল মাকদিসের মুআযযিন আবুয যুবাইর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত উমার রাযি. আমাদের নিকট এসে বললেন, যখন আযান দিবে তখন ধীর লয়ে দিবে আর ইকামাত দিবে তখন দ্রুত দিবে। *(সুনানে দারাকুতনি)*

١١٣– باب: الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ مستقبلَ القبلةِ رافعَ الصوتِ وإصبعاه فِي أذنيه يُحَوِّلُ وَجْهَهُ

অধ্যায়-১১৩ : মুআযযিন উচ্চস্বরে কিবলামুখী হয়ে আযান দিবে, তখন কানে আঙুল রাখবে এবং চেহারা ফিরাবে

٣٠٠. روى الإمام إسحاقُ بن راهويه فِي (مسنده) عن عبد الرحمن بن أبِي ليلى قال: جاءَ عبدُ الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضى الله تعالى عنه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله! إنِّي رأيتُ رجلاً نَزَلَ من السماءِ فقامَ على جذمِ حائط فاستقبل القبلةَ، وقال: الله أكبـــر الله أكبـــر، أشهد أن لا إله إلا الله مَرَّتَيْنِ، أشهد أن محمدا رسولُ الله مرتين، ثُمَّ قال: عن يَمِينه حي على الصلاة مرتين، ثُمَّ قال عن يساره حي على الفلاح مرتين، ثُمَّ استقبل القبلة، فقال: الله أكبـــر مرتين، لا إله إلا الله. ثُمَّ قعدَ قعدةً، ثُمَّ قام فاستقبل القبلة يفعلُ مثل ذلك، وقال: قد قامت الصلاةُ، قد قامت الصلاةُ......الْحديث كذا فِي أبِي داود، فِي حديثِ عبد الرحمن بن أبِي ليلى عن معاذ: فاستقبل القبلة....الخ.

৩০০। ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ স্বীয় 'মুসনাদ'এ আবদুর রাহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ ইবনে আবদি রাবিব্বহি আনসারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি আকাশ থেকে অবতরণ করে একটি দেয়ালের মূলে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আললাইলাহা ইল্লাল্লাহ দু'বার, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ দু'বার। অত:পর ডান দিকে (চেহারা ফিরিয়ে) হাইয়া আলাস সালাহ্ দু'বার বলল। তারপর বাম দিকে (চেহারা ফিরিয়ে) হাইয়া আলাল ফালাহ দু'বার বলল। তারপর বলল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' এরপর সে কিছুক্ষণ বসল। তারপর সে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে অনুরূপ করল এবং বলল, 'কাদকামাতিস সালাহ, কাদকামাতিস সালাহ'। সুনানে আবু দাউদ-এ আবদুর রাহমান ইবনে আবি লায়লা'র সূত্রে বর্ণিত হযরত মুআয রাযি.'র হাদিসে অনুরূপ রয়েছে : তিনি কিবলা... হলেন .....। *(সুনানে আবু দাউদ)*

সনদ পর্যালোচনা: ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ (মৃ. ২৩৮হি.)। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তাঁর পিতার নাম ইবরাহিম। হজ্জেও সফরে পথিমধ্যে তাঁর জন্ম হওয়ায় তাঁকে 'রাহুয়াহ' বলা হত; 'রাহ' মানে রাস্তা, আর 'ওয়াইহ' মানে আনন্দ।

এ ধরনের শব্দগুলোকে আরবরা 'ওয়াও' সাকিন, তার পূর্বের অক্ষরে পেশ এবং শেষে গোল 'তা' দিয়ে উচ্চারণ করেন। আর অনারবরা এগুলোকে 'ওয়াও' এবং তার পূর্বের অক্ষরে যবর এবং শেষে 'হা' সাকিন দিয়ে উচ্চারণ করেন। (ওফায়াতুল আ'য়ান; ইবনে খাল্লিকান, ১/৩৮৬) তবে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ.'র ভাষ্যমতে মুহাদ্দিসগণ প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী শব্দগুলো উচ্চারণ করে থাকেন, আর নাহু শাস্ত্রবিদগণ দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে উচ্চারণ করে থাকেন। (মাআরিফুস সুনান, ১/৯০-৯১) সুতরাং হাদিসের কিতাবে যখন এ রকম শব্দ আসবে তখন আমরা প্রথম নিয়ম অনুযায়ী 'রাহুয়াহ' ইত্যাদি পড়ব।

٣٠١. روى الْحاكمُ فِي (الْمُستدرك) عن سعد القُرَظ رضي الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بلالاً أنْ يجعلَ إصبعيه فِي أذنيه، قال: إنه أرْفَعُ لصَوْتكَ وسكتَ عنه.

৩০১। হযরত সা'দ আল কুরাযি -- থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রাযি.কে তাঁর উভয় কানে আঙুল রাখতে নির্দেশ করলেন, বললেন, এটা তোমার আওয়াজ উঁচু করবে। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)* হাকিম হাদিস বর্ণনা করে নিরব থেকেছেন।

٣٠٢. روى الدارقطنِي فِي (أفراده) من حديثِ سويد بن غفلة عن بلالٍ رضي الله تعالى عنه قال: أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه إذا أذَّنَّا أو أقَمْنا أنْ لانزيلَ أقدامَنا عن مواضعها.

৩০২। সুওয়াইদ ইবনে গাফালা'র বর্ণনায় হযরত বিলাল রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যখন আযান বা ইকামাত দিই তখন আমাদের পাগুলো যেন স্বস্থান থেকে না সরাই। *(দারাকুতনি)*

٣٠٣. روى الْجَماعةُ من حديثِ أَبِى جحيفةَ: أنه رأى بلالاً يُؤَذِّنُ قال: فجعلتُ أتتبعُ فاه هاهنا وهاهنا بالأذان، يقول يَمينًا وشمالاً: حَيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح.

৩০৩। হযরত আবু জুহাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত বিলাল রাযি.কে আযান দিতে দেখলেন। তিনি বলেন, আমি তখন তাঁকে এদিক-ওদিক মুখ ফিরাতে দেখলাম, মানে তিনি ডানে-বামে মুখ ফিরিয়ে حَيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاح বললেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٣٠٤. عن أَبِى جحيفةَ قال: رأيتُ بلالاً خرج إلى الأبطح، فأذَّنَ، فلما بلغَ حَيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاحِ لوىَ عنقه يَمينا وشمالاً ولَمْ يَستدرْ. رواه أبو داود، وإسنادهُ صحيحٌ.

৩০৪। হযরত আবু জুহাইফা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত বিলাল রাযি.কে 'আবতাহ'এর দিকে বের হয়ে আযান দিতে দেখলাম। তিনি যখন حَيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاحِ এ পৌঁছলেন তখন তাঁর গর্দান ডানে-বামে ফিরালেন, তবে তিনি ঘুরলেন না। *(সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ সহিহ।

١١٤– بابُ ماجاء فِى أذانِ الْمُسافِرِ

অধ্যায়-১১৪ : মুসাফিরের আযান

٣٠٥. عن مالك بنِ الْحُوَيْرِث رضى الله تعالى عنه قال: أَتَى رجلان النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يريدانِ السفرَ فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خَرَجْتُما فَأَذِّنا، ثُمَّ أَقِيما، ثُمَّ لِيَؤُمَّكما أَكْبَرُكما. رواه الشيخان.

৩০৫। হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দু'জন ব্যক্তি আসলেন যারা সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করছেন। তিনি বললেন, যখন তোমরা বের হবে তো আযান ও ইকামাত দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি বড় তিনি ইমামতি করবেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস রাযি.। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে এসে বিশদিন অবস্থান করেন। বসরায় বসবাস করেন। সেখানে ৯৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

١١٥– باب ماجاءَ فِى تركِ الأذانِ لِمَنْ صَلَّى فِى بيته

অধ্যায়-১১৫ : যে ঘরে নামায আদায় করবে সে আযান দিতে হবে না

٣٠٦. عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبدَالله رضى الله تعالى عنه فِى دارِه فقال: أصَلَّى هؤلاءِ خلفَكُمْ ؟ قلنا: لا، قال: قوموا، ولَمْ يَأمُرْ بأذانٍ وإقامة. رواه ابنُ أَبِى شيبةَ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৩০৬। আসওয়াদ ও আলকামা থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.'র ঘরে আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পেছনে এই লোকগুলো কি নামায পড়ে নিয়েছে? বললাম, জী না। তিনি বললেন, দাঁড়াও (কাতারবন্দী হও) এবং তিনি আযান ও ইকামাতের নির্দেশ দেননি। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ সহিহ।

١١٦– باب ماجاءَ فِى: الصلاةُ خَيْرٌ مِنَ النومِ

অধ্যায়-১১৬ : আযানে الصلاةُ خَيْرٌ مِنَ النومِ বলা

٣٠٧. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: مِنَ السنةِ إذا قال الْمُؤذنُ فِى أذانِ الفجرِ حَيَّ على الفلاح، قال: الصلاةُ خَيْرٌ من النومِ. رواه ابْنُ خُزَيْمَةَ والدارقطنِى والبيهقى، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৩০৭। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সুন্নাত হলো, মুআযযিন ফজরের আযানে যখন حي على الفلاح বলবেন তখন যেন বলেন الصلاة خير من النوم । *(সহিহ ইবনে খুযায়মা)* এর সনদ সহিহ।

٣٠٨. عن ابن عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما قال: كنا فِى الأذنِ الأولِ بعد حيَّ على الصلاةِ حيَّ على الفلاحِ: الصلاة خَيْرٌ من النوم مرتينِ. أخرجه السراجُ والطَّبرانِىُّ والبيهقيُّ، وقال الْحافِظُ فِى (التلخيص) : سَنَدُهُ حسنٌ.

৩০৮। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, প্রথম আযানে حي على الصلاة ও حي على الفلاح এর পর ছিল الصلاة خير من النوم দু'বার। *(আস সুনানুল কুবরা; বাইহাকি)* হাফিয ইবনে হাজার 'আত তালখিস'এ বলেন, এর সনদ হাসান।

٣٠٩. عن عثمانَ بن السائبِ قال: أَخْبَرَنِى أبِى وأمّ عبدِ الْمَلِكِ بن أبِى مَحْذورةَ عن أبِى مَحْذورة رضى الله تعالى عنه قال: لَمَّا خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ......فذكر الْحَديثَ وفيه–حيَّ على الفلاحِ، حيَّ الفلاح، الصلاةُ خَيْرٌ مِنَ النومِ، الصلاةُ خَيْرٌ مِنَ النومِ. رواه النسائى وأبو داود، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، كذا فِى (آثارِ السننِ) للنيموي.

৩০৯। উসমান ইবনুস সায়িব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট আমার আবক্ষা এবং আবদুল মালিক ইবনে আবু মাহযুরার আম্মা হযরত আবু মাহযুরা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুনায়ন থেকে বের হলেন (রাবি পূর্ণ হাদিস বর্ণনা করেছেন; এতে রয়েছে) حيَّ على الفلاحِ، حيَّ الفلاح، الصلاةُ خَيْرٌ مِنَ النومِ، الصلاةُ خَيْرٌ مِنَ النومِ. । *(সহিহ ইবনে খুযায়মা, সুনানে আবু দাউদ)* ইবনে খুযায়মা হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। *(আসারুস সুনান লিন নিমাওয়ি)*

١١٧– باب مايقولُ عند سماعِ الأذان

অধ্যায়-১১৭ : আযান শুনে যা বলবে

٣١٠. عن أبي سعيد الْخُدْريِّ رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سَمِعْتُمُ النِّداءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مايقولُ الْمُؤَذِّنُ. رواه الْجَماعةُ.

৩১০। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে তখন মুআযযিন যা বলেন তোমরা তা-ই বলো। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٣١١. عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللّهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله. ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله. قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

৩১১। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুআযযিন যখন الله أكبر الله أكبر বলেন তখন তোমাদেও কেউ যদি الله أكبر الله أكبر বলে, যখন তিনি أشهد أن لا إله إلا الله বলেন সেও যদি أشهد أن لا إله إلا الله বলে, যখন তিনি أشهد أن محمدا رسول الله বলেন সেও যদি أشهد أن محمدا رسول الله বলে, যখন তিনি حي على الصلاة বলেন সে যদি لا حول و لا قوة إلا بالله বলে, যখন তিনি حي على الفلاح বলেন সে যদি لا حول و لا قوة إلا بالله বলে, যখন তিনি الله أكبر الله أكبر বলেন সেও যদি الله أكبر الله أكبر বলে এবং যখন তিনি لا إله إلا الله বলেন সেও যদি لا إله إلا الله অন্তর থেকে বিশ্বাস করে) বলে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(সহিহ মুসলিম)*

١١٨– بابُ مايقولُ بَعْدَ الدعاء

অধ্যায়-১১৮ : দুআর পর যা বলবে

٣١٢. عن عبدالله بن عمرو بن العاصِ رضى الله تعالى عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا سَمِعْتُمُ الْمُؤذنَ فقولوا مِثْلَ يقول، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فإنه مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صلاةً صَلَّى الله عليه بها عشراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الوسيلةَ، فإنَّها منـــزلةٌ فِي الْجنة لا تنبغى إلا لعبدٍ من عبادِ الله، وأرجو أنْ أكونَ أنا هو، فَمَنْ سألَ الله لِى الوسيلةَ حَلَّتْ عليه الشفاعةُ. رواه مسلم.

৩১২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছেন, যখন তোমরা মুআযযিনের আযান শুনতে পাবে তখন তাঁর মতো তোমরাও বলো। তারপর আমার ওপর দরূদ পাঠ করো; কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করল আল্লাহ তাআলা এর কারণে তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। অতপর তোমরা আমার জন্যে 'ওয়াসিলা' প্রার্থনা করো; কেননা এটা জন্নাতের এমন বিশেষ স্তর যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কোনো প্রিয় বান্দার জন্যেই মুনাসিব, আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি। সুতরাং যে আমার জন্যে 'ওয়াসিলা' প্রার্থনা করবে তার জন্যে শাফাআত সাব্যস্থ হয়ে যাবে। *(সহিহ মুসলিম)*

٣١٣. عن جابر بن عبدالله رضی الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ قال حِيْنَ يَسْمَعُ النداءَ: اللهمَّ رَبَّ هذه الدعوةِ التامة، والصلاة القائمةِ، آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يومَ القيامةِ. رواه البخاري.

৩১৩। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আযান শুনার পর এই দুআ পাঠ করবে: اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته কিয়ামতের দিন তার জন্যে আমার শাফাআত সাব্যস্থ হয়ে যাবে। *(সহিহ বুখারি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: আযানের শেষে এ ধরনের দুআ পাঠের সময় কেউ কেউ و الدرجة الرفيعة অংশটুকু বৃদ্ধি করে থাকেন। সাধারণ লোকেরা একে হাদিসে বর্ণিত দুআর অংশ মনে করে; অথচ তা হাদিসে বর্ণিত দুআর অংশ নয়। হাফিয ইবনে হাজার রাহ. (মৃ. ৮৫২হি.) বলেন, و ليس في شيئ من طرقه ذكر: الدرجة الرفيعة "এই হাদিসের কোনো সনদসূত্রেই و الدرجة الرفيعة এর উল্লেখ নেই।" আল্লামা সাখাবি রাহ. (মৃ. ৯০২হি.) বলেন, و زيادة و الدرجة الرفيعة كما يفعله من لا خبرة له بالسنة لا أصل لها "হাদিস ও সুন্নাত সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা আযানের দুআয় যে و الدرجة الرفيعة বৃদ্ধি করে তার কোনো ভিত্তি নেই।" (দেখুন: মিরকাতুল মাফাতিহ, ২/৩৫৩, মাআরিফুস সুনান, ২/২৩৮)

এখানে আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার যে, আযান-ইকামাতের নিয়ম-নীতি যেমন নির্ধারিত তেমনি আযান-ইকামাতের সময় অন্যদেও করণীয় কী তা-ও নির্ধারিত। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদিস উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো বিদআতপন্থীকে দেখা যায়, তারা আযান-ইকামাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম উচ্চারিত হওয়ার সময় আঙ্গুলে চুমু দেয়। হাদিসে রাসূলের কোথাও এই নিয়ম পাওয়া যায় না। আল্লামা সাখাওয়ি রাহ. বলেন, و لا يصح في المرفوع من كل هذا شيئ. 'এ জাতীয় কোনো কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।' (বিস্তারিত দেখুন: আল মাকাসিদুল হাসানা, পৃ. ৪৫১, হাদিস: ১০২১)

١١٩– باب: يُؤَذِّنُ للفائتة ويُقِيمُ

অধ্যায়-১১৯ : কাযা নামাযের জন্যে আযান-ইকামাত

٣١٤. روى أبو داود عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان فِي مسيـــرٍ له، فناموا عن صلاةِ الفجر، فاستيقَظوا بِحَرِّ الشمسِ، فارتفعوا قليلا حتى استقلتِ الشمسُ، ثُمَّ أمرَ مؤذنًا فأذَّنَ فصلى ركتعين قبل الفجر ثُمَّ صلى الفجرَ بإقامته ووفقِ عادته.

৩১৪। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন, সবাই ছিলেন নিদ্রায় ফজরের নামায রেখে, সূর্যের তাপে ঘুম থেকে তাঁরা জাগলেন। সূর্য আরো কিছু উপরে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, এমনকি সূর্য পূর্ণ উদ্ভাসিত হয়ে গেল। অতপর তিনি মুআযযিনকে আদেশ করলে মুআযযিন আযান দিলেন এবং তিনি ফজরের পূর্বে দু'রাকআত (সুন্নাত) পড়লেন। তারপর তিনি স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী ইকামাতের সাথে ফজরের নামায (কাযা) পড়লেন। *(সুনানে আবু দাউদ)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি.। উপনাম আবু নুজাইদ আল খুযায়ি। খায়বার যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট ফকিহ সাহাবিদের একজন। তাঁর পিতাও মুসলমান ছিলেন। বসরায় অবস্থান করেন এবং সেখানে ৫২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

٣١٥. وفِي روايةٍ لأبِي داود عن أبِي هريرة رضى الله تعالى عنه: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: تَحَوَّلُوا عن مكانِكم الذي أصابتكم فيه الغفلةُ، وأمر بلالاً فأذَّنَ وأقام فَصَلَّى.

৩১৫। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন, যে স্থানে তোমাদেরকে উদাসীনতা গ্রাস করেছে সেখান থেকে সরে যাও এবং বিলালকে আযান ও ইকামাতের নির্দেশ দিলেন এবং নামায আদায় করলেন। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٣١٦. وفِي روايةٍ لِمُسْلِمٍ: ثُمَّ أذَّن بلالٌ بالصلاة، فصلى النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثُمَّ صلى الغداةَ، فصَنَعَ كما يَصْنَعُ كُلَّ يومٍ.....وفيه: ليس فِي النوم تفريطٌ، وإنَّما التفريطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَجِيءَ وقتُ الصلاةِ الأخرى.

৩১৬। মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে: অতপর বিলাল নামাযের জন্যে আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করলেন, তারপর ফজরের নামায পড়লেন এবং প্রত্যেকদিনের ন্যায় কর্মসম্পাদন করলেন। এই হাদিসে রয়েছে: ঘুমে উদাসীনতা নয়, উদাসীনতা হচ্ছে ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে নামায আদায় করল না; এমনকি অন্য নামাযের ওয়াক্ত চলে আসল। *(সহিহ মুসলিম)*

١٢٠- باب: يُؤَذِّنُ ويقيمُ لأولَى الفوائت

অধ্যায়-১২০ : একাধিক কাযা নামাযের ক্ষেত্রে শুধু প্রথমবার আযান-ইকামাত দিবে (পরে শুধু ইকামাত)

٣١٧. روى الترمذي عن ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم فاتَهُ يومَ الْخندقِ أربعُ صلوات حَتَّى ذهبَ ما شاء الله من الليلِ، فأمر بلالاً، فَاذَّنَ ثُمَّ أقامَ، فصلى الظهرَ، ثُمَّ أقامَ فصلى العصر، ثُمَّ أقامَ فصلى الْمغربَ، ثُمَّ أقام فصلى العشاءَ.

৩১৭। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, খনদক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চর ওয়াক্তের নামায ছুটে যায়। অবশেষে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী রাতের কিছু অংশ চলে গেল তিনি বিলালকে আদেশ করলেন, বিলাল আযান ও ইকামাত দিলেন এবং তিনি যুহর আদায় করলেন, অতপর বিলাল ইকামাত দিলেন এবং তিনি আসর আদায় করলেন, অতপর বিলাল ইকামাত দিলেন এবং তিনি মাগরিব আদায় করলেন, তারপর বিলাল ইকামাত দিলেন এবং তিনি ইশা আদায় করলেন। *(সুনানে তিরমিযি)*

١٢١- باب شروط الصلاة

অধ্যায়-১২১ : নামাযের শর্তসমূহ

يَجِبُ أنْ يكون بدنُ الْمُصَلِّى طاهِرًا من حدثٍ وخبثٍ.

قوله تعالى: (إذا قُمْتُمْ إلى الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكُمْ). [الْمَائدة].

وقوله تعالى: (وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاطَّهَرُوا). [الْمَائدة].

মুসাল্লির শরির নাপাকি ও আবর্জনা থেকে পবিত্র হওয়া জরুরি।

আল্লাহ তাআলার বাণী: "হে মু'মিনগণ ! তোমরা যখন নামায পড়ার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন নিজেদের চেহারা ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিবে এবং মাথা মাসেহ ও টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করবে।" *(সূরা আল মায়িদা: ৬)* এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: আর যদি তোমরা জুনুবি হও তাহলে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করো। *(সূরা আল মায়িদা: ৬)*

٣١٨. قوله عليه الصلاة والسلام: لاصلاةَ لِمَنْ لا وضوء له. رواه أبو داود وابنُ ماجة والْحاكمُ عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه.

৩১৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার উযু নেই তার নামায হবে না। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٣١٩. عن أبِى هريرةَ رضى الله تعالى عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يَقْبَلُ الله صلاةَ أحدكم إذا أحدثَ حَتَّى يتوضأ. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي.

৩১৯। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কারো নামায কবুল করবেন না; উযু নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় উযু না করা পর্যন্ত। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٣٢٠. عن قتادةَ عن أبِى الْمليح عن أبيه (أسامة بن عُمَيْرٍ) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبلُ الله صدقةً من غلولٍ ولاصلاةً بغَيْرِ طهورٍ. رواه مسلم.

৩২০। কাতাদা আবুল মালিহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা উসামা ইবনে উমায়র রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা খিয়ানাতকৃত (হারাম) সম্পদ থেকে সাদাকা কবুল করেন না এবং পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল করেন না। *(সহিহ মুসলিম)*

٣٢١. عن على كَرَّمَ الله وَجْهَهُ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مفتاحُ الصلاةِ الطهور، وتَحْرِيْمُها التكبِيْرةُ، وتَحْليلها التسليم. رواه مسلم.

৩২১। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি। আর (নামাযের বাহিরের সর্বপ্রকার কাজ) হারামকারী হল তাকবির। আর (নামাযের বাহিরের যাবতীয় কাজ) হালালকারী হল সালাম বলা। *(সহিহ মুসলিম)*

١٢٢– باب: يَجِبُ طهارةُ ثوبِ الْمُصَلِّى وبدنه ومكانه وسترُ عورته

অধ্যায়-১২২ : মুসল্লির কাপড়, শরির, নামাযের স্থান এবং সতরে আওরাত করা ওয়াজিব

قوله تعالى: (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ). [الْمُدَّثِّر]. وقوله تعالى: (خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عندَ كلِّ مسجد). [الأعراف].

আল্লাহ তাআলার বাণী: এবং আপনি কাপড় পবিত্র করুন। (সূরা আল মুদ্দাসসির: ৪) এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সৌন্দর্য (কাপড়) গ্রহণ করো। (সূরা আল আ'রাফ: ৩১) তোমরা সকল নামাযের সময় (কাপড় পরিধান করে) সৌন্দর্য অবলম্বন করো। *(সূরা আল আরাফ: ৩১)*

٣٢٢. عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها قالتْ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يَقْبَلُ الله صلاةَ حائضٍ إلا بخِمارٍ. أخرجه أبو داود والترمذي وابنُ ماجة فِى الْحيضِ، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

৩২২। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মহিলার নামায ওড়না ব্যতীত কবুল করেন না। (*সুনানে তিরমিযি, ১/৮৬, হাদিস: ৩৭৭, সহিহ ইবনে খুযায়মা, ১/৪০১, হাদিস: ৭৭৫*) ইমাম তিরমিযি বলেন, হাসান হাদিস।

٣٢٣. عن عبدالله بن أبِى قتادة عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من امرأة صلاةً حتى توارى زِينَتها، ولا من جارية بلغتِ الْمَحيضَ حتى تَخْتَمِرَ. رواه الطبرانِى فِى معجمه (الأوسط) و(الصغير).

৩২৩। আবদুল্লাহ তাঁর পিতা হযরত আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা কোনো মহিলার নামায কবুল করেন না; যতক্ষণ না সে নিজের সৌন্দর্য গোপন করে, এবং প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মেয়েরও কবুল করেন না; যতক্ষণ না সে ওড়না পরিধান করে। *(তাবারানি)*

٣٢٤. أخرج الدارقطنِي فِي (سننه) عن أبِي أيوب قال: سَمِعْتُ النبِي صلى الله عليه وسلم يقول: ما فَوْقَ الركْبَتَيْنِ من العورةِ، وما أسفلَ السرةِ من العورة.

৩২৪। হযরত আবু আইয়ুব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, উভয় হাঁটুর উপরাংশ এবং নাভির নিম্নাংশ আওরাত। *(সুনানে দারাকুতনি)*

١٢٣– باب: إنَّ الْفَخذَ عورةٌ

অধ্যায়-১২৩ : উরু আওরাত

٣٢٥. عن عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الْفَخِذُ عورةٌ. رواه الطحاوي.

৩২৫। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, উরু আওরাত, অর্থাৎ তা আবৃত রাখা জরুরি। *(শারহু মাআনিল আসার ; তাহাবি)*

٣٢٦. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: خرج النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فرأى فَخِذَ رجُلٍ، فقال: فَخذُ الرجلِ عورةٌ.

৩২৬। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এক ব্যক্তির উরু (খোলা) দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, পুরুষের উরু আওরাত। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٣٢٧. عن مُحَمَّد بن جحشٍ: عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: مَرَّ على مَعْمَرٍ بفناء الْمَسْجِد كاشفًا عن طرف فَخِذه، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: خَمِّرْ فَخِذَكَ يامَعْمَرُ! إنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ. رواهُما الطحاوي.

৩২৭। হযরত মুহাম্মাদ বিন জাহশ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'মারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন; তিনি মসজিদ প্রাঙ্গনে উরুর কিছু অংশ খোলে বসেছিলেন, তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে মা'মার! তোমার উরু ঢেকে রাখ; উভয় উরু লজ্জাস্থান। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: হযরত আলি রাযি.'র থেকে বর্ণিত হাদিসটি হযরত জারহাদ থেকেও বর্ণিত। এর বিপরীতে হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসে উরু সতর নয় বলা হয়েছে। কিন্তু ইমাম বুখারি রাহ.

বলেন, و حديث أنس أسند و حديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم 'আনাস রাযি.'র হাদিস সনদের বিচারে অধিক সহিহ হলেও জারহাদের হাদিস সতকর্তার বিচারে অগ্রগণ্য। যাতে ইখতিলাফের মধ্যে থাকতে না হয়।'

١٢٤– بابُ عَوْرَةِ الْحُرَّةِ والأَمَةِ

অধ্যায়-১২৪ : স্বাধীন ও দাসী মহিলার আওরাত

٣٢٨. عن عبد الله بن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه قال: الْمَرأةُ عورةٌ، فإذا خرجتْ استشرفها الشيطانُ. رواه الترمذي فِي آخرِ الرضاع، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

৩২৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলা আওরাত (গোপনীয় জিনিস), যখন সে বের হয়ে পড়ে তখন শয়তান চোখ তুলে তার দিকে তাকায়। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, হাসান গারিব হাদিস।

٣٢٩. عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أن أَسْماء بنت أَبِى بكرٍ رضى الله تعالى عنهما دخلتْ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثيابٌ رقاقٌ، فأعرضَ عنها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أَسْماء، إن الْمَرأةَ إذا بلغتِ الْمَحيضَ لَمْ يُصْلِحْ أَنْ يُرى منها، إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه. رواه أبو داود فِى (سننه) فِى كتابِ اللباسِ، قال أبو داود: هذا مُرْسَل خالد بن دريك لَمْ يُدْرِكْ عائشةَ رضى الله تعالى عنها.

৩২৯। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলেন; তখন তার পরনে ছিল পাতলা কাপড়, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আসমা! মহিলা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় তখন তার কিছুই দেখা ঠিক নয়; শুধু এটা ও এটা ব্যতীত, এবং তিনি চেহারা ও হাতের তালুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এটা খালিদ ইবনে দুরাইক এর মুরসাল বর্ণনা, তিনি হযরত আয়িশা রাযি.কে পাননি। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٣٣٠. عن قتادةَ رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ الْجَاريةَ إذا حاضتْ لَمْ تصلحْ أنْ يُرى منها إلا وجهُها ويداها إلى المفصلِ. رواه أبو داود فِى (الْمَراسيل).

৩৩০। হযরত কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মেয়ে যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যায় তখন তার চেহারা ও হাতের কব্জি পর্যন্ত ব্যতীত অন্য কোনো কিছু দেখা ঠিক নয়। *(মারাসিলে আবু দাউদ)*

٣٣١. فِي (آثارِ) محمد بن الْحَسَنِ: أَخْبَرَنا أبو حنيفة عن حَمَّادِ بن سليمانَ عن إبراهيم النخعي: أنَّ عمر بن الْخطابِ رضى الله تعالى عنه كان يضربُ الإماءَ أنْ يَتَقَنَّعْنَ ويقول: لاتَتَشَبَّهْنَ بالْحَرائِرِ.

৩৩১। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইমাম আবু হানিফা থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবনে [আবি] সুলায়মান থেকে, তিনি ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযি. কৃতদাসীদেরকে ওড়না পরার কারণে প্রহার করতেন এবং বলতেন, তোমরা স্বাধীন মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না। *(কিতাবুল আসার)*

٣٣٢. وفِي (مصنف) عبد الرزاق: أخبرنا معمرٌ عن قتادةَ عن أنس رضى الله تعالى عنه: أنَّ عُمَرَ رضى الله تعالى عنه ضَرَبَ أمَةً لآلِ أنسٍ رآها متقنعةً، فقال: اكشفِي رأسَكِ لا تَتَشَبَّهِي بالْحَرائِرِ.

৩৩২। মা'মার কাতাদা থেকে, তিনি হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমার রাযি. আনাস রাযি.'র পরিবারের এক কৃতদাসীকে ওড়না পরিহিত দেখে প্রহার করলেন এবং বললেন, তুমি মাথা ('র ওড়না) খুলো, স্বাধীন মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক)*

٣٣٣. أَخْبَرَنا ابنُ جريج عن عطاءٍ: أن عمر بن الْخطابِ رضى الله تعالى عنه كان يَنْهَى الإماءَ عن الْجَلابيبِ أنْ يَتَشَبَّهْنَ بالْحَرائر. (نصب الراية).

৩৩৩। ইবনে জুরাইজ আতা রাহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযি. কৃতদাসীদেরকে 'জিলবাব' (বড় চাদর/ওড়না) পরে স্বাধীন মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক)*

١٢٥– باب: عورة الْحُرَّةِ جَمِيعُ بدنِها إلا الوجه والكف والقدم

অধ্যায়-১২৫ : স্বাধীন মহিলার চেহারা, হাত ও পা ব্যতীত পূর্ণ শরির আওরাত

٣٣٤. لقوله عليه الصلاة والسلام: الْمَرأةُ عورةٌ. رواه الترمذي وصَحَّحَهُ.

৩৩৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নারী হচ্ছেন আওরাত (গোপনীয় বস্তু)। ইমাম তিরমিযি রাহ. হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। *(সুনানে তিরমিযি)*

٣٣٥. وفِي رواية النسائي: الْحُرَّةُ.

৩৩৫। সুনানে নাসায়ি'র বর্ণনায় শব্দ রয়েছে: الْحُرَّةُ স্বাধীন মহিলা।

قوله تعالى: (ولاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاماظَهَرَ مِنْها). [النور].

আল্লাহ তাআলার বাণী: এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। কিন্তু যতটুকু প্রকাশ পেয়ে যায়। *(সূরা আন নূর: ৩১)*

٣٣٦. أخرج أبو داود عن أم سلمةَ رضى الله تعالى عنها: أنَّها سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أتُصَلِّى الْمَرْأةُ فِى درعٍ وخِمارٍ ليس لَهَا إزارٌ، قال: إذا كان الدرعُ سابغًا يُغطِّى ظهورَ قدمَيْها.

৩৩৬। হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলা কি পায়জামা ব্যতীত ওড়না ও কামিজ পরে নামায আদায় করতে পারবে? তিনি বললেন,কামিজ যদি এত প্রশস্ত হয় যে, সেটা তার পায়ের পিঠ পর্যন্ত ঢেকে ফেলে (তাহলে নামায পড়তে পারবে)। *(সুনানে আবু দাউদ)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: নারী-পুরুষের শারীরিক গঠন, সক্ষমতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি নানা বিষয়ে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি পার্থক্য রয়েছে ইবাদতসহ ইসলামি শরিআতের অনেক বিষয়ে। ওইসব ইবাদতের অন্যতম হলো নামায। বস্তুত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলার নামায পুরুষের মতোই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন – صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো সে ভাবেই নামায আদায় করো।" *(সহিহ বুখারি,১/৮৮, হাদিস: ৬৩১)* এই সহিহ হাদিসের ভিত্তিতে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, নামাযের মৌলিক বিষয়াদিতে নারী-পুরুষ সকলেই সমান। কিন্তু যেহেতু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর হুকম ভিন্ন হওয়া সম্পর্কিত সহিহ হাদিসও বর্ণিত হয়েছে, তাই মুসলিম উম্মাহর নির্ভরযোগ্য সকল আলিম এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নামাযের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলার হুকম পুরুষ থেকে ভিন্ন। শুধু হানাফি মাযহাবেই নয়, বরং মালিকি, শাফিয়ি ও হাম্বলি মাযহাবেও এ পার্থক্যগুলো স্বীকৃত, সমাদৃত। হাদিস ও ফিকহের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। এখানে এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সর্ব সাধারণের বোধগম্য কয়েকটি পার্থক্য উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো। ইনশাআল্লাহ।

এখানে মূল আলোচনার পূর্বে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, নামায পড়ার পদ্ধতিতে যেমন নারীর ভিন্ন হুকম রয়েছে, তেমনি নামাযের সঙ্গে সংশিষ্ট বিষয়েও রয়েছে নারী–পুরুষের মধ্যে পার্থক্য।

এক.

আযান শুধু পুরুষই দেন; মহিলাকে মুয়াযযিন বানানো জায়েয নয়। এরকম ইকামত শুধু পুরুষই দেন; মহিলা নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন-

لَيْسَ عَلى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ.

"মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত জরুরি নয়"। *(সুনানে কুবরা, বায়হাকি, ১/৪০৮)* আর তাবিয়িদের মধ্য থেকে ইবনে সিরিন, আতা, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান বাসরি, ইবরাহিম নাখায়ি, যুহরি প্রমুখের মতেও মহিলার ওপর আযান ও ইকামতের হুকম নেই। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ২/৩৬৬-৩৬৭, হাদিস: ২৩২৬-২৩৩৫)*

হানাফি মাযহাব ছাড়া অন্যান্য মাযহাবেও একই কথা। ইমাম মালিক রাহ. (মৃ. ১৭৯ হি.) বলেন-

لَيْسَ عَلى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ.

"মহিলাদের ওপর আযান ও ইকামত ওয়াজিব নয়।" *(আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ১/১৫৮)*

ইমাম শাফিয়ি রাহ. (মৃ. ২০৪ হি.) বলেন-

وَ لَا تُؤَذِّنُ امْرَأَةٌ، وَ لَوْ أَذَّنَتْ لِرِجَالٍ لَمْ يُجْزِ عَنْهُمْ أَذَانُهَا وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ.

"মহিলা আযান দিতে পারবে না । যদি পুরুষের জন্যে আযান দিয়ে দেয় তাহলে তাদের পক্ষ থেকে এই আযান যথেষ্ট হবে না। বস্তুত মহিলাদের ওপর আযান ওয়াজিবই নয় ।" । (*কিতাবুল উম্ম, ১/১৫২, আরো দেখুন : আল মাজমু শারহুল মুহাযযাব; ইমাম নববি, ৪/১৩১*)

হাম্বলি মাযহাবের অন্যতম ফকিহ আল্লামা ইবনে কুদামা আল মাকদিসি রাহ. . (মৃ. ৬২০ হি.) বলেন-

وَ لَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ يُشْرَعُ لَهُ الْأَذَانُ

"মহিলার আযান ধর্তব্য নয়। কেননা তার আযান শরীয়তসিদ্ধ নয়" । (*আল মুগনি, ১/৪৫৯*)

অন্যদিকে গায়রে মুকাল্লিদ আলিমগণও এ কথা স্বীকার করেন যে, আযান ও ইকামত শুধু পুরুষই দেবেন, মহিলা নয়। (দেখুনঃ *ফিকহুস সুন্নাহ, ১/১০২*)

দুই.

ইমাম ও খতিব পুরুষই হতে পারেন। মহিলা ইমাম ও খতিব হতে পারেন না। সাহাবি হযরত জাবির রাযি. বর্ণনা করেন- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো মহিলা পুরুষের ইমামতি করতে পারবে না।" (*সুনানে ইবনে মাজা, পৃ. ৭৫, হাদিসঃ ১০৮১*)

এ ব্যাপারে মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। ইমাম মালিক রাহ. বলেন- لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ "মহিলা ইমামতি করতে পারবে না। (*আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ১/১৭৭*) ইমাম শাফিয়ি রাহ. লিখেন-

وَ لَا يَجُوْزُ أَنْ تَكُوْنَ امْرَأَةٌ إِمَامَ رَجُلٍ فِيْ صَلَاةٍ بِحَالٍ أَبَداً، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

"পুরুষের নামাযে মহিলা ইমাম হওয়া কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, পুরুষ নারীদের অভিভাবক।" (*কিতাবুল উম্ম, ১/২৭৬*)

আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলি রাহ. লিখেন-

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهَا الرَّجُلُ بِحَالٍ فِيْ فَرْضٍ وَ لَا نَافِلَةٍ فِيْ قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً.

"ফুকাহায়ে কেরামের মতে ফরয কিংবা নফল কোনো নামাযে পুরুষ মহিলার পিছনে নামায পড়া সহিহ নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহিলা পুরুষের ইমামতি করতে পারবে না।" (*আল মুগনি, ২/৩৪*)

গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের বরণীয় ব্যক্তিত্ব শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন-

إِنَّ الْمَنْعَ مِنْ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ بِالرِّجَالِ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ

"উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত বক্তব্য হলো, মহিলা পুরুষদের ইমামতি করতে পারবে না।" (*মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৩/২৪৯*)

তিন.

জুমুআর নামায শুধু পুরুষের ওপর ফরয। মহিলার ওপর নয়। সাহাবি হযরত তারিক ইবনে শিহাব রাযি. বর্ণনা করেন-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ : إِلَّا أَرْبَعَةٌ : عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِرَقْمِ ١٠٦٧ قَالَ النَّوَوِيُّ : إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ . وَ قَالَ الْحَافِظُ : صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জামাআতের সাথে জুমুআ আদায় করা ফরয। তবে চার ধরনের মানুষ- দাস, মহিলা, বালক ও অসুস্থ ব্যক্তির ওপর জুমুআ ফরয নয়।" (*সুনানে আবু দাউদ, ১/১৫৩, হাদিস: ১০৬৭*)

হানাফি মাযহাবের ন্যায় অন্যান্য মাযহাবেও এ কথা স্বীকৃত। ইমাম মালিক রাহ. বলেন-

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَ الْعَبِيْدِ وَ الْمُسَافِرِيْنَ جُمُعَةٌ.

"মহিলা, দাস-দাসী ও মুসাফিরের ওপর জুমুআ ফরয নয়।" (*আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ১/২৩৮*)

ইমাম শাফিয়ি রাহ. বলেন- لَيْسَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِيْنَ وَ لَا عَلَى النِّسَاءِ وَ لَاعَلَى الْعَبِيْدِ جُمُعَةٌ.

"নাবালক সন্তান, মহিলা ও দাস–দাসীর ওপর জুমুআর নামায ফরয নয়।" (*কিতাবুল উম্ম, ১/৩১৬*)

আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলি রাহ. লিখেন- وَ لَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ وَ لَا عَبْدٍ وَ لَا امْرَأَةٍ.

"জুমুআর নামায কোনো মুসাফির , গোলাম ও মহিলার ওপর ফরয নয়।" (*আল মুগনি, ২/১৯৩*)

গায়রে মুকাল্লিদ আলিমগণও এ কথা স্বীকার করেন যে, পুরুষের ওপর জুমুআর নামায ফরয হলেও মহিলার ওপর ফরয নয়। গায়রে মুকাল্লিদ আলিম সায়্যিদ সাবিক রাহ. লিখেন-

أَمَّا مَنْ لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَيْهِمْ فَهُمْ: ١و٢ — الْمَرْأَةُ وَ الصَّبِيُّ. وَ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

"মহিলা ও না বালকের ওপর যে জুমুআ ফরয নয় এ ব্যাপারে সকলেই একমত। এতে কারো দ্বিমত নেই।" (*ফিকহুস সুন্নাহ, ১/২৫৫*)

চার.

পুরুষের জন্যে জামাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, অথচ মহিলাকে মসজিদ ও জামাআতের পরিবর্তে ঘরের ভেতরে নামায পড়ার হুকম করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِيْ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ حُجْرَتِهَا، وَ صَلَاتُهَا فِيْ مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ بَيْتِهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِرَقْمِ ٥٧٠. وَ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ السُّنَنِ الْكُبْرَى وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ وَ الْحَاكِمُ فِيْ الْمُسْتَدْرَكِ وَ قَالَ: حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَ لَمْ يُخَرِّجَاهُ وَ وَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

"মহিলা বাড়ির উঠানে নামায পড়ার চেয়ে ঘরে পড়া উত্তম। এবং বড় কামরায় পড়ার চেয়ে ছোট কামরায় (ঘরের কোণে) পড়া উত্তম।" (*সুনানে আবু দাউদ, ১/৮৪, হাদিস: ৫৭০*)

অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআত ত্যাগকারীদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

إنَّ أَثْقَل صَلَاة عَلى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاء وَ صَلَاةُ الْفَجْرِ وَ لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً. وَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (بِرَقْم ٦٤٤) وَ مُسْلِمٌ (بِرَقْم ٦٥١) رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعاً بِلَفْظِ : لَوْلَا مَا فِيْ الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الذُّرِّيَّةِ أَقَمْتُ صَلَاةَ العِشَاءِ وَ أَمَرْتُ فِتْيَانِيْ يُحَرِّقُوْنَ مَا فِيْ الْبُيُوْتِ بِالنَّارِ.

"মুনাফিকদের জন্য সব চেয়ে কঠিন নামায হলো ইশা ও ফজর। তারা যদি এ দুই নামাযের মর্যাদা ও বিনিময় সম্পর্কে জানতো তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাআতে শরিক হতো। আমি এ সংকল্প করেছিলাম যে, একজনকে নামায পড়াতে আদেশ দিব আর আমি কিছু লোককে নিয়ে -যাদের সঙ্গে লাকড়ির বোঝা থাকবে- ওই সব লোকের বাড়ি যাব যারা নামাযে আসে না। এর পর তাদেরকে ও তাদের ঘর-বাড়িগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দিব।" (*সহিহ বুখারি, ১/৮৯, হাদিস: ৬৪৪, সহিহ মুসলিম, ১/২৩২, হাদিস: ৬৫১*) মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে, বাড়ি-ঘরগুলোতে যদি মহিলা ও বাচ্চারা না হতো তাহলে আমি ইশার নামায কায়েম করে যুবকদেরকে আদেশ দিতাম, তারা যেন বাড়ি-ঘরগুলোতে যা কিছু আছে সব জ্বালিয়ে দেয়।" (*মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ৮৮৭৭*)

এ হাদিস থেকে বুঝা গেল যে, মহিলারা মসজিদে এসে জামাআত আদায় করা জরুরি নয়। এ কারণেই তারা বাড়িতে অবস্থান করে থাকেন। আর তাদের উপস্থিতির কারণে জামাআত ত্যাগকারীদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেবার আদেশ দেওয়া হয়নি। এ দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আয়িশা সিদ্দিকা রাযি. বলেন-

لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ.

"যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরে নারীদের বেহাল অবস্থা অবলোকন করতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিতেন, যেভাবে বনি ইসরাঈলের নারীদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছিল।" (*সহিহ বুখারি, ১/১২০, হাদিস: ৮৬৯, সহিহ মুসলিম, ১/১৮৩, হাদিস: ৪৪৫*)

গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের বরণীয় মুহাদ্দিস আল্লামা শাওকানি রাহ. (মৃ. ১২৫০হি.) বলেন-

وَ صَلَاتُهُنَّ عَلى كُلِّ حَالٍ فِيْ بُيُوْتِهِنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِنَّ فِيْ الْمَسْجِد.

"মহিলাগণ মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে সর্বাবস্থায় ঘরে পড়াই উত্তম।" (*নায়লুল আওতার, পৃ. ৫১৭*)

তিনি অন্যত্র লিখেন-

وَ وَجْهُ كَوْنِ صَلَاتِهِنَّ فِيْ الْبُيُوْتِ أَفْضَلَ: الْأَمْنُ مِنَ الْفِتْنَةِ وَ يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ بَعْدَ وُجُوْدِ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ مِنَ التَبَرُّجِ وَ الزِّيْنَةِ وَ مِنْ ثَمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ.

"মহিলাদের নামায ঘরে পড়া উত্তম হওয়ার কারণ হলো, ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকা। বিশেষত বর্তমানে যেহেতু মহিলারা সজ্জিত হয়ে ঘরের বাইরে যেতে শুরু করেছে। এ জন্যেই হযরত আয়িশা রাযি. তার মতামত স্পষ্ট করেছেন।" (*নায়লুল আওতার, পৃ: ৫১৬*)

পাঁচ.

মহিলা যদি একান্ত জামাআতে শরীক হয়ে যান আর নামাযে ইমামকে লোকমা দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে মহিলা নিজ ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের ওপর মেরে আওয়াজ দিবেন, মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ করবেন না। পক্ষান্তরে পুরুষের বেলায় এ ধরনের অবস্থায় তাসবিহ তথা "সুবহানাল্লাহ" বলার হুকম রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التسبيح للرجال و التصفيق للنساء.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পুরুষের জন্যে তাসবিহ আর মহিলার জন্যে করতালির হুকম প্রযোজ্য।" (*সহিহ বুখারি, ১/১৬০, হাদিস: ১২০৪, সহিহ মুসলিম, ১/১৮০, হাদিস: ৪২২*)

ছয়.

পুরুষের সতর হচ্ছে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত , পক্ষান্তরে মহিলার প্রায় পুরো শরীরই ঢেকে রাখা ফরয। তাই নামায শুরু করার আগেই মহিলাদের মুখ ম-ল, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা ব্যতীত সমস্ত শরীর কাপড় দ্বারা আবৃত করার হুকম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد. "তোমরা সকল নামাযের সময় (কাপড় পরিধান করে) সৌন্দর্য অবলম্বন করো।" (*সূরা আল আরাফ: ৩১*) অন্য আয়াতে এসেছে- وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَــهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. "স্ত্রীলোকেরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না, তবে যতটুকু স্বভাবত প্রকাশ হয়ে যায়।" (*সূরা আন নূর: ৩১*) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবক্কাস রাযি. বলেন, আয়াতে "স্বভাবত প্রকাশমান" দ্বারা চেহারা ও হাতের তালু বুঝানো হয়েছে। (*তাফসিরে ইবনে কাসির, ৩/৩৮৩*) হানাফি ফকিহগণ প্রয়োজনের তাগিদে পায়ের পাতাকেও চেহারা ও হাতের তালুর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন-

فَكَذَالِكَ الْقَدَمُ يَجُوْزُ إِبْدَاؤُهُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَ هُوَ الْأَقْوَى.

"ইমাম আবু হানিফার মতে মহিলা নামাযে পা-ও খোলা রাখতে পারবে। বস্তুত দলিলের দিক থেকে এ কথাটিই অধিক শক্তিশালী।" (*মাজমুউল ফাতাওয়া, ২১/১১৪*)

কুরআনের মতো হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ.

"আল্লাহ তাআলা প্রাপ্তবয়স্ক কোনো মহিলার নামায ওড়না ব্যতীত কবুল করেন না।" (*সুনানে তিরমিযি, ১/৮৬, হাদিস: ৩৭৭, সহিহ ইবনে খুযায়মা, ১/৪০১, হাদিস: ৭৭৫*) এখানে خمار বা ওড়না বলতে এমন কাপড় বুঝায়, যা দ্বারা মহিলা স্বীয় মাথা ও ঘাড় ঢেকে রাখেন।

গায়রে মুকাল্লিদদের মান্যবর মুহাদ্দিস আল্লামা শাওকানি রাহ. পুরুষ-মহিলার মধ্যকার এ পার্থক্য স্বীকার করে বলেন-

وَ إِلْحَاقُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ لَا يَصِحُّ هَهُنَا لِوُجُوْدِ الْفَارِقِ وَ هُوَ مَا فِيْ تَكَشُّفِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَ هَذَا مَعْنًى لَا يُوْجَدُ فِيْ عَوْرَةِ الرَّجُلِ.

"এখানে সতরের মাসআলায় পুরুষকে মহিলার মতো গণ্য করা সহিহ নয়। এক্ষেত্রে তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । কেননা মহিলার সতর খোলে রাখার মধ্যে যে ফেতনার আশংকা রয়েছে পুরুষের ক্ষেত্রে তা নেই।" (*নায়লুল আওতার, পৃ. ২৫৯*)
মনে রাখা দরকার যে, পুরুষের জন্যে শুধু নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয হলেও এমন কাপড় পরে নামায পড়া মাকরুহ যা পরিধান করে লোক সমাজে যেতে লজ্জাবোধ হয়।

সাত.

পুরুষ নামায শুরু করার সময় উভয় হাত কান বরাবর ওঠাবেন। পক্ষান্তরে মহিলা ওঠাবেন বুক বরাবর। হযরত ওয়াইল বিন হুজর রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন-

يَا وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ، إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ وَ الْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا.

"হে ওয়াইল বিন হুজর! যখন তুমি নামায শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত ওঠাবে। আর মহিলা হাত ওঠাবে বুক বরাবর।" (*মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/২৭২, হাদিস: ২৫৯৪*)
এ সম্পর্কে মক্কাবাসীদের ইমাম, প্রসিদ্ধ তাবিয়ি আতা ইবনে আবি রাবাহ রাহ. (মৃ. ১১৪হি.)'র ফতোয়াও নিম্নে উল্লেখ করা হলো। ইমাম ইবনে আবি শায়বা রাহ. বর্ণনা করেন-

قَالَ هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا شَيْخٌ لَنَا : سَمِعْتُ عَطَاءً سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِيْ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: حَذْوَ ثَدْيَيْهَا.

"হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো, নামাযে মহিলা কতটুকু হাত উঠাবে? তিনি বললেন, বুক বরাবর।" (*মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ২/৪২১, হাদিস: ২৪৮৬*)
ইমাম ইবনে আবি শায়বা রাহ. আরো বর্ণনা করেন-

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تُشِيْرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا بِالتَّكْبِيْرِ كَالرَّجُلِ قَالَ: لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ وَ أَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا، جَمَعَهُمَا إِلَيْهِ جِدًّا، وَ قَالَ : إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ وَ إِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ.

"ইবনে জুরাইজ রাহ. বলেন, আমি আতা ইবনে আবি রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলা তাকবিরের সময় পুরুষের সমান হাত তুলবে ? তিনি বললেন, মহিলা পুরুষের মতো হাত উঠাবে না। এর পর তিনি (মহিলাদের হাত তোলার ভঙ্গি দেখাতে গিয়ে) তার উভয় হাত অনেক নিচুতে রেখে শরীরের সাথে খুব মিলিয়ে রাখলেন এবং বললেন, মহিলাদের পদ্ধতি পুরুষ থেকে ভিন্ন। তবে এমন না করলেও অসুবিধা নেই।" (*মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ২/৪২১, হাদিস: ২৪৮৯,* এতদসংশ্লিষ্ট আরো উক্তি দেখুন: *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ২/৪২১-৪২২, হাদিস: ২৪৮৭-৮৮-৯০*)
আল্লামা ইবনে কুদামা হাম্বলি রাহ. (মৃ. ৬২০হি.) বলেন-

فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَذَكَرَ الْقَاضِيْ فِيْهَا رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، إِحْدَاهُمَا تَرْفَعُ، لِمَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ أَنَّهَا كَانَتَا تَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا، وَ هُوَ قَوْلُ طَاوُوْسٍ، وَ لِأَنَّ مَنْ شُرِعَ فِيْ حَقِّهِ التَّكْبِيْرُ شُرِعَ فِيْ حَقِّهِ الرَّفْعُ كَالرَّجُلِ، فَعَلَى هَذَا تَرْفَعُ قَلِيْلاً، قَالَ أَحْمَدُ: رَفْعٌ دُوْنَ رَفْعٍ ـــ وَ الثَّانِيَةُ لَا يُشْرَعُ لِأَنَّهُ فِيْ مَعْنَى التَّجَافِيْ وَ لَا شُرِعَ ذَلِكَ لَهَا، بَلْ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِيْ الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ وَ سَائِرِ صَلَاتِهَا.

“তাকবিরের সময় মহিলারা হাত উঠাবে কি উঠাবে না- এ বিষয়ে কাযি (আবু ইয়ায) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে দুটি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথম মত অনুযায়ী হাত তুলবে। কেননা, খাল্লাল হযরত উম্মে দারদা এবং হাফসা বিনতে সিরিন থেকে সনদসহ বর্ণনা করেন যে, তারা হাত উঠাতেন। ইমাম তাউসের বক্তব্যও তা-ই। উপরন্তু যার ব্যাপারে তাকবির বলার নির্দেশ রয়েছে তার ব্যাপারে হাত উঠানোরও নির্দেশ রয়েছে, যেমন পুরুষ করে থাকে। এ হিসাবে মহিলা হাত উঠাবে, তবে সামান্য। আহমদ রহ. বলেন, তুলনামূলক কম উঠাবে। দ্বিতীয় মত এই যে, মহিলাদের জন্য হাত উঠানোর হুকুম নেই। কেননা, হাত উঠালে কোনো অঙ্গকে ফাক করতেই হয়। অথচ মহিলাদের জন্য এর বিধান দেওয়া হয়নি। বরং তাদের জন্য নিয়ম হলো, রুকু সিজদাহসহ পুরো নামাযে নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখবে।” *(আল মুগনি, ২/১৩৯)*

আট.

সিজদায় পুরুষ আপন বাহুদ্বয় জমিন থেকে পৃথক রাখবেন। পক্ষান্তরে মহিলা সিজদায় আপন শরীর জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবেন।

তাবিয়ি ইয়াযিদ বিন হাবিব রাহ. বলেন-

إنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إلى الْأَرْضِ فَإنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِيْ ذَلِكَ كَالرَّجُلِ.

“একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর জমিনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কেননা মহিলা এক্ষেত্রে পুরুষের মতো নয়।” *(মারাসিলে আবু দাউদ, পৃ. ৪, সুনানে কুবরা, বায়হাকি, ২/২২৩)*

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আমির ইয়ামানি রাহ. (মৃ. ১১৮২ হি.) এই হাদিসকে দলিল হিসাবে পেশ করে পুরুষ ও মহিলার নামাযে সিজদার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। এবং স্পষ্ট বলেছেন- وَ هَذَا فِيْ حَقِّ الرَّجُلِ لَا الْمَرْأَةِ “বাহু জমিন থেকে উঠিয়ে রাখার বিধান পুরুষের জন্যে, মহিলার জন্যে নয়।” *(সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম, পৃ. ২২৭)* এবং গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের চিন্তাপুরুষ, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান রাহ. (মৃ. ১২৫০ হি.)ও একই কথা বলেছেন। (দেখুন: *ফাতহুল আল্লাম শারহু বুলুগিল মারাম, ১/১৩৮)*

অন্য দিকে খলিফায়ে রাশিদ হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَ لْتُلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا.

“মহিলা যখন সিজদা করবে তখন সে যেন খুব জড়সড় হয়ে সিজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে।” *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ২/৫০৪, হাদিস: ২৭৯৩, সুনানে কুবরা, বায়হাকি, ২/২২২)*

নয়.

মহিলা যখন দুই সিজদার মধ্যখানে কিংবা তাশাহহুদে বসবেন তখন ডান উরু বাম উরুর উপর রাখবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِيْ الصَّلَاة وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلى فَخِذِهَا الْأُخْرى وَ إِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِيْ فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُوْنُ لَهَا. وإِنَّ اللهَ تَعَالى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ يَقُوْلُ: يَا مَلَائِكَتِيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهَا.

"মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন (ডান) উরু অপর উরুর উপর রাখে। আর যখন সিজদা করবে তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে; যা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী। আল্লাহ তাআলা তাকে দেখে বলেন, ওহে আমার ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।" (*সুনানে কুবরা, বায়হাকি, ২/২২৩*)

ইমাম ইবনে আবি শায়বা রাহ. বর্ণনা করেন-

عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِيْ الصَّلَاةِ وَ لَا يَجْلِسْنَ جُلُوْسَ الرِّجَالِ عَلى أَوْرَاكِهِنَّ يَتَّقِيْ ذَلِكَ عَلى الْمَرْأَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُوْنَ مِنْهَا الشَّيْئُ.

"হযরত খালিদ ইবনে লাজলাজ রাহ. বলেন, মহিলাদেরকে আদেশ করা হত তারা যেন নামাযে দুই পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসে। পুরুষদের মতো না বসে। আবরণযোগ্য কোনো কিছু প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার আশংকায় মহিলাদেরকে এমনটি করতে হয়।" (*মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ২/৫০৫-৫০৬, হাদিস: ২৭৯৯*)

এখানে এই বর্ণনাদ্বয় থেকে জানা গেল যে, নামাযে নারী ও পুরুষের বসার পদ্ধতি এক নয়। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.'র উপরিউক্ত হাদিস দ্বারা একথাও বুঝা গেল যে, মহিলার নামায আদায়ের শরীআত নির্ধারিত ভিন্ন এই পদ্ধতির মধ্যে ওই দিকটিই বিবেচনায় রাখা হয়েছে যা তার সতর ও পর্দার পক্ষে অধিক উপযোগী। এই সতর ও পর্দা রক্ষার স্বার্থেই মহিলার নামাযে হাত উঠানো, হাত বাধা, রুকু, সিজদা, জলসাসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে ভিন্ন হুকম বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা আবদুল হাই লাখনোবি রাহ. বলেন-

وَ هَذَا كُلُّهُ فِيْ حَقِّ الرِّجَالِ وَ أَمَّا فِيْ حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّفَقُوْا عَلى أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلى الصَّدْرِ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ. وَ فِيْ الْمُضْمَرَاتِ نَاقِلاً عَنِ الطَّحَاوِيِّ: الْمَرْأَةُ تَضَعُ يَدَهَا عَلى صَدْرِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا.

"মহিলাদের ব্যাপারে সকলে একমত যে, তাদের জন্য সুন্নাত হলো বুকের উপর হাত বাধা। কারণ এটাই তাদের জন্য যথোপযুক্ত সতর।" (*উমদাতুর রিআয়া, ১/১৪৪*)

ইমাম শাফিয়ি রাহ. বলেন-

وَ قَدْ أَدَّبَ اللهُ تَعَالى النِّسَاءَ بِالاسْتِتَارِ وَ أَدَّبَهُنَّ بِذَلِكَ رَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أُحِبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَضُمَّ بَعْضًا إِلى بَعْضٍ، وَ تُلْصِقَ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا وَ تَسْجُدَ كَأَسْتَرِ مَا يَكُوْنُ لَهَا. وَهَكَذَا أُحِبُّ لَهَا فِيْ الرُّكُوْعِ وَ الْجُلُوْسِ وَ جَمِيْعِ الصَّلَاةِ أَنْ تَكُوْنَ فِيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُوْنُ لَهَا.

"আল্লাহ তাআলা মহিলাদেরকে পুরোপুরি আবৃত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর রাসূলও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আমার নিকট পছন্দনীয় হলো, সিজদা অবস্থায় এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গকে মিলিয়ে রাখবে এবং সিজদা এমনভাবে করবে যাতে সতরের চূড়ান্ত হেফাযত

হয়। অনুরূপ রুকু , বৈঠক ও গোটা নামাযে এমনভাবে থাকবে যাতে সতরের পুরোপুরি হেফাযত হয়।" (*কিতাবুল উম্ম; ইমাম শাফিয়ি, ১/২০৯*)

ফিকহে শাফিয়ির অন্যতম ভাষ্যকার ইমাম বায়হাকি রাহ. (মৃ. ৪৫৮হি.) বলেন-

وَ جِمَاعُ مَا يُفَارِقُ الْمَرْأَةَ فِيْهِ الرَّجُلُ مِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ رَاجِعٌ إِلَى السَّتْرِ، وَ هُوَ أَنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ بِكُلِّ مَا كَانَ أَسْتَرَ لَهَا، وَ الْأَبْوَابُ الَّتِيْ تَلِيْ هَذِهِ تَكْشِفُ عَنْ مَعْنَاهُ وَ تَفْصِيْلِه، وَ بِاللهِ التَّوْفِيْقُ.

"নামাযের বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার নামাযের (পদ্ধতিগত) ভিন্নতার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো সতর। অর্থাৎ মহিলার জন্যে হুকম হলো ওই পদ্ধতি অবলম্বন করা যা তাকে সর্বাধিক পর্দা দান করে। সামনের অধ্যায়গুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।" (*সুনানে কুবরা , বায়হাকি, ২/২২২*)

ফিকহে হাম্বলির অন্যতম ইমাম আল্লামা ইবনে কুদামা রাহ. তদীয় "আল মুগনি"তে পুরুষের নামাযের পদ্ধতি উল্লেখ করার পর বলেন-

وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِيْ ذَلِكَ كُلِّه سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِيْ الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ وَ تَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً أَوْ تَسْدُلُ رِجْلَيْهَا. وَ قَالَ أَحْمَدُ: وَ السَّدْلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ ــ فَتَجْعَلُهُمَا فِيْ جَانِبِ يَمِيْنِهَا ــ.

"এসব ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার হুকম অভিন্ন। তবে মহিলা রুকু ও সিজদায় নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। এবং মহিলা চারজানু হয়ে বসবে কিংবা উভয় পা এক সাথে করে ডান পাশ দিয়ে বের করে দিবে। ইমাম আহমদ রাহ. বলেন, আমার নিকট সাদ্‌ল তথা দ্বিতীয় পদ্ধতিই অধিক পছন্দনীয়।" (*আল মুগনি, ২/৬৩৫-৬৩৬*)

আল্লামা ইবনে কুদামা রাহ. তার অপর গ্রন্থ "আল মুকনি"তে এভাবে বলেছেন-

وَ الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِيْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهَا تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِيْ الرُّكُوْعِ وَ السُّجُوْدِ وَ كَذَا فِيْ بَقِيَّةِ الصَّلَاةِ بِلَا نِزَاعٍ .

"এসব ক্ষেত্রে মহিলার হুকম পুরুষের মতোই। তবে মহিলা রুকু ও সিজদায় নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। অনুরূপ নামাযের অন্যান্য রুকনেরও এই হুকম। এতে কারো দ্বিমত নেই।" (*আল মুকনি,*)

পুরুষ–মহিলার নামাযের পদ্ধতিগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত হাদিস, আসারে সাহাবা, আসারে তাবিয়িন এবং চার ইমামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে এও দেখানো হয়েছে যে, গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের বরণীয় ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের নেতৃস্থানীয় আলিমগণও পুরুষ-মহিলার নামাযের মধ্যকার পার্থক্য স্বীকার করেছেন। আর তারা সেই আলোকে ফতোয়াও প্রদান করতেন। আমাদের যে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা মহিলাদের নামাযের ভিন্ন পদ্ধতির বিষয়টিকে উপেক্ষা করেন এবং পুরুষ ও মহিলার নামাযের অভিন্নপদ্ধতির পক্ষে কথা বলেন মূলত তাদের নিকট উল্লেখযোগ্য স্পষ্ট কোনো দলিলই নেই। প্রখ্যাত মুহাক্কিক, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম বলেন, "আশ্চর্য কথা হলো, উপর্যুক্ত দলিলসমূহ এবং নববি যুগ থেকে পর্যায়ক্রমে চলে আসা উম্মাহর সর্বসম্মত আমলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আলবানি সাহেব তার 'সিফাতুস সালাত' গ্রন্থে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, "পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতি এক।"

কিন্তু এই দাবির স্বপক্ষে তিনি না কোনো আয়াত পেশ করেছেন, না কোনো হাদিস। আর না কোনো সাহাবী বা তাবিয়ীর ফতোয়া। তার দলিল হলো, পুরুষ–মহিলার নামাযের পদ্ধতিগত পার্থক্যের ব্যাপারে

কোনো সহিহ হাদিস নেই। অথচ এটিও একটি দাবি এবং তা প্রমাণ করার জন্যে অপরিহার্য ছিল উপর্যুক্ত দলিলগুলো বিশ্লেষণ করা। কিন্তু তিনি তা না করে কেবল পার্থক্য সম্বলিত একটি হাদিসকে শুধু এ কথা বলে যয়িফ আখ্যা দিলেন যে, হাদিসটি মুরসাল। অতএব তা যয়িফ! এ ছাড়া অন্য কোনো আলোচনাই তিনি দলিল সম্পর্কে করেননি!

এখানে একটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে হাদিসশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। শুধু এতটুকু বলব যে, মুরসাল হাদিস কেবল মুরসাল হওয়ার কারণেই অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না। কেননা অধিকাংশ ইমামের মতে, বিশেষত স্বর্ণযুগের ইমামগণের মতে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বিদ্যমান থাকলে মুরসাল হাদিসও সহিহ হাদিসের মতোই গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত যে ইমামগণের নিকট মুরসালকে 'সহিহ' বলার ব্যাপারে দ্বিধা রয়েছে তারাও মূলত কিছু শর্তের সাথে মুরসাল হাদিসকে দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

বর্তমান নিবন্ধে যে মুরসাল হাদিস সম্পর্কে আলোচনা চলছে তাতে প্রয়োজনীয় শর্ত বিদ্যমান রয়েছে; যার কারণে গায়রে মুকাল্লিদদের বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান '*আউনুলবারি*' (১/৫২০, দারুর রাশিদ, হালাব, সিরিয়া) তে লিখেছেন, "এই মুরসাল হাদিসটি সকল ইমামের উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ী দলিলযোগ্য।"

পুরুষ ও মহিলার অভিন্ন নামায–পদ্ধতি বিষয়ক রায়ের সমর্থন পেশ করতে গিয়ে দ্বিতীয় যেই কাজটি আলবানি সাহেব করেছেন তা হলো, ইবরাহিম নাখায়ি রাহ.'র নামে একটি কথা চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি নাকি বলেছেন – تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ فِيْ الصَّلَاةِ كَمَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ. "মহিলা পুরুষের মতোই নামায আদায় করবে।" উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা' এর। অথচ উপর্যুক্ত গ্রন্থে কোথাও এই কথাটি নেই। আল্লাহ তাআলা ভাল জানেন, এই ভুল উদ্ধৃতি তিনি কীভাবে লিখে দিলেন?! অথচ ইতোপূর্বে একাধিক সহিহ সনদে উদ্ধৃতিসহ ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. এর বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন হুকমের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার নামাযের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় কাজটি তিনি এই করেছেন যে, ইমাম বুখারি রাহ.'র রিজাল বিষয়ক গ্রন্থ 'তারিখুস সাগির' থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি পেশ করেছেন-

عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّهَا كَانَتْ تَجْلِسُ فِيْ الصَّلَاةِ جِلْسَةَ الرَّجُلِ.

"উম্মে দারদা থেকে বর্ণিত, তিনি নামাযে পুরুষের ন্যায় বসতেন।" অথচ আলবানি সাহেব লক্ষ্য করেননি এই রেওয়ায়াত দ্বারাই পুরুষ ও মহিলার বসার পদ্ধতি ভিন্ন হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা উভয়ের বসার পদ্ধতি এক হলে جِلْسَةَ الرَّجُلِ "পুরুষের মতো বসা" কথাটির কোনো অর্থ থাকে না। তাই এই বর্ণনা থেকেও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, সেই যামানার পুরুষ ও মহিলার বসার পদ্ধতি এক ছিল না। তথাপি উম্মে দারদা পুরুষের মতো বসতেন; একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা হওয়ায় তা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

উম্মে দারদা ছিলেন তাবিয়ি; ৮০ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। যদি নামাযের পদ্ধতি প্রমাণের ক্ষেত্রে তাবিয়িদের আমল দলিল হয়ে থাকে এবং বাস্তবও তাই, তাহলে তো আমরা ইতিপূর্বে একাধিক বিখ্যাত তাবেয়ি ইমামের উদ্ধৃতিতে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং তাতে

এ কথা প্রমাণ হয়েছে যে, আয়িম্মায়ে তাবিয়িনের তা'লিম ও শিক্ষা অনুযায়ী রুকু, সিজদা ও বৈঠকসহ একাধিক আমলের মধ্যে মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি পুরুষ থেকে ভিন্ন ছিল। অতএব এ ক্ষেত্রে শুধু একজন তাবিয়ি মহিলার ব্যক্তিগত আমলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারটি যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষ করে যখন এই বর্ণনাতেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিষয়ে তিনি অন্য সাহাবি ও তাবিয়ি মহিলাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে ছিলেন।" (*নবীজীর নামায, পৃ. ৩৯০-৩৯২*)

মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর এই নাতিদীর্ঘ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতি অভিন্ন- এ বিষয়ে আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের নিকট বাস্তবে কোনো দলিলই নেই। অথচ আমরা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে হাদিস, আসারে সাহাবা ও তাবিয়ির আলোকে প্রমাণ করে এসেছি যে, নামাযের একাধিক হুকমে পুরুষ ও মহিলার পার্থক্য রয়েছে। অতএব এখন আমরা শুধু এতটুকু বলতে পারি- لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

"ফলে যার ধ্বংস হওয়ার সে যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকার সেও যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখেই জীবিত থাকে।" (*সূরা আল আনফাল: ৪২*)

١٢٦- باب: مِنْ شروطِ الصلاة استقبالُ القبلة

অধ্যায়-১২৬ : কিবলামুখী হওয়া নামাযের শর্তসমূহের মধ্য থেকে

لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ). [البقرة].

"সুতরাং মসজিদুল হারামের দিকে নিজের চেহারা ফেরাবে। এবং তোমরা যেখানেই থাকো (সালাত আদায়কালে) নিজ চেহারা সে দিকেই ফিরিয়ে রাখবে।" (*সূরা আল বাকারা: ১৪৪*)

٣٣٧. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنه، أخبرنِى أسامةُ بن زيد رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم لَمَّا دخلَ البيتَ دعا فِى نواحيه كلها ولَمْ يُصَلِّ فيه حتى خرجَ، فلما خرجَ ركع ركعتين فِى قِبَلِ القبلة ثُمَّ قال: هذه القبلةُ. أخرجه البخاري ومسلم.

৩৩৭। হযরত ইবনে আবক্কাস রাযি. হযরত উসামা বিন যায়দ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লায় প্রবেশ করে তার প্রত্যেক কোণে দুআ করেছেন, তবে বের হওয়া পর্যন্ত সেখানে নামায পড়েননি। আর বের হয়ে কিবলার সম্মুখে দু'রাকআত আদায় করলেন এবং বললেন, এটাই হচ্ছে কিবলা। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٣٣٨. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بَيْنَ الْمَشرقِ والْمَغربِ قبلةٌ. أخرجه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

৩৩৮। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যখানে হচ্ছে কিবলা। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, হাসান সহিহ হাদিস।

٣٣٩. عن نافعٍ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بَيْنَ الْمَشرقِ والْمَغربِ قبلةٌ. أخرجه الْحاكمُ في (الْمُستدرك) وقال: إسناده عَلَى شرطِ الشيخين.

৩৩৯। নাফি' হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যখানে হচ্ছে কিবলা। *(মুসতাদরাকে হাকিম)* হাকিম বলেন, এটার সনদ বুখারি-মুসলিম'র শর্তে উন্নীত।

١٢٧- باب: قبلةُ الْخائف ومَنْ أشْكَلَتْ عليه القبلةُ

অধ্যায়-১২৭ : আতঙ্কিত এবং যার নিকট কিবলা অস্পষ্ট তার কিবলা

٣٤٠. روى ابن ماجة والترمذي من حديثِ عامر بن ربيعة عن أبيه عامر قال: كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ(زاد الترمذي: في ليلةٍ مظلمةٍ) فتغيمت السماءُ وأشكلتْ علينا القبلةُ، فصلينا، فلماطلعتِ الشمسُ إذا نحنُ قد صلينا لِغَيْرِ القبلةِ، فذكرنا ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ الله: (فأينما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله). قال الترمذي: إسنادُهُ ليس بذلك.

৩৪০। আবদুল্লাহ ইবনে আমির ইবনে রাবিআ'র সূত্রে তাঁর পিতা হযরত আমির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। (তিরমিযি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, অন্ধকার রাত্রিতে) তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং আমাদের নিকট কিবলা সন্দিহান হয়ে গেল। আমরা নামায পড়ে নিলাম। তারপর যখন সূর্য উদিত হল তখন দেখা গেল যে, আমরা কিবলা ভিন্ন অন্য দিকে নামায পড়ে ফেলেছি। বিষয়টি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা করলাম। তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন- ------------ "তোমরা যেদিকেই চেহারা ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর সত্ত্বা।" (সূরা আল বাকারা: ১১৫) ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদিসটি তেমন শক্তিশালী নয়। *(সুনানে তিরমিযি, সুনানে ইবনে মাজাহ)*

সাহাবি পরিচিতি : এখানে সনদে 'আবদুল্লাহ ইবনে' বাদ পড়ে গেছে। হযরত আমির ইবনে রাবিআ রাযি.। উপনাম আবু আবদুল্লাহ। প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবাশার দিকে উভয় হিজরতে তিনি শরিক ছিলেন। বদরসহ সবক'টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। ৩২ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

١٢٨– باب: مِنْ شروط الصلاة النِّيَّةُ وكذا الوقتُ

অধ্যায়-১২৮ : নিয়ত ও ওয়াক্ত নামাযের শর্তসমূহের মধ্য থেকে

قوله تعالى: (وماأُمِرُوا إلاليَعْبُدُوا الله مُخْلِصِيْنَ له الدين). [البينة].

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ: "তাদেরকে একমাত্র এই আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর জন্যে দ্বীনকে খালিস করে তাঁর ইবাদাত করে।" (সূরা আল বাইয়্যিনাহ: ৫)

٣٤١. عن عمر بن الْخطاب رضى الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّما الأعمالُ بالنيات. رواه الأئمةُ الستةُ فِي كتبهم، وروى البخاري فِي سبعة مواضع من كتابه.

৩৪১। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সমূহ আমল নিয়তের ওপরই নির্ভরশীল। (*সহিহ বুখারি, ১/২, হাদিস: ১, সহিহ মুসলিম, ২/১৪০, হাদিস: ১৯০৭*) ইমাম বুখারি রাহ. তদীয় 'সহিহ'র সাত জায়গায় এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

وقوله تعالى: (إنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمنِيْنَ كتاباً مَوْقُوتاً). [النساء].

এবং আল্লাহ তাআলার ইরশাদ: "নিশ্চয় নামায মু'মিনদের ওপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" (সূরা আন নিসা: ১০৩)

أبوابُ صفَةِ الصلاة

নামাযের পদ্ধতি সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ

١٢٩– باب فروضِ الصلاةِ

অধ্যায়-১২৯ : নামাযের ফরযসমূহ

١٢٩\١– التَّحْرِيْمَةُ

অধ্যায়-১২৯/১ : তাহরিমা

لقوله تعالى: (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ). [الْمُدثر].

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ: "তুমি তোমার প্রতিপালকের বড়ত্ব বর্ণনা কর।" (সূরা আল মুদ্দাসির: ৩)

٣٤٢. عن عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ قال: قال عليه الصلاة والسلامُ: مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتَحْرِيْمُها التكبِيْرُ، وتَحْلِيلُها التسليم. رواه مسلمٌ وأبو داود والترمذي وابنُ ماجة، وحَسَّنَهُ الترمذي والنووي.

৩৪২। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি। আর (নামাযের বাহিরের সর্বপ্রকার কাজ) হারামকারী হল তাকবির। আর (নামাযের বাহিরের যাবতীয় কাজ) হালালকারী হল সালাম বলা। *(সহিহ মুসলিম)* ইমাম তিরমিযি ও নাওয়াওয়ি এই হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

٣٤٣. عن أَبِي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فأَسْبِغِ الوضوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القبلةَ فكَبِّرْ. رواه مسلم.

৩৪৩। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তো পূর্ণরূপে উযু করবে, অতপর কিবলামুখী হয়ে তাকবির বলবে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

١٢٩\٢– الْقِيامُ

অধ্যায়-১২৯/২ : কিয়াম

لقوله تعالى: (وقُومُوا لله قانتِيْنَ) [البقرة]، أى: ساكتِيْنَ خاشعيــنَ.

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ: "তোমরা আল্লাহর সামনে বিনয়ের সাথে নিরব দাঁড়িয়ে থাকো।" (সূরা আল বাকারা: ২৩৮) قانتِيْنَ অর্থ খুশু-খুযু ও নিরবতার সাথে।

٣٤٤. روى البخاري وأحمدُ والأربعة من حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صَلِّ قائمًا، فإن لَمْ تَسْتَطِعْ فقاعدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعلَى جَنْبِكَ.

৩৪৪। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়, আর যদি (দাঁড়াতে) সক্ষম না হও তাহলে বসে, আর (বসতেও) সক্ষম না হলে পার্শ্বে (শুয়ে নামায আদায় করো)। *(সহিহ বুখারি)*

٣\١٢٩- القراءةُ

অধ্যায়-১২৯/৩ : কিরাআত

٣٤٥. عن على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافعٍ رضى الله تعالى عنه: أنَّ رجلاً دخل الْمَسجدَ فصلى فأخَفَّ صلاتَهُ، ثُمَّ انصرفَ، فَسَلَّمَ على النبى صلى الله عليه وسلم فقال له: وعليك السلام ارجِعْ فَصَلِّ، فإنك لَمْ تُصَلِّ، حتى فعل ذلك ثلاث مراتٍ، فقال الرجل: والذي بعثكَ بالحق ما أحسن غير هذا فَعَلِّمْنِي؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنه لا يتمُّ لأحدٍ من الناسِ حتى يتوضأ فيضع الوضوءَ مواضعهُ ثُمَّ يقول: الله أكبر، ويَحْمَدُ الله عز وجل ويُثْنِي عليه، ويقرأ بِما شاء من القرآنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يركعُ.......الْحديث. رواه الطبرانى.

ورواه أصحابُ السنن الأربعة لكن بلفظ: ثُمَّ يُكَبِّرُ، ويَحْمَدُ اللهَ......الْحديث، هكذا فِي (نصب الراية) للزيلعى. ورواه البخاري ومسلم عن أَبِى هريرة رضى الله تعالى عنه.

৩৪৫। আলি ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে খাল্লাদ-এর পিতার সূত্রে চাচা হযরত রিফাআ ইবনে রাফি' রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ কওে হালকাভাবে সালাত আদায় করলেন। তারপর ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলেন। তিনি তাকে বললেন, তোমার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক, তুমি ফিরে গিয়ে নামায (পুনরায়) পড়; কারণ তুমি নামায আদায় করনি (তোমার নামায হয়নি)। এভাবে লোকটি তিনবার করলেন। অবশেষে লোকটি বললেন, সেই সত্ত্বার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি এর চেয়ে নামায পড়তে পারি না। তাই আমাকে নামায শিক্ষা দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকদের মধ্যে কারো নামায পরিপূর্ণ হবে না যে পর্যন্ত না সে উযু করবে এবং পানি উযুর অঙ্গসমূহে (ভালোভাবে) পৌঁছিয়ে দিবে। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলবে, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে এবং কুরআনের যতটুকু ইচ্ছা পাঠ করবে। তারপর তাকবির বলে রুকু করবে ......। *(মু'জামে তাবারানি)*

সুনানে আরবাআয়ও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, তবে শব্দ হল ثُمَّ يُكَبِّرُ، ويَحْمَدُ اللهَ......। *(নাসবুর রায়াহ যায়লায়ি)* বুখারি ও মুসলিম এটাকে হযরত আবু হুরায়রা রাযি.'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত রিফাআ ইবনে রাফি' রাযি.। উপনাম আবু মুআয আয যুরাকি আল আনসারি। বদর-উহুদসহ সবক'টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আলি রাযি.'র সঙ্গে জামাল ও সিফফিন যুদ্ধেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। হযরত মুআবিয়া রাযি.'র শাসনকালের শুরুর দিকে মৃত্যুবরণ করেন।

١٢٩\٤-٥-الركوعُ والسجودُ

অধ্যায়-১২৯/৪-৫ : রুকু-সিজদা

لقوله تعالى: (يأيهاالذين آمنوا اركَعُوا واسْجُدوا) [الْحَج].

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু ও সিজদা করো।" (সূরা আল হাজ্জ: ৭৭)

٣٤٦. عن طاوس عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أن أسجدَ على سبعةِ أعْظُمٍ: على الْجَبهةِ، واليدينِ، والركبتَيْنِ وأطرافِ القدمَيْنِ. أخرجه الأئمة الستة فِى كتبهم.

وفِى لفظٍ لَهُمْ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أنْ يسجدَ على سبعة أعضاء.

৩৪৬। তাউস হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করার আদিষ্ট হয়েছি: কপাল, দুইহাত, দুইহাঁটু এবং উভয়পায়ের অগ্রভাগের উপর। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

অন্যত্র শব্দ হচ্ছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করার আদেশ করেছন। *(সহিহ বুখারি, সুনানে নাসায়ি)*

٣٤٧. عن أبِى مسعودٍ رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تُجْزِئُ صلاةٌ لايقيمُ الرجلُ فيها ظهرَهُ فِى الركوعِ والسجودِ.

أخرجه أصحابُ السنن الأربعة. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، ورواه الدارقطنِى، ثُمَّ البيهقى وقالا: إسناده صحيحٌ.

৩৪৭। হযরত আবু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা করে রাখবে না তার নামায হবে না। *(সুনানে আরবাআ)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটা হাসান সহিহ হাদিস। দারাকুতনি ও বাইহাকি হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, এর সনদ সহিহ।

١٢٩\٦-القعدةُ الأخيْرَةُ قدرَ التشهدِ

অধ্যায়-১২৯/৬ : তাশাহহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক

٣٤٨. عن ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ بيدِه، وعَلَّمَهُ التشهدَ وفِى آخر الْحديثِ: إذا قلتَ هذا أو قضيتَ هذا فقد قضيتَ صلاتَكَ، وإن شِئْتَ أن تقومَ فَقُمْ، وإنْ شئتَ أنْ تقعدَ فاقعد.

৩৪৮। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে ধরলেন এবং তাঁকে তাশাহহুদ শিখালেন। হাদিসের শেষে রয়েছে: যখন তুমি এটা বলে ফেলবে অথবা এটা করে নিবে তখন তোমার নামায পূর্ণ করে দিলে। এখন দাঁড়ানোর ইচ্ছা হলে দাঁড়িয়ে যাও, আর বসে থাকতে চাইলে বসে থাক। *(সহিহ ইবনে হিব্বান, সুনানে আবু দাউদ)*

٣٤٩. عن وائل بن حجر رضى الله تعالى عنه قال: صليتُ خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قعدَ وتشهد فرشَ قدمَهُ اليسرى على الأرض وجلس عليها.

رواه سعيد بن منصور الطحاوي، وإسنادهُ صحيحٌ.

৩৪৯। হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায আদায় করলাম। তিনি যখন বসে তাশাহহুদ পড়লেন তখন বাম পা জমিনে বিছিয়ে তার উপর বসে গেলেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর আল হাযরামি রাযি.। তিনি হযরামাওতের একজন নেতা ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন রাজা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে উপস্থিত হওয়ার আগেই তিনি সাহাবিদেরকে তাঁর আগমনের সংবাদ দিয়েছিলেন। উপস্থিত হওয়ার পর তাকে সাধুবাদ জানালেন এবং নিজের চাদর বিছিয়ে তাকে বসালেন। তিনি মদিনায় ২০ দিনের মতো অবস্থান করেন।

١٣٠- بابُ: واجبات الصلاة

অধ্যায়-১৩০ : নামাযের ওয়াজিবসমূহ

١٣٠\١- قراءةُ الفاتحَة وضَمُّ سورة أو ثلاث آيات

অধ্যায়-১৩০/১ : ফাতিহা পাঠ এবং এক সূরা কিংবা তিন আয়াত মিলানো

٣٥٠. عن رفاعة بن رافع الزرقى رضى الله تعالى عنه وكان من أصحابِ النبى صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجلٌ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ فِى الْمَسجد، فصلى قريبًا منه ثُمَّ انصرفَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أعِدْ صلاتَكَ فإنك لَمْ تُصَلِّ، فقال: يارسولَ الله! عَلِّمْنِى كيف أصنعُ؟ فقال: إذا استقبلتَ القبلةَ فكبِّرْ، ثُمَّ اقرأ بأم القرآنِ، ثُمَّ اقرأْ بِما شئتَ، فإذا ركعتَ فاجعلِ راحتيكَ على ركبتيك، وامدد ظهرَكَ، ومَكِّنْ لركوعِكَ، فإذا رفعتَ رأسكَ فأقم صُلْبَكَ حتى ترجعَ العظامُ إلى مفاصلها، فإذا سجدتَ فَمَكِّنْ لسجودِكَ، فإذا رفعتَ رأسكَ فاجلسْ على فخذكَ اليسرى، ثُمَّ اصنَعْ ذلكَ فِى كلِّ ركعة. رواه أحمدُ وإسنادهُ حسنٌ، كذا فِى (آثارِ السنن) للنيموي.

৩৫০। হযরত রিফাআ ইবনে রাফি' আয যুরাকি রাযি. (তিনি সাহাবিদের মধ্য থেকে একজন) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী স্থানে নামায পড়ল। তারপর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলে তিনি বললেন, তুমি পুণরায় নামায আদায় কর; কারণ তুমি নামায পড়নি (মানে তোমার নামায হয়নি)। তখন লোকটি বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমি কীভাবে করব তা আমাকে শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি কিবলামুখী হবে তখন তাকবির বল। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ কর। এরপর যা ইচ্ছা তা তিলাওয়াত কর। যখন তুমি রুকু করবে তখন তোমার দু'হস্ততালুকে তোমার দু'হাঁটুর উপর রাখবে এবং তোমার পিঠকে প্রসারিত করবে এবং রুকুর সময় (হাঁটু) শক্তভাবে (ধরে) রাখবে। তারপর যখন মাথা উঠাবে তখন তোমার মেরুদ- সোজা করবে; যাতে হাড়গুলো নিজ নিজ জোড়া পর্যন্ত ফিওে যায়। তারপর যখন সিজদা করবে তখন সিজদাকে সুদৃঢ় করবে। তারপর যখন তুমি মাথা উঠাবে তখন বাম রানের উপর বসবে। অত:পর প্রত্যেক রাকআতে তুমি এগুলো করবে। *(মুসনাদে আহমাদ)* এর সনদ হাসান। *(আসারুস সুনান লিন নিমাওয়ি)*

٣٥١. روى أبو داود وابنُ حبان عن أبِى سعيد رضى الله تعالى عنه، قال: أُمِرْنا أن نَقْرَأَ بفاتحةِ الكتابِ وما تَيَسَّرَ. ولفظ ابن حيان: أمَرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.....وإسناده صحيحٌ.

৩৫১। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, আমরা যেন সূরা ফাতিহা এবং (এর সঙ্গে) যতটুকু সুযোগ হয় তা পড়ে নিই। ইবনে হিবক্ষানের শব্দ হচ্ছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন। *(সুনানে আবু দাউদ, সহিহ ইবনে হিবক্ষান)* এর সনদ সহিহ।

٣٥٢. روى الطبراني فِى كتابه (مسند الشاميين) عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لاصلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ وآيَتَيْنِ من القرآنِ. كذا فِى (نصب الراية).

৩৫২। হযরত উবাদা বিন সামিত রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে ইরশাদ করতে শুনেছি, সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের (আরো) দুই আয়াত ব্যতীত নামায হবে না। *(তাবারানি)*

٣٥٣. عن أبِى مسعودٍ الأنصاري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لاتُجْزِئُ صلاةٌ لايُقْرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وشيءٍ معها.

أخرجه أبو نعيم الْحافظ فِى (تاريخ أصبهان).

৩৫৩। হযরত আবু মাসউদ আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই নামায আদায় হবে না যাতে সূরা ফাতিহা এবং তার সঙ্গে আরো কিছু পড়া হয় না। হাফিয আবু নুআইম 'তারিখে ইস্পাহান'এ এই হাদিস উল্লেখ করেছেন। *(নাসবুর রায়া)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এখানে যে মাসআলা আলোচিত হয়েছে তা হলো, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের হুকম কী? তবে ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ- প্রসঙ্গ এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নয়। তো ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে নামাযে সাধারণভাবে কিরাআত ফরয; আর সূরা ফাতিহা পাঠ এবং এর সঙ্গে সূরা মিলানো ওয়াজিব। আইম্মায়ে সালাসার মতে সূরা ফাতিহা পাঠ ফরয ও রুকন। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র কয়েকটি দলিল এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। আইম্মায়ে সালাসা لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। এই হাদিসের বিভিন্ন জবাব দেয়া হয়ে থাকে। কারো মতে এখানে ৮-টা نفي جنس এর জন্যে নয়; نفي كمال এর জন্যে। ইবনুল হুমাম রাহ. এই জবাবের বিরোধিতা করেছেন। তিনি এভাবে জবাব দিয়েছেন যে, এটা হচ্ছে খবরে ওয়াহিদ; অন্যদিকে কুরআনে কারিমে فاقرؤوا ما تيسر من القرآن আয়াতের দ্বারা সাধারণভাবে কিরাআত ফরয বলা হয়েছে, অতএব খবরে ওয়াহিদের দ্বারা কিতাবুল্লাহ-'র ওপর বৃদ্ধি করা যাবে না। এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখা যায়, এই হাদিসে মুসলিমের বর্ণনায় শব্দ রয়েছে: فصاعداً। এটা থেকে প্রতিভাত হয় যে, শুধু সূরা ফাতিহা-ই নয়; ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলানোও জরুরি। তা ছাড়া ইবনুল কায়্যিম রাহ.'র ব্যাখ্যা অনুযায়ী فصاعداً শব্দটি না থাকলেও এই হাদিস দ্বারা ফাতিহা এবং সূরা মিলানো উভয়টাই ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। দেখুন: ১৩৩নং অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক আলোচনা।

٢\١٣٠– تعديلُ الأركان

অধ্যায়-১৩০/২ : তা'দিলে আরকান

٣٥٤. عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابِيِّ الذي دخل الْمَسجدَ، فصلى ثُمَّ جاء فسلم عليه فقال: ارجِعْ فصَلِّ، فإنك لَمْ تُصَلِّ. حتى فعل ذلك ثلاث مرارٍ....وفِى آخر ذلكَ: ثُمَّ افعلْ ذلكَ فِى صلاتِكَ كلها، فإذا فعلتَ ذلكَ فقد تَمَّتْ صلاتُكَ. زادأبو داود: وما انتقصْتَ من هذا فإنَّما انتقصتَ من صلاتِكَ. رواه فِى (الصحيحين).

৩৫৪। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে নামায (পুণরায়) পড়; কারণ তুমি নামায আদায় করনি (তোমার নামায হয়নি)। এভাবে লোকটি তিনবার করলেন। ..... ওই হাদিসের শেষভাগে রয়েছে, তোমার পূর্ণ নামাযে এগুলো তুমি করবে। যখন তুমি এগুলো করে ফেলবে তখন তোমার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)* আবু দাউদে অতিরিক্ত রয়েছে: তুমি এগুলো থেকে যতটুকু কমাবে তোমার নামায থেকে ততটুকু কমালে। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٣٥٥. عن أَبِى قتادةَ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَسْوَأُ الناسِ سرقةً الذي يَسْرِقُ من صلاته. قالوا: يارسولَ الله! كيفَ يسرِقُ من صلاته؟ قال: لا يُتِمُّ ركوعَها ولا سجودَها، ولا يقيم صُلْبَهُ فِى الركوعِ ولا فِى السجودِ. رواه أحمد والطَبرانِى. وقال الْهَيثمى: رجالُه رجالُ الصحيحين.

৩৫৫। হযরত আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট চোর হল যে নামাযে চুরি করে। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূল! নামাযে আবার কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, (নামাযে চুরি এভাবে কওে যে) রুকু-সিজদাকে পূর্ণ কওে না এবং রুকু-সিজদাতে পিঠ সোজা রাখে না। *(মুসনাদে আহমদ, মু'জামে তাবারানি)* হায়সামি বলেন, এই হাদিসের রাবিগণ বুখারি-মুসলিমের রাবি।

٣٥٦. عن على بن شيبانَ رضى الله تعالى عنه وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بِمُؤْخَّرِ عينيه رجلاً لا يقيم صلاتَهُ يعنى صلبَهُ فِى الركوع والسجود، فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال: يا معشرَ الْمُسلمين! لا صلاةَ لِمَنْ لايقيمُ صلبَهُ فِى الركوعِ والسجود. رواه ابن ماجة، وإسنادهُ صحيحٌ.

৩৫৬। হযরত আলি ইবনে শায়বান রাযি. (তিনি ছিলেন প্রতিনিধি দলের সদস্য) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা (মদিনার উদ্দেশে) বের হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে উপস্থিত হলাম। তাঁর হাতে বাইআত হলাম এবং তাঁর পেছনে নামায পড়লাম। তখন তিনি --- দ্বারা এক ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করলেন যিনি রুকু-সিজদায় তার নামায তথা পিঠ সোজা রাখছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপ্ত করে বললেন, হে মুসলিম সমাজ! যে ব্যক্তি রুকু-সিজদায় স্বীয় পিঠ সোজা রাখে না তার কোনো নামায নেই তথা তার নামায হয় না। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)* হাদিসটির সনদ সহিহ।

٣\١٣٠–تَعْيِيْنُ الأُولَيَيْنِ للقراءة

অধ্যায়-১৩০/৩ : কিরাআতের জন্যে প্রথম দু'রাকআত নির্ধারিত

٣٥٧.عن أَبِى قتادةَ رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم كا يقرأ فِى الظهرِ فِى الأُولين بأم الكتابِ وسورتَيْنِ، وفى الركعتين الأخريين بأم الكتابِ ويُسْمِعُنا الآية. ويُطَوِّلُ فِى الركعة الأولى ما لا يطيلُ فِى الركعة الثانية، وهكذا فِى العصر، وهكذا فِى الصبحِ. رواه الشيخان.

৩৫৭। হযরত আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযের প্রথম দু'রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা এবং দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতেন। আর শেষ দু'রাকআতে (শুধু) সূরায়ে ফাতিহা (পড়তেন)। তিনি আমাদেরকে (মাঝে-মধ্যে এক/দুই) আয়াত শুনাতেন এবং তিনি দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় প্রথম রাকআত লম্বা করতেন। আসর ও ফজরের নামাযেও অনুরূপ (দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় ১ম রাকআত লম্বা) করতেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٣٥٨. عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرأَ فِى صلاةِ الْمَغْرِبِ سورةِ الأعرافِ فَرَّقَها فِى الركعتين. رواه النسائى، وإسنادهُ صحيحٌ.

৩৫৮। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাফকে বন্টন করে দু'রাকআতে পড়েছেন। *(সুনানে নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

٣٥٩. عن جابرِ بن سَمرةَ رضى الله تعالى عنه قال: قال عمر لسعدٍ رضى الله تعالى عنهما: لقد شَكَوْكَ فِى كل شيئٍ حتى الصلاة؟ قال: أما أنا فأمُدُّ فِى الأولين، وأحْذِفُ فِى الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدقتَ، ذاكَ الظنُّ بكَ أو ظَنِّى بك. رواه الشيخان.

৩৫৯। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত উমর রাযি. সা'দ রাযি.কে বললেন, তারা তো তোমার প্রত্যেক বিষয়ে অভিযোগ করে, এমনকি নামাযের ক্ষেত্রেও?! তিনি বললেন, আমি তো প্রথম দু'রাকআত দীর্ঘ করি আর শেষ দু'রাকআত সংক্ষেপ করি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের অনুসরণ করতে কোনো ত্রুটি করি না। উমর বললেন, তুমি সঠিক বলেছ, ওটাই তোমার সম্পর্কে ধারণা অথবা (তিনি বলেছেন) তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা এমনই। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٤\١٣٠ – تَحْلِيلُ الصلاة بلفظ السلام

অধ্যায়-১৩০/৪ : 'আস সালাম' শব্দ দ্বারা নামায থেকে ফারিগ হওয়া

٣٦٠. عن على كرم الله وجهه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتَحْرِيْمُها التكبِيْر، وتَحْلِيلها التسليم. رواه مسلمٌ وأبو داود والترمذي.

৩৬০। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি। আর (নামাযের বাহিরের সর্বপ্রকার কাজ) হারামকারী হল তাকবির। আর (নামাযের বাহিরের যাবতীয় কাজ) হালালকারী হল সালাম বলা। *(সহিহ মুসলিম)*

٣٦١. عن ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يُسَلِّمُ عن يَمِينه وعن يسارِه: السلامُ عليكم ورحمة الله. حتى يُرى بياضُ خَدِّه.

رواه الْخَمْسَةُ، وصححه الترمذي.

৩৬১। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান ও বামদিকে সালাম ফিরাতেন: السلام عليكم و رحمة الله , এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতা অবলোকন করা যেত। *(সহিহ মুসলিম)* ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

١٣١–بابُ سننِ الصلاة وآدابِها

অধ্যায়-১৩১ : নামাযের সুন্নাত ও আদাবসমূহ

١\١٣١–رفعُ اليدينِ عندَ تكبِيْرَةِ الإحرام

অধ্যায়-১৩১/১ : তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত উঠানো

٣٦٢. عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَرْفَعُ يديه حذوَ منكبيه إذا افتتح الصلاةَ. رواه الشيخان.

৩৬২। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম যখন নামায শুরু করতেন তখন উভয় হাত কাধ বরাবর উঠাতেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٣٦٣. عن وائل بن حجر رضى الله تعالى عنه: أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم رفعَ يديه حين دخلَ فِى الصلاة كَبَّرَ (وصف همام) حيالَ أذنيه. رواه مسلمٌ.

৩৬৩। হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে প্রবেশ করার সময়ে তাকবির বলে উভয় হাত কান বরাবর উঠাতে দেখেছেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٣٦٤. وعنه قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاةَ رفع يديه حيالَ أذنيه، قال: ثُمَّ أتيتُهُمْ فرأيتُهُم يرفعونَ أيديهم إلى صدورهم فِى افتتاح الصلاةِ، وعليهم برانس وأكسيةٌ. رواه أبو داود وآخرون، وإسنادُهُ حسنٌ.

৩৬৪। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি নামায শুরু করার সময়ে উভয় হাত কান বরাবর উঠাতেন। তিনি (আরো) বলেন, অতপর তাদের নিকট এসে দেখি তারা নামাযের শুরুতে হাতসমূহ বুক বরাবর উঠায়, তখন তাদের পরনে ছিল কোট ও চাদর। *(সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ হাসান।

٣٦٥. روى الدارقطنِى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاةَ كَبَّرَ، ثُمَّ رفعَ يديه حتَّى يُحاذي إبْهاميه أذنيه، ثُمَّ يقول: سُبْحانكَ اللهم وبِحَمْدكَ.....الخ، وقال: رجالُ إسناده كلهم ثقاتٌ.

৩৬৫। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তো তাকবির বলতেন এবং উভয় হাত এমনভাবে উঠাতেন যাতে বৃদ্ধাঙ্গুল কানের বরাবর হয়ে যায়। তারপর বলতেন: ..... سبحانك اللهم و بحمدك । *(সুনানে দারাকুতনি)* ইমাম দারাকুতনি বলেন, এ সনদের প্রত্যেকজন রাবি সিকাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এ অধ্যায় থেকে জানা গেল যে, তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত কতটুকু উঠানো হবে- এ ব্যাপারে অনেক বর্ণনা রয়েছে। কোনো বর্ণনা মতে কান পর্যন্ত, কোনো বর্ণনা মতে কানের লতি

পর্যন্ত, আবার কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন। তাই এ সবক'টি সহিহ হাদিসের ওপর আমল করার লক্ষ্যে হানাফিরা বলেন, তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত এমনভাবে উঠাতে হবে যাতে হাতের আঙুলগুলো কান বরাবর, বৃদ্ধাঙ্গুল কানের লতি বরাবর এবং হাতের তালু কাঁধ বরাবর থাকে।

ইসতি'নাস: হাফিয ইবনুল কায়্যিম রাহ. লিখেছেন, তাকবীরে তাহরীমার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান পর্যন্ত, কোনো বর্ণনামতে কানের লতি পর্যন্ত, আবার কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি কাঁধ পর্যন্ত হাত ওঠাতেন। তাই কেউ কেউ এ সবক'টির এখতিয়ার দিয়েছেন, আর কেউ বলেছেন, হাতের তালু কাঁধ পর্যন্ত এবং আঙুলগুলো কান বরাবর ওঠাবে। (যাদুল মাআদ, ১/১৫৭, মাকতাবাতুল ঈমান, মিসর ১৪২০ হি.)

٢\١٣١- وضعُ يَمينه على شماله تَحْتَ سرته

অধ্যায়-১৩১/২ : ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখা

٣٦٦. عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضعُ يَمِينَهُ على شماله فِي الصلاة تَحْتَ السرة. رواه ابن أبي شيبة، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৩৬৬। আলকামা তাঁর পিতা হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখতে দেখেছি।" (*মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ৩/৩২০, হাদিস: ৩৯৫৯*) এর সনদ সহিহ।

শব্দবিশ্লেষণ: تحت السرة বাক্যটি মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বার নির্ভরযোগ্য নুসখাগুলোতে অবশ্যই আছে। কিছু নুসখায় না থাকার কারণে টিকাসংযোজনকারী বাক্যটি মুসান্নাফে পাননি বলে উল্লেখ করেছেন। আরবের প্রসিদ্ধ হাদিস গবেষক, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহু তাআলা দীর্ঘ পনের বছর অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে অনুসন্ধান ও তাহকিক করে মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ছেপেছেন। তিনি বিভিন্ন নুসখা (হস্তলিপির কপি) 'র আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাস্তবেই এ বাক্যটি মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায় রয়েছে। বিশেষভাবে তিনি দু'টি নুসখার উদ্ধৃতি দিয়েছেন: ১. (-ع-) শায়খ মুহাম্মাদ আবিদ সিন্ধি রাহ. (মৃ. ১২৫৭হি.)'র নুসখা, এটা মদিনা মুনাওয়ারার মাকতাবাতে মাহমুদিয়ায় সংরক্ষিত ছিল, এখন এটা তুরস্কে রয়েছে। ২. (-ت-) শায়খ মুহাম্মাদ মুরতাযা আয যাবিদি রাহ. (মৃ. ১২০৫হি.)'র নুসখা, এটা কায়রোতে তাঁর সঙ্গে ছিল, তিনি 'ইহইয়উল উলুম'-এর শারহ রচনার সময় এটার শরণাপন্ন হতেন। বর্তমানে এটা তিউনিসিয়ায় রয়েছে এবং রিয়াদের জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল ইসলামিয়্যায় এর একটি ফটোকপি আছে। (মুসান্নাফে ইবনে শায়বার তাহকিকের ভূমিকা, ১/২৮-৩০)

তা ছাড়া তিনি মুসান্নাফের যে খণ্ডে এই হাদিসটি রয়েছে তার শুরুতে ওই বাক্য সম্বলিত দু'টি নুসখার ফটোকপিও পেশ করেছেন। এবং বিভিন্ন মুহাদ্দিসের গ্রন্থাদিতে ওই বাক্যসহ হাদিসটি মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বার বরাতে বিবৃত হয়েছে- তাও তিনি প্রমাণ করেছেন। তালিবুল ইলম ভাইয়েরা শায়খের পূ

আলোচনাটি পড়ে নিলে তাদের সামনে তাহকিক ও গবেষণার নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। (দেখুন: মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা; তাহকিক: শায়খ আওয়ামা, ৩/৩২০-৩২২, হাদিস: ৩৯৫৯)

প্রসঙ্গত এখানে একটি বিষয়ের প্রতি তালিবুল ইলম ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। টিকা সংযোজনকারী এখানে শব্দ প্রয়োগে তাহকিকের নীতি অনুসরণ করে لم أجده (আমি পাইনি) বলেছেন। কিন্তু কোনো কোনো লোক এই গুরুত্বপূর্ণ নীতির ভ্রুক্ষেপ না করে ليس فيه (এটা তাতে নেই) বলে ফেলেন। অথচ এটা যেমন ইলমি আমানাত বিরোধী, তেমনি বাস্তবতা বিবর্জিত; কেননা আপনি না পেলেও অন্য লোক তো পেয়ে যেতে পারে, তখন আপনার লজ্জা পাওয়া ছাড়া কোনো পথ বাকি থাকবে না। যেমন শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি (১৪২০ হি.) মিশকাতের তাহকিকে عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار. رواه ابن ماجه من حديث أنس. হাদিসটি সম্পর্কে বলেছেন যে, হাদিসটি ইবনে মাজায় এবং অন্য কোনো হাদিসগ্রন্থে নেই; তিনি নাকি শত শত গ্রন্থ অনুসন্ধান করে হাদিসটি পাননি। অথচ হাদিসটি সুনানে ইবনে মাজায় তো আছেই, আরো অনেক হাদিসগ্রন্থে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. (১৪১৭ হি.) এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (দেখুন: আল ইনতিকা; পরিশিষ্ট, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯, এবং আল মাদখাল ইলা উলুমিল হাদিস, পৃ. ৯৫-৯৬)

٣٦٧. عن الْحجاج بن حسان قال: سَمِعْتُ أبا مُجْلزٍ أو سألتُهُ قال: قلتُ: كيفَ أضعُ؟ قال: يضعُ بطنَ كفِّ يَمِينهِ على ظاهرِ كفِّ شِمالِه، ويَجْعَلُهما أسْفَلَ من السرةِ. رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسنادهُ صحيحٌ.

৩৬৭। হাজ্জাজ বিন হাস্‌সান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু মুজলিযকে বলতে শুনলাম অথবা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হাত কীভাবে রাখব? তিনি বললেন, মুসাল্লি ডান হাতের তালুর পেট বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখবে এবং উভয় হাত নাভির নিচে রাখবে। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ সহিহ।

٣٦٨. عن إبراهيم قال: يضعُ يَمِينَهُ على شِمالهِ فِي الصلاةِ تَحْتَ السرةِ. رواه ابنُ أبِي شيبةَ، وإسنادهُ حسنٌ، كذا فِي (آثار السنن) للنيموي رحمه الله تعالى.

৩৬৮। ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুসাল্লি নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে রাখবে। এর সনদ হাসান। *(আসারুস সুনান লিন নিমাওয়ি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: নামাযে হাত কোথায় বাঁধবে- এ নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক রাহ. তো হাত বাঁধারই পক্ষে নয়, বরং তিনি হাত ছেড়ে দাঁড়াতে বলেন। আর ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে নাভির নিচে, ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে নাভির ওপরে, ইমাম আহমদ রাহ. থেকে উভয় ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ.'র অনুসন্ধান মতে শাফিয়ি রাহ.'র মাযহাবে নাভির ওপর হাত বাঁধার কথা থাকলেও 'আল হাবি' ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থে বুকের ওপর বাঁধার কথা নেই। সুতরাং 'আল হাবি'তে ত্রুটি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, হতে পারে فوق السرة (নাভির ওপর)

এর স্থলে فوق الصدر (বুকের ওপর) লেখা হয়েছে। (ফায়যুল বারি, ২/৯) মোট কথা, এ মাসআলায় হানাফিদের কয়েকটি দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়া সুনানে আবু দাউদ (এর আরাবি-মিসরি নুসখা)'এ হযরত আলি রাযি.'র হাদিসটিও হানাফিদের দলিল হয়। তিনি বলেন, من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة "সুন্নাত হলো নামাযে এক হাত অন্য হাতের ওপর নাভির নিচে রাখা।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৭৫৬)

ইসতি'নাস: হাফিয ইবনুল কায়্যিম রাহ. লিখেছেন, হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত 'সুন্নাত হল, নামাযে এক হাত অপর হাতের উপর নাভির নিচে রাখা'। ইবনুল কায়্যিম বলেন, এ হাদিসটি সহীহ। তিনি বলেন, উভয় হাত বুকের উপর রাখা মাকরূহ। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকফীর থেকে নিষেধ করেছেন। আর তাকফীর হল বুকের উপর হাত রাখা। (বাদায়িউল ফাওয়াইদ, ৩/৬১, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত) সালাফী বন্ধুগণ নামাযে বুকের উপর হাত রাখার ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা দীলল পেশ করে থাকেন, হযরত ওয়াইল বিন হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, আমি নবীজির সাথে নামায পড়লাম। তিনি তাঁর বুকের উপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলেন। (সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদিস নং-৪৭৯) প্রিয় পাঠক! আসুন, দেখা যাক ওদের পেশকৃত এ হাদিসটি কি সহীহ? তারা তো সহীহ হাদিসের ওপর আমল করার খুব শোরগোল করে থাকেন!

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. সহীহ ইবনে খুযায়মার ৪৭৯ নং হাদিসের টিকায় লিখেছেন, اسناده ضعيف অর্থা এর সূত্র দুর্বল। কারণ এতে রয়েছেন মুআম্মাল বিন ইসমাঈল, যিনি ছিলেন سيئ الحفظ মানে মুখস্ত রাখার ক্ষেত্রে দুর্বল। (দেখুন, সহীহ ইবনে খুযায়মা, ১/২৭২, আলমাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১৪২৪ হি.) যখন এ হাদিসটি মুআম্মালের কারণে দুর্বল সাব্যস্ত হলো তখন এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করা কতটুকু যুক্তি সঙ্গত? উপরন্ত এ হাদীসটি মুআম্মাল ছাড়া আর কোনো রাবী বর্ণনা করেননি। হাদীসটি যে শুধু মুআম্মাল থেকে বর্ণিত এ দাবিটি আমাদের মুখের নয়, বরং এ সম্পর্কে স্পষ্টভাষায় মন্তব্য করেছেন হাদিসশাস্ত্রবিদগণ। এমনকি সালাফীদের বরণীয় মনীষীগণও।

হাফিয ইবনুল কায়্যিম রাহ. লিখেছেন, হযরত ওয়াইল বিন হুজর রাযি'র হাদিসে على صدره (বুকের উপর হাত রেখেছেন) বাক্যটি মুআম্মাল বিন ইসমাঈল ব্যতীত আর কোনো রাবী বর্ণনা করেননি। আর সে তো যয়ীফ ও দুর্বল। (ই'লামুল মুয়াক্কিন, ২/৪৩২)

মোটকথা, আলী রাযি'র হাদীসটি সহীহ যার ওপর আমল করেন হানাফীরা আর ওয়াইল বিন হুজর রাযি'র হাদীসটি যয়ীফ যার ওপর আমল করেন সালাফীগণ। ভাববার বিষয়, একটি যয়ীফ হাদিসের ওপর আমল করে সালাফী বন্ধুগণ কীভাবে দাবি করেন যে, তারাই একমাত্র হাদীসের ওপর আমলকারী?!

٣\١٣١- يُثْنى بَعْدَ التحريْمَة

অধ্যায়-১৩১/৩ : তাহরিমার পর সানা পড়া

لقوله تعالى: (وسَبِّحْ بَحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تقومُ) [الطور].

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ:

٣٦٩. عن حميد الطويل عن أنس بن مالكٍ رضى الله تعالى قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا استَفْتَحَ الصَّلاةَ قال: سُبْحانَكَ اللهم وبِحَمْدِكَ، وتباركَ اسْمُكَ وتعالى جَدُّكَ، ولا إله غَيْرُكَ. رواه الطبرانِى فِى كتابه (الْمُفْرد فِى الدعاء)، وإسنادُهُ جَيِّدٌ.

৩৬৯। হুমাইদ আত তাওয়িল হযরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন: سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك. । *(কিতাবুদ দুআ; তাবারানি)* ইমাম তাবারানি বলেন, এর সনদ জায়্যিদ (ভালো তথা বিশুদ্ধ)।

٣٧٠. عن الأسود عن عمر رضى الله تعالى عنه: أنه كان إذا استفتح الصلاةَ قال: سُبْحانَكَ اللهم وبِحَمْدِكَ، وتباركَ اسْمُكَ وتعالى جَدُّكَ، ولا إله غَيْرُكَ. رواه الدارقطنِى، والطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৩৭০। আসওয়াদ হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন: سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك. *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

٣٧١. كذا روى الدارقطنِى عن أبِى وائلٍ قال: كان عثمان رضى الله تعالى إذا استفتح الصلاة يقول: سُبْحانَكَ اللهم وبِحَمْدِكَ، وتباركَ اسْمُكَ وتعالى جَدُّكَ، ولا إله غَيْرُكَ. الْحديث.

৩৭১। আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উসমান রাযি. যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন: سبحانك اللهم..... *(সুনানে দারাকুতনি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: তাকবিরে তাহরিমার পর কী পড়া হবে- এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে উপরিউক্ত দুআ (সানা)'টি পড়া উত্তম। ইমাম মালিক রাহ.'র মতে কিছুই পড়া হবে না, তাকবিরের পর সরাসরি সূরা ফাতিহা শুরু করে দিবে। আর ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে اللهم إِنِّي وجهت وجهي ..... এই দুআ (তাওজিহ)'টি পড়া উত্তম। কুরআনে কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতটি হানাফিদের মতের সমর্থন করছে: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ 'তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা কর .....।' (আত তূর: ৪৮)

ইসতি'নাস: আল্লামা শাওকানি রাহ. বলেন, গ্রন্থকার বলেন, হযরত উমার রাযি. সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে কখনো কখনো মানুষকে শেখানোর উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে এই সানা পড়েছেন, অথচ সুন্নাত হল সানা অনুচ্চস্বরে পড়া। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নামাযে এই সানা পড়া উত্তম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই সানা পড়েছেন। (নায়লুল আওতার)

١٣١\٤–يَتَعَوَّذُ للقراءة

অধ্যায়-১৩১/৪ : কিরাআতের আগে আউযুবিল্লাহ

قال الله تعالى: (فإذا قرأْتَ القرآنَ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم). [النحل].

"যখন কুরআন তেলাওয়াতের ইচ্ছা করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।" *(সূরা আন নাহল: ৯৮)*

٣٧٢. عن الأسودِ بن يزيد قال: رأيتُ عمر بن الْخطاب رضى الله تعالى عنه حيْنَ افتتح الصلاةَ كَبَّرَ، ثُمَّ قال: سُبْحانَكَ اللهم وبِحَمْدِكَ، وتباركَ اسْمُكَ وتعالى جَدُّكَ، ولا إله غَيْرُكَ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ. رواه الدارقطنى، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৩৭২। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.কে দেখেছি তিনি নামায শুরু করতে তাকবির বলে (এই দুআ) পড়তেন: سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك। অতপর আউযুবিল্লাহ ... পড়তেন। *(সুনানে দারাকুতনি)* এর সনদ সহিহ।

٣٧٣. عن أبِى وائل رضى الله تعالى عنه قال: كانوا يُسِرُّونَ التعوذَ والْبَسْمَلَةَ. رواه سعيد بن منصور فِى (سننه)، وإسناده صحيحٌ.

৩৭৩। হযরত আবু ওয়াইল রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তাঁরা আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ আস্তে আস্তে বলতেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

٣٧٤. عن أبِى سعيد الْخُدري رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليلِ كَبَّرَ ثُمَّ يقولُ: سُبْحانَكَ اللهم وبِحَمْدِكَ، ثُمَّ يقولُ: الله أكْبَرُ كَبِيْراً ثلاثاً، ثُمَّ يقولُ: أعوذُ بالله من الشيطانِ الرجيم مِنْ هَمْزِهِ ونَفْخِه، ثُمَّ يقرأُ. رواه أبو داود والترمذي، قال الترمذي: هذا أشهر حديثٍ فِى البابِ، وقد تُكُلِّمَ فِى إسناده، قال الْمُنذري: وَثَّقَهُ غَيْرُ واحد، وتَكَلَّمَ فيه غَيْرُ واحد.

৩৭৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রে জাগতেন তখন তাকবির বলতেন, তারপর বলতেন: ... سبحانك اللهم و بحمدك , তারপর الله أكبر كبيرا তিনবার বলতেন, তারপর বলতেন: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه و نفخه। অতপর তিলাওয়াত করতেন। *(সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটা এবিষয়ের সবচে' প্রসিদ্ধ হাদিস। এর সনদের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। আল্লামা মুনযিরি বলেন, এই রাবি

(আলি ইবনে আলি)কে একাধিক মনীষী সিকাহ আখ্যায়িত করেছেন, অবশ্য অনেকে তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন।

١٣١\٥- يُسَمِّى أَوَّلَ الصلاة سِرًّا

অধ্যায়-১৩১/৫ : নামাযের প্রথম দিকে আস্তে আস্তে বিসমিল্লাহ বলবে

٣٧٥. عن نُعَيم الْمُجمر قال: صليتُ وراءَ أَبِي هريرة رضى الله تعالى عنه فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثُمَّ قرأ بأم القرآن، حَتَّى إذا بلغَ: غَيْرِ الْمَغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين. فقال الناس: آمين، ويقول كُلَّما سَجَدَ: الله أَكْبَرُ، وإذا قام من الْجُلوسِ فِي الاثنَتَيْنِ قال: الله أَكْبَرُ، وإذا سَلَّمَ قال: والذي نفسى بيده إِنِّى لأشهبكم صلاةً بِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائى والطحاوي وابن خُزَيْمَةَ والْحاكِمُ، وإسناده صحيحٌ.

৩৭৫। নুআইম আল মুজমির থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাযি.'র পেছনে নামায করলাম। তিনি (প্রথমে) بسم الله الرحمن الرحيم পড়লেন, তারপর সূরা ফাতিহা পড়লেন, অবশেষে যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ এ পৌঁছলেন তখন তিনি 'আমিন' বললেন এবং লোকেরাও 'আমিন' বললো। এবং তিনি প্রতিবার সিজদা করার সময় আল্লাহু আকবার বলতেন এবং যখন দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠক থেকে উঠতেন তখনও আল্লাহু আকবার বলতেন। আর সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন, ওই সত্তার শপথ যার হতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সঙ্গে সর্বাধিক সামঞ্জস্যশীল। *(সুনানে নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

٣٧٦. وعن أنسٍ رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمر رضى الله تعالى عنهما كانوا يفتتحونَ الصلاةَ بـ الْحَمْدُ لله ربِّ العالَمِيْنَ. رواه الشيخانِ، وزاد مسلم: لا يذكرونَ باسم الله الرحمن الرحيم فِى أولِ قراءة ولا فِى آخرها.

৩৭৬। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর রাযি. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে নামায শুরু করতেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)* মুসলিমে অতিরিক্ত রয়েছে: তাঁরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম উচ্চারণ করতেন না; না কিরাআতের শুরুতে আর না শেষে।

٣٧٧. وعنه قال: صليت خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم فَلَمْ أَسْمَعْ أحدًا منهم يَجْهَرُ بـ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه النسائى وآخرونَ، وإسنادهُ صحيحٌ.

৩৭৭। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমর ও উসমান রাযি.'র পেছনে নামায আদায় করেছি, কিন্তু তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে বলতে শুনিনি। *(সুনানে নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

٣٧٨. روى ابنُ خُزَيْمَةَ فِي (مختصره) والطبـــرانى فِي (معجمه) عن الْمُعتمر بن سليمان عن أبيه عن الْحَسَنِ عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُسِرُّ بـــ بسم الله الرحمٰن الرحيم فِي الصلاةِ. زادَ ابنُ خُزَيْمَةَ: وأبو بكر وعمر فِي الصلاةِ. هكذا فِي (شرح النقاية)، وقال: رجالُ هذه الروايات كلهم ثقاتٌ.

৩৭৮। মু'তামির বিন সুলায়মান তাঁর পিতার সূত্রে হাসান রাহ.'র মধ্যস্ততায় হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে বিসমিল্লাহ আস্তে বলতেন। ইবনে খুযায়মার বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে: নামাযে আবু বকর ও উমরও (আস্তে বলতেন)। *(সহিহ ইবনে খুযায়মা)* 'শারহুন নুকায়া'এ এই বর্ণনাগুলো উল্লেখ করার পর লেখক (মুল্লা আলি কারি) বলেন, এই বর্ণনাসমূহের প্রত্যেকজন রাবি সিকাহ।

١٣١\٦– يُؤَمِّنُ الإمامُ والْمَأمومُ سِرًّا

অধ্যায়-১৩১/৬ : ইমাম ও মুক্তাদি আস্তে আস্তে 'আমিন' বলবে

٣٧٩. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدُكُمْ فِي الصلاةِ: آمِيْنِ، وقالتِ الْمَلائكةُ فِي السماءِ: آمِيْن، فوافقتْ إحداهُما الأخرى، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان.

৩৭৯। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে 'আমিন' বলে এবং ফিরিশতারাও আসমানে 'আমিন' বলেন আর একটি অপরটির সঙ্গে মিলিত হয়ে যায় তাহলে তার পূর্বের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٣٨٠. روى مالك والْجَماعةُ عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنُوا، فإنَّه مَنْ وَافَقَ تأمينُهُ تأمِيْنَ الْملائكة، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه.

৩৮০। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইমাম যখন 'আমিন' বলেন তখন তোমরাও 'আমিন' বলো; কেননা যার 'আমিন' বলা ফিরিশতাদের 'আমিন' বলার সঙ্গে মিলে যাবে তার পূর্বের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٣٨١. عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنا يقول: لاتُبادِرُوا الإمامَ، إذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذا قال: ولا الضاليـــن فقولوا: آميـــن، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، فقولوا: اللهم ربنا لك الْحَمْدُ. رواه مسلمٌ.

৩৮১। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখাতেন, বলতেন, তোমরা ইমামের আগ বাড়বে না, তিনি যখন তাকবির বলেন তখন তোমরাও তাকবির বলো, তিনি যখন وَ لَا الضَّالِّيْنَ বলেন তোমরা 'আমিন' বলো, তিনি যখন রুকু করেন তোমরাও রুকু করো এবং তিনি যখন سمع الله لمن حمده বলেন তোমরা তখন اللهم ربنا لك الحمد বলো। *(সহিহ মুসলিম)*

٣٨٢. عن الْحَسَنِ عن سَمُرَةَ بْنِ جندبٍ رضى الله تعالى عنه: أنه كان إذا صلى بِهِمْ سكتَ سَكْتَتَيْنِ إذا افتتح الصلاةَ، وإذا قال: ولا الضاليـــن، سكتَ أيضًا هُنَيَّةً، فأنكروا ذلك عليه، فكتبَ إِلَى أُبَيٍّ بنِ كعبٍ رضى الله تعالى عنه، فكتبَ إليهم أُبَيٌّ: أن الأمر كما صنعَ سَمُرَةُ. رواه أحمد والدارقطنِي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৩৮২। হাসান হযরত সামুরা বিন জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যখন তাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন তখন দু'বার সাকতাহ (ক্ষণিক নিরবতা পালন) করতেন: (এক) যখন নামায শুরু করতেন এবং (দুই) যখন وَ لَا الضَّالِّيْنَ বলতেন তখনও সাকতাহ করতেন। তো লোকেরা তাঁর ওই কাজ অপছন্দ করলো। ফলে তিনি উবাই ইবনে কা'ব রাযি.র নিকট চিঠি লিখলেন, উবাই তাদের কাছে চিঠি পাঠালেন যে, বিষয় তো এমনই যেমনটা সামুরা করেছেন। *(মুসনাদে আহমাদ)* এর সনদ সহিহ।

٣٨٣. عن وائل بن حجرقال: صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلمَّا قرأ: غَيْرِ الْمَغْضوبِ عليهم ولا الضاليـــن، قال: آميـــن، وأخفى بِها صوتَهُ، ووضعَ يدَهُ الْيُمْنَى على يدِه اليسرى، وسَلَّمَ عن يَمِينه وعن يسارِه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وإسنادُهُ صحيحٌ، وفِى متنه اضطرابٌ.

৩৮৩। হযরত ওয়াইল বিন হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। তিনি যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়লেন তখন আমিন বললেন এবং আমিন বলার সময় তাঁর আওয়াজকে নিম্ন করলেন।" *(সুনানে তিরমিযি, ১/৫৮, হাদিস: ২৪৮)* এর সনদ সহিহ, তবে মাতনে ইযতিরাব রয়েছে।

٣٨٤. عن إبراهيم قال: خَمْسٌ يُخْفِيهِنَّ الإمامُ: سبحانك اللهم وبِحَمدك، والتعوذ، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآميـــن، واللهم ربنا لك الْحَمْدُ. رواه عبدُ الرزاقِ فِى (مصنفه) وإسنادُهُ صحيحٌ.

৩৮৪। ইবরাহিম নাখায়ি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় ইমাম আস্তে আস্তে বলবেন: ১. সুবহানাকাল্লাহুম্মা। ২. আউযুবিল্লাহ। ৩. বিসমিল্লাহ। ৪. আমিন। ৫. আল্লাহুম্মা রাবক্বানা লাকাল হামদ। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক)* এর সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: নামাযে 'আমিন' বলা নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রাহ.'র মতে 'আমিন' আস্তে বলা উত্তম আর ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে জোরে বলা উত্তম। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মাযহাবের কয়েকটি দলিল এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার যে, এ অধ্যায়ে উভয় মতাবলম্বীরা হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি.'র হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। হানাফি-মালিকিরা শু'বা রাহ.'র সূত্রে বর্ণিত হাদিস দ্বারা এবং শাফিয়ি-হাম্বলিরা সুফয়ান সাওরি রাহ.'র সূত্রে বর্ণিত হাদিস দ্বারা। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে শু'বা রাহ.'র সূত্রকে প্রাধান্য দিয়ে 'আমিন' আস্তে বলার মত গ্রহণের কারণগুলো উল্লেখ করা হল:

১. সুফয়ান সাওরি রাহ. তাদলিসের ক্ষেত্রে নমনীয় ছিলেন। পক্ষান্তরে শু'বা রাহ. তাদলিসের ক্ষেত্রে খুবই কঠোর ছিলেন। তিনি বলতেন, التدليس أشد من الزنا তাদলিস যিনার চেয়েও জগণ্য। এবং বলতেন, لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. তাদলিস করার চে' আকাশ থেকে লাফ দেওয়া আমার দৃষ্টিতে সহজ ব্যাপার (অধিক পছন্দনীয়)। (আল ইলমা', পৃ. --, মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ, পৃ. ---)

২. শু'বা রাহ.'র আমল তাঁর বর্ণনানুযায়ী ছিল। পক্ষান্তরে সুফয়ান সাওরি রাহ.'র আমল তাঁর বর্ণনানুযায়ী ছিল না, বরং তিনি শু'বা রাহ.'র বর্ণনা মতো 'আমিন' আস্তে বলতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)

৩. প্রকৃত অর্থে 'আমিন' হচ্ছে দুআ। কুরআনে বলা হয়েছে, قد أجيبت دعوتكما "তোমাদের দুআ কবুল হয়েছে।" অথচ সেখানে মুসা আ. দুআ করেছিলেন এবং হারুন আ. শুধু 'আমিন' বলেছিলেন। আর দুআ তো আস্তে আস্তে-নিম্নস্বরে হওয়াই উত্তম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً "তোমরা তোমাদেও পালনকর্তাকে ডাক কাতরভাবে ও গোপনে।" (সূরা আল আ'রাফ: ৫৫) অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ "তোমার পালনকর্তাকে স্মরণ করবে মনে মনে, সকাতর সশঙ্কচিত্তে, অনুচ্চস্বরে, প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় এবং তুমি উদাসীন হবে না।" (সূরা আল আ'রাফ: ২০৫) ইমাম আবু হানিফা রাহ. বলেন, আমিন যদি দুআ হয় তবে সূরা আল আ'রাফের ৫৫ নং আয়াতের আলোকে তা আস্তে বলা উচিত। আর যদি যিকর গণ্য করা হয় তবেও অনুচ্চস্বরে বলা কর্তব্য সে সূরারই ২০৫ নং আয়াতের নির্দেশক্রমে।

৪. শু'বা রাহ'র বর্ণনা অন্যান্য হাদিস দ্বারাও সমর্থিত। যেমন ৩৮২নং হাদিসে সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. দুই সাকতার আলোচনা করেছেন; দ্বিতীয়টি হতো ফাতিহা পাঠ শেষে সামান্য সময়ের জন্যে, বস্তুত তখনই আস্তে আস্তে 'আমিন' বলা হত।

৫. সুফয়ান সাওরি রাহ.'র বর্ণনায় ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে। مد بها صوته (আওয়াজ লম্বা করেছেন) অর্থ হবে তিনি 'আ' 'মী' এর মাঝে মদ্দ (আওয়াজ লম্বা) করেছেন। পক্ষান্তরে শু'বা রাহ.'র বর্ণনায় এ ধরনের ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই।

৬. হযরত আবু বকর, উমার, উসমান ও আলি রাযি. সহ অধিকাংশ সাহাবির আমল ছিল 'আমিন' আস্তে বলা। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক)

৭. ------------------------------------

ইসতি'নাস: হাফিয ইবনুল কায়্যিম রাহ. লিখেছেন, ইনসাফের কথা যা একজন ন্যায়নিষ্ঠ আলিম পছন্দ করবেন তা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো 'আমীন' জোরে পড়তেন, কখনো আস্তে। তবে তাঁর আস্তে পড়া ছিল জোরে পড়ার চেয়ে বেশি। (যাদুল মাআদ, ১/২২৩)

তিনি আরো লিখেছেন, এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে যে ইখতিলাফ হয়েছে, তা ইখতিলাফে মুবাহের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে কোনো পক্ষেরই নিন্দা করা যায় না। যে কাজটি করেছে তারও না, যে করছে তারও না। এটা নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করা ও না করার মতো একটি গৌণ বিষয়। (প্রাগুক্ত, পৃ:২২৫)

কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, অন্য অনেক কিছুর মতো একেও সালাফী ভাইয়েরা জায়েয-নাজায়েয ও সুন্নাত-বিদআতের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এমনকি একে কেন্দ্র করে বিবাদ-বিসম্বাদেও লিপ্ত হয়েছেন। এখনো অনেক জায়গায় দেখা যায়, কিছু মানুষ এত উচ্চস্বরে আমীন বলেন, যেন নামাযের মাঝেই অন্য মুসল্লীদের কটাক্ষ করেন যে, তোমরা সবাই সুন্নাত তরককারী!

١٣١\٧- يُكَبِّرُ عندَ كُلِّ خَفْضٍ ورَفْعٍ

অধ্যায়-১৩১/৭ : প্রত্যেক উঠা-নামার সময় তাকবির বলবে

٣٨٥. عن عبدالله بن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِى كلِّ خفضٍ ورَفْعٍ وقيامٍ وقعودٍ، وأبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما.

قال الترمذي: حديث ابن مسعودٍ حسنٌ صحيحٌ، والعمل عليه عند أصحابِ النبى صلى الله عليه وسلم: أبِى بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرِهم رضى الله تعالى عنهم، ومَنْ بعدَهم من التابعين، وعليه عامة العلماء.

৩৮৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক উঠা-নামার সময় তাকবির বলতেন। (*সুনানে তিরমিযি, ১/৫৯, হাদিস: ২৫৩*) ইমাম তিরমিযি বলেন, ইবনে মাসউদ রাযি.'র হাদিসটি হাসান সহিহ হাদিস। আবু বকর, উমার, উসমান, আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবি, তৎপরবর্তী তাবিয়িগণ এবং সকল উলামায়ে কেরাম এই হাদিসের ওপর আমল করে থাকেন।

٣٨٦.عن أبِى سلمة عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أنه كان يصلى بِهِمْ فيُكَبِّرُ كُلَّما خفضَ ورفَعَ، وإذا انصرفَ، قال: إنِّى لأشبهكم صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.

৩৮৬। আবু সালামা হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন, তো প্রত্যেক উঠা-নামার সময় তিনি তাকবির বলতেন। এবং (নামায শেষ করে) যখন ফিরতেন তখন বলতেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যশীল। *(সহিহ বুখারি)*

٣٨٧. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يُكَبِّرُ حِيْنَ يقومُ، ثُمَّ يكبر حين يركع، ثُمَّ يقول: سَمِعَ الله لِمَنْ حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثُمَّ يقولُ وهو قائمٌ: ربنا ولك الْحمدُ، ثُمَّ يكبر حين يهوي، ثُمَّ يكبر حين يرفع رأسه، ثُمَّ يكبر حين يسجد، ثُمَّ يكبر حين يرفعُ رأسَهُ، ثُمَّ يفعل ذلك فى الصلاةِ كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الْجُلوس. رواه الشيخان.

৩৮৭। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তো শুরু করার সময় তাকবির বলতেন, তারপর যখন রুকুতে যেতেন তখনও তাকবির বলতেন, তারপর سمع الله لمن حمده বলতেন যখন রুকু থেকে মেরুদ- উঠাতেন, তারপর দাঁড়িয়ে বলতেন ربنا و لك الحمد , তারপর নিচে নামার সময় তাকবির বলতেন, তারপর মাথা উঠানোর সময় তাকবির বলতেন, তারপর সিজদা করার সময় তাকবির বলতেন, তারপর মাথা উঠানোর সময় তাকবির বলতেন। অতপর ওইভাবে পূরো নামাযে করতেন; শেষ করা পর্যন্ত এবং বৈঠকের পর দ্বিতীয় রাকআত থেকে উঠার সময় তাকবির বলতেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

١٣١\٨– يَعْتَمدُ بِيَدَيْه عَلَى رُكْبَتَيْه مُفَرِّجًا أصابعَهُ غَيْرَ رافعِ رأسَهُ ولامُنَكِّسٍ

অধ্যায়-১৩১/৮ : রুকুতে আঙুলগুলো খুলা রেখে হাত দ্বারা হাঁটুর উপর ভর দিবে, মাথা উঠাবে না আবার নামাবেও না

٣٨٨. عن مصعب بن سعد رضى الله تعالى عنه قال: صليت إلى جنبِ أبِى فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ، ثُمَّ وضعتُهما بَيْنَ فَخِذَيَّ، فنهانِى أبِى، وقال: كنا نفعله، فَنُهينا عنه، وأمِرْنا أنْ نضعَ أيدينا عَلَى الركبِ. رواه الْجماعةُ.

৩৮৮। হযরত মুসআব বিন সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতার পাশে নামায আদায় করলাম; আমি উভয় হাতের তালু মিলিয়ে উরুর মাঝখানে রেখে দিলাম। আবক্ষা আমাকে বারণ করলেন এবং বললেন, আমরাও এমন করতাম অতপর আমাদরেকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আদেশ করা হয়েছে আমরা যেন হাতসমূহ হাঁটুগুলোর উপর রাখি। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٣٨٩. عَنْ أَبِي بُرْزَةَ الأسلمي رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا رَكَعَ لَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ ماءٌ لاسْتَقَرَّ. رواه الطبراني في (الكبير) و(الأوسط)، وقال الْهيثمي: رجاله ثقاتٌ.

৩৮৯। হযরত আবু বারযাহ আল আসলামি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু করতেন তো এমনভাবে করতেন, যদি তাঁর পিঠে পানি ঢেলে দেওয়া হয় তবে তা স্থীর থাকবে। *(তাবারানি)* আল্লামা হায়সামি রাহ. বলেন, এর রাবিগণ সিকাহ।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু বারযাহ আল আসলামি রাযি.। নাম ফুযলাহ ইবনে উবায়দ আল আসলামি। প্রথমদিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিই আবদুল্লাহ ইবনে খাতালকে হত্যা করেন। সবক'টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর বসরায়, তারপর খুরাসানে অবস্থান করেন। ৬০ হিজরিতে 'মারও' এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

٣٩٠. عن أبِي مسعود عقبة بن عمرو رضى الله تعالى عنه أنه ركع فجافَى يديه، ووضعَ يديه على ركبتيه، وفَرَّجَ بَيْنَ أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وإسناده صحيحٌ.

৩৯০। হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রুকু করলেন তো উভয় হাত পৃথক রাখলেন, হাতদ্বয় হাঁটুর উপর রাখলেন এবং হাঁটুর নিচে আঙুলগুলোর মাঝে ফাক রাখলেন আর বললেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে আমি দেখেছি। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ সহিহ।

٣٩١. روى مسلمٌ عن عائشة رضى الله تعالى عنها (فِي حديث طويل): وكان إذا ركعَ لَمْ يشخصْ رأسَهُ ولَمْ يُصَوِّبْه، ولكن بَيْنَ ذلك.

৩৯১। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে (দীর্ঘ এক হাদিসে) বর্ণিত, এবং তিনি যখন রুকু করতেন তো তাঁর মাথাকে উঁচু করতেন না এবং নিচুও করতেন না, বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি রাখতেন। *(সহিহ মুসলিম)*

١٣١ \ ٩- يُسَبِّحُ فِي ركوعه وسجوده ثلاثاً

অধ্যায়-১৩১/৯ : রুকু-সিজদায় তিনবার তাসবিহ পাঠ করবে

٣٩٢. عن عقبة بن عامر الْجُهَنِي رضى الله تعالى عنه قال: لَمَّا نَزَلَتْ: (فَسَبِّحْ باسْمِ رَبِّكَ العَظِيم) [الواقعة]. قال لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها فِي ركوعكم. فلما نزلتْ: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعلى) [الأعلى]. قال: اجعلوها فِي سجودكم. رواه أحْمَدُ وأبو داود والْحاكِمُ وابن حبان، وإسنادُهُ حسنٌ.

৩৯২। হযরত উকবা ইবনে আমির আল জুহানি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ আয়াতটি নাযিল হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা

এটাকে রুকুতে রাখো (পড়ো), আর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আয়াতটি নাযিল হলো তিনি বললেন, এটাকে তোমরা সিজদায় রাখো (পড়ে)। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ হাসান।

٣٩٣. عن أَبِي بكرةَ رضي الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَبِّحُ فِي ركوعه: سبحان رَبِّيَ العظيم ثلاثًا، وفِي سجوده: سبحان ربِّيَ الأعلى ثلاثًا. رواه الْبَزَّارُ والطبــرانِي، وإسناده حسنٌ.

৩৯৩। হযরত আবু বাকরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে তাসবিহ পড়তেন: سبحان ربي العظيم তিনবার এবং সিজদায় سبحان ربي الأعلى তিনবার। *(মুসনাদে বায্যার)* এর সনদ হাসান।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু বাকরা রাযি.। নাম নুফাই ইবনুল হারিস। তায়িফে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বসরায় অবস্থান করেন এবং ৫১ হিজরিতে সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

অধ্যায়-১৩১/১০ : মাথা উঠানোর সময় তাসমি' করবে, ইমাম শুধু তাসমি' এবং মুক্তাদি শুধু তাহমিদ করবে

١٣١\١٠– يُسَمِّعُ رافعًا رأسَهُ، ويكتفي به الإمام، وبالتحميد الْمُؤتــم

অধ্যায়-১৩১/১১ : তাকবিরে তাহরিমা ব্যতীত অন্য কোনো সময় হাত উঠাবে না

٣٩٤. روى البخاري عن أَبِي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فقولوا: ربنا لك الْحَمْدُ، فإنه مَنْ وافَقَ قولُهُ قولَ الْملائكةِ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه.

৩৯৪। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইমাম যখন سمع الله لمن حمده বলেন তখন তোমরা ربنا لك الحمد বলো; কেননা যার (আমিন) বলা ফিরিশতাদের বলার সঙ্গে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ ক্ষমা কের দেওয়া হবে। *(সহিহ বুখারি:)*

٣٩٥. وفِي روايةٍ لأَبِي داود وابن ماجة والنسائي: أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فقولوا: ربنا لك الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللهُ لكم.

৩৯৫। অন্য বর্ণনায়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইমাম যখন سمع الله لمن حمده বলেন তখন তোমরা ربنا لك الحمد বলো; আল্লাহ তাআলা তোমাদের কথা শুনবেন (কবুল করবেন)। *(সহিহ মুসলিম)*

١٣١\١١- لايرفعُ يديه إلا فِى تكبِيْرَةِ الافتتاح

অধ্যায়- ১৩১/১১ : তাকবিরে তাহরিমা ব্যতীত হাত ওঠাবে না

396. عن علقمة رضى الله تعالى عنه قال: قال عبدُ الله بنُ مسعودٍ رضى الله تعالى عنه: ألا أصلى بكم صلاةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، فَلَمْ يَرْفَعْ يديه إلا فِى أول مرةٍ. رواه الثلاثةُ، وهو حديثٌ صحيحٌ.

৩৯৬। আলকামা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বললেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের মতো নামায আদায় করবো না? এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং শুধু নামাযের শুরুতে রাফয়ে ইয়াদাইন করলেন। (*সুনানে তি[illegible], ১/৫৯, হাদিস: ২৫৭*) এটা সহিহ হাদিস।

٣٩٧. عن الأسودِ قال: رأيتُ عمر بنَ الْخطابِ رضى الله تعالى عنه يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لا يَعُودُ. رواه الطحاوي وأبو بكر بن أبِى شيبة، وهو أثرٌ صحيحٌ.

৩৯৭। আসওয়াদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত উমর রাযি.কে দেখেছি তিনি প্রথম তাকবিরে হাত উঠাতেন, তারপর পুনর্বার উঠাতেন না। (*শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা*) এটি (সনদের বিচারে) একটি সহিহ আসার।

٣٩٨. عن عاصم بن كليبٍ عن أبيه: أن عليًّا رضى الله تعالى عنه كان يَرْفَعُ يديه فِى أوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ من الصلاةِ، ثُمَّ لا يَرْفَعُ بعدُ. رواه الطحاوي، وأبو بكر بن أبِى شيبة والبيهقى، وإسناده صحيحٌ.

৩৯৮। আসিম ইবনে কুলাইব'র সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, হযরত আলি রাযি. নামাযের প্রথম তাকবিরে হাত উঠাতেন, তারপর আর উঠাতেন না। (*তাহাবি, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, আস সুনানুল কুবরা; বাইহাকি*) এর সনদ সহিহ।

٣٩٩. وعن أبِى إسحاق رضى الله تعالى عنه قال: كان أصحابُ عبدِ الله وأصحاب عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنهم لا يَرْفَعُونَ أيديهم إلا فِى افتتاحِ الصلاةِ، ثُمَّ لا يَعُودُونَ. رواه أبو بكرٍ بن أبِى شيبة، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৩৯৯। আবু ইসহাক রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আলি রযি.'র শাগরিদগণ শুধুমাত্র নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন, তারপর পুনর্বার উঠাতেন না। (*মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা*) এর সনদ সহিহ।

٤٠٠. روى الطَبْرانِى بسنده إلى ابن أبِى ليلى عن الْحَكَمِ عن مقسم عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لاتُرْفَعُ الأيدي إلا فِى سَبْعِ مَواطِنَ: حِيْنَ يفتتحُ الصلاة،

وحِيْنَ يدخل الْمَسْجِدَ الْحرامَ، فينظر إلى البيت، وحِيْنَ يقومُ على الصفا، وحِيْنَ يقومُ على الْمَرْوَة، وحِيْنَ يقومُ مع الناسِ عَشِيَّةَ عرفةَ وبجَمْعٍ، والْمقامَيْنِ حِيْنَ يَرْمِي الْجَمْرَة.

৪০০। ইবনে আবি লায়লা হাকাম থেকে, তিনি মিকসাম থেকে, তিনি হযরত ইবনে আবক্কাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সাতটি জায়গা ব্যতীত অন্যত্র হাত উঠানো হবে না: নামায শুরু করার সময়, মসজিদে হারামে প্রবেশ করত বাইতুল্লাহর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার সময়, সাফা পর্বতে দাঁড়ানোর সময়, মারওয়া পর্বতে দাঁড়ানোর সময়, আরাফা দিবসের বিকেলে ও মুযদালিফায় লোকদের সঙ্গে অবস্থান করার সময় এবং পাথর নিক্ষেপ করার সময় উভয় মাকামে। *(আল মু'জামুল কাবির; তাবারানি)*

٤٠١. عن جابر بن سَمُرَةَ رضى الله تعالى عنه قال: خَرَجَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: مالِي أراكم رافعي أيديكم كأنَّها أذنابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اسكنوا فِي الصلاة. رواه مسلمٌ.

৪০১। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে বললেন, এ কী হলো? তোমাদেরকে হাতগুলো উঠাতে দেখি, যেন এগুলো অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায়! নামাযে শান্ত থাকো। *(সহিহ মুসলিম)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রাহ.'র মতে হাত না উঠানো উত্তম, আর ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে হাত উঠানো উত্তম। হানাফি মাযহাবের কয়েকটি দলিল উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ মাসআলায় হানাফিদের মতই প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত। নিম্নে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হলো:

১. হাত না উঠানো সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো কুরআনে কারিমের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যশীল। ইরশাদ হয়েছে, (وقُومُوا لله قانِتِيْنَ) আয়াত থেকে অনুমেয় যে, নামাযে নড়াচড়া কম হওয়া উচিত। হাত না উঠানোর মতানুযায়ী নড়াচড়া কম হবে।
২. হানাফিদের দলিল ইবনে মাসউদ রাযি.'র বর্ণনায় কোনো ধরনের ইখতিলাফ বা ইযতিরাব নেই এবং তাঁর কাছ থেকে এর বিপরীত আমলও বর্ণিত নয়। পক্ষান্তরে অন্যদের দলিল ইবনে উমার রাযি.'র বর্ণনায় যেমন ইখতিলাফ রয়েছে, তেমনি তাঁর কাছ থেকে এর বিপরীত আমলও বর্ণিত আছে।
৩. হাদিসসমূহের বাহ্যবিরোধ নিরসনে তাআমুলে সাহাবা অনেক গুরুত্ব রাখে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে হযরত উমার, আলি, ইবনে মাসউদ রাযি. প্রমুখ আকাবিরে সাহাবা থেকে হাত না উঠানোর কথা পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হাত উঠানোর বর্ণনাগুলো অধিকাংশই ইবনে উমার, ইবনুয যুবাইর প্রমুখ কমবয়সী সাহাবি থেকে বর্ণিত। তা ছাড়া হাত না উঠানো মদিনা ও কুফা এই দুই শহরের অধিবাসীদের নিরবচ্ছিন্ন আমল। অন্যদিকে নামাযের বিধান প্রয়োগের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলেও প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে অনেক কাজ ছিল যা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে।
৪. হাত না উঠানোর হাদিসটি মুসালসাল বিল ফুকাহা (ফকিহগণের ধারাবাহিকতায় বর্ণিত) এবং স্বয়ং ইবনে মাসউদ রাযি. হাত উঠানো সম্পর্কিত হাদিসের রাবির চেয়ে বড় ফকিহ ছিলেন। অর

এ কথা স্বীকৃত যে, ফকিহগণের ধারাবাহিকতায় বর্ণিত হাদিস অন্যদের বর্ণিত হাদিসের চেয়ে অগ্রগণ্য। একবার ইমাম আবু হানিফা রাহ. এবং ইমাম আওযায়ি রাহ.'র মধ্যে বেশ মধুর বিতর্ক হয়। আওযায়ি রাহ. জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নামাযে রুকু যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠান না কেন? আবু হানিফা রাহ. বললেন, যেহেতু এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহিহ কিছুই পাওয়া যায় না। আওযায়ি রাহ. তৎক্ষণাত শুনিয়ে দেন-

حدثني الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة و عند الركوع و عند الرفع عنه.

তখন ইমাম আবু হানিফা রাহ. বললেন,

حدثني حماد عن علقمة و الأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة، و لا يعود إلى شيئ من ذلك.

আওযায়ি রাহ. তখন বলেন, আমি আপনাকে عن الزهري عن سالم عن ابن عمر এর মতো উচ্চাঙ্গের সনদে হাদিস শুনাচ্ছি, আর আপনি আমাকে حدثني حماد عن إبراهيم শুনাচ্ছেন?! তখন আবু হানিফা রাহ. বললেন, হাম্মাদ যুহরি থেকে বড় ফকিহ, ইবরাহিম সালিম থেকে বড় ফকিহ, ইবনে উমার রাযি. সাহাবি হলেও আলকামা তাঁর থেকে কম নন। আর আসওয়াদের যে বিরাট ফযিলত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অপর বর্ণনায় আছে, ইবরাহিম সালিম থেকে বড় ফকিহ, আর যদি সাহাবি হওয়ার মর্যাদা না থাকত তাহলে বলতাম যে, আলকামা ইবনে উমার রাযি.' থেকেও বড় মাপের ফকিহ, আর ইবনে মাসউদ তো ইবনে মাসউদই। তখন আওযায়ি রাহ. চুপ হয়ে যান। (দেখুন: ফাতহুল কাদির, ১/২১৯, উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনিফা, ১/৫৮, প্রভৃতি গ্রন্থ)

উল্লেখ্য যে, এ ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ এবং তার বর্ণনাসূত্রও বিশুদ্ধ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন: আল আজওয়িবাতুল ফাযিলা, পৃ. ২৪৬ ইত্যাদি গ্রন্থ।

এখানে দেখার বিষয় হলো, ইমাম আওযায়ি রাহ. যে সনদে ইবনে উমার রাযি.'র হাদিস বর্ণনা করেছেন তা এবং ইমাম আবু হানিফা রাহ. যে সনদে ইবনে মাসউদ রাযি.'র হাদিস পেশ করেছেন- উভয় হাদিসই উসূলে হাদিস বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত। অর্থাৎ উভয় হাদিসই বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে সমান সমান। তবে ইমাম আবু হানিফা রাহ. রাবিদের মধ্যে যে অধিকতর ফিকহবিদ তাঁর হাদিস গ্রহণের নীতিতে ইবনে মাসউদ রাযি.'র হাদিসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আওযায়ি রাহ. এই প্রাধান্যতা অস্বীকার করতে পারেননি বলে চুপ হয়ে গেলেন। বস্তুত মুহাদ্দিসগণ ফকিহদের সূত্রধারায় বর্ণিত হাদিসকে অন্য যে কোনো বর্ণনার ওপর প্রাধান্য দিতেন। ইমাম আ'মাশ রাহ. বলেন, حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. "মুহাদ্দিসদের সূত্রধারায় বর্ণিত হাদিসের চেয়ে ফকিহদের সূত্রধারায় বর্ণিত হাদিসই উত্তম।" (আল ইলমা', পৃ. --) ইমাম তিরমিযি রাহ. বলেন, الفقهاء أعلم بمعاني الحديث. "ফকিহগণ হাদিসের মর্মার্থ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।" (সুনানে তিরমিযি, ৩/২০৬, হাদিস নং ৯৯০) ইমাম মালিক রাহ. বলেন, ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء. "ফকিহগণ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে আমরা

হাদিস গ্রহণ করতাম না।" (আল মুবাত্তা বিরিজালিল মুআত্তা; সুয়ূতি, মুআত্তা মালিকের সঙ্গে যুক্ত, পৃ. ৭৪৭, তালিবুল ইলম ভাইয়েরা এ সংক্রান্ত দুর্লভ বিভিন্ন তথ্য এবং সূক্ষ্ম ইলমি বিষয়াদি জানতে দেখুন: মাআরিফুস সুনান: ২/৪৯৯-৫০১)

ইসতি'নাস: শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.'র উপরিউক্ত হাদিস সম্পর্কে লিখেছেন, বাস্তব সত্য কথা হলো, এ হাদীসটি সহীহ এবং তার সনদ ইমাম মুসলিম রাহ.'র শর্তানুযায়ী সহীহ। আর যারা এটিকে দুর্বল বলে প্রত্যাখান করতে চেয়েছেন মূলত তাদের নিকট এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই। (আলবানীর তাহকীককৃত মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/২৪৫, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি.)

এখানে লক্ষ্য করুন, আলবানী সাহেব সালাফী হয়েও রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে ওঠার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন না করার ক্ষেত্রে হানাফীদের দলিল ইবনে মাসউদ রাযি.'র হাদিসকে সহীহ বলে মেনে নিয়েছেন। সুতরাং যারা সহীহ হাদিসের ওপর আমল করে তারা আবার কিভাবে হাদিস তরককারী হয়? কেন এ নিয়ে এত ঝগড়া বিবাদ? এত অপপ্রচার? হাদিসের ওপর আমল না করার অপবাদ? অথচ এ ধরনের মাসআলায় যে মতভেদ তা হলো সুন্নাহর বিভিন্নতা, সেখানে ঝগড়া-বিবাদের প্রশ্নই আসে না।

١٣١\١٢- يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ فَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ

অধ্যায়-১৩১/১২ : তাকবির বলে সিজদা করবে এবং প্রথমে হাঁটু তারপর হাত রাখবে

٤٠٢. روى أصحابُ السنن من حديثِ وائلٍ رضى الله تعالى عنه قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يديه، وإذا نَهَضَ رَفَعَ يديه قَبْلَ رُكْبَتَيْه. وحَسَّنَهُ الترمذي. وفِى حاشية (آثارِ السنن) للنيموي: فالْحديثُ لاينحط عن درجة الْحَسَنِ لكثرة طرقه. والله تعالى أعلم.

৪০২। হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি যখন সিজদা করতেন তখন হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতেন আর যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন। *(সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ)* ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'আসারুস সুনান লিন নিমাওয়ি'র হাশিয়ায় রয়েছে, সুতরাং একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে হাদিসটি হাসান হাদিসের পর্যায় থেকে কোনোক্রমেই কম নয়।

٤٠٣. عن علقمة والأسود قالا: حَفِظْنا عن عمر رضى الله تعالى فِى صلاته: أنه خَرَّ بَعْدَ رُكُوعِه عَلَى رُكْبَتَيْهِ كما يَخِرُّ الْبَعِيْرُ، ووَضَعَ ركبتيه قبلَ يديه. رواه الطحاوي، وإسناده صحيحٌ.

৪০৩। আলকামা ও আসওয়াদ থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, হযরত উমর রাযি.'র নামাযের অবস্থা আমাদের স্মরণে আছে: তিনি রুকুর পর হাঁটুর ওপর ভর করে নিচে নেমে পড়তেন, যেভাবে উট বসে পড়ে, এবং হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

١٣\١٣١– يَضَعُ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ

অধ্যায়-১৩১/১৩ : উভয় হাতের মধ্যখানে চেহারা রাখবে

٤٠٤. روى مسلم من حديثِ وائلٍ رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا سَجَدَ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ.

৪০৪। হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি.'র হাদিসে রয়েছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন তখন চেহারা উভয় হাতের তালুর মাঝখানে রাখতেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٤٠٥. عن أَبِى إسحاقَ قال: سألتُ البـــراء بن عازبٍ رضى الله تعالى عنه: أين كان النبى صلى الله عليه وسلم يَضَعُ جَبْهَتَهُ إذا صَلَّى؟ قال: بَيْنَ كفيه.

رواه الطحاوي عن حفص بن غياث عن الْحجاج عن أَبِى إسحاق..... الْحديث.

৪০৫। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত বারা ইবনুল আযিব রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে তাঁর কপাল কোথায় রাখতেন? তিনি বললেন, উভয় হাতের তালুর মধ্যখানে। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত বারা ইবনুল আযিব রাযি.। উপনাম আবু উমারা আল আনসারি। বিশিষ্ট সাহাবি। কুফায় অবস্থান করেন। ২৪ হিজরিতে 'রাই' বিজয় করেন। হযরত আলি রাযি.'র সঙ্গে জামাল, সিফফিন ও নাহরাওয়ান যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। মুসআব ইবনে যুবাইর রাযি.'র শাসনামলে কুফায় মৃত্যুবরণ করেন।

٤٠٦. عن وائل بن حجر رضى الله تعالى عنه قال: رَمَقْتُ النبى صلى الله عليه وسلم، فلما سجدَ وضع يديه حذوَ أذنيه. رواه إسحاق بن راهويه والنسائى والطحاوي، وإسناده صحيحٌ.

৪০৬। হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রায. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলাম, তো যখন তিনি সিজদা করেন তাঁর হাত কান বরাবর রাখেন। *(সুনানে নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

١٤\١٣١_ مُبْدِياً ضَبْعَيْهِ مُجافِيًا بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ

অধ্যায়-১৩১/১৪ : বাহু খুলে রাখবে এবং পেট উরু থেকে পৃথক রাখবে

٤٠٧. لِمَا فِى (الصحيحين) عن عبدالله بن مالك بن بـــحينة قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُجَنِّحُ فِى سجوده حَتَّى يُرى وَضَحُ إبطيه.

৪০৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় বাহু এমনভাবে সরিয়ে রাখতেন যে তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করা যেত। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনা রাযি.। পিতার নাম মালিক এবং মাতার নাম বুহাইনা। সুতরাং 'মালিক'এ তানবিন হবে এবং 'ইবন' আলিফসহ লিখা হবে। তিনি প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। খুবই ইবাদতগুযার ছিলেন; সবসময় রোযা রাখতেন। ৫৬ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

٤٠٨. عن ميمونة رضى الله تعالى عنها: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سجدَ جافَى حَتَّى لَوْ شاءتْ بُهْمَةٌ أنْ تَمُرَّ بَيْنَ يديه لَمَرَّتْ. رواه مسلم.

৪০৮। হযরত মায়মুনা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন তখন (হাত শরির থেকে) এমনভাবে পৃথক করে রাখতেন যে ইচ্ছে করলে ছাগল ছানা তাঁর উভয় হাতের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করতে পারবে। *(সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত মায়মুনা রাযি.। নবিপত্নি উম্মুল মু'মিনিন। প্রথমে তাঁর নাম ছিল বাররাহ, পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পরিবর্তন করে নাম রাখেন মায়মুনা। প্রাক-ইসলামি যুগে তিনি মাসউদ ইবনে আমর আস সাকাফি'র বিবাহে ছিলেন। মাসউদ ছেড়ে দেয়ার পর তিনি আবু রাহমের সঙ্গে বিবাহ করেন। তার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম হিজরির 'উমরাতুল কাযা'র বছর যুল কা'দা মাসে মক্কা থেকে দশ মাইল দূরে সারিফ নামক স্থানে তাঁকে বিয়ে করেন। কুদরতের কারিশমা যে, তিনি ওই সারিফেই ৫১/৬১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন এবং ইবনে আব্বাস রাযি. তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। বলা হয়, তাঁর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কাউকে বিয়ে করেননি।

٤٠٩. روى عبدُ الرزاق فِي (مصنفه) عن سفيان الثوري عن آدم بن على البكري قال: رآنى عمرُ رضى الله تعالى عنه وأنا أصلى لا أتَجافَى عن الأرضِ بِذراعي، فقال: يا ابن أخِي! لاتَبْسُطْ بسطَ السبعِ، وادّعم على راحتيكَ، وأبْد ضَبْعَيكَ. رواه ابن حبان والْحاكمُ.

৪০৯। আবদুর রাযযাক তদীয় মুসান্নাফে সুফয়ান সাওরি থেকে, তিনি আদম ইবনে আলি আল বিকরি থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমাকে হযরত উমর রাযি. নামায পড়তে দেখলেন, তখন আমি বাহু জমিন থেকে পৃথক করে রাখিনি। তাই তিনি বললেন, হে ভাতিজা! হিংস্রের ন্যায় (হাতগুলো) বিছিয়ে রাখবে না, বরং হাতের তালুর উপর ঠেক দাও এবং বগল প্রকাশ করে রাখ। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক)*

١٣١\١٥– مُوَجِّهًا أصابِعَ رِجْلَيْه نَحْوَ القبلة

অধ্যায়-১৩১/১৫ : পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে

٤١٠. روى البخاري من حديثِ أبِى حُمَيد الساعدي رضى الله تعالى عنه قال: كنتُ أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيته إذا كَبَّرَ جعلَ يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكنَ يديه من ركبتيه، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ (أى: أمالَهُ)، فإذا رفعَ رأسَهُ استوى حتى يعودَ كلُّ فقارٍ مكانَهُ، فإذا سجدَ وَضَعَ يديهِ غَيْر مفترشٍ ولا ناصبٍ، واستقبلَ بأطرافِ أصابعِ رجليه القبلةَ.

৪১০। হযরত আবু হুমাইদ আস সাঈদি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আমার বেশি মনে আছে, তাঁকে দেখেছি যখন তাকবির বলতেন হাত কাধ বরাবর রাখতেন, আর যখন রুকু করতেন তখন হাঁটুকে শক্তহাতে ধরতেন এবং পিঠ নোয়াতেন, তারপর যখন মাথা উঠাতেন সোজা হতেন যাতে মেরুদণ্ডের প্রতিটি হাড় স্বস্থানে ফিরে আসে, আর যখন সিজদা করতেন তখন হাতদ্বয় রাখতেন না বিছিয়ে এবং না উঠিয়ে, এবং পায়ের আঙুলগুলোর অগ্রভাগ কিবলামুখী করতেন। *(সহিহ বুখারি)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু হুমাইদ আস সাঈদি রাযি.। নাম আবদুর রাহমান ইবনে সা'দ আল আনসারি আল খাযরাজি। প্রসিদ্ধ সাহাবি। উহুদ ও তৎপরবর্তী জিহাদগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন। খিলাফাতে ইয়াযিদের প্রাক্কাল- ৬০ হিজরি পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

١٦\١٣١– تَجُوزُ السجدةُ على كُلِّ شَيْءٍ تَسْتَقِرُّ جَبْهَتُهُ عليه

অধ্যায়-১৩১/১৬ : যে বস্তুর উপরই কপাল স্থির থাকে তার উপর সিজদা করবে

٤١١. روى الطَّبرانِيُّ فِي (الْمُعجمِ الأوسطِ) عن ابن أبِي أوفَى رضى الله تعالى عنه قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سَجَدَ عَلَى كورِ العمامَةِ.

৪১১। হযরত ইবনে আবি আওফা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগড়ির পেঁচের উপর সিজদা করতে দেখেছি। *(মু'জামে তাবারানি)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত ইবনে আবি আওফা রাযি.। যুরারা ইবনে আবি আওফা। হযরত উসমান রাযি.'র খিলাফাতকালে মৃত্যুবরণ করেন।

٤١٢. روى ابنُ عدي فِي (الكامل) عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم سَجَدَ عَلَى كورِ العمامَةِ.

৪১২। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাগড়ির পেঁচের উপর সিজদা করেছেন। *(আল কামিল; ইবনে আদি)*

٤١٣. وفِى (سنن) البيهقِي عن هشام عن الْحَسَنِ قال: كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُونَ وأيديهم فِى ثيابِهِمْ، ويسجدُ الرجلُ منهم على عمامَتِه.

৪১৩। হিশামের সূত্রে হাসান রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ কাপড়ের ভিতরে হাত থাকাবস্থায় সিজদা করতেন এবং তাঁদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি পাগড়ির উপর সিজদা করতেন। *(আস সুনানুল কুবরা; বাইহাকি)*

١٣١\١٧– أنْ يقعدَ بَيْنَ السجدتَيْنِ كما فِي التشهد

অধ্যায়-১৩১/১৭ : তাশাহহুদের ন্যায় উভয় সিজদার মধ্যখানে বসবে

٤١٤. عن أَبِي حُمَيد الساعدي رضى الله تعالى مرفوعًا: ثُمَّ يَهْوِي إلى الأرضِ فَيُجافِي يديه عن جَنْبَيْه، ثُمَّ يَرْفَعُ رأسَهُ، ويُثَنِّي رجلَهُ اليسري، ويقعد عليها، ويفتحُ أصابعَ رجليه إذا سجدَ، ثُمَّ يسجدُ، ثُمَّ يقول: الله أَكْبَرُ.....الْحَدِيث. رواه أبو داود والترمذي، وإسناده صحيحٌ.

৪১৪। হযরত আবু হুমাইদ আস সাঈদি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (দীর্ঘ হাদিসের অংশ) অতপর তিনি জমিনের দিকে নেমে পড়তেন এবং হাতদ্বয় পার্শ্ব থেকে পৃথক রাখতেন, অতপর মাথা উঠাতেন এবং বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন, যখন সিজদা করার সময় পায়ের আঙুলগুলো খোলা রাখতেন, তারপর সিজদা করতেন, তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলতেন...। *(সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ সহিহ।

٤١٥. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ اليسرى ويَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وكان يَنْهَى عن عقبة الشيطان. أخرجه مسلمٌ، وهو مُخْتَصرٌ.

৪১৫। হযরত আয়িশা রযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাম পা বিছিয়ে রাখতেন আর ডান পা দাঁড় করে রাখতেন এবং তিনি শয়তানের আকৃতিধারণ থেকে নিষেধ করতেন। *(সহিহ মুসলিম)* হাদিসটি এখানে সংক্ষেপিত।

٤١٦. أخرجَ مُحَمَّدُ بن الْحَسَنِ رضى الله تعالى عنه فِي (مؤطئه)، عن الْمُغيرة بن حكيم قال: رأيتُ ابنَ عمر رضى الله تعالى عنهما يَجْلِسُ عَلَى عقبيهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي الصلاةِ، فذكرتُ له فقال: إنَّما فَعَلْتُهُ منذُ اشتكيتُ.

৪১৬। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ.'র সূত্রে মুগিরা ইবনে হাকিম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে উমর রাযি.কে নামাযে উভয় সিজদার মধ্যখানে গোড়ালির উপর বসতে দেখলাম। বিষয়টি তাঁর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হওয়ার পর থেকে এমন করি! *(মুআত্তা মুহাম্মাদ)*

١٣١\١٨–يَقُومُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْه بلا اعْتماد عَلَى الأرضِ

অধ্যায়-১৩১/১৮ : জমিনের উপর ভর না করে সোজা দাড়িয়ে যাবে

٤١٧. عن ابنِ عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يعتمدَ الرجلُ على يديه، إذا نَهَضَ فِي الصلاةِ. رواه أبو داود، وفِي رواية: أنْ يَجْلِسَ الرجلُ فِي الصلاةِ وهو معتمدٌ على يديه. وفِي روايةٍ أخرى: أنْ يصلى الرجلُ وهو معتمدٌ على يديه.

৪১৭। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লি নামাযে উভয় হাতের উপর ভর দিয়ে উঠতে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: উভয় হাতের উপর ভর দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে: উভয় হাতের উপর ভর দিয়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٤١٨. عن عباسٍ أو عياش بن سهلٍ الساعدي رضى الله تعالى عنه: أنه كان فِي مَجْلِسٍ فيه أبوه، وكانَ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم، وفِي الْمَجْلِسِ أبو هريرةَ وأبو حُمَيْد الساعدي وأبو أسيدٍ رضى الله تعالى عنهم.... فذكر الْحَديثَ وفيه: ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فقامَ ولَمْ يَتَوَرَّكْ. رواه أبو داود، وإسناده صحيحٌ.

৪১৮। হযরত আবক্কাস (অথবা আইয়াশ) ইবনে সাহল আস সাঈদি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এক বৈঠকে ছিলেন যেখানে তাঁর পিতাও উপস্থিত ছিলেন, তিনি একজন সাহাবি, একই বৈঠকে হযরত আবু হুরায়রা, আবু হুমাইদ আস সাঈদি এবং আবু উসাইদ রাযি.ও ছিলেন। তিনি পূর্ণ বর্ণনা উল্লেখ করেন এবং তাতে রয়েছে: অতপর তিনি তাকবির বলে সিজদা করলেন, তারপর তাকবির বলে দাঁড়িয়ে গেলেন, বসেননি। *(সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ সহিহ।

সনদ পর্যালোচনা : হযরত আবক্কাস (অথবা আইয়াশ) ইবনে সাহল আস সাঈদি রাহ.। স্বীয় পিতা সাহল ইবনে সা'দ, আবু হুমাইদ, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযি. প্রমুখ সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইবনে সা'দ রাহ. বলেন, হযরত উসমান রাযি.'র শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ছিল পনের বছর। ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।

٤١٩. عن النعمانِ بن أبِي عياشٍ قال: أدركتُ غَيْرَ واحدٍ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم، فكانَ إذا رفعَ رأسَهُ مِنَ السجدةِ فِي أولِ ركعةٍ والثالثة قام كما هو ولَمْ يَجْلِسْ. رواه أبو بكر بن أبِي شيبة، وإسناده حسنٌ.

৪১৯। নু'মান ইবনে আবি আইয়াশ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবিকে পেয়েছি, তিনি যখন প্রথম ও তৃতীয় রাকআতের সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন তাৎক্ষণিক দাঁড়িয়ে যেতেন, বসতেন না। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ হাসান।

٤٢٠. عن عبدِ الرحمن بن يزيد قال: رَمَقْتُ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ رضى الله تعالى عنه فِي الصلاةِ فرأيته يَنْهَضُ ولا يَجْلِسُ، قال: يَنْهَضُ على صدورِ قدميه فِي الركعةِ الأولى والثالثة. رواه الطبرانِي فِي (الكبِيْر)، والبيهقي فِي (السنن الكبرى) وصححه، وقال الْهَيْثَمِي فِي (مَجمع الزوائد): رجالُهُ رجالُ الصحيح.

৪২০। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নামাযে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.কে আমি পর্যবেক্ষণ করলাম, তো দেখলাম তিনি দাঁড়িয়ে যান, বসেন না। তিনি বলেন, প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে পায়ের সোজা দাঁড়িয়ে যান। বায়হাকি *'আস সুনানুল কুবরা'*- এ হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন এবং হায়সামি *'মাজমাউয যাওয়াইদ'*এ বলেছেন, এর রাবিগণ সহিহ বুখারি'র রাবি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: জলসা ইস্তিরাহাত বা দ্বিতীয় সিজদার পর দাড়ানোর আগে সংক্ষিপ্ত বৈঠক নামাযের মাসনুন নিয়ম নয়। অনেক সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁদের বিবরণে এই জলসার উল্লেখ পাওয়া যায় না। শুধু মালিক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি.'র একটি বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জলসা ইস্তিরাহাত করেছেন। ইমাম তাহাবি রাহ. এ বিষয়ের সকল হাদিস আলোচনা করে বলেন, যেহেতু দু'ধরনের বর্ণনায় বাহ্যত বৈপরীত্ব দেখা যাচ্ছে তাই মালিক ইবনুল হুয়াইরিস রাযি.'র সূত্রে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যা এই হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিশেষ ওজরে এই জলসা করেছেন। নামাযের মাসনুন নিয়ম হিসেবে করেননি। (অন্যথায় অন্যান্য বর্ণনায় তা থাকত) যদি এই জলসা নামাযের অঙ্গ হত তাহলে এর মধ্যে বিশেষ কোনো যিকর অবশ্যই থাকত। (শারহু মাআনিল আসার) ইমাম তাহাবি রাহ.'র সিদ্ধান্তের সমর্থন ওই বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায় যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, إني قد بدنت 'বার্ধক্যের কারণে আমার শরির ভারি হয়ে গেছে।' (সুনানে ইবনে মাজাহ) এই বিশেষ ওজরে তিনি সিজদা থেকে উঠে বসতেন, তারপর দাঁড়াতেন।

ইসতি'নাস: হাফিয ইবনুল কায়্যিম রাহ. (৭৫১ হি.) বলেন, "জলসায়ে ইস্তিরাহাত যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা করে থাকতেন তাহলে নবীজি'র নামাযের কৈফিয়্যাত ও অবস্থা বর্ণনাকারী সকলেই তা উল্লেখ করতেন। অন্যদিকে নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজ করলেই তা নামাযের সুন্নাত বলেই গণ্য হয় না, যতক্ষণ না এটা অনুসরণীয় সুন্নাত বলে জানা যায়। আর যেহেতু তিনি জলসায়ে ইস্তিরাহাত প্রয়োজন বশত করেছিলেন তাই এটা জলসায়ে ইস্তিরাহাত সুন্নাত হওয়ার প্রমাণ বহন করে না"। (যাদুল মাআদ, পৃ. ৯৩, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি.)

মরহুম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁনও (১৩০৭ হি.) জলসায়ে ইস্তিরাহাত সম্পর্কে হাফিয ইবনুল কায়্যিমের পাশাপাশি মতামত ব্যক্ত করেছেন। (দেখুন, ফাতহুল আল্লাম শারহু বুলুগিল মারাম, ১/১৩৯, বুলাক-মিসর, ১ম সংস্করণ ১৩০২ হি.)

١٣١\١٩–فِي التشهدِ يفترشُ رِجْلَهُ اليسرى ويَنصِبُ اليُمْنى مُوَجِّهًا أصابعَ رِجْله إلى القبلة

অধ্যায়-১৩১/১৯ : তাশাহহুদে বাম পা বিছিয়ে এবং ডান পা দাঁড় করে রাখবে, তখন পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে

٤٢١. رَوَتْ عائشةُ رضى الله تعالى عنها: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاةَ بالتكبيرِ إلى أن قالتْ: وكان يفترشُ رجله اليسرى، وينصب رجلَهُ اليمنى، وكان ينهى أن يفترشَ الرجلُ ذراعيه افتراشَ السبعِ، وكان يَخْتِمُ الصلاةَ بالتسليم. رواه مسلمٌ.

৪২১। হযরত আয়িশা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবির বলে নামায শুরু করতেন। (শেষে তিনি বলেন) এবং তিনি বাম পা বিছিয়ে দিতেন, আর ডান পা দাঁড় করে রাখতেন

এবং তিনি মুসল্লি উভয় বাহু হিংস্রের ন্যায় বিছিয়ে রাখতে নিষেধ করতেন, এবং সালামের মাধ্যমে তিনি নামায সমাপ্ত করতেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٤٢٢. عن عبد الله بن عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: مِنْ سُنَّةِ الصلاةِ أن تنصبَ القدمَ اليمنى واستقبالُهُ بأصابعها القبلة، والْجلوس على اليسرى. رواه النسائي، وإسنادهُ صحيحٌ.

৪২২। হযরত আবদুল্লহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নামাযের সুন্নাত হচ্ছে ডান পা দাঁড় করে রাখা, তার আঙুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা। *(সুনানে নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

٤٢٣. عن وائل بن حجر رضى الله تعالى عنه قال: صليتُ خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فلمَّا قعدَ وتشهد فرشَ قَدَمَهُ اليسرى على الأرضِ وجَلَسَ عليها. رواه سعيد بن منصورٍ والطحاوي، وإسنادهُ صحيحٌ.

৪২৩। হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায আদায় করেছি। তিনি যখন বসে তাশাহহুদ পড়তেন তখন বাম পা জমিনে বিছিয়ে তার উপর বসতেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

١٣١\٢٠ – واضِعًا يَدَيْه عَلَى فَخِذَيْه

অধ্যায়-১৩১/২০ : উভয় হাত উরুর উপর রাখবে

٤٢٤. أخرج الترمذي عن عاصم بن كليبٍ عن أبيه عن وائل بن حجر رضى الله تعالى عنه قال: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قلتُ: لَأَنْظُرَنَّ إلى صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلسَ يَعْنِي للتشهد افترشَ رجلَهُ اليسرى ووضعَ يدَهُ اليسرى على فَخِذِهِ اليسرى، ونصبَ رِجْلَهُ اليمنى. وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

৪২৪। আসিম ইবনে কুলাইব তাঁর পিতার সূত্রে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মদিনায় এসে (মনে মনে) বললাম, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায অবলোকন করব। তিনি যখন তাশাহহুদের জন্যে বসতেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিতেন, বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন এবং ডান পা দাঁড় করে রাখতেন। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটা হাসান সহিহ হাদিস।

٤٢٥. عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد فِي التشهدِ وَضَعَ يَدَهُ اليسرى على ركبته اليسرى، ووضعَ يدَه اليمنى على ركبته اليمنى وعَقَدَ ثلاثةً وخَمْسِيْنَ وأشارَ بالسَّبَّابَةِ.....الْحَديث. رواه مسلم.

৪২৫। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশাহহুদে বসতেন বাম হাত বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন, এবং তিপ্পানের ঘিঁট বাঁধতেন আর শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٤٢٦. وعن ابن الزُّبَيْرِ رضى الله تعالى عنهما: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعدَ يدعو وضعَ يدَهُ اليمنى على فخذه اليمنى، ويدَهُ اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابةِ، ووضعَ إبْهامَهُ على إصبعه الوسطى، ويلقِمُ كَفَّهُ (ركبَتَهُ). رواه مسلم.

৪২৬। হযরত ইবনুয যুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুআর (তাশাহহুদ ইত্যাদি পড়ার) জন্যে বসতেন তখন ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন, শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন, বৃদ্ধাঙ্গুল মধ্যমা অঙ্গুলির উপর রাখতেন আর হাতের তালু দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে রাখতেন। *(সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত ইবনুয যুবাইর রাযি.। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর, উপনাম আবু বকর। মদিনায় ১ম হিজরিতে মুহাজিরদের ঘরে জন্ম নেয়া প্রথম সন্তান হলেন তিনি। আবু বকর রাযি. তাঁর কানে আযান দেন। কুবায় জন্ম হলে তাঁর মা আসমা রাযি. তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমাতে আসেন। তিনি খেজুর চিবিয়ে তাঁর মুখে থুতু ফেলেন; বস্তুত তাঁর মুখে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থুতু পড়ে, যা বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। তিনি তাঁর জন্যে খায়র ও বারাকাতের দুআ করেন।

٢١\١٣١– يَتَشَهَّدُ كَتَشَهُّدِ ابْنِ مسعود رضى الله تعالى عنه

অধ্যায়-১৩১/২১ : ইবনে মাসউদ রাযি.'র তাশাহহুদের ন্যায় তাশাহহুদ পড়বে

٤٢٧. عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: عَلَّمَنِى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التشهدَ وكَفِّى بَيْنَ كَفَّيْهِ، كما يُعَلِّمُنِى السورةَ من القرآن، فقال: إذا قعدَ أحدُكُمْ فِى الصلاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ عليكَ أيها النَّبِيُّ ورَحْمَةُ الله وبركاتُهُ، السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحِيْنَ– فإذا قالَهَا أصابتْ كُلَّ عبدٍ صالِحٍ فِى السماءِ والأرضِ_ أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أن مُحَمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ. أخرجه الأئمة الستة، واللفظ لِمُسْلِمٍ.

زادوا فِى روايةٍ إلا الترمذي وابن ماجة: ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أحدُكُمْ من الدعاءِ أَعْجَبَهُ إليه فيدعو به. قال الترمذي: أَصَحُّ حديثٍ عن النبى صلى الله عليه وسلم فِى التشهدِ حديثُ ابنِ مسعودٍ، والعملُ عليه عند أكثر أهل العلمِ من الصحابةِ والتابعيـــن.

৪২৭। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাশাহহুদ শিখালেন, -তখন আমার হাত তাঁর উভয় হাতের মধ্যখানে ছিল- যেভাবে কুরআনের

সূরা শিখান। তিনি বললেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে বসবে তখন যেন বলে: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ -এ কথা যখন বলবে তো আসমান-জমিনের প্রত্যেক নেক বান্দার নিকট তা পৌছবে- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ ব্যতীত অন্যান্য ইমাম এ বর্ণনায় বৃদ্ধি করেছেন: তারপর তোমাদের কেউ তার পছন্দনীয় দুআ চয়ন করে দুআ করতে পারে। ইমাম তিরমিযি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তাশাহহুদ সংক্রান্ত হাদিসসমূহের মধ্যে ইবনে মাসউদ রাযি.'র হাদিসটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। সাহাবা ও তাবিয়িনের অধিকাংশ আহলে ইলম এর ওপর আমল করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: চবিক্ষশজন সাহাবি থেকে বিভিন্ন শব্দে তাশাহহুদ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ রাহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.'র তাশাহহুদ, ইমাম মালিক রাহ. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযি.'র তাশাহহুদ এবং ইমাম শাফিয়ি রাহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবক্ষাস রাযি.'র তাশাহহুদ প্রাধান্য দিয়েছেন। বস্তুত হানাফিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইবনে মাসউদ রাযি.'র তাশাহহুদকে প্রাধান্য দিয়েছেন:

১. ইবনে মাসউদ রাযি.'র বর্ণনাটি এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদিসের চেয়ে সনদের বিচারে সর্বাধিক বিশুদ্ধ। যেমন ইমাম তিরমিযি রাহ.'র মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।
২. এটা ওই সকল হাতেগোনা হাদিসের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সিহাহ সিত্তার সব কিতাবেই রয়েছে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, এর শব্দের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নেই। এটা খুবই দুর্লভ বিষয়।
৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদ রাযি.কে এটি গুরুত্বের সঙ্গে শিখিয়েছেন। তাঁর হাত নিজ হাতের মাঝে ঢুকিয়ে গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এবং ইবনে মাসউদ রাযি.ও বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এটা শিক্ষা দিয়েছেন। বস্তুত এটা মুসালসাল বি আখযিল ইয়াদ একটি বর্ণনা।
৪. এ বর্ণনায় আমর (নির্দেশসূচক) এর শব্দ فليقل রয়েছে।

প্রসঙ্গত এখানে চমৎকার একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ইমাম আবু হানিফা রাহ. একদিন আপন শিষ্যদের নিয়ে বসা ছিলেন। ইতোমধ্যে একজন গ্রাম্যলোক এসে জিজ্ঞেস করল, أبواو أم بواوين (এক ওয়াও দিয়ে নাকি দুই ওয়াও দিয়ে?)। তিনি উত্তর দিলেন, بواوين (দুই ওয়াও দিয়ে)। তখন লোকটি বলল, بارك الله فيك كما بارك في لا و لا (আল্লাহ তাআলা আপনাকে এমন বারাকাত দান করুন যেমনটা দান করেছেন 'লা' ও 'লা'র মাঝে)। উপস্থিত লোকেরা কোনো কিছু বুঝতে না পারায় ইমাম সাহেবকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, লোকটি জানতে চাইছে যে, সে কীভাবে তাশাহহুদ পড়বে? এক ওয়াও বিশিষ্ট আবু মুসা আশআরি রাযি.'র তাশাহহুদ নাকি দুই ওয়াও বিশিষ্ট ইবনে মাসউদ রাযি.'র তাশাহহুদ? আর 'লা' ও 'লা' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ------ এর দিকে ইঙ্গিত করা; সেখানে আল্লাহ তাআলা যেভাবে বারাকাত দিয়েছেন আপনাকেও সেভাবে দান করুন! (আত তানকিহুয যারুরি, পৃ. ২৬)

١٣١\٢٢– يُخْفِى التشهدَ

অধ্যায়-১৩১/২২ : তাশাহহুদ আস্তে আস্তে পাঠ করবে

٤٢٨. عن ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه قال: مِنَ السنة أنْ يُخْفِى التشهدَ. أخرجه أبو داود والترمذي، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ، ورواه الْحاكِمُ فِى كتابِ (الْمُستدرك) وقال: صحيحٌ على شرطِ الشيخيـــن.

৪২৮। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সুন্নাত হলো তাশাহহুদ চুপিসারে বলা। *(সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটা হাসান হাদিস। হাকিম 'মুসতাদরকা'এ হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, বুখারি-মুসলিম'র শর্তানুযায়ী সহিহ।

١٣١\٢٣– يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التشهدِ

অধ্যায়-১৩১/২৩ : তাশাহহুদের পর দরূদ পাঠ করবে

٤٢٩. عن فَضَالة بن عبيدٍ رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يَدْعُو فِى صلاتِه، لَمْ يُمَجِّد اللهَ، ولَمْ يُصَلِّ على النبى صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: عَجِلَ هذا. ثُمَّ دعاهُ، فقال له ولِغَيْرِهِ: إذا صلى أحدُكُمْ فليبدأ بِتَمْجيدِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، والثناء عليه، ثُمَّ لِيُصَلِّ على النبى صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ليدعو بعد الثناءِ. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، ورواه ابن خُزَيْمة وابن حبان فِى (صحيحيهما)، والْحاكمُ فِى (الْمُستدرك) وقال:صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ.

৪২৯। হযরত ফাযালা ইবনে উবায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দুআ করতে শুনলেন, অথচ ওই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেননি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওরপ দরূদ পাঠ করেননি। তাই তিনি বললেন, এই ব্যক্তি তো তাড়গড়ি করেছে। তিনি তাকে ডেকে এনে তাকে এবং অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়বে তখন সে যেন প্রথমে আল্লাহর বড়ত্ব এবং প্রশংসা জ্ঞাপন করে, তারপর নবির ওপর দরূদ পাঠ করে, এরপর যেন দুআ করে। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটি একটি হাসান সহিহ হাদিস। ইবনে খুযায়মা এবং ইবনে হিবব্বান উভয় তদীয় 'সহিহ'এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং হাকিম 'মুসতাদরাক'এ উল্লেখ করে বলেছেন, মুসলিম'র শর্তানুযায়ী সহিহ।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত ফাযালা ইবনে উবায়দ রাযি.। উহুদ ও তৎপরবর্তী জিহাদগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। বাইআতে রিযওয়ানে শরিক ছিলেন। পরে তিনি সিরিয়ায় চলে যান। সিফফিন যুদ্ধের সময় তিনি বিয়ার রাযি.'র পক্ষ থেকে কাযি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুআবিয়া রাযি.'র শাসনামলে ইন্তিকাল করেন।

٤٣٠. عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: لَقِيَنِي كعبُ بنُ عجرة رضى الله تعالى عنه فقال: ألا أُهْدي لك هديةً؟ إنَّ النبى صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم! قد عَلِمْنا كيفَ نُسَلِّمُ عليكَ، فكيفَ نصلى عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حَمِيدٌ مَجيدٌ، وبارِكْ على محمد وعلى آل محمد كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. رواه الشيخان.

৪৩০। আবদুর রাহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত কা'ব ইবনে উজরা রাযি.'র সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনি বললেন, আমি কি আপনাকে একটি উপঢৌকন দেব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসলে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে কীভাবে সালাম করব তা তো জানলাম, কিন্তু এখন আপনার প্রতি কীভাবে দরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ على محمد وعلى آل محمد كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٤\١٣١- ويَدْعُو بعدَ الصلاةِ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

অধ্যায়-১৩১/২৪ : দরূদ পাঠের পর দুআ করবে

٤٣١. فِى مسلم: حَدَّثَنِى محمد بن أبِى عائشة: أنه سَمِعَ أبا هريرة رضى الله تعالى عنه يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغَ أحدُكُمْ من التشهدِ الآخر فَلْيَتَعَوَّذْ بالله من أربعٍ: من عذابِ جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنةِ الْمَحْيا والْمَمات، ومن شَرِّ الْمَسيح الدجَّال.

৪৩১। মুহাম্মাদ ইবনে আবি আয়িশা বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাযি.কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন শেষ তাশাহহুদ থেকে ফারিগ হবে তখন সে যেন চারটি বস্তু থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে: জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, জীবন-মরণের ফিতনা এবং মাসিহে দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। *(সহিহ মুসলিম)*

٤٣٢. عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدَ التشهد: اللهم إنِّى أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القَبْرِ، وأعوذ بك من فتنة الدجالِ، وأعوذ بك من فتنة الْمَحْيا والْمَمات. رواه مسلم.

৪৩২। হযরত ইবনে আবব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদের পর বলতেন:

اللهم إنِّي أعوذبك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القَبْرِ، وأعوذبك من فتنة الدجال، وأعوذبك من فتنة الْمَحْيا والْمَماتِ.

(সহিহ মুসলিম)

٤٣٣. عن أبِى بكرٍ الصديق رضى الله تعالى عنه: قلتُ: يارسولَ الله! عَلِّمْنِى دُعاءً أدعو به فِى صلاتِى، قال: قُلْ: اللهم إنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْراً، ولا يغفر الذنوبَ إلا أنتَ فاغفِرْ لِى مغفِرةً مِنْ عندكَ وارحَمْنِى إنَّكَ أنتَ الغفور الرحيم. متفق عليه.

৪৩৩। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. থেকে বর্ণিত, আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি নামাযে দুআ করব। তিনি বললেন, তুমি বলবে:

اللهم إنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْراً، ولا يغفر الذنوبَ إلا أنتَ فاغفِرْ لِى مغفِرةً مِنْ عندِكَ وارحَمْنِى إنَّكَ أنتَ الغفور الرحيم.

(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.। নাম আবদুল্লাহ ইবনে আবি কুহাফা -----।

قال الذهبي: هو أول من احتاط في قبول الأخبار. انظر تذكرة الحفاظ.

١٣١\٢٥– يُشِيْرُ فِى التشهد

অধ্যায়-১৩১/২৫ : তাশাহহুদে ইশারা করবে

٤٣٤. عن عبدِ الله بن الزبيــر رضى الله تعالى عنه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدَ يدعو، وضعَ يدَهُ اليمنى عَلَى فخذه اليمنى، ويدَهُ اليسرى على فخذه اليسرى، وأشارَ بإصبعه السَّبَّابَةِ، ووضعَ إبْهامَهُ على إصبعه الوسطى، ويلقم كَفَّهُ اليسرى ركبته. رواه مسلمٌ.

৪৩৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুআ করার (তাশাহহুদ ইত্যাদি পড়ার) জন্যে বসতেন তখন ডান হাত ডান ঊরুর উপর এবং বাম হাত বাম ঊরুর উপর রাখতেন, শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন, বৃদ্ধাঙ্গুল মধ্যমা আঙ্গুলের উপর রাখতেন এবং বাম হাতের তালু দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে রাখতেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٤٣٥. عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعدَ فِى التشهدِ، وضع يدَهُ اليسرى على ركبته اليسرى، ووضعَ يدَهُ اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثا وخَمْسِيــن، وأشارَ بالسبابة. رواه مسلمٌ.

৪৩৫। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশাহহুদে বসতেন বাম হাত বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন, এবং তিপ্পান্নের ঘিঁট বাঁধতেন আর শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন। *(সহিহ মুসলিম)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: হানাফি এবং অন্যদের মতে তাশাহহুদে আঙুল দ্বারা ইশারা করবে; 'লা ইলাহা' বলার সময় আঙুল উঠাবে এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় আঙুল নামাবে। কিন্তু তাশাহহুদে বসে আঙুল সার্বক্ষণিক নাড়াতে থাকা সুন্নাত নয়; যেমনটা এখনকার গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ করে থাকেন।

ইসতি'নাস: আল্লামা ইবনে হাযম যাহিরী রাহ. (৪৫৬ হি.) বলেন-"নামাযে মুস্তাহাব হচ্ছে, মুসল্লী যখন তাশাহহুদের জন্যে বসবে তখন নিজ আঙুল দ্বারা ইশারা করবে, তবে আঙুল নড়াতে থাকবে না"। (আল মুহাল্লা, ৪/১৫১, দারুল ফিকর, বৈরুত)

আল্লামা শাওকানী রাহ. (১২৫৫ হি.) বলেন-"আমি তাঁকে আঙুল নাড়াতে দেখেছি" রাবীর এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় ইমাম বায়হাকী রাহ. বলেন, এখানে তাহরীক (নড়াচড়া করানো) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইশারা বা ইঙ্গিত করা, শাহাদাত আঙুল বারবার নাড়াতে থাকা উদ্দেশ্য নয়"। বস্তুত এই ব্যাখ্যা করা হলে হাদিসটি মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী এবং সহীহ ইবনে হিববানে বর্ণিত ইবনুয যুবায়েরের হাদিসের বিরুধী হবে না। ইবনুয যুবায়ের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন, আঙুল নড়াতে থাকতেন না। আর তাঁর দৃষ্টি ইশারা অতিক্রম করতো না। শাওকানী বলেন, "বায়হাকী রাহ.'র এই আলোচনার পক্ষে সুনানে আবু দাউদে উদ্ধৃত ওয়াইল রাযি.'র বর্ণনাটি সমর্থক হিসাবে পেশ করা যায়। কেননা, ওয়াইল রাযি.'র হাদিসে পরিস্কার শব্দ রয়েছে- وأشار بالسبابة এবং তিনি শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করলেন।" (নায়লুল আওতার পৃ: ৩৯২-৩৯৩, হাদিস নং- ৭৭৮, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪২৪ হি.)

٢٦\١٣١ – ويُسَلِّمُ عَنْ يَمينِه ثُمَّ عَنْ يسارِه

অধ্যায়-১৩১/২৬ : প্রথমে ডান দিকে তারপর বাম দিকে সালাম ফিরাবে

٤٣٦. عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُسَلِّمُ عن يَمينِه: (السلامُ عليكم ورَحْمَةُ الله) حَتَّى يُرى بياضُ خَدِّهِ الأيْمَنِ، وعن يسارِه: (السلام عليكم ورَحْمَةُ الله) حَتَّى يُرى بياضُ خَدِّه الأيسرِ. رواه أصحابُ السنن وصَحَّحَهُ الترمذي.

৪৩৬। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিকে সালাম ফিরাতেন: السلام عليكم و رحمة الله তখন তাঁর ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেত এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন: السلام عليكم و رحمة الله তখন তাঁর বাম গালের শুভ্রতা দেখা যেত। *(সুনানে আরবাআ)* ইমাম তিরমিযি হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

٤٣٧. عن عامر بن سعيد عن أبيه، قال: كنتُ أرَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عن يَمينه وعن يسارِه حَتَّى أرَى بياضَ خَدِّهِ. رواه مسلمٌ.

৪৩৭। আমির ইবনে সা'দ'র সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি দেখতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাচ্ছেন; এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতাও দেখতে পারতাম। *(সহিহ সহিহ মুসলিম)*

١٣١\٢٧–يَقْرأُ فيما بَعْدَ الأولَيَيْنِ الفاتحةَ فقط سرًّا

অধ্যায়-১৩১/২৭ : প্রথম দু'রাকআতের পর আস্তে আস্তে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে

٤٣٨. عن أَبِي قتادَةَ عنِ النبى صلى الله عليه وسلم: كانَ يَقْرَأُ فِي الركعتينِ الأولَيَيْنِ من الظهرِ والعصر بفاتحَةِ الكتاب وسورتَيْنِ، وفِي الأخرَيَيْنِ بفاتحَةِ الكتاب، ويُسْمِعُنا الأيةَ أحيانًا، ويُطَوِّلُ فِي الركعةِ الأولى ما لا يُطَوِّلُ فِي الثانيةِ، وهكذا فِي الصبحِ. رواه الشيخان.

৪৩৮। হযরত আবু কাতাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা এবং শেষ দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়তেন, কখনো আমাদেরকে (এক/দুই) আয়াত শুনাতেন, প্রথম রাকআত যেমন লম্বা করতেন দ্বিতীয় রাকআত তেমন লম্বা করতেন না। ফজরের ক্ষেত্রেও এমনই ছিল। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٤٣٩. عن جابرٍ رضى الله تعالى عنه، قال: سُنَّةُ القراءةِ فِي الصلاةِ أنْ يقرأَ فِي الأولَيَيْنِ بأمِّ القرآنِ وسورَةٍ، وفِي الأخْرَيَيْنِ بأمِّ القرآنِ. رواه الطبــــرانى.

৪৩৯। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নামাযে কিরাআতের সুন্নাত হচ্ছে, প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা এবং শেষ দু'রাকআতে (শুধু) সূরা ফাতিহা পাঠ করা। *(তাবারানি)*

١٣٢– باب ترك القراءة خَلْفَ الإمامِ فِي الْجَهْرِيَّة

অধ্যায়-১৩২ : জাহরি নামাযে ইমামের পেছনে কিরাআত নেই

قال الله تعالى: (وإذا قُرِئَ القرآنُ فاستَمِعُوا لَهُ وأنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الأعراف].

"আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো।" *(সূরা আল আ'রাফ: ২০৪)*

٤٤٠. عن أَبِي موسى رضى الله تعالى عنه، قال: عَلَّمَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قُمْتُمْ إلى الصلاةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أحَدُكُمْ، وإذا قَرَأَ الإمامُ فأنْصِتُوا. رواه أحْمَدُ ومسلمٌ، وهو حديثٌ صحيحٌ.

৪৪০। হযরত আবু মুসা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যখন তোমরা নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করবে তখন তোমাদের একজন ইমাম হবেন। আর ইমাম যখন কিরাআত পড়বেন তখন তোমরা চুপ থাকবে। *(সহিহ মুসলিম, ১/১৭৪, হাদিস: ৪০৪)* এটি একটি সহিহ হাদিস।

٤٤١. عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فإذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذا قرأ فأنْصِتُوا. رواه الْخَمْسَةُ إلا الترمذي، وهو حديثٌ صحيحٌ.

৪৪১। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইমামকে ইমাম বানানো হয় তাঁর অনুসরণ করার জন্যে। তাই যখন তিনি তাকবির বলেন তোমরাও তাকবির বলবে। আর তিনি যখন কুরআন পড়বেন তখন তোমরা চুপ থাকবে। (মুসনাদে আহমাদ: ৮৮৭৬, সুনানে আবু দাউদ: ৬০৪, সুনানে নাসায়ি: ৯২২, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৮৪৬) এটি একটি সহিহ হাদিস।

٤٤٢. عن سفيانَ بن عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة قال: سَمِعْتُ أبا هريرة رضى الله تعالى عنه يقول: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بأصحابِه صلاةً نَظُنُّ أنَّها الصبح، فقال: هلْ قرأ منكم أحدٌ؟ قال رجلٌ: أنا، قال: إنِّي أقولُ: ما لي أنازَعُ القرآنَ؟. رواه ابن ماجة وإسنادُهُ صحيحٌ.

৪৪২। সুফয়ান ইবনে উয়াইনা ইমাম যুহরি থেকে, তিনি ইবনে উকাইমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাযি.কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে এক নামায আদায় করলেন আমাদের ধারণা সেটা ফজরের নামায ছিল- তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তিলাওয়াত করেছে? এক ব্যক্তি বললেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো বলি কুরআন তিলাওয়াতে আমার সঙ্গে ঝগড়া করা হয় কেন?! *(সুনানে ইবনে মাজাহ)* এর সনদ সহিহ।

١٣٣- باب ترك القراءة خَلْفَ الإمامِ فِى الصلواتِ كُلِّها

অধ্যায়-১৩৩ : ইমামের পেছনে কোনো নামাযেই কিরাআত নেই

٤٤٣. عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظهرَ فجعلَ رجلٌ يَقْرأُ خَلْفَهُ بـ(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعلى)، فَلَمَّا انصرفَ، قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القاري؟ قال رجلٌ: أنا، فقال: قد ظننتُ أنَّ بعضَكُمْ خالَجَنِيها. رواه مسلمٌ، ورواه النسائى وبَوَّبَ عليه: تركُ القراءةِ خَلْفَ الإمامِ فيما لَمْ يَجْهَرْ.

৪৪৩। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায আদায় করছিলেন, একজন লোক তাঁর পেছনে সূরা আ'লা পাঠ করতে শুরু করলেন। তিনি নামায শেষে ফিরে বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কে তিলাওয়াত করেছে? (অথবা বললেন তোমাদের মধ্যে কে পাঠকারী?) জনৈক ব্যক্তি বললেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার ধারণা হয়েছে তোমাদের কে যেন আমাকে নামায থেকে অন্যমনস্ক কওে দিয়েছে। *(সহিহ সহিহ মুসলিম)* ইমাম নাসায়ি রাহ. তদীয় 'সুনান'এ হাদিসটি উল্লেখ করে অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন, "জাহরি নামাযে ইমামের পেছনে কুরআন না পড়া"।

٤٤٤. عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كانَ له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءةٌ. رواه الْحافِظُ أحمد بن منيع فِى (مسنده)، ومحمد بن الْحَسَنِ فِى (الْمُؤطأ)، والطحاوي والدارقطنِى، وإسناده صحيحٌ.

৪৪৪। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়ে তার জন্যে ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট। *(সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ৬১, হাদিস: ৮৫০, শারহু মাআনিল আসার, ১/২১৭)* এর সনদ সহিহ।

٤٤٥. عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: إذا صَلَّى أحدُكُمْ خلفَ الإمامِ فَحَسْبُهُ قراءةُ الإمامِ، وإذا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ. قال: وكان عبدُ الله لايقرأ خلفَ الإمام. رواه مالك فِى (الْمؤطأ)، وإسنادهُ صحيحٌ.

৪৪৫। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পেছনে নামায আদায় করে তখন ইমামের কিরাআতই তার জন্যে যথেষ্ট। আর যখন একাকি নামায আদায় করবে তখন সে যেন তিলাওয়াত করে। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করতেন না। *(মুআত্তা মালিক)* এর সনদ সহিহ।

٤٤٦. عن وهبِ بن كيسانَ: أنه سَمِعَ جابرَ بنَ عبدِ الله رضى الله تعالى عنهما، يقول: مَنْ صَلَّى ركعةً لَمْ يقرأ فيها بأم القرآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إلا وراءَ الإمامِ. رواه مالكٌ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৪৪৬। ওয়াহব ইবনে কায়সান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাযি.কে বলতে শুনেছেন, যে এক রাকআত নামায আদায় করল আর তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না সে যেন নামাযই পড়ল না, তবে যদি ইমামের পেছনে হয়। *(মুআত্তা মালিক)* এর সনদ সহিহ।

٤٤٧. عن عطاء بن يسارٍ: أنه سألَ زيدَ بنَ ثابتٍ رضى الله تعالى عنه عن القراءةِ مع الإمامِ؟ فقال: لاقراءةَ مع الإمامِ فِى شَيئٍ. رواه مسلم فِى بابِ سجود التلاوة.

৪৪৭। আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত যায়দ বিন সাবিত রাযি.কে ইমামের পেছনে কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, ইমামের সঙ্গে কোনো নামাযে কিরাআত নেই। *(সহিহ মুসলিম)*

٤٤٨. عن عبدِ الله بن مقسم: أنه سألَ عبدَ الله بن عمرَ وزيدَ بنَ ثابتٍ وجابرَ بنَ عبدِ الله رضى الله تعالى عنهم، فقالوا: لايقرأ خلفَ الإمامِ فِى شيئٍ من الصلوات. رواه الطحاوي وإسنادهُ صحيحٌ.

৪৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে মিকসাম থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, যায়দ বিন সাবিত ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি.কে (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, ইমামের পেছনে কোনো নামাযে তিলাওয়াত করবে না। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

٤٤٩. عن أبي وائلٍ، عن ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قال: أَنْصِتْ للقراءةِ، فإنَّ فِي الصلاةِ شغلاً، وسيكفيك ذلك الإمامُ. رواه الطحاوي، وإسنادهُ صحيحٌ.

৪৪৯। আবু ওয়াইলের সূত্রে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (ইমামের) কিরাআতের সময় নিশ্চুপ থাকবে; কেননা নামাযে ব্যস্ততা রয়েছে। আর ওই (কিরাআত) ক্ষেত্রে ইমামই তোমার জন্যে যথেষ্ট। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

٤٥٠. عن علقمة عن ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قال: لَيْتَ الذي يَقْرأُ خلفَ الإمامِ مُلِئَ فوهُ ترابًا. رواه الطحاوي وإسنادهُ صحيحٌ.

৪৫০। আলকামার সূত্রে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হায়! যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করে তার মুখ যদি মাটি দিয়ে ভরে দেয়া হত! *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ হাসান।

٤٥١. عن أبي جمرةَ، وهو عمران الضبعي قال: قلتُ لابنِ عباسٍ رضي الله تعالى عنهما: أَقْرَأُ والإمامُ بَيْنَ يَدَيَّ؟ قال: لا. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ حسنٌ.

৪৫১। আবু জামরা (তিনি হলেন: ইমরান আয যাবয়ি) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, আমার সামনে ইমাম থাকাবস্থায় আমি কি তিলাওয়াত করব? তিনি বললেন, না। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ হাসান।

٤٥٢. عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قامَ رجُلٌ فقال: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أفِي كُلِّ صلاةٍ قرآنٌ؟ قال: نعم، فقال رجلٌ من القوم : وَجَبَ هذا، فقال أبو الدرداء: يا كَثير! وأنا إلى جنبه– لاأرَى الإمامَ إذا أَمَّ القومَ إلا وقد كفاهم. رواه الدارقطني والطحاوي وأحمد، وإسنادُهُ حسنٌ.

৪৫২। কাসির ইবনে মুররা'র সূত্রে হযরত আবুদ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর রাসূল! প্রত্যেক নামাযে কি কিরাআত আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, তাহলে তো এটা ওয়াজিব হয়ে গেল! আবুদ দারদা বললেন, হে কাসির! -আমি তখন তার পাশে- আমি তো মনে করি যখন ইমাম জামাতের ইমামতি করেন তখন তার কিরাআত তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে। *(মুসনাদে আহমাদ, দারাকুতনি)* এর সনদ হাসান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এই দু'অধ্যায়ে লেখক ইমামের পেছনে মুকতাদির কিরাআত প্রসঙ্গে দলিল পেশ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে জাহরি তথা সশব্দে ইমামের কিরাআতের অবস্থায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাহরি-সিররি তথা সশব্দে-নিঃশব্দে উভয় অবস্থায় মুকতাদির সূরা ফাতিহা পাঠ না করার স্বপক্ষের আয়াত, হাদিস এবং আসারে সাহাবা ও তাবিয়িন উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে অধম বান্দাহর একটি

প্রবন্ধ রয়েছে। তালিবুল ইলম ভাইদের উপকারে আসবে মনে করে এখানে নতুন করে আলোচনার চেয়ে প্রবন্ধটিই হুবহু পেশ করা হলো।

"কিরাআত খালফাল ইমাম তথা ইমামের পেছনে মুকতাদির সূরা ফাতিহা পাঠ একটি আলোচিত বিষয়। বহু আগ থেকে এ সম্পর্কে আহলে ইলম মনীষীগণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করে আসছেন। তাঁদের লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে অনেকটাই এখন প্রকাশিত, সহজলভ্য। তন্মধ্যে ইমাম বুখারি রাহ. (মৃ. ২৫৬হি.)'র "*জুযউল কিরাআহ*", ইমাম বায়হাকি রাহ. (মৃ. ৪৫৮হি.)'র "*কিতাবুল কিরাআহ*", আল্লামা কাসিম নানুতবি রাহ. (মৃ. ১২৯৭হি./১৮৮০ঈ.)'র "*তাওসিকুল কালাম ফি তারকিল কিরাআহ খালফাল ইমাম*", আল্লামা আবদুল হাই লাখনবি রাহ (মৃ. ১৩০৪হি.)'র "*ইমামুল কালাম ফিমা ইয়াতাআল্লাকু বিকিরাআতিল ফাতিহা খালফাল ইমাম* ও তার টিকা *গাইসুল গামাম আলা ইমামিল কালাম*", আল্লামা রশিদ আহমদ গাংগুহি রাহ. (মৃ. ১৩২৩হি./১৯০৫ঈ.)'র "*হিদায়াতুল মু'তাদি ফি কিরাআতিল মুকতাদি*", মুহাক্কিক মাখদুম হাশিম সিন্ধি রাহ. (মৃ. ১১৭৪হি.)'র "*তানকিহুল কালাম ফিল কিরাআহ খালফাল ইমাম*", আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ. (মৃ.১৩৫২হি./১৯৩৩ঈ.)'র "*ফাসলুল খিতাব ফি মাসআলাতি উম্মিল কিতাব*", এবং মুহাদ্দিস সরফরায খান সফদর রাহ. (মৃ. ১৪..হি.)'র "*আহসানুল কালাম ফি তারকিল কিরাআহ খালফাল ইমাম*" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দুই.

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হানাফি মাযহাবে ইমামের পেছনে মুকতাদির জন্যে সূরা ফাতিহা পড়া নিষিদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু এখানে প্রবন্ধের এ সীমিত পরিসরে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই তাই মাত্র চারটি দলিল উপস্থাপন করাই যথেষ্ট মনে করছি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون.

"আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।" (সূরা আল আ'রাফ: ২০৪)

এ আয়াতে 'কুরআন' বলতে সূরা ফাতিহা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

و لقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم.

"আর অবশ্যই আমি আপনাকে সাত আয়াত (বিশিষ্ট একটি সূরা) যা বার বার পঠিত হয় এবং মহান কুরআন দিয়েছি।" (সূরা আল হিজর: ৮৭) হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

وأم القرآن هي السبع المثاني و القرآن العظيم.

"ওই সাত আয়াত এবং মহান কুরআন দ্বারা সূরা ফাতিহাই উদ্দেশ্য।" (সহিহ বুখারি, ২/৬৮৩, হাদিস: ৪৭০৪)

অন্যদিকে বিভিন্ন সহিহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, এ আয়াতটি নামাযের ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (মৃ. ৯৪হি.), আবুল আলিয়া (মৃ. ৯৩হি.), হাসান বাস্‌রি (মৃ. ১১০হি.), ইমাম যুহরি (মৃ. ১২৪হি.), উবায়দ ইবনে উমায়র (মৃ. ৭৪হি.), আতা ইবনে আবি রাবাহ (মৃ. ১১৪হি.),

মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল কুরাযি (মৃ. ১৮৮হি.) রাহিমাহুমুল্লাহ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতের হুকম নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরবর্তী মনীষীগণের মধ্যে একই মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম ইবনে জারির তাবারি (মৃ. ৩১০হি.), ইমাম বাগাবি (মৃ. ৫১৬হি.), আল্লামা যামাখশারি (মৃ. ৫২৮হি.), কাযি বায়যাবি (মৃ. ৬৮৫হি.), হাফিয ইবনে কাসির (মৃ. ৭৭৪হি.), আল্লামা আবুস সাউদ (মৃ. ৯৮২হি.), ইমাম আবু বকর জাসসাস (মৃ. ৩৭০হি.), আল্লামা সায়্যিদ মাহমুদ আলুসি (মৃ. ১২৭০হি.), কাযি শাওকানি (মৃ. ১২৫৫হি.), হাফিয ইবনে আবদুল বার (মৃ. ৪৬৩হি.) এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮হি.) প্রমুখ মনীষী। তাঁদের উক্তিসমূহ স্ব স্ব তাফসির/ফাতওয়া/শারহ্ গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

মোটকথা, এ আয়াতে কুরআন পড়ার সময় অন্যদেরকে দুটি হুকম করা হয়েছে। এক. মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। দুই. ইনসাত তথা চুপ থাকা। সুতরাং আয়াতের মর্মানুসারে ইমামের সশব্দে কুরআন তথা সূরা ফাতিহা পড়া অবস্থায় মুকতাদির জন্যে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা যেমন ওয়াজিব, তেমনি নিঃশব্দে পড়া অবস্থায়ও কিছু না পড়ে নিরব-চুপ থাকা ওয়াজিব। (দেখুনঃ মুশকিলাতুল কুরআন; কাশ্মিরি, পৃ. ২৮৮)

হযরত আবু মুসা আশআরি রাযি. বর্ণনা করেন-

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، و إذا قرأ الإمام فأنصتوا.

"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন তোমাদের একজন ইমামতি করবেন। আর ইমাম যখন কুরআন পড়বেন তোমরা তখন চুপ থাকবে।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদিসঃ ১৯৭৩৮, সহিহ মুসলিম, হাদিসঃ ৪০৪, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিসঃ ৮৪৭)

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন-

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، و إذا قرأ فأنصتوا.

"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইমামকে ইমাম বানানো হয় তাঁর অনুসরণ করার জন্যে। তাই যখন তিনি তাকবির বলেন তোমরাও তাকবির বলবে। আর তিনি যখন কুরআন পড়বেন তখন তোমরা চুপ থাকবে।" (মুসনাদে আহমাদঃ ৮৮৭৬, সুনানে আবু দাউদঃ ৬০৪, সুনানে নাসায়িঃ ৯২২, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৮৪৬)

উল্লিখিত হাদিস দু'টি থেকে প্রতিভাত হচ্ছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম ও মুকতাদির মাঝে কর্ম বন্টন করে দিয়েছেন। ইমামের দায়িত্ব হলো কিরাআত, আর মুকতাদির দায়িত্ব হলো নিরব থেকে কিরাআত শ্রবণ করা। ঠিক তদ্রূপ 'আমিন' সম্পর্কিত হাদিসসমূহ থেকেও এই দায়িত্ব বন্টন প্রতীয়মান হয়। হযরত আবু হুরায়রা রাযি.'র হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

و إذا قال الإمام "و لا الضالين" فقولوا: آمين.

"ইমাম যখন و لا الضالين পড়ে সূরা ফাতিহা শেষ করবেন তখন তোমরা আমিন বলবে।" (সহিহ মুসলিমঃ ৪১৫) অন্য হাদিসে এসেছে-

إذا أمن القارئ فأمنوا

"যখন ক্বারি তথা সূরা ফাতিহা পাঠকারী ইমাম আমিন বলেন তোমরাও তখন আমিন বলো।" (সহিহ বুখারি: ৬৪০২, সহিহ মুসলিম: ৪১০) এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে, এই উভয় হাদিসে ইমাম যখন ফাতিহা পাঠ শেষ করবেন তখন মুকতাদিগণকে আমিন বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি মুকতাদির ওপর ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব হতো তাহলে মুকতাদিগণও ফাতিহা পড়তেন এবং তারা নিজের ফাতিহা পাঠ শেষ করে আমিন বলতেন। আর তখন হাদিসের ভাষ্য এই হতো যে, তোমরা যখন ফাতিহা পাঠ শেষ করবে তখন আমিন বলবে। তো যেহেতু হাদিসে এই ভাষ্য গ্রহণ করা হয়নি, বরং ইমামের ফাতিহা পাঠ শেষ হওয়ার পর আমিন বলার হুকম প্রদান করা হয়েছে তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, মুকতাদির ওপর ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব নয়। মনোযোগ সহকারে ইমামের কিরাআত শ্রবণ করা এবং চুপ থাকাই তার ওপর ওয়াজিব।

হযরত জাবির রাযি. বর্ণনা করেন- قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
"যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়ে তার জন্যে ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট।" (মুআত্তা মুহাম্মাদ: ১১৮, মুসনাদে আহমাদ: ১৪৬৮৪, সুনানে ইবনে মাজা: ৮৫০, শারহু মাআনিল আসার, ১/২১৭)

হযরত জাবির রাযি.'র উপরিউক্ত হাদিসটি সনদের বিচারে একটি সহিহ হাদিস। এ হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ইমাম আস্তে পড়ুন কিংবা জোরে সর্বাবস্থায় ইমামের কিরাআতই মুকতাদির জন্যে যথেষ্ট এবং মুকতাদির কিরাআত হিসেবে পরিগণিত হবে।

উল্লেখ্য যে, এ হাদিসের সিহহাত তথা বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। প্রবন্ধের এ সীমিত পরিসরে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। তাই এখানে আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের বরেণ্য ব্যক্তিদের কিছু মন্তব্য উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি।

মরহুম শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি (মৃ. ১৪২০হি.) জাবির রাযি.'র উপর্যুক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন- هذا حديث حسن "এ হাদিসটি হাসান তথা দলিলযোগ্য।" পরে তিনি লিখেন- مرسل صحيح الإسناد "হাদিসটি মুরসাল হলেও তার সনদ সহিহ।" (ইরওয়াউল গালিল, ২/২৬৮ ও ২৭৩, আল মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১৪০৫হি.)

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮হি.) বলেন-

و ثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة، كما قال ذلك جماهير السلف و الخلف من الصحابة و التابعين لهم بإحسان. و في ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

"সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে, জামাআতের সাথে নামায আদায় কালে ইমামের কিরাআতই মুকতাদির কিরাআত বলে গণ্য হবে। অধিকাংশ সাহাবা, তাবিয়িন ও পরবর্তী ইমামগণ এ মত পোষণ করেছেন। এবং এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিসও রয়েছে, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়ে তার জন্যে ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট।" (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৩/২৭১-২৭২)

এরপর ইবনে তাইমিয়া রাহ. হাদিসটির সনদ সম্পর্কে বলেন-

و هذا الحديث روي مرسلا و مسندا، لكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه و سلم، و أسنده بعضهم، و رواه ابن ماجه مسندا، و مرسله من أكابر التابعين، و مثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة و غيرهم، و قد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل.

“এই হাদিসটি মুরসাল ও মুসনাদ উভয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে নির্ভরযোগ্য অধিকাংশ ইমাম হাদিসটিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদের মধ্যস্থতায় মুরসাল হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো ইমাম এটাকে মুসনাদ হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। এবং ইমাম ইবনে মাজা রাহ. তদীয় সুনানে ইবনে মাজায় হাদিসটিকে মুসনাদ হিসেবে পেশ করেছেন। আর এই মুরসাল হাদিসটি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত। এবং অধিকাংশ সাহাবা, তাবিয়িন এই হাদিসের স্বপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে হাদিসটির ইরসালকারী হচ্ছেন একজন শীর্ষস্থানীয় মহান তাবিয়ি। আর এ ধরনের মুরসাল তো চার ইমাম এবং অন্যান্যদের ঐকমত্যে দলিল প্রদানযোগ্য। স্বয়ং ইমাম শাফিয়ি রাহ.ও এর দ্বারা দলিল প্রদান বৈধ বলে স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন।” (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২)
পূর্বোক্ত আয়াত ও উপরিউক্ত হাদিসের আলোকে ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন-

و قد ثبت بالكتاب و السنة و الإجماع أن إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معه.

“কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে, ইমামের কিরাআতের সময় মুকতাদির চুপ থাকা ইমামের সঙ্গে কুরআন পড়ার শামিল।” (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০)
হাফিয ইবনুল কায়্যিম রাহ. (মৃ. ৭৫১হি.) বলেন-

و أسقط ـــ الله ـــ عن المأموم سجود السهو بصحة صلاة الإمام و خلوها من السهو، و قراءة الفاتحة بتحمل الإمام لها. فهو يتحمل عن المأموم سهوه و قراءته و سترته. فقراءة الإمام و سترته قراءة لمن خلفه و سترة له.

“আল্লাহ তাআলা মুকতাদির ভুলের জন্যে তার ওপর আরোপিত সিজদায় সাহু মাফ করে দিয়েছেন। ইমামের নামায শুদ্ধ এবং ভুলমুক্ত হওয়ার কারণে। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা মুকতাদির কিরাআতের হুকম সাকিত তথা বিলুপ্ত করে দিয়েছেন ইমামের কিরাআতের কারণে। বস্তুত মুকতাদির সাহু, কিরাআত ও সুতরাহ (ঢাল) সবকিছুর দায়ভার ইমামই বহন করে থাকেন। সুতরাং ইমামের কিরআত মুকতাদির কিরাআত এবং ইমামের সুতরাহ মুকতাদির সুতরাহ বলে গণ্য হয়ে থাকে।” (আর রূহ, পৃ. ১৮১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ: ১৪০২হি.)

তিন.

সাম্প্রতিক কালে আমাদের এ দেশে কিছু গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধু ইমামের পেছনে মুকতাদির জন্যে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলে মনে করেন। তাঁদের এই মতের খ-নে বা জবাবে আমরা নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার চেয়ে তাঁদেরই বরণীয় ব্যক্তিদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া অধিক কার্যকরী বিবেচনা করছি।
মরহুম শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.) বলেন-

قوله عليه الصلاة و السلام "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" : هذا لا يدل على وجوب الفاتحة وراء الإمام كما يظن، بل على الجواز؛ لأن الاستثناء جاء بعد النهي، و ذلك لا يفيد إلا الجواز. و يشهد لذلك ما في رواية ثابتة في الحديث بلفظ : لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. فهذا كالنص على عدم الوجوب. فتأمل.

“রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب হাদিসটি ইমামের পেছনে মুকতাদির সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে না, যেমনটা কোনো কোনো লোক ধারণা করেন। বরং এ হাদিস থেকে বেশির চে’ বেশি বৈধতার আভাস পাওয়া যায়। কারণ, নাহি এর পর

ইসতিসনা এলে তা জাওয়াযের চে' বেশি কিছু বুঝায় না। এ কথার পক্ষে ওই সহিহ হাদিসটি পেশ করা যায় যে, لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب "তোমরা নামাযে কুরআন পড়ো না, তবে যদি কেউ সূরা ফাতিহা পড়ে নেয়।" কেননা, এ হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, মুকতাদির জন্যে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। এবার ভেবে দেখুন!" (আলবানির তাহকিককৃত মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/২০৭, আল মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০৫ হি.)

হাফিয ইবনুল কায়্যিম রাহ. (মৃ. ৭৫১ হি.) লিখেন-

قوله عليه الصلاة و السلام "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" فيه نكتة بديعة قل من يتفطن لها، و هي أن الفعل إذا عدي بنفسه فقلت : قرأت سورة كذا اقتضى اقتصارك عليها لتخصيصها بالذكر. و أما إذا عدي بالباء فمعناه لا صلاة لمن لم يأت بهذه السورة في قراءته أو صلاته، أي في جملة ما يقرأ به. و هذا لا يعطي الاقتصار عليها، بل يشعر بقراءة غيرها معها.

"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب এতে একটি বিস্ময়কর সূক্ষ্ম রহস্য রয়েছে। যা খুব কম মানুষই বুঝতে পারে। তা হলো, القراءة ফে'লটি যখন সরাসরি মুতাআদ্দি হয় যেমন قرأت سورة كذا (আমি অমুক সূরা পড়েছি) তখন তার অর্থ হয় আমি শুধু এই সূরাটিই পড়েছি। আর যখন এ ফে'লটি 'বা' দ্বারা মুতাআদ্দি হয় যেমন এই হাদিসে হয়েছে তখন তার অর্থ হবে, নামাযে পূর্ণ কিরআতের মাঝে সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। মানে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য কিরাআতও থাকতে হবে।" (বাদায়িউল ফাওয়াইদ, ২/৭৬, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত)

ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের দলিল এই হাদিস সম্পর্কে হাফিয ইবনুল কায়্যিম রাহ.'র আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, এ হাদিসে শুধু ফাতিহা নয়, বরং অন্য সূরার সঙ্গে ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উবাদা বিন সামিত রাযি.'র বর্ণনায় এই হাদিসে لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابএর পরে فصاعدا (অর্থাৎ আরো কিছু) শব্দটি রয়েছে। (দেখুন: সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৩৯৪) তাই যদি হয় তাহলে আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুদের উচিত ছিল, সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা পড়াও মুকতাদির ওপর ওয়াজিব করে দিতেন; যাতে পূর্ণরূপে হাদিসের ওপর আমলকারী হয়ে যান! তাঁরা তো শুধু সূরা ফাতিহা পড়ার কথা বলেন। আপন গুরুজনের কথা না হয় বাদই দিলাম, মুসলিম শরিফের সহিহ হাদিসের ওপর আমল করাও কি তবে সুযোগমতো তরক করা যায়?

চার.

যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিল দ্বারা ইমামের কিরাআতের সময় মুকতাদির ফাতিহা পাঠ নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে, তাই ইমামের পেছনে মুকতাদিকে দিয়ে ফাতিহা পড়ানোর ব্যাপারে আমাদের গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ বিপাকে পড়েছেন। তো এখন তাঁরা একটি অভিনব পদ্ধতি বের করেছেন যে, ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা পড়ে সাকতাহ (নীরবতা পালন) করবেন, আর এই সময়ে মুকতাদি সূরা ফাতিহা পড়ে নেবে। মুকতাদিকে দিয়ে ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়ানোর এই অভিনব পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের

পক্ষ থেকে কিছু বলার চেয়ে তাঁদেরই মান্যবর আলিমদের উক্তি পেশ করা সমুচিত জবাব হবে বলে মনে করছি।

শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন-

و معلوم أن النبي صلى الله عليه و سلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم و الدواعي على نقله. فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن.

"এটা জানা কথা যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি নামাযে এমন সাকতাহ (নীরবতা পালন) করে থাকতেন যার ভেতর দিয়ে মুকতাদি সূরা ফাতিহা পড়ার সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে তা খুবই প্রচার লাভ করতো এবং একাধিক সূত্রে বর্ণিত হতো। যেহেতু কেউ এ রকম অবস্থার বর্ণনা দেননি তো বুঝা গেল যে, বিষয়টি এমন নয়।" (মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৩/২৭৮)

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আমির ইয়ামানি রাহ. (মৃ. ১১৮২ হি.) এ সম্পর্কে লিখেন-

ثم اختلف القائلون بوجوب قراءتها خلف الإمام. فقيل : في محل سكتاته بين الآيات، و قيل : في سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة. و لا دليل على هذين القولين.

"ইমামের পেছনে মুকতাদির ওপর কিরাআত ওয়াজিব বলে মত পোষণকারীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আয়াতসমূহের মাঝখানে যে সাকতাহ হয় তাতেই মুকতাদি ফাতিহা পড়ে নেবে। আবার কেউ বলেন, ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে যখন নীরব হবেন তখনই মুকতাদি সূরা ফাতিহা পড়বে। প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি মতের একটির পক্ষেও কোনো দলিল নেই।" (সুবুলুস সালাম, ১/২৮৭, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ৪র্থ সংস্করণ: ১৩৭৯ হি.)

হযরত সামুরা বিন জুনদুব রাযি.'র হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে দু'বার সাকতাহ করতেন। তাকবিরে তাহরিমা আর সূরা ফাতিহার পর। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২০২৭৯) আমাদের কোনো কোনো গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধু এই হাদিসকে তাঁদের পক্ষে দলিল বানাতে চান। অথচ এই হাদিসে ফাতিহা পড়ার পরে যে সাকতাহর কথা এসেছে তা হচ্ছে 'আমিন' বলার জন্যে। ফলে এর দ্বারা নামাযে ফাতিহার পর 'আমিন' আস্তে বলা সুন্নাত প্রমাণিত হচ্ছে। বস্তুত এই দ্বিতীয় সাকতাহ এতো স্বল্প সময়ের জন্যে হতো যে, কেউ কেউ এটাকে সাকতাহই গণ্য করেননি। হযরত সামুরা বিন জুনদুব রাযি. যে বৈঠকে দুই সাকতাহর বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে সাহাবি হযরত ইমরান ইবনুল হুসাইন রাযি. তাঁর বিরোধিতা করেছেন। তিনি তাকবিরে তাহরিমাহর পর সানা ইত্যাদি পড়ার জন্যে একই সাকতাহর কথা ব্যক্ত করেন। সমাধানের জন্যে তাঁরা হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি.'র কাছে চিঠি পাঠান। প্রতিউত্তরে হযরত উবাই লিখেন যে, সামুরাই সঠিক বলেছেন। (দেখুন: মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২০২৭৯, সুনানে নাসায়ি, হাদিস: ৫৭৫, সুনানে দারাকুতনি, ১/৩৩৬) এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, ফাতিহার পর সাকতাহ যদি তাকবিরে তাহরিমাহর পরের সাকতাহর মতো কিছুটা দীর্ঘ হতো তাহলে তা কারো কাছে অস্পষ্ট থাকতো না। তো বুঝা গেল যে, হাদিসে বর্ণিত দ্বিতীয় সাকতাহ মুকতাদি ফাতিহা পড়ার জন্যে নয়, বরং এটি ছিল আস্তে 'আমিন' বলার জন্যে। যাইহোক, এই হাদিসটি যে গায়রে মুকাল্লিদ ভাইদের পক্ষে দলিল হয় না- তা তাঁদেরই বরণীয় আলিম মরহুম শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি (মৃ. ১৪২০ হি.)ও স্বীকার করেছেন। তিনি এ হাদিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন-

و منه تبين أنه لا دليل فيه على مشروعية سكوت الإمام بعد الفاتحة قدر ما يقرأها المؤتم، كما يقوله بعض المتأخرين.
"এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, এ হাদিস থেকে মুকতাদি ফাতিহা পড়ার জন্যে ইমাম ফাতিহা পড়ে বিরতি নেয়ার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, যেমনটা শেষ যুগের কিছু লোক মনে করে থাকেন।" (আলবানির তাহকিককৃত মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/২৫৯, আল মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১৪০৫ হি.)
বক্ষমাণ নিবন্ধে কিরাআত খালফাল ইমাম তথা ইমামের পেছনে মুকতাদির ফাতিহা পড়া প্রসঙ্গে আলোচনা এখানেই ইতি টানতে চাচ্ছি। তবে আমাদের এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রাহ. বিচ্ছিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। বরং বিরাট সংখ্যক সাহাবা ও তাবিয়িন এই মতের প্রবক্তা ছিলেন। সাহাবিদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলি, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত যায়দ বিন সাবিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবুদ দারদা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ, আর তাবিয়িগণের মধ্যে হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালা, হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন, হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ, হযরত আলকামা ইবনে কায়স এবং হযরত ইবরাহিম নাখায়ি রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। *(দেখুন: আল ইসতিযকার; ইবনে আবদুল বার, ১/৪৬৯, নুখাবুল আফকার; বদরুদ্দিন আইনি, ২/৫৬৪, আহসানুল কালাম; সরফরায খান সফদর, পৃ. ৬৬)*

١٣٤ – بابُ الانْحِراف بَعْدَ السلامِ

অধ্যায়-১৩৪ : সালামের পর (মুসল্লিদের দিকে) ফিরে বসা

٤٥٣. عن سَمُرَةَ بن جندبٍ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صَلَّى صلاةً أَقْبَلَ علينا بِوَجْهِهِ. رواه البخاري.

৪৫৩। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করতেন তখন আমাদের দিকে ফিরে যেতেন। *(সহিহ বুখারি)*

٤٥٤. عن الْبَراءِ بن عازِبٍ رضى الله تعالى عنه قال: كنا إذا صَلَّيْنا خَلْفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحْبَبْنا أَنْ نكونَ عن يَمينه، فيقبل علينا بوجهه. رواه مسلم.

৪৫৪। হযরত বারা' ইবনুল আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তাম তখন আমাদের ইচ্ছা থাকত আমরা যেন তাঁর ডান দিকে থাকি; যাতে তাঁর চেহারা আমাদেরকে ফিরান। *(সহিহ মুসলিম)*

٤٥٥. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: أَكْثَرُ ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْصَرِفُ عَنْ يمينه. رواه مسلم.

৪৫৫। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিকাংশবার ডান দিকে ফিরতে দেখেছি। *(সহিহ মুসলিম)*

١٣٥– باب الذكر بعْدَ الصلاة

অধ্যায়-১৩৫ : নামাযের পর যিকর

456. عن الْمُغيــرة بن شعبةَ رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقولُ فِى دُبُرِ صلاتِهِ إذا سَلَّمَ: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الْمُلكُ وله الْحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيئٍ قديرٌ، اللهم لا مانعَ لِمَا أعطيتَ ولا معطى لِمَا منعْتَ ولا ينفعُ ذاالْجَدِّ منك الْجَدُّ. رواه الشيخان.

৪৫৬। হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে এই দুআ পড়তেন: لاإله إلا الله وحده لاشريكَ له، له الْمُلكُ وله الْحَمْدُ، وهو على كُلِّ شَيئٍ قديرٌ، اللهم لامانعَ لِمَا أعطيتَ ولامعطى لِمَا منعْتَ ولاينفعُ ذاالْجدِّ منك الْجدُّ. *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٤٥٧. عن ثوبانَ رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرفَ من صلاته استغفر ثلاثًا، وقال: اللهم أنتَ السلامُ، ومنكَ السلامُ، تباركْتَ يا ذا الْجَلالِ والإكرامِ. رواه الْجماعَةُ إلا البخاري.

৪৫৭। হযরত সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায থেকে ফিরতেন তখন তিনবার ইসতিগফার করে বলতেন: اللهم أنتَ السلامُ، ومنكَ السلامُ، تباركْتَ ياذالْجَلال والإكرام. *(সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত সাওবান রাযি.। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবত পেয়েছেন এবং খুব ভালোভাবে তাঁর সুহবত গ্রহণ করেছেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি শাম দেশে অবস্থান করেন। ৫৪ হিজরিতে হিমস নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

---

٤٥٨. عن كعبِ بن عجرة رضى الله تعالى عنه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: مُعَقِّباتٌ لايَخيبُ قائِلُهُنَّ أو فاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صلاة مكتوبَة، ثلاث وثلاثون تسبيحَةً، وثلاث وثلاثون تَحْميدَةً، وأربعٌ وثلاثونَ تَكْبيْرَةً. رواه مسلمٌ.

৪৫৮। হযরত কা'ব ইবনে উজরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ------ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তেত্রিশবার সুবাহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আল হামদুলিল্লাহ, চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলবে, সে ব্যর্থ হবে না। *(সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত কা'ব ইবনে উজরা রাযি.। বিশিষ্ট সাহাবি। কুফায় অবস্থান করেন। ৫১ হিজরিতে ৭৫ বছর বয়সে তিনি মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।

٤٥٩. عن أبي أمامةَ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَرَأَ أيةَ الكرسيِّ دُبُرَ كُلِّ صلاةٍ مكتوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ الا الْمَوت. رواه النسائى وصَحَّحَهُ ابنُ حبان.

৪৫৯। হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসি তিলাওয়াত করবে সে জান্নাতে পৌছতে মৃত্যু ব্যতীত কোনো প্রতিবন্ধক থাকবে না। *(সুনানে নাসায়ি)* ইমাম ইবনে হিব্বান হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

١٣٦– باب الدُّعاء بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

অধ্যায়-১৩৬ : ফরয নামাযের পর দুআ

٤٦٠. عن أبي أمامةَ رضى الله تعالى عنه قال: قِيلَ يارسولَ الله! أَيُّ الدعاءِ أَسْمَعُ؟ قال: جوفُ الليلِ الآخر، ودُبُر الصلواتِ الْمَكتوبات. رواه الترمذي وقال: هذا حديثٌ حسنٌ.

৪৬০। হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর রাসূল! কোন দুআ সর্বাধিক কবুলযোগ্য? তিনি বললেন, শেষ রাতের মাঝামাঝি এবং ফরয নামাযের পর। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটা হাসান হাদিস।

١٣٧– باب رفع اليدينِ فِى الدُّعاءِ

অধ্যায়-১৩৭ : দুআয় হাত উঠানো

٤٦١. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: إنَّها رأتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يدعو رافعًا يديه يقول: اللهم إنَّما أنا بشرٌ فلا تُعاقِبْنِى، أيُّما رجل من الْمُؤمنِين آذَيْتُهُ أو شَتَمْتُهُ فلا تُعاقِبْنِى فيه. رواه البخاري فِى (الأدبِ الْمُفْرد)، وقال الْحافِظُ فِى (الفتح): هو صحيح الإسناد.

৪৬১। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি হাত উঠিয়ে এই দুআ করতে দেখেছেন: اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين اذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه। *(আল আদাবুল মুফরাদ; ইমাম বুখারি)* হাফিয ইবনে হাজার রাহ. 'ফাতহুল বারি'তে বলেন, এটা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদিস।

٤٦٢. وعنها قالتْ: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رافِعًا يديه حَتَّى أبدى ضبعيه يدعو. رواه البخاري فِى (جزءِ رفعِ ا ليدين)، وصَحَّحَهُ ابنُ حجر رحمه الله.

৪৬২। তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উভয় হাত তুলে দুআ করতে দেখেছি, এমনকি তিনি উভয় পার্শ্ব বের করে দিয়েছেন। *(জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইন; ইমাম বুখারি)* হাফিয ইবনে হাজার হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

٤٦٣. عن سلمان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كريمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِه إذا رَفَعَ يَدَيْه أن يَرُدَّهُما صِفراً. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وحَسَّنَهُ، قال الْحافظُ فِى (الفتح): سنده جيدٌ.

৪৬৩। হযরত সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল সম্ভ্রান্ত, বান্দা যখন তার উভয় হাত তুলে তো এগুলোকে খালি ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। *(সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ)* ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়িত করেছেন এবং হাফিয ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারি'তে বলেন, এটার সনদ জায়্যিদ (ভালো তথা বিশুদ্ধ)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : লেখক এই দু'অধ্যায়ের হাদিসগুলো দ্বারা নামাযের পর হাত তুলে দুআ করার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন। আরবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, আল্লামা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. (১৪১৭ হি.)'র তাহকিকসহ এ সংক্রান্ত তিনটি পুস্তিকা ছেপে এসেছে। শায়খ এসমষ্টির নাম দিয়েছেন ثلاث رسائل في استحباب الدعاء بعد الصلوات المكتوبة و رفع اليدين فيها। কিন্তু অধম বান্দাহর এ ব্যাপারে কিছুটা তাআম্মুল ও ওয়াকফা'র সুযোগ রয়েছে। আজকাল আমাদের এ উপমহাদেশে নামাযের পর সবাই মিলে হাত তুলে দুআ করার যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে- এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত বলে মনে হয় না। লেখকের প্রথম অধ্যায়ের হাদিস থেকে ফরয নামাযের পর দুআ কবুল হওয়া আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের হাদিসগুলো দ্বারা সাধারণ দুআয় হাত উঠানো প্রমাণিত হচ্ছে বটে, কিন্তু নামাযের পর এই বিশেষ সময় হাত তুলে সবাই মিলে দুআর প্রমাণ মিলছে না। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ. (১৩৫২ হি.) তো বলেছেন, -------- । তা ছাড়া আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের অনেকেই প্রচলিত দুআর বিরোধিতা করেছেন। নিম্নে তাঁদের উক্তিগুলো পেশ করা হলো :

১। মুফতিয়ে আযম আল্লামা ফয়যুল্লাহ রাহ. বলেন,

إن هذه الأدعية الشائعة المتعارفة بين الخواص و العوام بالهيئة الاجتماعية رافعين أيديهم في هذه الأزمنة المتأخرة، كالدعاء عند افتتاح الوعظ و عند ختمه، و كالدعاء بعد صلاة العيدين أو بعد خطبتهما، و كالدعاء في صلاة التراويح بعد كل ترويحة، و بعد الوتر بالهيئة الاجتماعية، و كالدعاء بعد النكاح بالهيئة الاجتماعية، و كالدعاء بعد زيارة القبور مجتمعين، و كالدعاء الحادث في هذه الأزمنة المتأخرة يوم ختم البخاري باهتمام شديد، و كالدعاء ليلة تمام ختم التراويح في شهر رمضان باهتمام مجتمعين، و كالدعاء بعد المكتوبات بالهيئة الاجتماعية رافعين الأيدي، كل هذه أمور حادثة، لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و لا في زمن الصحابة و التابعين و الأئمة المجتهدين يقينا ..... إنما أحدثت بعد تلك الأزمنة المتبركة من حيث كونها أمورا دينية بالذات و إصالة، حتى صارت كأنها شعائر الدين قد شق تركها على الناس، حتى على الخواص أيضا.

(আহকামুদ দাআওয়াতিল মুরাওয়াজা ফি হাযিহিল আযমিনাতিল মুতাআখখিরা, পৃ. ১০-১১, আরো দেখুন : ফায়যুল কালাম)

২। আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রাহ. বলেন,

و أما ما يفعله بعض العوام من رفع اليدين في الدعاء عند دعاء جماعة من أئمة الشافعية و الحنفية بعد الصلاة فلا وجه له.

(বাযলুল মাজহুদ ফি হাল্লি সুনানি আবি দাউদ, ৯/১২৬)

৩। আল্লামা ইউসুফ আহমদ বানূরি রাহ. বলেন,

قد راج في كثير من البلاد الدعاء بهيئة اجتماعية رافعين أيديهم بعد الصلوات المكتوبة، و لم يثبت ذلك في عهده صلى الله عليه و سلم، و بالأخص بالمواظبة، نعم ثبتت أدعية كثيرة بالتواتر بعد المكتوبة، و لكنها من غير رفع الأيدي و من غير هيئة اجتماعية.

(মাআরিফুস সুনান, ৩/৪০৯-৪১০)

৪। তিনি আরো বলেন,

و الحاصل أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه و سلم الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة اية الكرسي و التسبيحات و أخواتها ثلاثا و ثلثين و غيرها .....

(প্রাগুক্ত, ৩/১১৮-১১৯)

৫। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ. বলেন,

و اعلم أن السنة الأكثرية بعد الصلوات الانصراف إلى البيوت بدين مكث إلا بقدر خروج النساء، و كان في الأذكار كل أمير نفسه، و لم تثبت شاكلة الجماعة فيها كما هو المعروف الان إلا في نزر من المواضع.

(ফায়যুল বারি, ২/৩১৭)

এ ছাড়া শায়খুল আদাব আল্লামা ই'যায আলি রাহ., মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান আল্লামা মুফতি শফি রাহ., মাওলানা মনযূর নু'মানি রাহ. প্রমুখ দেওবন্দি আলিমও প্রচলিত দুআর বিরোধিতা করেছেন, এটাকে বিদআত আখ্যা দিয়েছেন। তবে আমি মনে করি এ ক্ষেত্রে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ.'র নিম্নোক্ত কথাগুলোই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার দাবি রাখে।

তিনি বলেন,

إن الأدعية بهذه الهيئة الكذائية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم، و لم يثبت عنه رفع الأيدي دبر الصلوات في الدعوات إلا أقل قليل، و مع ذلك وردت فيه ترغيبات قولية. و الأمر في مثله أن لا يحكم عليه بالبدعة، فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنة بمعنى ثبوتها عن النبي صلى الله عليه و سلم، و ليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في الدين.

(ফায়যুল বারি, ২/১৬৭)

অন্যত্র তিনি বলেন,

لا ريب أن الأدعية دبر الصلوات قد تواترت تواترا كثيرا لا ينكر، أما رفع الأيدي فثبت بعد النافلة مرة أو مرتين، فألحق بها الفقهاء المكتوبة أيضا، و ذهب ابن تيمية و ابن القيم إلى كونها بدعة. بقي أن المواظبة على أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا مرة أو مرتين كيف هي؟ فتلك هي الشاكلة في جميع المستحبات، فإنها تثبت طورا فطورا، ثم الأمة تواظب عليها. نعم، نحكم بكونها بدعة إذا أفضى الأمر إلى النكير على من تركها.

(প্রাগুক্ত, ৪/৪১৭)

তবে এ আলোচনার উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, নামাযের পর দুআ নেই। দুআ তো আছে এবং তা ব্যক্তিগতভাবে। সুতরাং ওই মুবারক সময় দুআ করা চাই, কেউ যদি এ ধরনের আলোচনা দেখে ওই সময় দুআ করাই ছেড়ে দেন তাহলে এর চেয়ে বড় মাহরূমি আর কী হতে পারে ?

প্রসঙ্গত এখানে শিক্ষণীয় সুন্দর একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। হযরত শাহ আবরারুল হক হারদুয়ি রাহ. একদিন কোনো এক মসজিদে নামায শেষে দুআ করতে থাকলে জনৈক ব্যক্তি উচ্চস্বরে 'আমিন' বলতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভাই ! আমি যখন সূরা ফাতিহায় امين পড়লাম তখন জোরে 'আমিন' বললেন না কেন ? লোকেরা বলল, আমরা হানাফি, জোরে 'আমিন' তো শাফিয়িরা বলে। তিনি বললেন, ভাই ! তাহলে আপনারা নামাযে হানাফি থাকেন আর নামায শেষ করেই শাফিয়ি হয়ে যান ?! তখন লোকেরা মূল কথা বুঝে নিল। প্রকৃতপক্ষে কোনো বিশেষ অবস্থায় কে জানি 'আমিন' জোরো বলে ফেলেছিল, পরে লোকেরা এটাকে দ্বিনের অংশ মনে করতে শুরু করল। (মাজালিসে আবরার, পৃ. ৩১)

একটি জরুরি বিষয় : এখানে স্মরণ রাখা চাই যে, মৌলিকভাবে দুআয় হাত তুলা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, গায়রে মুকাল্লিদদের এই দাবি ঠিক নয়, যে কোনো ধরনের দুআয় হাত তুলা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

ইসতি'নাস: আল্লামা আব্দুর রাহমান মুবারকপুরী রাহ. লিখেছেন, হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুআয় হাত উঠাতেন তখন উভয় হাত দ্বারা আপন চেহারা না মুছে হাত নামাতেন না। মুবারকপুরী মরহুম হাফিয ইবনে হাজার রাহ.'র বরাত দিয়ে লিখেন, এ হাদীসের অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে, যেমন সুনানে আবু দাউদে ইবনে ইবক্কাস রাযি.'র হাদীস। এগুলোর সমষ্টি থেকে এ কথাই বোধগম্য হয় যে, এ হাদীসটি হাসান (দলিলযোগ্য)। *(তুহফাতুল আহওয়াযী, ৯/৩২৯, দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হি.)*

মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আমীর ইয়ামানী রাহ. উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ হাদীসটি দু'আর পর উভয় হাত দ্বারা চেহারা মাসহ করার বৈধতার ওপর প্রমাণ বহন করে। *(সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম, পৃষ্ঠা: ১১০৫, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, ১৪২৫ হি.)*

বর্তমানে কোনো কোনো সালাফী ভাইকে দুআয় হাত উঠানো এবং দুআ শেষে হাত দ্বারা চেহারা মাসহ করা বিদআত বলে ফতোয়াবাজী করতে দেখা যায়। অথচ তাদেরই আব্দুর রাহমান মুবারকপুরী ও আমীর ইয়ামানী এ সম্পর্কিত হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করত হাদীস থেকেই এই মাসআলা আহরণ করেছেন। অতএব, এ ক্ষেত্রেও সালাফীদের বিরোধিতা আমাদের বোদগম্য নয়।

١٣٨– باب: الْجَماعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وقِيلَ: واجِبَةٌ

অধ্যায়-১৩৮ : জামাআত সুন্নাতে মুআক্কাদা, কারো মতে ওয়াজিব

٤٦٤. عن عبدِ الله بن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه قال: مَنْ سَرَّهُ أنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مسلماً، فَلْيُحافِظْ على هؤلاء الصلوات حيثُ يُنادَى بِهِنَّ، فإن الله شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، وإنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، ولو أنَّكم صَلَّيْتُمْ فِي بيوتِكُمْ كما يُصَلِّى هذا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِه لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، ولَوْ تركتُمْ سنةَ

نبيكم لَضَلَلْتُمْ، وما مِنْ رجلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الوضوءَ ثُمَّ يَعْمَدُ إلى مسجدٍ من هذه الْمَساجِدِ إلا كَتَبَ الله له بكل خطْوَةٍ يَخْطُوها حَسَنَةً، ويَرْفَعُه بها درجةً، ويَحُطُّ عنه بها سيئةً، ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافقٌ معلومُ النفاقِ، ولقد كان الرجُلُ يُؤْتَى به يُهادَى بَيْنَ الرجلَيْنِ حَتَّى يُقامَ فِي الصَّفِّ. رواه مسلم.

৪৬৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আগামী কাল আল্লাহর সাথে মুসলিম হিসেবে সাক্ষাত করতে পছন্দ করে সে যেন এই নামাযগুলোর প্রতি যত্নবান হয়, যখনই আযান দেয়া হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবির জন্যে 'সুনানুল হুদা' বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এগুলো হল 'সুনানুল হুদা'র অর্ন্তভুক্ত। তোমরা যদি তোমাদের ঘরে নামায আদায় করো, যেভাবে এই পেছনে থেকে যাওয়া লোক তার ঘরে নামায আদায় করে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবি'র সুন্নাত ছেড়ে দিলে। আর তোমরা যদি তোমাদের নবি'র সুন্নাত ছেড়ে দাও তাহলে তো তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তিই ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করে এই মসজিদগুলোর কোনো একটির দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একেকটি 'হাসানহ' (পূণ্য) লিখে দেন, তার একেকটি 'দারাজাহ' (স্তর) উন্নীত করেন এবং এর দ্বারা একেকটি গুনাহ মুছে ফেলেন। আমরা (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে) দেখেছি, প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া আমাদের কেউ তা (জামাআত) থেকে পেছনে থাকত না। কোনো কোনো ব্যক্তিকে দুইজনের মাঝখানে (কাধে ভর দিয়ে) নিয়ে আসা হত, আর তাকে সফ (কাতার)'র দাঁড় করিয়ে দেয়া হত। *(সহিহ মুসলিম)*

٤٦٥. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لقد هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بالْمُؤَذِّنِ فَيُؤَذِّنُ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بالناسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي برجالٍ معهم حُزَمُ الْحَطَبِ إلى قومٍ يَتَخَلَّفُونَ عن الصلاةِ، فأُحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهُمْ بالنارِ. رواه الشيخان.

৪৬৫। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি এ সংকল্প করেছিলাম যে, একজনকে নামায পড়াতে আদেশ দিব আর আমি কিছু লোককে নিয়ে -যাদের সঙ্গে লাকড়ির বোঝা থাকবে- ওই সব লোকের বাড়ি যাব যারা নামাযে আসে না। এর পর তাদেরকে ও তাদের ঘর-বাড়িগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দিব। (*সহিহ বুখারি, ১/৮৯, হাদিস: ৬৪৪, সহিহ মুসলিম, ১/২৩২, হাদিস: ৬৫১*)

٤٦٦. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ أعْمَى فقال: يارسولَ الله! ليس لي قائدٌ يَقُودُنِي إلى الْمَسْجِدِ، فسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُرَخِّصَ له فَيُصَلِّي فِي بَيْته فرَخَّصَ له، فلَمَّا وَلَّى دعاهُ فقال: هَلْ تَسْمَعُ النِّداءَ بالصلاةِ؟ قال: نعم، قال: فأَجِبْ. رواه مسلمٌ.

৪৬৬। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক অন্ধব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এস বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো

পথনির্দেশক মানুষ নেই। তাই লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দরখাস্ত করছেন যেন তিনি তাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দেন। অতএব তিনি লোকটিকে অনুমতি দিলেন। যখন অন্ধ ফিরে যেতে লাগলেন তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? অন্ধ বললেন, জী হ্যাঁ। তিনি বলেন, তাহলে উত্তর দিবে (মসজিদে আসবে)। *(সহিহ মুসলিম)*

٤٦٧. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: تَفْضُلُ صلاةُ الْجَماعَةِ عَلَى صلاةِ الفَذِّ أو صلاة الرجلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وعشرينَ صلاةً. رواه الْبَزَّارُ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৪৬৭। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জামাআতে নামায পড়া একাকি (অথবা বলেছেন এক ব্যক্তি) পড়ার চেয়ে পঁচিশ নামাযের সমপরিমাণ প্রাধান্যপ্রাপ্ত (সওয়াব বেশি)। *(মুসনাদে বায্যার)* এর সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে জামাআতে ওয়াজিব, তবে এক বর্ণনামতে তা সুন্নাতে মুআক্কাদা-ওয়াজিবের কাছাকাছি এবং এটার ওপরই ফাতওয়া। ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে ফরযে কেফায়া। আর ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে ফরযে আইন।

١٣٩ – باب: تَرْكُ الْجَماعة لِعُذْرٍ

অধ্যায়-১৩৯ : উযরের কারণে জামাআত তরক করা

٤٦٨. عن نافعٍ: أنَّ ابنَ عمرَ رضى الله تعالى عنهما أَذَّنَ بالصلاةِ فِى ليلةٍ ذاتِ بَردٍ وريحٍ، ثُمَّ قال: ألا صَلُّوا فِى الرحالِ، ثُمَّ قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يأمُرُ الْمُؤَذِّنَ إذا كانت ليلةٌ ذاتُ بَرْدٍ ومَطَرٍ يقول: ألا صَلُّوا فِى الرحال.

رواه الشيخان.

৪৬৮। নাফি' রাহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. ঠাণ্ডা ও বাতাসপূর্ণ এক রাত্রিতে নামাযের আযান দিয়ে বলে দিলেন, তোমরা স্ব স্ব বাড়িতে নামায পড়ে নাও। অতপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাণ্ডা ও বৃষ্টিপূর্ণ রাত হলে মুআযযিনকে এ কথা ঘোষণা দেয়ার আদেশ করতেন যে, তোমরা নিজ নিজ হাওদায় নামায পড়ে নাও। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٤٦٩. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالتْ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاةَ بِحَضْرَةِ الطعامِ، ولا وَهُوَ يُدافِعُه الأخبثانِ. رواه مسلمٌ.

৪৬৯। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, খানার উপস্থিতিতে এবং পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন থাকাবস্থায় নামায নেই। *(সহিহ মুসলিম)*

١٤٠– باب تسوية الصفوف

অধ্যায়-১৪০ : কাতার সোজা করা

٤٧٠. عن أبي مسعود الأنصاري رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مناكبَنا فِي الصلاة، يقول: استَوُوْا ولاتَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِي منكم أولوا الأحلامِ والنُّهَى، ثُمَّ الذينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الذين يَلُونَهُمْ. قال أبو مسعود: فأنتم اليومَ أشَدُّ اختلافًا. رواه مسلمٌ.

৪৭০। হযরত আবু মাসউদ আনসারি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাধগুলো মুছে দিয়ে বলতেন, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, আগ-পিছ হয়ো না; নতুবা তোমাদের মধ্যে মনবিরোধ দেখা দিবে। তোমাদের মধ্য থেকে জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যেন আমার কাছে (পেছনে) দাঁড়ায়, অতপর তাদের নিকটবর্তীরা, তারপর তাদের নিকটবর্তীরা। আবু মাসউদ বলেন, তোমরা তো এখন বেশি মনবিরোধে লিপ্ত। *(সহিহ মুসলিম)*

٤٧١. عن عبدِ الله بن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوفَ، وحاذُوا بَيْنَ الْمَناكِب، وسُدُّوا الْخَلَلَ، ولِينُوا بأيدي إخوانِكُمْ، ولا تَذَرُوا فُرجات للشيطانِ، ومَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، ومَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ. رواه أبو داود، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ والْحاكِمُ.

৪৭১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা কাতারগুলো সোজা করো, কাধগুলো সমান করে রাখো, খালি জায়গা পূরণ করো, তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হও (হাত দ্বারা আগ-পিছ করলে সাড়া দিও), শয়তানের জন্যে কিছু ফাঁক রেখে দিও না। যে কাতার মিলাবে আল্লাহ তাকে মিলাবেন আর যে কাতার ভঙ্গ করবে আল্লাহ তাকে ভেঙ্গে (ধ্বংস করে) দিবেন। *(সুনানে আবু দাউদ)* ইবনে খুযায়মা ও ইমাম হাকিম হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

١٤١– باب إتْمام الصفِّ الأولِ

অধ্যায়-১৪১ : প্রথম কাতার পূর্ণ করা

٤٧٢. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثم الذي يليه، فما كان مِنْ نقصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصفِ الْمُؤَخَّرِ. رواه أبو داود، وإسنادُهُ حسنٌ.

৪৭২। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা প্রথম কাতার তারপর পরবর্তী কাতার পূর্ণ করো, কোনো শূণ্যতা হলে তা যেন শেষ কাতারে হয়। *(সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ হাসান।

١٤٢ – باب فيما يَجْهَرُ الإمامُ ويُخافتُ

অধ্যায়-১৪২ : ইমাম যেসকল নামাযে সশব্দে তিলাওয়াত করবেন এবং যেসকল নামাযে নিঃশব্দে

فصلٌ: يَجْهَرُ فِى الْجُمُعَةِ والعيدينِ والفجرِ وأولَى العشاءين أداءً أو قضاءً.

অনুচ্ছেদ: ইমাম জুমুআ, উভয় ঈদ, ফজর এবং মাগরিব-ইশার প্রথম দু'রাকআতে -আদা হোক কিংবা কাযা- সশব্দে তিলাওয়াত করবেন।

٤٧٣. عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَقْرَأُ فِى العيدينِ ويومِ الْجُمُعَةِ بـــ(سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديثُ الغاشية). رواه الْجماعة إلا البخاري.

৪৭৩। হযরত নু'মান ইবনে বাশির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদ ও জুমুআর নামাযে সূরা আ'লা এবং সূরা গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন। *(সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত নু'মান ইবনে বাশির রাযি.। উপনাম আবু আবদুল্লাহ আল আনসারি। তিনিই হলেন হিজরতের পর আনসারি সাহাবিদের ঘরে জন্ম নেয়া প্রথম সন্তান। তিনি এবং তাঁর পিতা-মাতা তিনজনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবত পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৮ বছর ৭ মাস। প্রথমে শাম দেশে বসবাস করেন, পরে কুফার গভর্নরের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। অবশেষে ৬৪ বছর বয়সে ৬৫ হিজরিতে হিমস নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

٤٧٤. عن عقبة بن عامرٍ رضى الله تعالى عنه قال: كنتُ أَقُودُ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ناقةً فِي سَفَرٍ، فقال لِى: ألاأُعَلِّمُكَ خَيْرَ سورتَيْنِ قُرِئَتا؟ فَعَلَّمَنِى: قُلْ أعوذُ بربِ الفلقِ، وقل أعوذ بربِ الناسِ، قال: فَلَمْ يَرَنِى سُرِرْتُ بِهِما جِدًّا، فَلَمَّا نزلَ لصلاةِ الصبحِ صَلَّى بِهِما. رواه أبو داود والنسائى.

৪৭৪। হযরত উকবাহ ইবনে আমির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনি টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে কুরআনের সর্বোত্তম পঠিত দু'টি সূরা শিখাব না? তিনি আমাকে সূরা ফালাক এবং সূরা নাস শিখালেন। (রাবি বলেন) তিনি আমাকে খুব একটা আনন্দিত হতে দেখেননি। তাই ফজরের নামাযের জন্যে যখন অবতরণ করলেন তখন এই দুই সূরা দিয়ে নামায আদায় করলেন। *(সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি)*

٤٧٥. عن جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِى الْمَغْرِبِ بالطورِ، أى بسورةِ الطور كُلِّها أو بَعْضِها. رواه البخاري.

৪৭৫। হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর (অর্থাৎ পূর্ণ সূরা বা কিছু অংশ) পড়তে শুনেছি। *(সহিহ বুখারি)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম রাযি.। উপনাম আবু মুহাম্মাদ আল কুরাশি আন নাওফালি। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। মদিনায় অবস্থান করেন এবং এখানেই ৫৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

٤٧٦. عن الْبَراءِ رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بـــ (والتيـــن والزيتون) فِى العشاء، فَما سَمِعْتُ أحدًا أحسنَ صوتًا منه. رواه البخاري.

৪৭৬। হযরত বারা' ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইশার নামাযে সূরা তিন পড়তে শুনেছি। আমি তাঁর থেকে সুন্দর আওয়াজ আর কারো শুনিনি। *(সহিহ বুখারি)*

٤٧٧. عن زيد بن أسلم رضى الله تعالى عنه قال: عَرَّسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلةً بطريقِ مكة (فَذَكَرَ نَوْمَهُمْ وقيامَهُمْ وصلاتَهُمْ) وأنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس! إن الله قَبَضَ أرواحَنا، ولوشاءَ لَرَدَّها، فإذا رَقَدَ أحدُكُمْ عن الصلاةِ أو نَسِيَها، ثُمَّ فَزِعَ إليها فَلْيُصَلِّها كما كان يُصَلِّيها فِى وَقْتِها. رواه مالك فِى (الْمُوَطَّأ).

৪৭৭। হযরত যায়দ ইবনে আসলাম রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পথে এক রাতে অবতরণ করলেন। (রাবি তাঁদের ঘুম, ঘুম থেকে উঠা এবং নামাযের কথা উল্লেখ করলেন) এবং তিনি ইরশাদ করলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রাণগুলো কবজা করে নেন, ইচ্ছে হলে ফিরিয়ে দেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি নামায রেখে ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা এটা ভুলে যায় অতপর যখন নামাযের কথা স্মরণ হয় তখন যেন সে ওই নামায পড়ে নেয়, যেভাবে নির্ধারিত ওয়াক্তে পড়ে থাকত। *(মুআত্তা মালিক)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত যায়দ ইবনে আসলাম রাযি.। বদরি সাহাবিদের একজন এবং হযরত আলি রাযি.'র পক্ষে সিফফিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

٤٧٨. عن أبِى قتادَةَ رضى الله تعالى عنه (فِى قصةِ نومِهِمْ فِى صلاةِ الفجرِ) قال: ثُمَّ أذَّنَ بلالٌ بالصلاةِ،، فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ركعتيـــن، ثُمَّ صلى الغداةَ، فصنعَ كما كان يصنعُ كُلَّ يومٍ. رواه مسلمٌ.

৪৭৮। আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, (ফজরের নামাযের সময় তাঁদের ঘুমে থাকার বর্ণনায়) তিনি বলেন, অতপর বিলাল নামাযের আযান দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকআত (সুন্নাত) আদায় করলেন, তারপর ফজর পড়লেন এবং প্রতিদিন যেভাবে করেন আজও সেভাবে করলেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٤٧٩. عن إبراهيم النخعي رضى الله تعالى عنه قال: عَرَّسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: مَنْ يَحْرُسُنا الليلةَ؟ فقال رجلٌ شابٌّ: أنا يارسولَ الله! أحْرُسُكُمْ، فَحَرَسَهُمْ حَتَّى إذا كانوا فِى الصبحِ غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، فما استيقظوا إلا بِحَرِّ الشمسِ، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّا وتَوَضَّأَ أصحابُهُ، وأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فأذَّنَ وصلى ركعتين، ثُمَّ أقيمت فصلى الفجرَ بأصحابِه، وجَهَرَ فيها بالقراءةِ كما كان يُصَلِّى بِها فِى وَقْتِها. رواه محمد بن الْحَسَنِ فِى كتابه (الآثار)، عن أبِى حَنِيفَةَ عن حَمَّادٍ عنْ إبراهيمَ النخعي رَحِمَهُمُ الله تعالى

৪৭৯। ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক সফরে) শেষরাতে আরামের জন্যে একস্থানে অবস্থান করলেন। তখন তিনি বললেন, কে আজ রাত্রে আমাদের পাহারা দিবে? জনৈক যুবক বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাদেরকে পাহারা দিব। বস্তত তিনি তাঁদেরকে পাহারা দিলেন। অবশেষে যখন তাঁরা ভোরে উপনীত হলেন তখন তাঁর চোখ লেগে (ঘুম এসে) গেল। ফলে তাঁরা সূর্যের গরমের কারণেই জাগ্রত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে উযু করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামও উযু করলেন। তাঁর নির্দেশে মুআযযিন আযান দিলেন এবং তিনি দু'রাকআত (সুন্নাত) নামায পড়লেন। এরপর ইকামাত দেয়া হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন এবং উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করলেন; যেভাবে ওয়াক্তের ভিতরে নামায আদায়কালে উচ্চস্বরে পড়তেন। হাদিসটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. *'কিতাবুল আসার'এ* ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র সূত্রে হাম্মাদ (ইবনে আবি সুলায়মান)'র মধ্যস্ততায় ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٤٣ – باب لايَجْهَرُ الإمامُ فِى غَيْرِ هذه الصلوات

অধ্যায়-১৪৩ : এই নামাযগুলো ব্যতীত অন্য নামাযে ইমাম সশব্দে তিলাওয়াত করবেন না

٤٨٠. عن عبدِالله بن سَخْبَرةَ قال: قُلْنا لِخَبَّاب رضى الله تعالى عنه: هل كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فِى الظهر والعصر؟ قال: نعم، قُلنا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذلكَ؟ قال: باضْطِراب لِحْيَته. رواه البخاري.

৪৮০। আবদুল্লাহ ইবনে সাখবারা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হযরত খাবক্ষাব রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও আসরে তিলাওয়াত করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা ওটা কীভাবে বুঝতেন? তিনি বললেন, তাঁর দাড়ির নড়াচড়ার দ্বারা। *(সহিহ বুখারি)*

٤٨١. عن أبِى سعيد الْخُدري رضى الله تعالى عنه قال: حَزَرْنا قيامَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى الظهر والعصرِ، فَحَزَرْنا قيامَهُ فِى الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النصفِ من ذلكَ، وحَزَرْنا قيامَهُ فِى الأخريينِ من العصرِ على النصفِ من ذلك. رواه مسلم.

৪৮১। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যুহর ও আসরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিয়াম অনুমান করলাম। শেষ দু'রাকআতে প্রথম দু'রাকআতের অর্ধেক পরিমাণ সময় কিয়াম অনুমান করলাম এবং আসরের শেষ দু'রাকআতে এরও অর্ধেক পরিমাণ সময় কিয়াম অনুমান করলাম। *(সহিহ মুসলিম)*

٤٨٢. من حديثِ أبِى نضرةَ عن أبِى سعيدٍ رضى الله تعالى عنه قال: اجْتَمَعَ ثلاثونَ مِن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حَتَّى نَقِيسَ قراءةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما لَمْ يَجْهَرْ فيه من الصلاةِ، فما اختلفَ منهم رجلانِ، فقاسوا قراءتَهُ فِى الركعة الأولى من الظهر بقدرِ ثلاثِيْنَ آيةً، وفِى الركعةِ الأخرى قدرَ النصفِ من ذلكَ، وقاسوا ذلك فِى العصر على قدرِ النصفِ من الركعتين الأخريين. رواه ابنُ ماجة.

৪৮২। আবু নাযরা'র সূত্রে হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ত্রিশজন সাহাবি সমবেত হয়ে বললেন, যে সব নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করেন না সেসব নামাযে তাঁর কিরাআতের (পরিমাণ) অনুমান করব। তাঁদের কেউ (এতে) মতানৈক্য করলেন না। বস্তুত তাঁরা যুহরের প্রথম রাকআতে তাঁর কিরাআত ত্রিশ আয়াত পরিমাণ এবং দ্বিতীয় রাকআতে এর অর্ধেক পরিমাণ অনুমান করলেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

শব্দবিশ্লেষণ: فمااختلفَ منهم رجلان এ ধরনের বাক্য বলে আরবরা বুঝাতে চান যে, এই বিষয়ে কেউ মতানৈক্য করেননি।

١٤٤ – باب: الأَوْلَىٰ بالإمامة الأَعْلَمُ بالسُّنَّة ثُمَّ الأَقْرَأُ

অধ্যায়-১৪৪ : ইমাম হওয়ার অধিক উপযুক্ত সুন্নাহর সবচে' বড় আলিম, তারপর সবচে' বড় কারি

٤٨٣. أخرج الْحاكمُ عن الْحَجَّاجِ بن أرطاةَ عن إسْماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن عقبة بن عمرو قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَؤُمُّ القومَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فإن كانوا فِى الْهِجْرَةِ سواءً، فأَفْقَهُهُمْ فِى الدِّينِ، فإن كانوا فِى الفقه سواءً، فأَقْرَءُهُمْ للقرآنِ، ولا يُؤَمُّ الرجلُ فِى سلطانه، ولا يقعد عَلَى تكرمته إلا بإذنه. انتهى. رواه الْحاكمُ وسكت عنه.

৪৮৩। হাকিম হাজ্জাজ ইবনে আরতাআহ থেকে, তিনি ইসমাঈল ইবনে রাজা' থেকে, তিনি আওস ইবনে যামআজ থেকে, তিনি হযরত উকবা ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লোকদের ইমামতি করবে তাদের মধ্যে হিজরাতে অগ্রগামী ব্যক্তি। হিজরাতে যদি তারা সমান হয় তাদের মধ্যে দ্বীন সম্পর্কে সর্বাধিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। যদি তারা 'ফিকহ' (দ্বীনের সমঝ)-এর ক্ষেত্রে সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে সর্বাধিক (বিশুদ্ধ) কুরআন পাঠকারী। কোনো ব্যক্তির নিজ শাষণ ও কর্তৃত্ব ক্ষেত্রে ইমামতি করা যাবে না এবং তার বিশেষ আসনে তার অনুমতি ছাড়া বসা যাবে না। *(মুসতাদরাকে হাকিম)* ইমাম হাকিম এ হাদিসের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন।

সনদ পর্যালোচনা: এ হাদিসের সনদে হাজ্জাজ ইবনে আরতাআহ নামক একজন রাবি রয়েছেন। মুহাদ্দিসগণ তার সম্পর্কে কথা-বার্তা বললেও ইমাম তিরমিযি রাহ. তদীয় সুনানে তিরমিযিতে প্রায় বিশ জায়গায় তার সনদে বর্ণিত হাদিসসমূহকে হাসান পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ. বলেন, লোকদের বিভিন্ন কথা থাকলেও আমার দৃষ্টিতে ইমাম তিরমিযি রাহ.'র তাসহিহ ও তাহসিন গ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া হাফিয ইবনুল কায়্যিম রাহ. বলেছেন, ক্ষেত্র বিশেষে তার সূত্রে বর্ণিত হাদিস হাসান পর্যায় থেকে নিম্নমানের হবে না। (ফায়যুল বারি, ৪/২৯০, মাআরিফুস সুনান, ৫/৩০৭, ৬/১৪ ও ৪৭)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.'র মতে ইমামতির অগ্রাধিকার পাবে কুরআন-সুন্নাহর বড় জ্ঞানী। আইম্মায়ে সালাসা ও ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.'র মতে أقرأ অর্থাৎ কিরাআত ও তাজবিদ সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুরোগে আক্রান্ত থাকার সময় হযরত আবু বকর রাযি.কে ইমাম বানানো হানাফিদের একটি শক্ত দলিল। কারণ, আবু বকর রাযি. أقرأ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আলিম। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. বলেন, كان أبو بكر هو أعلمنا আবু বকরই আমাদেও মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানী। আর যেহেতু এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ সময়ের কর্মপন্থা, তাই এটাই অগ্রগণ্য হওয়ার দাবি রাখে। অবশ্য ইসলামের প্রথম যুগে লোকদেরকে কুরআন শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে أقرأ কে ইমামতির অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছিল। পরে যেহেতু কুরআন পড়তে সক্ষম লোকদের অভাব দূর হয়ে গেল তখন أعلم بالسنة কেই অগ্রাধিকার প্রদান করা হল। তা ছাড়া أقرأ তো নামাযের একটি রুকন কিরাআতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর أعلم তো প্রত্যেক কাজের সঙ্গে জড়িত তাই أعلم ই অগ্রাধিকার পাওয়ার হকদার।

١٤٥ – باب: ويَقْتَدِي الْمُتَوَضِّئ بِالْمُتَيَمِّمِ

অধ্যায়-১৪৫ : উযুকারী ব্যক্তি তায়াম্মুমকারী ব্যক্তির ইকতিদা করতে পারবে

٤٨٤. عن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه قال: احتلمتُ فِي ليلة باردة وأنا فِي غزوة ذات السلاسلِ، فأشْفَقْتُ إنِ اغتسلتُ أن أهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ وصَلَّيْتُ بأصحابِي الصبحَ، ثُمَّ أخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ ولَمْ يَقُلْ شَيْئًا. فِي البخاري: أَمَّ ابنُ عاصٍ وهو مُتَيَمِّمٌ.

৪৮৪। হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে থাকা অবস্থায় এক ঠাণ্ডা রাতে আমার স্বপ্নদোষ হল। গোসল করলে আমি মারা যাওয়ার আশংকা করলাম। ফলে আমি তায়াম্মুম করে সাথীদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলাম। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে অবগত করলে তিনি হাসলেন, তবে কিছু বললেন না। *(সুনানে আবু দাউদ)*
বুখারিতে রয়েছে: ইবনে আবক্কাস রাযি. তায়াম্মুমকারী হয়েও ইমামতি করেছেন।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আমর ইবনুল আস রাযি.। ৫/৬ হিজরিতে তিনি এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও উসমান ইবনে তালহা তিনজন একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উমানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। অতপর উমার, উসমান ও মুআবিয়া রাযি.'র পক্ষ থেকে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনিই মিসর বিজয় করেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত সেখানের গভর্নর পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেখানে ৯০ বছর বয়সে ৪৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

١٤٦– باب: يَقْتَدِي القائمُ بالقاعد

অধ্যায়-১৪৬ : দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারী বসে আদায়কারীর ইকতিদা করতে পারবে।

٤٨٥. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰه بْنِ عَبْدِ اللّٰه بن عتبة قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَلاَ تُحَدِّثِيني عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللّٰه قَالَتْ: بَلَى. ثَقُلَ النبي صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ. وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّٰه! قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَفَعَلْنَا. فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْه. ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ. وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَا رَسُولَ اللّٰه! فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَفَعَلْنَا. فَاغْتَسَلَ. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْه. ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لاَ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّٰه! فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ». فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْه، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لاَ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّٰه! وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِد يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللّٰه لِصَلاَةِ الْعِشَاء الآخِرَة. قَالَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّٰه إِلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰه يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ – وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقاً–: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ.فَقَالَ له عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذٰلِكَ. فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّٰه وَجَدَ مِنْ نَفْسِه خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ـــ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ ـــ، لِصَلاَةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بالناسِ. فَلَمَّا رآه أبو بكرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فأومَأَ إليه النَّبِيُّ بأَنْ لا يَتَأَخَّرَ، قَالَ: أَجْلِسَانِي إِلَى جنبه، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِى بكرٍ رضى الله تعالى عنه، قال: فجعلَ أبوبكرٍ يُصَلِّى وهو يأتَمُّ بِصلاةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم والناسُ بصلاةِ أبى بكرٍ، وَالنَّبِيُّ قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللّٰه: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰه بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللّٰه؟ فَقَالَ: هَاتِ.

فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئاً. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ. رواه الشيخان.

৪৮৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা রাযি.'র নিকট গিঁয়ে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোগ (যাতে তিনি ইন্তিকাল করেছেন) সম্পর্কে আমাকে কিছ বলবেন না? তিরি বললেন, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। (কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলে) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে নিয়েছে? আমরা বললাম, না; তাঁরা আপনার অপেক্ষা করছেন। তিনি বললেন, আমার জন্যে 'মিখযাব' (বস্ত্রাদি ধৌত করার আধার বিশেষ)-এ পানি রাখো। আয়িশা বলেন, আমরা তা-ই করলাম। তিনি গোসল করলেন এবং দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু বেহুশ হয়ে পড়লেন। অত:পর তিনি হুশ ফিরে পেলেন। তখন জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে নিয়েছে? আমরা বললাম, আল্লাহর রাসূল! না (এখনো নামায পড়া হয়নি); তাঁরা আপনার অপেক্ষা করছেন। তিনি বললেন, আমার জন্যে আমার জন্যে 'মিখযাব' (বস্ত্রাদি ধৌত করার আধার বিশেষ)-এ পানি রাখো। আয়িশা বলেন, (আমরা পানি প্রস্তুত করলে) তিনি বসে গোসল করলেন এবং দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেহুশ হয়ে পড়লেন। অত:পর তিনি হুশ ফিরে পেলেন। তখন জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে নিয়েছে? আমরা বললাম, আল্লাহর রাসূল! না (এখনো নামায পড়া হয়নি); তাঁরা আপনার অপেক্ষা করছেন। তিনি বললেন, আমার জন্যে আমার জন্যে 'মিখযাব' (বস্ত্রাদি ধৌত করার আধার বিশেষ)-এ পানি রাখো। অত:পর তিনি বসে গোসল করলেন এবং দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেহুশ হয়ে পড়লেন। অত:পর তিনি হুশ ফিরে পেলেন। তখন জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে নিয়েছে? আমরা বললাম, আল্লাহর রাসূল! না (এখনো নামায পড়া হয়নি); তাঁরা আপনার অপেক্ষা করছেন। এ দিকে লোকজন ইশার নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে মসজিদে অপেক্ষমান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন লোক পাঠিয়ে হযরত আবু বকর রাযি.কে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতে নির্দেশ দিলেন। বাহক আবু বকর রাযি.'র নিকট এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করার নির্দেশ করছেন। তখন আবু বকর বললেন -তিনি ছিলেন কোমল স্বভাবের অধিকারী- হে উমার! আপনি লোকদের নিয়ে নামায আদায় করুন। তখন উমার তাঁকে বললেন, আপনিই এর অধিক উপযুক্ত। সুতরাং আবু বকর রাযি. ওই ক'দিন (ইমাম হয়ে) নামায আদায় করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলে দু'জনের সাহায্যে -যাদের একজন ছিলেন আবক্ষাস রাযি.- যুহরের নামাযের জন্যে বেরিয়ে আসলেন। তখন আবু বকর রাযি. লোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে পেছনে যেতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে না সরতে ইশারা করলেন। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দাও। ফলে তাঁরা আবু বকর রাযি.'র পাশে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। রাবি বলেন, তো আবু বকর রাযি. এমনভাবে নামায আদায় করছিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের অনুসরণ করছিলেন, আর লোকেরা আবু বকর রাযি.'র নামাযের অনুসরণ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বসা ছিলেন। উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবক্ষাস রাযি.'র নিকট গিয়ে বললাম, হযরত আয়িশা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসুস্থতা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন- আমি কি তা আপনার সামনে পেশ করব না? তিনি বললেন, পেশ কর। সুতরাং আমি তাঁর সামনে আয়িশা ররাযি.'র বর্ণনা পেশ করলাম। তিনি এর কোনো কিছুই

অস্বীকার করলেন না, তবে বললেন, আবক্কাস রাযি.'র সাথে যে লোকটি ছিলেন- তাঁর নাম কি আয়িশা রাযি. তোমাকে বলেছেন? বললাম, না। তিনি বললেন, সে লোকটি ছিলেন আলি রাযি.। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٤٨٦. روى البيهقى فِى (الْمعرفة): أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ أبا بكرٍ أنْ يصلى بالناسِ فِى مرضِه الذي مات فيه، إلى أنْ قال: فكان النبى صلى الله عليه وسلم بَيْنَ يدي أبِى بكر يصلى قاعداً وأبو بكر يصلى بصلاته قائمًا، والناس يصلون بصلاةِ أبِى بكرٍ، والناسُ قيامٌ خَلْفَ أبِى بكرٍ رضى الله تعالى عنه.

৪৮৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগের অবস্থায় ইন্তিকাল করেন সে সময় আবু বকর রাযি.কে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে আদেশ করলেন। (বর্ণনার শেষ দিকে রয়েছে) তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের সামনে বসে বসে নামায পড়লেন, আবু বকর দাঁড়িয়ে তাঁর নামাযের ইকতিদা করলেন এবং লোকেরা আবু বকরের ইকতিদা করে নামায আদায় করল, তখন তারা আবু বকরের পেছনে দণ্ডায়মান ছিল। *(আস সুনানুল কুবরা; নাসায়ি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : এ ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই যে, কোনো উযর ছাড়া ইমাম-মুকতাদি কারো জন্যে বসে বসে নামায আদায় করা জায়িয নয়। তবে উযরের কারণে বসে বসে নামায আদায়কারী ইমামের পেছনে দাঁড়াতে সক্ষম মুকতাদির নামায নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনটি মাযহাব প্রসিদ্ধ। (১) ইমাম আবু হানিফা রাহ. ও ইমাম শাফিয়ি রাহ. প্রমুখ অধিকাংশ ফকিহের মতে এ ধরনের ইকতিদা জায়িয আছে এবং দাঁড়াতে সক্ষম মুকতাদি দাঁড়িয়েই ইকতিদা করতে হবে, বসে বসে ইকতিদা শুদ্ধ হবে না। (২) ইমাম আহমদ রাহ. প্রমুখের মতে দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তিও এক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণে বসে বসে নামায আদায় করবে। (৩) ইমাম মালিক রাহ.'র মতে দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তি বসে বসে আদায়কারী ইমামের পেছনে ইকতিদা করা জায়িয নয়; না বসে বসে, না দাঁড়িয়ে। তবে যদি ইমাম ও মুকতাদি উভয়ই দাঁড়াতে অক্ষম হন তাহলে জায়িয হবে।

١٤٧– باب: يَقْتَدى الْمُتَنَفِّلُ بالْمُفْتَرِضِ

অধ্যায়-১৪৭ : নফল আদায়কারী ফরয আদায়কারীর ইকতিদা করতে পারবে

٤٨٧. عن أبِى ذَرٍّ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كيفَ أنتَ إذا كان عليك أُمراء يُؤَخِّرُونَ الصلاةَ؟ قُلْتُ : يارسولَ الله! فماذا تأمُرُنِى؟ قال: صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِها، فإنْ أدْرَكْتَها مَعَهُمْ فَصَلِّ، فإنَّها نافلةٌ. رواه أصحابُ السننِ.

৪৮৭। হযরত আবু যার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করবে যখন এমন কিছু নেতা তোমাদের নেতৃত্ব দেবে যারা নামায বিলম্বিত করবে? আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! আপনি কী আদেশ করেন? তিনি বললেন, তুমি নামায নির্ধারিত

সময়ে পড়ে নেবে, পরে যদি তাদেরকে পাও তাহলে পুনর্বার পড়ে নিও; কেননা এটা তোমার জন্যে নফল গণ্য হবে। *(সহিহ মুসলিম)*

١٤٨– باب: يقومُ الْمُؤْتَمُّ الواحدُ عَنْ يَمِيْنِ الإمامِ والزائدُ عَنِ الواحدِ خَلْفَهُ

অধ্যায়-১৪৮ : মুকতাদি একজন হলে ইমামের ডান পাশে আর একাধিক হলে তাঁর পেছনে দাঁড়াবে

٤٨٨. روى الْجَماعةُ عن كريبٍ مولى ابن عباسٍ عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما، قال: بِتُّ عِنْدَ خالَتِي ميمونةَ رضى الله تعالى عنها، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه يُصَلِّى من الليلِ، فقمتُ عن يسارِهِ، فأخذنِى بِيَمِيْنِى، فأدارَنِى من ورائِه، فأقامَنِى عن يَمِيْنِهِ، فصليتُ معه. وفِى روايةٍ: فَجَعَلَنِى عن يَمِيْنِه. وفِى أخرى: وأخذ برأسِى من ورائى. وفِى رواية: بيدي أو عضدي.

৪৮৮। কুরাইব (ইবনে আবক্কাসের আযাদকৃত গোলাম)'র সূত্রে হযরত ইবনে আবক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি স্বীয় খালা হযরত মায়মূনা রাযি.'র নিকট রাত্রি যাপন করলাম। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তে দাঁড়ালেন, আমিও তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি স্বীয় ডানহস্তে আমাকে ধরে পেছন দিকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন, আর আমি তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করলাম। অন্য বর্ণনায়: তিনি আমাকে ডান পাশে রাখলেন। অপর বর্ণনায়: তিনি পেছন দিক থেকে আমার মাথা ধরে ...। আরেক বর্ণনায়: আমার হাত কিংবা আমার বাহু ...। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٤٨٩. روى الْجَماعةُ إلا ابن ماجة عن مالكِ بن أنسٍ، عن إسحاقَ بنِ أبِى عبدِ الله بن طلحةَ عن أنسِ بن مالكٍ رضى الله تعالى عنه: أنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لِطَعامٍ صَنَعَتْهُ، فأكَلَ منه، ثُمَّ قال: قوموا فلأُصَلِّ لَكُمْ. قال أنسٌ: فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسْوَدَّ من طولِ ما لُبِسَ، فنضحتُهُ بماءٍ، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَفَفْتُ أنا والْيَتِيمُ وراءَهُ والعجوزُ مِنْ ورائنا، فصلى لنا ركعتيــــن.

৪৮৯। মালিক বিন আনাস'র সূত্রে ইসহাক ইবনে আবু আবদুল্লাহ ইবেন তালহা'র মধ্যস্ততায় হযরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তাঁর দাদী মুলাইকা নিজের প্রস্তুকৃত খাবারের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করলেন। তিনি তা থেকে খেলেন। অতপর বললেন, দাঁড়াও; আমি তোমাদের (বরকতের) জন্যে নামায পড়ব। আনাস বলেন, আমি দাঁড়িয়ে আমাদের একটি চাটাই - যা অধিক ব্যবহারের কারণে কালো হয়ে গেছে- পানি ছিটালাম। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, তাঁর পেছনে আমি ও ছোট বাচ্চা দাঁড়ালাম এবং বৃদ্ধা (দাদী) আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের (বরকতের) জন্যে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٤٩٠. عن جابرٍ رضى الله تعالى عنه قال: قام النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقمتُ عن يسارِهِ، فأخذ بِيدي فأدارَنِى حتى أقامَنِى عن يَمِيْنِهِ، ثُمَّ جاءَ جبارُ بْنُ صخرٍ، فقام عن يسارِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخذَ بأيدينا جَمِيعًا، فدَفَعَنا حتَّى أقامَنا خَلْفَهُ. مختصرا من حديثٍ طويلٍ فِى آخرِ مسلمٍ.

৪৯০। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) দাঁড়ালেন আর আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। অতপর জাবব্বার বিন সাখর এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তিনি আমাদের উভয়ের হাত ধরে ঠেলে দিয়ে তাঁর পেছন দিকে দাঁড় করালেন। *(সহিহ মুসলিম)*

١٤٩– باب: يَفْسُدُ بِفَسادِ صلاةِ الإمامِ صلاةُ الْمُقْتَدِينَ

অধ্যায়-১৪৯ : ইমামের নামায ফাসিদ হলে মুকতাদিগণের নামাযও ফাসিদ হয়ে যাবে

٤٩١. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاةُ وعُدِّلَتْ الصفوفُ قيامًا، فخرجَ إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام فِى مُصَلاَّه، ذَكَرَ أنه جنبٌ، فقال لنا: مَكانَكُمْ. ثُمَّ رجعَ فاغتسلَ، ثُمَّ خرجَ إلينا ورأسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ، وصَلَّيْنا معهُ. رواه الشيخانِ وأبو داود والنسائى.

৪৯১। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নামাযের ইকামাত হলো, দাঁড়িয়ে কাতারগুলো সোজা করা হলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন। তিনি যখন মুসাল্লায় দাঁড়ালেন তখন তাঁর মনে পড়ল যে, তিনি তো জানাবাতের অবস্থায়। তাই তিনি আমাদের বলেন, তোমরা স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকো। তিনি ফিরে গিয়ে গোসল করলেন। অতপর আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন -তখন তাঁর মাথা থেকে পানির ফুটা পড়ছিল- এবং তাকবির বললেন আর আমরা তাঁর সঙ্গে নামায আদায় করলাম। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٤٩٢. أخرج أبو داود فِى (سننه)، عن الْحَسَنِ عن أبِى بكرةَ رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ فِى صلاةِ الفجرِ، فأوْمأ بيده: أنْ مكانَكُمْ، ثُمَّ جاءَ ورأسُهُ يَقْطُرُ فصلى بِهِمْ، فلما قضى الصلاةَ، قال: إنَّما أنا بشرٌ، وإنِّى كُنْتُ جُنُبًا. قال البيهقى فِى (الْمعرفة): إسنادُهُ صحيحٌ.

৪৯২। হাসান রাহ.'র সূত্রে হযরত আবু বাকরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শুরু করলেন। তখন হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন যে, তোমরা স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকো। অতপর তিনি এলেন -তখন তাঁর মাথা থেকে পানির ফুটা ঝরছিল- এবং তাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন, আমি তো একজন মানুষ, আর আমি (তখন) জুনুবি ছিলাম। *(সুনানে আবু দাউদ)* বায়হাকি রাহ. *'আল মা'রিফা'এ* বলেন, এর সনদ সহিহ।

٤٩٣. أخرج ابنُ ماجة فِى (سننه)، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبانَ عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: خرجَ النَّبِىُّ إلى الصلاة، وكَبَّرَ، ثُمَّ أشارَ إليهم فَمَكَثُوا، ثُمَّ انطلقَ فاغتسلَ........الْحديثَ.

৪৯৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রাহমান ইবনে সাওবান রাহ.'র সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্যে বের হলেন এবং তাকবির বলে ফেললেন। তখন তাদের দিকে ইঙ্গিত করলে তারা দাঁড়িয়ে থাকলেন। আর তিনি চলে গিয়ে গোসল করলেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

٤٩٤. عن عمرو بن دينارٍ عن أَبِى جعفر: أنَّ عَلِيًّا صَلَّى بالناسِ وهو جُنُبٌ، أو عَلَى غَيْرِ وضوءٍ، فأعادَ، وأَمَرَهُمْ أنْ يُعِيدُوا. أخرجه عبدُ الرزاق فِى (مصنفه).

৪৯৪। আমর ইবনে দিনার'র সূত্রে আবু জা'ফর থেকে বর্ণিত, হযরত আলি রাযি. লোকদের নিয়ে নামায আদায় করলেন -তখন তিনি জুনুবি কিংবা উযুবিহীন ছিলেন- তাই পুনর্বার আদায় করলেন এবং তাদরকেও পুনর্বার আদায় করার নির্দেশ করলেন। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্‌যাক)*

٤٩٥. عن أَبِى أمامة قال: صلى عمرُ بالناسِ وهو جنبٌ، فأعادَ ولَمْ يُعِدِ الناسُ، قال له عَلِيٌّ: قد كان ينبغى لِمَنْ صلى معكَ أنْ يعيدوا، فرجعوا إلى قولِ عَلِيٍّ. قال القاسمُ: وقال ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه مثلَ قولِ عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنه. رواه عبد الرزاق أيضًا فِى (مصنفه).

৪৯৫। হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত উমর রাযি. জুনুবি অবস্থায় লোকদের নিয়ে নামায আদায় করে নিলেন। তাই (পরে) তিনি পুনর্বার আদায় করলেন, কিন্তু লোকেরা পুনর্বার আদায় করল না। তখন হযরত আলি রাযি. তাঁকে বললেন, আপনার সঙ্গে যারা নামায পড়েছে তাদের জন্যেও পুনর্বার আদায় করা উচিত ছিল। তখন সবাই আলি রাযি.'র কথায় ফিরে এল। কাসিম বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.ও আলি রাযি.'র মতো বলতেন। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্‌যাক)*

١٥٠– باب النهي عن تسويةِ التراب ومسحِ الْحَصى فِى الصلاة

অধ্যায়-১৫০ : নামাযে মাটি সমান করা এবং কঙ্কর পরিষ্কার করা নিষিদ্ধ

٤٩٦. عن مُعَيْقِيبٍ رضى الله تعالى عنه: أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم قال فِى الرجلِ يُسَوِّى الترابَ حيثُ يَسْجُدُ، قال: إنْ كُنْتَ فاعلاً فواحدةً. رواه الْجَماعَةُ.

৪৯৬। হযরত মুআইকিব রাযি. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি সিজদার জায়গার মাটি সমান করতে চায় তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি যদি (সমান) করতেই হয় তাহলে একবারই করতে পারবে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত মুআইকিব রাযি.। মুআইকিব ইবনে আবি ফাতিমা, সাঈদ ইবনে আবুল আসের আযাদকৃত গোলাম। প্রথমদিকেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইথিওপিয়ার দিকে দ্বিতীয় হিজরতে তিনি শরিক ছিলেন। পরে মদিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। তিনি ৪০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

٤٩٧. عن أَبِى ذَرٍّ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدُكُمْ فِى الصلاةِ فلا يَمْسحِ الْحَصى، فإنَّ الرَّحْمَةَ تُواجِهُهُ. رواه الأربعةُ، وإسنادهُ حسنٌ.

৪৯৭। হযরত আবু যার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়াবে তখন সে যেন কংকরগুলো সরিয়ে না দেয়; কেননা রাহমাত তার সঙ্গী হয়। *(সুনানে আরবাআ)* এর সনদ হাসান।

٤٩٨. عن جابر بن عبدِ الله رضى الله تعالى عنهما قال: سألتُ النبى صلى الله عليه وسلم عن مسحِ الْحَصى، فقال: واحدة، ولَأَنْ تُمْسِكَ عنها خَيْرٌ لك من مأةِ ناقةٍ كُلُّها سُودُ الْحَدَقِ. رواه أبو بكر بن أبِى شيبةَ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৪৯৮। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সিজদায় কপালের নিচ থেকে) কংকর সরিয়ে ফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, একবার (সরাতে পারবে), তবে এগুলো সরানো থেকে বিরত থাকা তোমার জন্যে একশত কালো চোখ বিশিষ্ট উট অপেক্ষা উত্তম। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ সহিহ।

١٥١– باب يَصفّ الرجال ثُمَّ الصبيان ثُمَّ النساء

অধ্যায়-১৫১ : প্রথমে পুরুষরা, তারপর নারীগণ, তারপর বাচ্চারা কাতারবন্দি হবে

٤٩٩. عن عبدِ الله بن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لِيَلِيَنِى منكم أولو الأحلامِ والنُّهى، ثُمَّ الذين يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الذين يَلُونَهُمْ. وفِى رواية: ثلاثًا. رواه مسلمٌ.

৪৯৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্য থেকে জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যেন আমার কাছে (পেছনে) দাঁড়ায়, অতপর তাদের নিকটবর্তীরা, তারপর তাদের নিকটবর্তীরা। কোনো বর্ণনায় রয়েছে: তিনবার (তিনি ثم الذين يلونهم তিনবার বলেছেন)। *(সহিহ মুসলিম)*

٥٠٠.عن أبِى مالك الأشعري رضى الله تعالى عنه: أنه قال يومًا: يا معشرَ الأشْعَرِيِينَ! اجتَمِعُوا وأَجْمَعُوا نساءكم وأبناءكم حَتَّى أريكم صلاةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فاجْتَمَعوا وجَمَعُوا أبناءَهُمْ ونساءَهُمْ، ثُمَّ توضَّأَ، وأراهم كيفَ يتوضأ، ثُمَّ تقدم فَصَفَّ الرجالَ فِى أدْنَى الصفِّ، وصَفَّ الوِلْدانَ خلفَهُمْ، وصَفَّ النساءَ خَلْفَ الصبيانِ......الْحديث. أخرجه الإمام أحمد فِى (مسنده).

৫০০। হযরত আবু মালিক আল আশআরি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি একদিন বললেন, হে আশআরি লোকসকল! তোমরা সমবেত হও এবং তোমাদের নারী ও ছেলেদের সমবেত করো; আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায দেখাব। তারা সমবেত হলেন এবং তাদের নারী ও ছেলেদের সমবেত করলেন। তখন তিনি উযু করলেন এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর পদ্ধতি দেখালেন। তারপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে নিকটবর্তী কাতারে পুরুষদেরকে, তাদের পেছনে ছেলেদেরকে এবং ছেলেদের পেছনে নারীদেরকে কাতারবন্দি করলেন। *(মুসনাদে আহমাদ)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু মালিক আল আশআরি রাযি.। নাম কা'ব ইবনে আসিম। এই সাহাবি ১৮ হিজরির এক মহামারিতে ইন্তিকাল করেন।

١٥٢– باب ما استُدِلَّ به على كراهيةِ تكرارِ الْجَماعَةِ فِي الْمَسْجِدِ

অধ্যায়-১৫২ : মসজিদে তাকরারে জামাআত মাকরূহ হওয়ার দলিল

٥٠١. عن أَبِي بكرةَ رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ من نواحي الْمَدينةِ يُرِيدُ الصلاةَ، فوجدَ الناسَ قد صَلّوا، فمالَ إلى مَنْزِلِه فَجَمَعَ أَهْلَهُ، فصلى بِهِمْ. رواه الطَّبَرانِي فِي (الْكَبِيْر) و(الأوسط)، وقال الْهَيْثمي: رجالُهُ ثقاتٌ.

৫০১। হযরত আবু বাকরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের উদ্দেশ্যে মদিনা প্রান্তর থেকে ফিরে এসে দেখলেন লোকেরা নামায আদায় করে নিয়েছে। তখন তিনি ঘরে গিয়ে পরিবারের লোকদের একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। *(তাবারানি)* হায়সামি বলেন, এর রাবিগণ সিকাহ।

١٥٣– با ماجاءَ فِي جوازِ تكرارِ الْجَماعَةِ فِي الْمَسْجِد

অধ্যায়-১৫৩ : মসজিদে তাকরারে জামাআত বৈধ হওয়ার ক্ষেত্র

٥٠٢. عن أَبِي سعيد رضى الله تعالى عنه: أن رَجُلاً دخلَ الْمَسْجِدَ وقد صَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأصحابِهِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى ذا فيصلي معه؟ فقام رجلٌ من القومِ فصلى معه. رواه أَحْمَدُ وأبو داود والترمذي وحَسَّنَهُ، والْحَاكِمُ وقال: صحيحٌ عَلَى شرطِ مسلمٍ.

৫০২। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মসজিদের প্রবেশ করলেন -ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে নামায আদায় করে নিয়েছেন- তখন তিনি বললেন, কে তার সঙ্গে নামায পড়ে তার ওপর সাদাকা করবে (সাদাকার সওয়াব হাসিল করবে)? তো লোকদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে নামায পড়লেন। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ)* ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান আখ্যায়িত করেছেন এবং হাকিম বলেছেন, মুসলিম'র শর্তানুযায়ী সহিহ।

٥٠٣. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه: أنَّ رَجُلاً جاءَ وقد صلى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فقامَ يُصَلِّي وَحْدَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَتَّجِرُ على هذا فيصلي معه؟. أخرجه الدارقطنِي وإسناده صحيحٌ.

৫০৩। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, একজন ব্যক্তি মসজিদে এলেন -তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করে নিয়েছেন- তাই লোকটি একাকি নামায পড়ার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে তার সঙ্গে নামায পড়ে পূণ্য অর্জন করবে? *(সুনানে দারাকুতনি)* এর সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ -

ইসতি'নাসঃ শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. লিখেছেন, বর্ণিত আছে, একদা জনৈক সাহাবী মসজিদে নববীতে জামাত শেষ হওয়ার পর উপস্থিত হলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে ওই ব্যক্তির সাথে নামায পড়ে সাদাকাহ প্রধানের সওয়াব হাসিল করবে। হযরত আবু বকর রাযি. দাঁড়িয়ে ওই লোকটির সাথে দ্বিতীয়বার জামাতে নামায পড়লেন। আলবানী সাহেব বলেন, অনেককে দেখা যায় এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে একই মসজিদে একাধিকবার জামাত আদায় করা বৈধ মনে করেন। অথচ হাদীসটি এ বিষয়ের ওপর কোনো ধরনের প্রমান বহন করে না। (আলবানীর তাহকীককৃত মিশকাতুল মাসাবীহ ১/৩৬০ আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫ হি.)

সালাফীভাই সব যে হাদীসের ভিত্তিতে জামাতে সানিয়াহ (বা একাধিক জামাত) এর বৈধতার ফতোয়া দিয়ে থাকেন আলবানী সাহেবের উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ হাদীসটি বাস্তবে তাদের দলীল হয় না। এ জন্যই হানাফীদের দৃষ্টিতে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মসজিদে জামাআতে সানিয়াহ আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী। কিন্তু সালাফীগণ! তারা তো আলবানী সাহেবের মাত্রাতিরিক্ত তাকলীদ করেন। হাদীস সহীহ যয়ীফ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাঁরই অনুসরণ করে থাকেন। তাহলে এক্ষেত্রে আলবানী সাহেবের অনুসরণ করা থেকে কোন জিনিস বাধ সাধলো?

أَبْوابُ ما لا يَجُوزُ فِي الصلاة وما يُباحُ فيها

নামাযে বৈধ-অবৈধ বিষয় সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহ

١٥٤- باب يُفْسِدُها الكلامُ مُطْلَقًا

অধ্যায়-১৫৪ : সবধরনের কথা-বার্তা নামায বিনষ্টকারী

٥٠٤. عن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم فِي الصلاةِ يُكَلِّمُ الرجُلُ صاحِبَهُ وهو إلى جنبه فِي الصلاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: (وقُومُوا للهِ قانِتِيْنَ) [البقرة]. فأمِرْنا بالسكوتِ. رواه الْجَماعَةُ إلا ابن ماجة. وزاد مسلمٌ و أبو داود: نُهِيْنا عنِ الكلامِ.

৫০৪। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নামাযে কথা বলতাম, মানুষ নামাযে তার পাশের সাথীর সঙ্গে কথা বলত। অবশেষে "আল্লাহর সামনে তোমরা বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়াও।" এ আয়াত অবতীর্ণ হলে আমাদেরকে নিশ্চুপ থাকার আদেশ করা হলো। মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে: এবং কথা বলা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হলো। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত যায়দ ইবনে আরকাম রাযি.। উপনাম আবু আমর আল আনসারি আল খাযরাজি। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবি। সর্বপ্রথম খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা সূরা আল মুনাফিকুন-এ তাঁর সমর্থনে আয়াত নাযিল করেছেন। কুফায় ৬৬ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

٥٠٥. عن عبدِ الله رضى الله تعالى عنه قال: كنا نُسَلِّمُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو فِي الصلاةِ، فَيَرُدُّ علينا، فلما رجعنا من عند النجاشيِّ سَلَّمْنا عليه فَلَمْ يَرُدَّ علينا، فقلنا: يا رسولَ الله! كنا نسلم عليك فِي الصلاةِ فتردعلينا؟ فقال: إنَّ فِي الصلاةِ شُغْلاً. رواه الشيخانِ.

৫০৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে থাকাবস্থায়ও সালাম করতাম এবং তিনি উত্তরও দিতেন। যখন নাজাশির নিকট থেকে ফিরলাম তখন তাঁকে (ওই অবস্থায়) সালাম করলাম কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। আমরা বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে নামাযে সালাম করলে আপনি তো উত্তর দিতেন (এখন কী হলো)? তিনি বললেন, নামাযে (যিকর-আযকারের) ব্যস্ততা রয়েছে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٥٠٦. عن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال: كنا نسلم على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى الصلاةِ قبل أنْ نأتِىَ أرضَ الْحَبشة فَيَرُدُّ علينا، فلما رجعنا سلمتُ عليه وهو يصلى، فلم يرد علىَّ، فأخذنِى ماقرب ومابعد، فجلستُ حتى قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصلاةَ، فقلت له: يا رسولَ الله! قد سلمتُ عليك وأنت تصلى، فلم ترد علىَّ السلامَ؟ قال: فإنَّ الله قد يُحْدِثُ من أمرِهِ ما يشاءُ وإنَّ مِمَّا أحدثَ أن لا تكلموا فِى الصلاةِ. رواه الْحُميدى فِى (مسنده)، وأبو داود والنسائى وآخرون، وإسناده صحيحٌ.

৫০৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা ইথিওপিয়ার ভূমিতে আসার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে সালাম করলে তিনি উত্তর দিতেন। সেখান থেকে যখন ফিরলাম তখন নামাযের অবস্থায় তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি উত্তর দেননি। ফলে আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। তিনি নামায শেষ করা পর্যন্ত বসে রইলাম। অতপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসূল! আপনি নামায পড়াবস্থায় সালাম করলাম কিন্তু আপনি সালামের উত্তর দিলেন না? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছানুযায়ী নতুন আদেশ দিয়ে থাকেন, আর এখনকার নতুন হুকম হচ্ছে তোমরা নামাযে কথা বলতে পারবে না। *(মুসনাদে হুমায়দি, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: প্রথম দিকে নামাযে প্রয়োজনীয় কথা বলার সুযোগ ছিল। পওে আর সে অবকাশ থাকেনি। সাহু সিজদা বিষয়ক যে হাদিসগুলোতে কথাবার্তার উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো প্রথম যুগের ঘটনা। এখন শুধু সুবহানাল্লাহ বলার অনুমতি আছে। মোটকথা এ বিষয়ে সবাই একমত যে, ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্য ছাড়া কথা বললে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে ইচ্ছা-অনিচ্ছায়, অজ্ঞতার কারণে কিংবা যেভাবেই হোক নামাযে কথা বললে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম মালিক রাহ.'র এক বর্ণনা মতে নামাযের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্যে কথা বললে তা নামায বিনষ্টকারী হবে না। ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে ভুলবশত কিংবা অজ্ঞতার কারণে হলে তা নামায বিনষ্টকারী হবে না। ইমাম আহমদ রা. থেকে চারটি বর্ণনা রয়েছে। পূর্বোক্ত তিনটি এবং চতুর্থ বর্ণনা হচ্ছে, কেউ যদি এই ভেবে কথা বলে যে এখানো নামায শেষ হয়নি তাহলে তা নামায বিনষ্টকারী হবে না, অন্যথায় বিনষ্টকারী হবে। বস্তুত আইম্মায়ে সালাসা কোনো না কোনোভাবে নামাযে কথা বলা জায়িয হওয়ার পক্ষে। তাঁরা যুলইয়াদাইনের হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করেন। কিন্তু এটা ছিল ২ হিজরির পূর্বের ঘটনা। পরবর্তীতে সেই হুকম রহিত হয়ে গেছে। এখানে হানাফিদের কিছু দলিল উপস্থাপিত হয়েছে।

١٥٥- بابٌ فِى النَّهْيِ عن الالتفاتِ فِى الصلاةِ

অধ্যায়-১৫৫ : নামাযে এদিক-সেদিক তাকানো নিষিদ্ধ

٥٠٧. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فِى الصلاةِ فقال: هو اختلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشيطانُ من صلاةِ العبدِ. رواه البخاري.

৫০৭। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে (অন্যদিকে) তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটা শয়তানের একপ্রকার ছিনতাই যা সে বান্দার নামায থেকে ছিনতাই করে। *(সহিহ বুখারি)*

٥٠٨. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إياكَ والالتفاتَ فِى الصلاةِ، فإن الالتفاتَ فِى الصلاةِ هلكةٌ، فإن كان لا بُدَّ فَفِى التطوع لا فِى الفريضةِ. رواه الترمذي وصَحَّحَهُ.

৫০৮। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নামাযে তুমি কখনো (অন্যদিকে) তাকাবে না; কেননা (ভিন্নদিকে) নামাযে তাকানো ধ্বংসের কারণ। যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে নফল নামাযে (তাকাতে পারবে), ফরযে নয়। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

٥٠٩. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يَلْحَظُ فِى الصلاةِ يَميناً وشِمالاً، ولايلوي عُنُقَهُ خلفَ ظَهْرِهِ. رواه الترمذي وإسناده صحيحٌ.

৫০৯। হযরত ইবনে আবব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে ডানে-বামে দৃষ্টিপাত করতেন, তবে গর্দান পেছন দিকে ফিরাতেন না। *(সুনানে তিরমিযি)* এর সনদ সহিহ।

١٥٦- بابٌ فِى قَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِى الصلاةِ

অধ্যায়-১৫৬ : নামাযে দুই কালো (প্রাণী) কে মেরে ফেলা

٥١٠. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأَسودَيْنِ فِى الصلاةِ: الْحَيَّةَ والعقربَ. رواه الْخَمْسَةُ وصَحَّحَهُ الترمذي والْحاكِمُ.

৫১০। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা নামাযে দু'টি কালো (প্রাণী)কে মেরে ফেলতে পারবে: সাপ ও বিচ্ছু। *(সুনানে তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ)* ইমাম তিরমিযি ও হাকিম হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

١٥٧– بابٌ فِى النهى عن السَّدْلِ فِى الصلاة
অধ্যায়-১৫৭ : নামাযে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা নিষিদ্ধ

٥١١. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن السدلِ فِى الصلاة، وأن يُغَطِّىَ الرجلُ فاهُ. رواه أبو داود وابن حبان، وإسنادُهُ حسنٌ.

৫১১। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে এবং মানুষ তার মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন। *(সুনানে আবু দাউদ, সহিহ ইবনে হিবক্ষান)* এর সনদ হাসান।

١٥٨– باب حكم مَنْ يُصَلِّى ورأسُهُ معقوصٌ
অধ্যায়-১৫৮ : মাথায় খোঁপা বাঁধা অবস্থায় নামায পড়ার হুকম

٥١٢. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أُمِرْتُ أنْ أسجدَ على سبعة أعظمٍ، ولا أكُفَّ شعراً ولا ثَوْباً. رواه الشيخان.

৫১২। হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (নামাযে) সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করতে এবং চুল ও কাপড় না ধরতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٥١٣. عن كريب عن عبدِ الله بن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: أنه رأى عبدَ الله بنَ الْحارث يُصَلِّى ورأسُهُ معقوصٌ من ورائه، فقام فجعل يَحُلُّهُ، فلما انصرفَ، أقبلَ إلى ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنه فقال: ما لك ولرأسي؟ فقال: إنِّى سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: إنَّما مَثَلُ هذا مثل الذي يصلى وهو مكتوفٌ. رواه مسلمٌ.

৫১৩। কুরাইব'র সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হারিসকে মাথার পেছন দিকে খোঁপা বাঁধা অবস্থায় নামায পড়তে দেখে নিজে দাঁড়িয়ে তা খুলতে শুরু করলেন। ইবনে হারিস নামায শেষ করে তাঁর দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, তুমি আমার মাথায় এমন করলে কেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির সঙ্গে যে (পিঁছমোড়া দিয়ে) হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নামায পড়ে। *(সহিহ মুসলিম)*

١٥٩– باب يكره الصلاة بِحَضْرَةِ الطعامِ
অধ্যায়-১৫৯ : খানার উপস্থিতিতে (ক্ষুধা থাকাবস্থায়) নামায আদায় করা মাকরূহ

٥١٤. عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا وُضِعَ عَشَاءُ أحدِكُمْ وأقيمتِ الصلاةُ فابْدَؤُوا بالعَشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه. رواه الشيخان، وزاد البخاري: وكانَ ابنُ عمرَ رضى الله تعالى عنهما يوضَعُ له الطعامُ وتقامُ الصلاةُ، فلا يأتيها حَتَّى يفرغَ منه، وإنه لَيَسْمَعُ قراءةَ الإمامِ.

৫১৪। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কারো (সামনে) রাতের খাবার রাখা হয়, অন্যদিকে নামাযের ইকামাত হয়ে যায় তাহলে তোমরা খাবার দিয়ে শুরু করবে এবং তাড়াহুড়া না করে তা থেকে ফারিগ হবে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*
বুখারির বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে: হযরত ইবনে উমর রাযি.'র সামনে খানা রাখা হলে এবং নামাযের ইকামাত হয়ে গেলে তিনি খানা থেকে ফারিগ না হয়ে নামাযে যেতেন না, অথচ তিনি (খানার স্থান থেকে) ইমামের কিরাআত শুনতে পেতেন।

٥١٥. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرَ العَشاءُ، وأقيمت الصلاةُ، فابدَؤوا بالعَشاءِ. رواه الشيخان.

৫১৫। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রাতের খাবার উপস্থিত হয়ে গেলে আবার নামাযের ইকামাত হয়ে গেলে তোমরা খাবার দিয়ে শুরু করো। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

١٦٠- باب تكره الصلاةُ إذا دافَعَهُ الأخْبَثان

অধ্যায়-১৬০ : পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন থাকাবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ

٥١٦. عن عبدالله بن أرقم رضى الله تعالى عنه: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدُكُمْ أنْ يذهبَ إلى الْخَلاءِ وأقيمتِ الصلاةُ فَلْيَبْدَأْ بالْخَلاءِ. أخرجه أصحابُ السنن الأربعةِ، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

৫১৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, নামাযের ইকামাত হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কেউ যদি শৌচাগারে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে তাহলে সে যেন প্রথমে প্রয়োজন সেরে নেয়। *(সুনানে আরবাআ)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটি হাসান সহিহ হাদিস।
সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রাযি.। মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁরপরে আবু বকর রাযি.'র চিঠিপত্র লিখে দিতেন। উমার রাযি. তাঁকে বাইতুল মালের দায়িত্ব দেন, উসমান রাযি.'র সময়েও তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। এবং উসমান রাযি.'র সময় তিনি অব্যাহতি চাইলে উসমান তা মঞ্জুর করেন এবং তাঁর খিলাফাতকালে মৃত্যুবরণ করেন।

٥١٧. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالتْ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاةَ بِحَضْرَةِ الطعامِ، ولا وهو يُدافِعُهُ الأخْبَثَانِ. رواه مسلمٌ.

৫১৭। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, খানার উপস্থিতিতে এবং পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায না পড়া চাই। *(সহিহ মুসলিম)*

١٦١ – باب تكره الصلاةُ إذا كانتْ صورةُ حيوانٍ في ثوبِه ومَسْجدِه

অধ্যায়-১৬১ : কাপড়ে কিংবা নামাযের স্থানে কোনো প্রাণীর ফটো (ছবি) থাকাবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ

٥١٨. عن أبِي طلحةَ الأنصاري رضى الله تعالى (واسْمُهُ زيد بن سهلٍ): أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلُ الْملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ. أخرجه الأئمة الستة فِى كُتُبِهِمْ.

৫১৮। হযরত আবু তালহা (তাঁর নাম: যায়দ ইবনে সাহল) রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফিরিশতাগণ যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে সে ঘরে প্রবেশ করেন না। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٥١٩. عن عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لاتدخل الْملائكةُ بيتًا فيه كلب ولا صورةٌ ولا جنبٌ. أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة، ولَمْ يذكر ابنُ ماجة فيه (الْجُنُب)، وعبد الله بن يحيى فيه مقالٌ.

৫১৯। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফিরিশতাগণ যে ঘরে কুকুর, ছবি কিংবা জুনুবি থাকে সে ঘরে প্রবেশ করেন না। ইবনে মাজাহ এ বর্ণনায় الجنب শব্দটি উল্লেখ করেননি। *(সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ)* আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া রাবির ব্যাপারে কথা রয়েছে।

٥٢٠. عن أبِي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: اسْتأذَنَ جبْريلُ عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: اُدْخُلْ، فقال: كيف أدخلُ وفِي بيتكَ سترٌ فيه تصاويرُ، إما أنْ تقطعَ رؤوسَها أو تَجْعَلَ بسطاً تُوطأُ، فإنا معاشرَ الْملائكةِ لا ندخلُ بيتاً فيه تصاوير. أخرجه اْلنسائى، ورواه ابن حبان فِى (صحيحه) ولفظه: فإن كنتَ لا بُدَّ فاعلاً فاقطَعْ رؤوسَها، أو اقْطَعْها وسائدَ واجعلها بُسطًا.

৫২০। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জিবরিল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, প্রবেশ করুন। তখন জিবরিল বললেন, কীভাবে প্রবেশ করব? আপনার ঘরে তো ছবিবিশিষ্ট একটি পর্দা রয়েছে! হয়তো আপনি এগুলোর অগ্রভাগ কেটে দিবেন নতুবা এগুলো পদদলিত চাটাই বানিয়ে দেয়া হোক; আমরা ফিরিশতার দল এমন ঘরে প্রবেশ করি না যেখানে ছবি থাকে। *(সুনানে নাসায়ি)* সহিহ ইবনে হিব্বানে শব্দ হচ্ছে: আপনি যদি তা করতেই হয় তাহলে এগুলোর মাথা কেটে ফেলুন অথবা এগুলো কেটে বালিশ এবং বিছানা বানিয়ে ফেলুন।

١٦٢- ويكره الإقعاءُ فِى الصلاة
অধ্যায়-১৬২ : নামাযে 'ইকআ' মাকরূহ

٥٢١. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: نَهانِى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نَقْرَةٍ كنقرةِ الديك، وإقعاء كإقعاء الكلبِ، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحْمَدُ فِى مسنده.

৫২১। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (নামাযে) মোরগের ঠোকরের মতো ঠোকর মারতে, কুকুরের মতো দু'পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসতে এবং শিয়ালের দৃষ্টিপাতের মতো দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করেছেন। *(মুসনাদে আহমাদ)*

٥٢٢. عن عائشة رضى الله تعالى عنها: كان (تَعْنِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم) يَنْهَى عن عقبة الشيطان، وأن يفترشَ الرجلُ ذراعيه افتراشَ السَّبُعِ. رواه البخاري.

৫২২। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের -------- --------- থেকে এবং মানুষ তার বাহুদ্বয় হিংস্রের মতো বিছিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। *(সহিহ বুখারি)*

٥٢٣. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال لِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: إذا رَفَعْتَ رأسكَ من السجودِ فلا تُقْعِ كما يُقْعِى الكلبُ، ضَعْ إلْيَتَكَ بَيْنَ قدميكَ، وألزقْ ظهرَ قدميكَ بالأرضِ. رواه ابن ماجة.

৫২৩। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, যখন তুমি সিজদা থেকে মাথা তুলবে তখন কুকুর যেভাবে দু'পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসে সেভাবে বসবে না। তোমার পাছা উভয় পায়ের মাঝখানে রাখ এবং পায়ের পিঠ জমিনে সঙ্গে মিলিয়ে রাখ। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

١٦٣- باب يكره الاختصارُ فِى الصلاة
অধ্যায়-১৬৩ : কোমরে হাত রেখে নামায পড়া মাকরূহ

٥٢٤. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجلُ مختصراً. (وفِى لفظٍ): نَهَى عن الاختصارِ فِى الصلاة. رواه الْجَماعةُ إلا ابن ماجة. وزاد ابن أبِى شيبة فِى (مصنفه): قال ابن سيــرين: وهو أنْ يَضَعَ الرجلُ يَدَهُ على خاصرَته.

৫২৪। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ কোমরে হাত রেখে নামায পড়া থেকে নিষেধ করেছেন। অন্য শব্দে: তিনি নামাযে কমরে হাত রাখা থেকে নিষেধ করেছেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)* *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায়* অতিরিক্ত রয়েছে: ইবনে সিরিন রাহ. বলেন, ব্যক্তি নিজ হাত কমরে রাখাকে ইখতিসার বলা হয়।

١٦٤– بابٌ: كُرِهَ تَخْصِيصُ الإمامِ بِمكانٍ مرتفعٍ وَحْدَهُ

অধ্যায়-১৬৪ : বিশেষভাবে ইমাম একাকি উঁচু স্থানে দাঁড়ানো মাকরূহ

٥٢٥. روى أبو داود: أن عمار بن ياسرٍ رضى الله تعالى عنه أَمَّ النَّاسَ بالْمَدائنِ وهو على مكان مرتفعٍ والناسُ أسْفَلَ منه، فَتَقَدَّمَ حذيفةُ إليه، وأخذ بيده، فاتبعه عمارٌ حَتَّى أنزلَه حذيفةُ، فلما فرغَ عمارٌ من صلاته، قال له حذيفةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أَمَّ الرجلُ القومَ فلا يَقُمْ فِي مكانٍ أرفعَ من مكانِهِمْ. قال عمارٌ: ولذلكَ اتبعْتُكَ حِيْنَ أخذتَ علَى يدي.

৫২৫। হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. মাদায়েনে লোকদের ইমামতি করলেন, তখন তিনি ছিলেন উঁচু স্থানে আর লোকেরা তাঁর নিচে ছিল, তাই হযরত হুযায়ফা রাযি. সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর হাত ধরলেন। আম্মার তাঁর (হাতের) অনুসরণ করলে হুযায়ফা তাঁকে নিচে নিয়ে আসেন। আম্মার যখন নামায থেকে ফারিগ হলেন হুযায়ফা তাঁকে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলতে শুনেনি যে, যখন ব্যক্তি কোনো জামাতের ইমামতি করবে তখন সে যেন তাদের স্থান থেকে উঁচু স্থানে না দাঁড়ায়? আম্মার বললেন, এজন্যেই তো আপনি যখন আমার হাতে ধরেছেন আমি আপনার অনুসরণ করলাম। *(সুনানে আবু দাউদ)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাযি.। প্রথমদিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ওই সকল সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ওপর কাফিররা বিভিন্নভাবে নির্যাতন করেছে। বদরসহ সবক'টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আলি রাযি.'র পক্ষে সিফফিন যুদ্ধে ৩৭ হিজরিতে ৯৩ বছর বয়সে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

١٦٥– بابٌ: كُرِهَ القيامُ خَلْفَ الصفِ وَحْدَهُ

অধ্যায়-১৬৫ : কাতারের পেছনে একাকি দাঁড়ানো মাকরূহ

٥٢٦. عن أَبِى بكرةَ رضى الله تعالى عنه: أنه انتهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو راكعٌ، فركَعَ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إلى الصفِّ، فذكَرَ ذلكَ للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: زادكَ الله حِرْصًا ولا تَعُدْ. رواه البخاري.

৫২৬। হযরত আবু বাকরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকুর অবস্থায় পেলেন, তাই কাতারে পৌছার আগেই রুকু করে নিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা (ইবাদাতের প্রতি) তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন, তবে এরকম পুনর্বার করবে না। *(সহিহ বুখারি)*

٥٢٧. عن أنسِ بن مالكٍ رضى الله تعالى عنه قال: صليتُ أنا ويتيمٌ فِي بيتنا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأُمِّي أمُّ سليمٍ خَلْفَنا. رواه الشيخانِ.

৫২৭। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ও ছোট ছেলেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায আদায় করলাম, আর আমার আম্মা উম্মে সুলায়ম ছিলেন আমাদের পেছনে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

١٦٦- يأثـم المارُّ بالمُرورِ أمامَ المُصَلّى

অধ্যায়-১৬৬ : নামাযির সামন দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি অতিক্রম করার কারণে গোনাহগার হবে

٥٢٨. عن أبي النضر عن بشر بن سعيد: أن زيد بن خالد الْجُهني أَرْسَلَهُ إلى أبي جهيم رضي الله تعالى عنه يسألُهُ ماذا سَمِعَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الْمَارِّ بَيْنَ يدي الْمُصلى، فقال أبو جهيم: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يدي الْمُصَلّى ماذا عليه، لكانَ أنْ يَقِفَ أربعين خَيْراً له من أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يديه. قال أبو نضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنةً. وفي رواية الْبزار في (مسنده): لكانَ لأن يقومَ أربَعِينَ خريفًا خَيْرًا له مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يديه.

৫২৮। আবুন নাযরের সূত্রে বিশর ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইবনে খালিদ আল জুহানি তাঁকে হযরত আবু জুহাইম রাযি.'র নিকট পাঠালেন; নামাযরত ব্যক্তির সামন দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি কী শুনেছেন- সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্যে। তো আবু জুহাইম রাযি. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযরত ব্যক্তির সামন দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত যে (এর কারণে) তার কী পরিমাণ গুনাহ হচ্ছে; তাহলে মুসল্লির সামন দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন বা মাস কিংবা বছর) দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্যে ভালো হত। আবু নাযর বলেন, তিনি চল্লিশ দিন, না মাস, না বছর বলেছেন- আমি জানি না। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)* বায্যারের বর্ণনায় রয়েছে: তার (মুসল্লির) সামন দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ 'খারিফ' (বৎসর) দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্যে ভালো হত।

١٦٧- باب يكفي سترةُ الإمامِ عن سترةِ الْمأمومِ

অধ্যায়-১৬৭ : ইমামের সুতরাহ (ডাল) মুকতাদির জন্যে যথেষ্ট

٥٢٩. عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلّى بِهِمْ بالْبَطْحاء، وبَيْنَ يديه عَنَزَةٌ، والْمَرأةُ والْحِمارُ يَمُرُّونَ مِنْ ورائها، ولَمْ يأمُرْ مَنْ صلى خلفَهُ باتِّخاذِ سُتْرَةٍ. رواه الشيخان.

৫২৯। হযরত আবু জুহায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতহায় তাঁদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন, তখন তাঁর সামনে একটি বল্লম (রাখা) ছিল, আর মহিলা ও গাধা এটার পেছন দিয়ে অতিক্রম করছিল এবং তিনি তাঁর পেছনের মুসল্লিদেরকে সুতরা রাখার আদেশ করেননি। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

١٦٨– باب: ما عَلَى الإمامِ
অধ্যায়-১৬৮ : ইমামের দায়িত্ব

٥٣٠. عن أبِي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدُكُمْ للناسِ فَلْيُخَفِّفْ، فإنَّ فيهم الضعيفَ والسقيمَ والْكَبِيْرَ، وإذا صلى أحدُكُمْ لنفسهِ فَلْيُطَوِّلْ ما شاءَ. رواه البخاري ومسلمٌ.

৫৩০। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে নামায আদায় করবে তখন সে যেন লাঘব (কমসময় ব্যয়) করে; কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকতে পারে। আর যখন তোমাদের কেউ নিজে নিজে নামায পড়ে তখন সে যেন ইচ্ছানুযায়ী লম্বা করে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٥٣١. عن أبِي مسعود رضى الله تعالى عنه: أن رجلاً قال: والله يارسولَ الله! إنِّى لأَتَأَخَّرُ عن صلاةِ الغداةِ من أجلِ فلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بنا، فما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فِى موعظةٍ أشَدَّ غَضَبًا منه يومئذٍ، ثُمَّ قال: إن منكم مُنَفِّرِينَ، فأيكم صلى بالناسِ فَلْيُخَفِّفْ، فإن فيهم الكبيرِ والضعيفَ وذاالْحاجةِ. رواه الشيخانِ.

৫৩১। হযরত আবু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বললেন, আল্লাহর শপথ হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি নামাযকে দীর্ঘ করার কারণে আমি ফজরের নামাযে যাই না। তো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেদিনকার নসিহতের ক্ষেত্রে রাগান্বিত হওয়ার মতো আর কখনো দেখিনি। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলে, যখন কেউ লোকদের নিয়ে নামায পড়বে সে যেন লাঘব করে; কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং জরুরতমন্দ লোক থাকতে পারে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٥٣٢. عن انسٍ رضى الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ، فلما قضى الصلاةَ، أقبلَ علينا بوجهه فقال: أيها الناسُ إنِّى إمامُكُمْ فلا تسبقونِى بالركوعِ، ولا بالسجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالانصرافِ، فإنِّى أراكُمْ أمامِى ومن خَلْفِى. رواه مسلمٌ.

৫৩২। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে তিনি আমাদের দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের ইমাম; অতএব তোমরা রুকু, সিজদা, কিয়াম ও সালামের ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অগ্রগামী হবে না। আমি তো তোমাদেরকে আমার সামনে ও পেছনে (উভয় হালতে) দেখতে পারি। *(সহিহ মুসলিম)*

أَبْوابُ صَلاةِ الْوِتْرِ

সালাতুল বিতরের অধ্যায় সমূহ

١٦٩- بابُ وُجُوبِ الْوِتْرِ

অধ্যায়-১৬৯ : বিতরের নামায ওয়াজিব

٥٣٣.عن عبدالله بن عمرَ رضى الله تعالى عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اجْعَلُوا آخِرَ صلاتِكُمْ بالليلِ وِتْراً. رواه الشيخان.

৫৩৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিতরকে তোমরা রাতের শেষ নামায বানাও। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٥٣٤. وعنه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: بادِرُوا الصبحَ بالوِتْرِ. رواه مسلمٌ.

৫৩৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সুবহ হওয়ার পূর্বেই তোমরা বিতর আদায় করো। *(সহিহ মুসলিম)*

٥٣٥. عن أبِى سعيد الْخُدري رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أوْتِرُوا قَبْلَ أنْ تُصْبِحُوا. رواه الْجَماعَةُ إلا البخاري.

৫৩৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সুবহ হওয়ার পূর্বেই তোমরা বিতর আদায় করো। *(সহিহ মুসলিম)*

٥٣٦. عن جابرٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ خافَ أنْ لايقومَ من آخرِ الليلِ فليُوتِرْ أوَّلَهُ، ومن طَمِعَ أنْ يقومَ آخِرَهُ فليوتر آخرَ الليلِ، فإن صلاةَ آخرِالليلِ مشهودةٌ، وذلك أفضلُ. رواه مسلمٌ.

৫৩৬। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে শেষরাতে না উঠার আশংকা করে সে যেন রাতের প্রথমদিকেই বিতর আদায় করে নেয়। আর যে শেষরাতে উঠার আশা রাখে সে যেন শেষরাতে বিতর আদায় করে; কেননা শেষরাতের নামায 'মাশহুদাহ' (তথা মাকবুল, কিংবা এ সময় ফিরিশতা উপস্থিত থাকেন, কিংবা তখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর আকাশে (তাঁর শান মুতাবিক) অবতরণ করেন)। আর এটাই উত্তম। *(সহিহ মুসলিম)*

٥٣٧. عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوترُ حَقٌّ، فمن لَمْ يوتِرْ فليس مِنَّا، الوترُ حَقٌّ، فمن لَمْ يوتِرْ فليس مِنَّا، الوترُ حَقٌّ، فمن لَمْ يوتِرْ فليس مِنَّا. رواه أبو داود، إسنادُهُ حسنٌ.

৫৩৭। হযরত বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন , আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, বিতর বাধ্যতামূলক, সুতরাং যে বিতর আদায় করবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর বাধ্যতামূলক, সুতরাং যে বিতর আদায় করবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর বাধ্যতামূলক, সুতরাং যে বিতর আদায় করবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। *(সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ হাসান।

৫৩৮. عن أبِى سعيد الْخدري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ نام عن وِتْرٍ أو نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّه إذا أصبحَ أو ذكره. رواه الدارقطنِى، وآخرونَ منهم الْحاكِمُ، أخرجه فِى (الْمُستدرك) وقال: صحيحٌ على شرطِ الشيخيـــن.

৫৩৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিতর নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেল কিংবা তা ভুলে গেল সে যেন ঘুম থেকে জেগে কিংবা স্মরণ হওয়ার পর তা পড়ে নেয়। *(সুনানে দারাকুতনি)* হাকিম *'মুসতাদরাক'এ* হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, এটা বুখারি-মুসলিম'র শর্তানুযায়ী সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: সালাতুল বিতর ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে ওয়াজিব এবং আইম্মায়ে সালাসা'র মতে সুন্নাত। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এটা শুধু শব্দগত ইখতিলাফ। কারণ ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে ফরয ও সুন্নাতের মধ্যবর্তী একটি স্তর হচ্ছে ওয়াজিব। আর আইম্মায়ে সালাসার মতে এদুয়ের মধ্যবর্তী কোনো স্তর নেই। বস্তুত তাঁদের দৃষ্টিতেও বিতর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এবং হানাফিদের মতে বিতর ফরযের সমান নয়। সুতরাং একথায় উভয় দলই একমত যে, বিতর ফরয নয় আবার অন্যান্য সাধারণ সুন্নাতের মতোও নয়। এখন যেহেতু হানাফিদের মতে ফরয ও সুন্নাতের মধ্যে আরেকটি স্তর আছে তাই এটাকে ওয়াজিব বলেছেন আর আইম্মায়ে সালাসার মতে যেহেতু মধ্যখানে কোনো স্তর নেই তাই তাঁরা 'সুন্নাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এটা উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো ইখতিলাফ নয়।

١٧٠ – باب: الْوِتْرُ ثلاثُ ركعات

অধ্যায়-১৭০ : বিতরের নামায তিন রাকআত

৫৩৯. عن أبِى سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشةَ رضى الله تعالى عنها: كيفَ كانتْ صلاةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى رمضانَ؟ فقالتْ: ماكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يزيد فِى رمضانَ ولا فِى غَيْرِه على إحدي عشرة ركعةً، يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولِهِنَّ، ثُمَّ يصلى أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولِهِنَّ، ثُمَّ يصلى ثلاثًا، قالت عائشة: فقلتُ: يا رسولَ الله! أتنامُ قبْلَ أنْ توترَ ؟ فقال: ياعائشةُ! إنَّ عَيْنَيَّ تنامان ولاينامُ قلبِى. رواه البخاري.

৫৩৯। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়িশা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলেন, রামাযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান কিংবা অন্য সময়ে এগার রাকআতের চেয়ে বৃদ্ধি

করতেন না। তিনি চার রাকআত আদায় করতেন, এগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে তুমি প্রশ্ন কর না। অতপর চার রাকআত আদায় করতেন, এগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ সম্পর্কে তুমি প্রশ্ন কর না। অতপর তিনি (বিতরের) তিন রাকআত আদায় করতেন। আয়িশা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর আদায়ের আগেও ঘুমান? তিনি বললেন, আয়িশা! আমার চোখ দু'টো ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। *(সহিহ বুখারি)*

٥٤٠. عن على بن عبدالله بن عباسٍ، عن عبدالله بن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: أنه رَقَدَ عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فَسَوَّكَ، وتوضأ وهو يقول: (إنَّ فِى خلقِ السماوات والأرضِ واختلافِ الليل والنهارِ لآياتٍ لأولى الألبابِ) [آل عمران]. فقرأ هذه الآيات حتى ختمَ السورةَ، ثُمَّ قام فصلى ركعتين فأطالَ فيهما القيامَ والركوع والسجودَ، ثُمَّ انصرفَ فنامَ حتى نفخَ، ثُمَّ فعلَ ذلك ثلاث مراتٍ، ست ركعاتٍ، كلَّ ذلك يستاكُ ويتوضأ، ويقرأ هؤلاء الآيات، ثُمَّ أوْتَرَ بثلاثٍ. رواه مسلمٌ.

৫৪০। আলি ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবব্বাস'র সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘুমালেন। তো তিনি (রাসূল) ঘুম থেকে জেগে মিসওয়াক করলেন, উযু করলেন। তখন তিনি তিলাওয়াত করছিলেন: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ এই আয়াতগুলো সূরার শেষ পর্যন্ত তিনি পাঠ করলেন। অতপর দাঁড়িয়ে দু'রাকআত আদায় করলেন এবং এতে কিয়াম, রুকু ও সিজদা দীর্ঘায়িত করলেন। তারপর ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি আওয়াজ দিতে লাগলেন। এভাবে তিনবার করে ছয় রাকআত আদায় করলেন। প্রতিবারই মিসওয়াক ও উযু করেন এবং ওই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন। অতপর তিন রাকআত বিতর আদায় করেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٥٤١. عن أبي بن كعبٍ رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوْتِرُ بـــ(سبح اسم ربك الأعلى) و(قل يا أيهاالكافرون) و(قل هو الله أحد). رواه الْخَمْسَةُ إلا الترمذي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৪১। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাযে সূরা আ'লা, সূরা কাফিরুন এবং সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন। *(সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ)* এর সনদ সহিহ।

٥٤٢. عن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه رضى الله تعالى عنه: أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم الوِتْرَ فقرأ فِى الأولى بـــ(سبح اسم ربك الأعلى)، وفِى الثانية (قل يا أيها الكافرون)، وفِى الثالثة (قل هو الله أحد)، فلما فرغ قال: سبحانَ الْمَلكِ القدوسِ ثلاثاً، يَمُدُّ صَوْتَهُ بالثالثة. رواه الطحاوي، وأحمد، وعبدبن حميد والنسائى وإسناده صحيحٌ. وقال الْحافظُ فِى (التلخيص) بعد عزوه إلى هؤلاء: إسنادُهُ حسنٌ.

৫৪২। আবদুর রাহমান ইবনে আবযা'র সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিতর আদায় করেছেন। তিনি প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করলেন। নামায শেষে তিনি سبحان الملك القدوس. তিনবার বললেন, তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বললেন। *(মুসনাদে আহমাদ, শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি, সুনানে নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ। হাফিয ইবনে হাজার *'আত তালখিস'*এ হাদিসটি সম্পর্কে উপরিউক্ত উৎসগ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়ার পর বলেন, এর সনদ হাসান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: বিতর নামাযের রাকআত সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে এক সালামে তিন রাকআত, দুই সালামে তিন রাকআত আদায় করা জায়িয নয়। আর আইম্মায়ে সালাসার মতে এক থেকে সাত রাকআত পর্যন্ত বিতর আদায় করতে পারবে। তবে তাঁদের স্বাভাবিক আমল হলো, দুই সালামে তিন রাকআত আদায় করেন, এক সালামে দু'রাক আত এবং পরবর্তী আরেক সালামে এক রাকআত। এ অধ্যায়ে লেখক বিতরের নামায তিন রাকআত এবং পরবর্তী অধ্যায়ে তিন রাকআত একই সালামে-এর পক্ষে কয়েকটি দলিল উপস্থাপন করেছেন। অন্যরা হযরত ইবনে উমার রাযি.'র সূত্রে বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, الوتر ركعة من اخر الليل. পক্ষান্তরে হানাফিরা এ বর্ণনার এই ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন যে, কেউ যদি তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে সুবহে সাদিক হওয়ার আশংকা করে তাহলে সে যেন তাহাজ্জুদের দু'রাকআতের সঙ্গে এক রাকআত মিলিয়ে বিতরের তিন রাকআত বানিয়ে দেয়। আর হানাফিদেও এই ব্যাখ্যটি বিভিন্নভাবে অগ্রগণ্য প্রমাণিত হয়:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.ও ইবনে উমার রাযি.'র ওই হাদিস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি নিজে বিতরের তিন রাকআতই এক সালামে পড়তেন। যা থেকে প্রতিভাত হয়, তিনি এই হাদিস দ্বারা তা-ই বুঝেছেন যা হানাফিরা এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলে থাকে।

২. হযরত আয়িশা রাযি. যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের আমল প্রত্যক্ষ করতেন তিনিও বিতরের তিন রাকআত এক সালামে হওয়া সংক্রান্ত হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন। কোথাও দুই সালামের কথা উল্লেখ করেননি।

৩. হযরত ইবনে উমার রাযি. সম্পর্কে এ কথা প্রমাণিত যে, তিনি স্বচক্ষে রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর পড়া দেখেছেন। পক্ষান্তরে আয়িশা ও ইবনে আবক্ষাস রাযি. উভয়ে স্বচক্ষে তাঁর রাতের নামায পড়া প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং ইবনে উমারের বর্ণনার তুলনায় এ ক্ষেত্রে আয়িশা ও ইবনে আবক্ষাস রাযি.'র বর্ণনা অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবি রাখে।

৪. ইবনে উমার রাযি.'র বর্ণনার ওই ব্যাখ্যা করা না গেলে যা হানাফিরা করেছেন- হাদিসটি ভিন্ন আরেকটি হাদিসের বিপরীত হয়ে যাবে। نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البتيراء রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বুতাইরা' তথা এক রাকআত নামায পড়া থেকে নিষেধ করেছেন। সনদেও বিচাওে এটি হাসান পর্যায়ের একটি হাদিস।

৫. হানাফিদের মতটি আসারে সাহাবা দ্বারাও সমর্থিত। বস্তুত হযরত আবু বকর, উমার, আলি, ইবনে মাসউদ, ইবনে আবব্বাস, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, আনাস, উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ বিরাট সংখ্যক সাহাবি থেকে বিতর এক সালামে তিন রাকআত বলে বর্ণিত আছে।
৬. হাদিসে মাগরিবের নামাযকে দিনের বিতর আর বিতর নামাযকে রাতের বিতর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মাগরিবের মতো বিতরও তিন রাকআতবিশিষ্ট হবে।
৭. সর্বোপরি হানাফিদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সকল হাদিসের মাঝে সামঞ্জস্যতা বিধান করে সবক'টির আমল করা সম্ভব। কিন্তু এ ব্যাখ্যা না করা হলে কিছু হাদিসের ওপর আমল হবে বটে, তবে অধিকাংশ বর্ণনা বর্জন করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়বে।

ইসতি'নাসঃ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. লিখেছেন, এক সালামে তিন রাকআত বিতর পড়া জায়িয এবং এটি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। (মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৩/৯২)

শাওকানী রাহ. লিখেন- "সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব রাযি. বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের প্রথম রাকআতে সূরায়ে আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরায়ে ইখলাস পড়তেন। আর শেষ রাকআত সম্পন্ন করার পর সালাম ফিরাতেন"। (সুনানে নাসায়ী) শাওকানী বলেন, উল্লিখিত হাদিসের সনদের সকল রাবী সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য আব্দুল আযীয বিন খালিদ ব্যতিত। তবে তিনিও মাকবুল তথা গ্রহণযোগ্য রাবী। আর এ হাদিসটি এক সালামে তিন রাকাআত বিতর পড়া যে শরীয়তসিদ্ধ ও সুন্নাতসম্মত তারই প্রমাণ বহন করছে"। (নায়লুল আওতার, পৃ: ৪৫৫-৪৫৬, হাদিস নং-৯২১)

প্রিয় পাঠক! ত-ই যদি হয় তবে হানাফীদের এক রাকাআত না পড়ে তিন রাকআত বিতর পড়ায় কীভাবে সুন্নাহ তরককারী বলা হয়? এটা তাদের ওপর জুলুম নয় কি? যেখানে সালাফীদের বরণীয় ইবনে তাইমিয়া রাহ. হানাফীদের আমলকে সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

171– باب لا يُسَلِّمُ فِي ركعتَي الْوِتْرِ

অধ্যায়-১৭১ : বিতরের দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফিরাবে না

٥٤٣. عن زُرارة بن أَبِي أوفَى عن سعد بن هشامٍ عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أَنَّها حَدَّثَتْهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان لا يُسَلِّمُ فِي ركعتَي الوِتْرِ. رواه النسائى وآخرون، وإسنادهُ صحيحٌ.

৫৪৩। যুরারা ইবনে আবি আওফা'র সূত্রে সা'দ ইবনে হিশামের মধ্যস্থতায় হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি (আয়িশা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফিরাতেন না। *(সুনানে নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

٥٤٤. عن الْحَسَنِ عن سعد بن هشام عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العِشاءَ دخَلَ الْمَنْزِلَ، ثُمَّ صلى ركعتين، ثُمَّ صلى بعدهُما ركعتين أطولَ منهما، ثم أوتَرَ بثلاثٍ لايفصلُ بينهن. رواه أحمد بإسنادٍ يُعْتَبَرُ بِهِ.

৫৪৪। হাসান'র সূত্রে সা'দ ইবনে হিশামের মধ্যস্ততায় হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায় করে ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাকআত নামায পড়তেন। তারপর উক্ত রাকআতদ্বয়ের চেয়ে দীর্ঘ আরো দু'রাকআত পড়তেন। অতপর তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন, এগুলোর মধ্যে (সালাম দ্বারা) পৃথক করতেন না। ইমাম আহমদ *'আল মুসানাদ'এ* এটাকে গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণনা করেছেন।

٥٤٥. عن أَبَيٍّ بن كعبٍ رضى الله تعالى عنه قال: كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فِى الوترِ بـــ(سبح اسم ربك الأعلى)، وفِى الركعة الثانية (قل يا أيها الكافرون)، وفِى الثالثة بـــ(قُلْ هو الله أحد)، ولا يُسَلِّمُ إلا فِى آخرهن، ويقول يَعْنِى بعدَ التسليم: سبحان الْمَلِكِ القدوسِ ثلاثاً. رواه النسائى، وإسنادهُ حسنٌ.

৫৪৫। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন। এবং তিনি শেষ রাকআতেই সালাম ফিরাতেন। সালামের পর তিনি سبحان الملك القدوس তিনবার বলতেন। *(সুনানে নাসায়ি)* এর সনদ হাসান।

٥٤٦. عن أَبِى الزنادِ قال: أَثْبَتَ عمر بنُ عبدِ العزيز رضى الله تعالى عنه الوِتْرَ بالْمَدينة، بقولِ الفقهاءِ ثلاثاً لا يسلم، إلا فِى آخرهن. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৪৬। আবুয যিনাদ রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত উমর বিন আবদুল আযিয রাহ. ফকিহদের মতানুযায়ী মদিনায় বিতরের নামায তিন রাকআত সাব্যস্ত করলেন, যার শেষ রাকআতেই শুধু সালাম ফিরানো হবে। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

٥٤٧. عن الْمِسْوَرِ بن مَخْرَمَة رضى الله تعالى عنه قال: دَفَنَّا أبا بكرٍ ليلاً، فقال عمر: إِنِّى لَمْ أُوتِرْ، فقامَ وصَفَفْنا وراءَهُ، فصلى بنا ثلاثَ ركعاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ إلا فِى آخرهن. أخرجه الطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৪৭। হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু বকর রাযি.কে আমরা রাত্রে দাফন করলাম। তখন উমর রাযি. বললেন, আমি তো বিতর আদায় করিনি। তাই তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমরাও তাঁর পেছনে কাতারবন্দি হয়ে গেলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে তিন রাকআত বিতর আদায় করলেন এবং শেষ রাকআতেই সালাম ফিরালেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রাযি.। উপনাম আবু মুহাম্মাদ আয যুহরি। আবদুর রাহমান ইবনে আওফ রাযি.'র ভাগিনা। হিজরতের দু'বছর পরম মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম হিজরির যুলহিজ্জায় তাঁকে মদিনায় নিয়ে আসা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময়

তাঁর বয়স ছিল ৮ বছর। তাঁর কাছ থেকে হাদিস শ্রবণ করে মুখস্ত রেখেছেন। উসমান রাযি.'র শাহাদাত পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করেন। তারপর মুআবিয়া রাযি.'র মৃত্যু পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। মুআবিয়া রাযি.'র মৃত্যুর পর ইয়াযিদের হাতে বাইআত করতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। ফলে ইয়াযিদের বাহিনী যখন মক্কা ঘেরাও করলো তখন মিনজানিকের পাথর নামাযরত অবস্থায় তাঁর গায়ে লাগলে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এটা ৬৪ হিজরির রবিউল আউয়ালের শুরুর দিকের ঘটনা।

٥٤٨. وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالتْ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوْتِرُ بثلاث لا يسلم إلا فِي آخرِهن. وهذا وِتْرُ أَمِيْرِ الْمُؤمِنِيْنَ عمر بنِ الْخطابِ رضى الله تعالى عنه، وعنه أخذ أهل الْمَدينة. رواه الْحاكمُ فِي (الْمُستدرك). قال صاحب (آثار السنن) العلامة النيموي رحمه الله: إنَّ كَثِيْراً من الأحاديث الَّتِي أخرجناها فيما مضى تَدُلُّ بظاهرها عَلَى تَشَهُّدَيِ الْوِتْرِ.

৫৪৮। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন এবং শেষ রাকআতেই সালাম ফিরাতেন। আর এটা আমিরুল মু'মিনিন হযরত উমর রাযি.'রও বিতর ছিল। তাঁর কাছ থেকেই মদিনাবাসীগণ (তিন রাকআত বিতরের মাসআলা) গ্রহণ করেছেন। *(মুসতাদরাকে হাকিম)*

*'আসারুস সুনান'*এর সংকলক আল্লামা নিমাওয়ি রাহ. বলেন, ইতোমধ্যে আমরা যে সকল হাদিস উল্লেখ করে এসেছি এগুলোর অধিকাংশই বাহ্যিকভাবে বিতর নামাযে দুই তাশাহহুদের কথা বুঝাচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এ অধ্যায়ে লেখক এক সালামে তিন রাকআত বিতর আদায় করা হবে- এর স্বপক্ষে দলিল পেশ করেছেন।

١٧٢- باب القنوت فِى الوترِ قَبْلَ الركوعِ

অধ্যায়-১৭২ : বিতর নামাযের কুনুত রুকুর পূর্বে

٥٤٩. عن عبدالرحمن بن أَبِى ليلى: أنه سُئِلَ عن القنوت فِى الوترِ فقال: حَدَّثَنا الْبَراءُ بن عازب رضى الله تعالى عنه قال: سُنَّةٌ ماضيةٌ. أخرجه السراجُ، وإسنادُهُ حسنٌ.

৫৪৯। আবদুর রাহমান ইবনে আবি লায়লা রাহ. থেকে বর্ণিত, তাঁকে বিতর নামাযের কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমাদের নিকট হযরত বারা ইবনুল আযিব রাযি. বর্ণনা করেছেন যে, এটা চলমান সুন্নাত। *(সহিহ ইবনে খুযায়মা)* এর সনদ হাসান।

٥٥٠. عن عاصمٍ قال: سألتُ أنسَ بنَ مالك رضى الله تعالى عنه عن القنوت فقال: قد كان القنوتُ، قلتُ: قَبْلَ الركوعِ أو بعدَهُ ؟ قال: قَبْلَهُ، قال: فإنَّ فلانًا أَخْبَرَنِى عنكَ أنك قلتَ: بعدَ الركوعِ، فقال: كذبَ، إنَّما قنتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الركوعِ شَهْراً. أراه كان بعثَ قومًا يقال لَهُمْ:

القُرَّاءُ، زُهاءَ سبعيـــن رجلاً إلى قوم مشركيـــن دون أولئكَ، كان بينهم وبيـــن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عهدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شَهْراً يَدْعُو عَلَيْهِمْ. رواه الشيخان.

৫৫০। আসিম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালিক রাযি.কে কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কুনুত তো (সবসময়) ছিল। বললাম, রুকুর পূর্বে না পরে? তিনি বলেন, রুকুর পূর্বে। আসিম বলেন, আমাকে অমুক ব্যক্তি আপনার কাছ থেকে সংবাদ দিল যে, আপনি নাকি বলেছেন, কুনুত রুকুর পরে হবে?! তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মাত্র একমাস রুকুর পরে কুনুত পড়েছেন, আমার ধারণা (এর কারণ ছিল) যে, তিনি একদল সাহাবা -যাঁরা "কারী" হিসেবে প্রসিদ্ধ প্রায় সত্তর জনের মতো- তাদরেকে ওদের ভিন্ন মুশরিকদের একটি গোত্রের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, তাদের এবং রাসূলের মধ্যে একটি চুক্তি ছিল। (কিন্তু মুশরিকরা চুক্তি ভঙ্গ করে তাঁদেরকে হত্যা করল) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাস কুনুতে তাদের উপর বদদুআ করলেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

শব্দ বিশ্লেষণ: كَذَبَ ------

৫৫১. عن عبدالعزيز قال: سأل رجلٌ أنسًا رضى الله تعالى عنه عن القنوتِ أ بَعْدَ الركوع أو عندَ فراغٍ من القراءةِ ؟ قال: بل عند فراغٍ من القراءةِ. رواه البخاري فِي الْمَغازي.

৫৫১। আবদুল আযিয থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একব্যক্তি হযরত আনাস রাযি.কে কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যে, তা রুকুর পরে হবে না কিরাআত থেকে ফারিগ হওয়ার পর? তিনি বললেন, বরং কিরাআত থেকে ফারিগ হওয়ার পর। *(সহিহ বুখারি)*

৫৫২. عن حَمَّادٍ عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: إنَّ القنوتَ واجبٌ فِي الوترِ فِي رمضانَ وغَيْرِهِ، قَبْلَ الركوعِ، وإذا أَرَدْتَ أَنْ تقنتَ فَكَبِّرْ، وإذا أردتَ أَنْ تركعَ فَكَبِّرْ أيضًا. رواه محمد بن الْحسنِ فِي كتاب (الْحُجَجِ والآثارِ)، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৫২। হাম্মাদ'র সূত্রে ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. থেকে বর্ণিত, রামাযান এবং অন্যসময়ে বিতরের নামাযে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়া ওয়াজিব। যখন তুমি কুনুত পড়তে চাইবে তখন তাকবির বলবে, আবার যখন রুকু করতে যাবে তখনও তাকবির বলবে। *(কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদিনাহ; ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান)* এর সনদ সহিহ।

৫৫৩. عن أُبَيٍّ بن كعبٍ رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يوترُ فيقنت قبلَ الركوعِ. رواه ابن ماجة والنسائى، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৫৩। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামায আদায় করতেন এবং তিনি রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন। *(সুনানে নাসায়ি, ইবনে মাজাহ)* এর সনদ সহিহ।

١٧٣- باب رفع اليدينِ عندَ قنوتِ الوِتْرِ

অধ্যায়-১৭৩ : বিতরের কুনুতের সময় হাত উঠানো

٥٥٤. عن الأسودِ عن عبدِ الله رضى الله تعالى عنه: أنه كان يقرأ فِى آخر ركعةٍ مِنَ الْوِتْرِ (قل هو الله أحد)، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْه فَيَقْنُتُ قَبْلَ الركعة. رواه البخاري فِى (جزء رفعِ اليدين) وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৫৪। আসওয়াদ'র সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বিতরের শেষ রাকআতে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন। অতপর হাত তুলে (তাকবির বলে) রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন। *(জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইন; ইমাম বুখারি)* এর সনদ সহিহ।

٥٥٥. عن إبراهيم النخعى رحمه الله تعالى قال: تُرْفَعُ الأيدي فِى سَبْعِ مواطِنَ: فِى افتتاحِ الصلاةِ، وفِى التكبيـــر للقنوتِ فِى الوتر، وفِى العيدين، وعند استلام الْحَجرِ، وعلى الصفا والْمَرْوَةِ، وبِجَمْعٍ، وعند الْمَقامَيْنِ عند الْجمرتَيْنِ. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৫৫। ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাত জায়গায় হাত উঠানো হবে: নামাযের শুরুতে, বিতরের কুনুতের তাকবিরে, উভয় ঈদেও নামাযে, হাজারে আসওয়াদে চুমা দেওয়ার সময়ে, সাফা-মারওয়ায়, মুযদালিফায় এবং দুই জামরায় (শয়তানের উপর পাথর নিক্ষেপ) দাঁড়ানোর সময়। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

٥٥٦. وزادَ الطَبَرانِىُّ فِى (الأوسط): عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان يوترُ بثلاثِ ركعاتٍ، ويَجْعَلُ القنوتَ قَبْلَ الركوعِ.

৫৫৬। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন এবং কুনুত রুকুর পূর্বে রাখতেন (পড়তেন)। *(তাবারানি)*

١٧٤- باب يقرأ فِى كلِّ ركعةٍ من الوترِ الفاتحَةَ وسورةً

অধ্যায়-১৭৪ : বিতরের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা (মিলিয়ে) পড়বে

٥٥٧. عن عائشة رضى الله تعالى عنها: كان النبى يقرأُ فِى الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكتابِ و(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى)، وفِى الثانية بـــ(قُلْ يا أيُّها الْكَافِرُونَ)، وفِى الثالثة بـــ(قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ) والْمُعَوِّذَتَيْنِ. رواه أصحابُ السنن الأربعة والْحاكمُ، وقال: عَلَى شرط الشَّيْخَيْنِ.

৫৫৭। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিলাওয়াত করতেন। *(সুনানে আরবাআ)* হাকিম বলেন, এটা বুখারি-মুসলিম'র শর্তে উন্নীত।

١٧٥- باب يُكَبِّرُ وَيَقْنُتُ قَبْلَ رُكُوعِ الثَّالِثَةِ فِي الْوِتْرِ

অধ্যায়-১৭৫ : বিতরের তৃতীয় রাকআতের রুকুর পূর্বে তাকবির বলে কুনুত পড়বে

٥٥٨. عن سويد بن غفلة رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ أبا بكرٍ وعمرَ وعَلِيًّا رضى الله تعالى عنهم يقولون: قَنَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى آخِرِ الوِتْرِ، وكانوا يَفْعَلُونَ ذلكَ. (نصب الراية).

৫৫৮। হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালা রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আবু বকর, উমর ও আলি রাযি.কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের শেষদিকে কুনুত পড়তেন এবং তাঁরাও এরকম করতেন। *(সুনানে দারাকুতনি)*

সনদ পর্যালোচনা : হযরত সুওয়াইদ ইবনে গাফালা রাহ.। উপনাম আবু বুহসাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি মদিনায় আসেন। ফলে তিনি সাহাবি হতে পারেননি। হযরত আবু বকর, উমার, উসমান, আলি, ইবনে মাসউদ রাযি. প্রমুখ সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। বিনয়-নম্রতা ও দুনিয়া বিমুখতায় তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ১২০ বছর বয়সেও তিনি নিজ এলাকার মসজিদে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে পারতেন। ৮০/৮১ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

١٧٦- بابُ ترك القنوتِ فِى الصبح

অধ্যায়-১৭৬ : ফজরের নামাযে কুনুত নেই

٥٥٩. عن محمدٍ قال:قلت لأنسٍ رضى الله تعالى عنه: هل قنتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى صلاة الصبحِ؟ قال: نعم، بعدَ الركوعِ يسيـــراً. رواه الشيخان.

৫৫৯। মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ফজরের নামাযে কুনুত পড়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রুকুর পরে মাত্র কয়েকদিন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٥٦٠. عن أنس بن سيـــرين، عن أنس بن مالكٍ رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قنتَ شهرًا بعدَ الركوعِ فِى صلاةِ الفجرِ يدعو على بَنِى عصية. رواه مسلمٌ.

৫৬০। আনাস ইবনে সিরিন'র সূত্রে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি উসাইয়ার ওপর বদদুআ করতে গিয়ে একমাস ফজরের নামাযে রুকুর পরে কুনুত পড়েছেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٥٦١. عن قتادةَ عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يقنتُ فِى صلاةِ الصبحِ إلا أنْ يدعوَ لقومٍ أو على قومٍ. رواه ابنُ حبان فِى (صحيحه)، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৬১। কাতাদা'র সূত্রে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে কুনুত পড়তেন না, তবে কোনো সম্প্রদায়ের জন্যে দুআ কিংবা বদদুআ করার লক্ষ্যে (কখনও পড়তেন)। *(সহিহ ইবনে হিব্বান)* এর সনদ সহিহ।

٥٦٢. عن أبِى مالكٍ قال: قلتُ لأبِى: يا أبتِ! إنك قد صليتَ خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبِى بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعَلِيٍّ رضى الله تعالى عنهم هاهنا بالكوفةِ نَحْوًا من خَمْسِ سِنِيْنَ، أكانوا يقنتونَ فِى الفجر؟ قال: أى بُنَيَّ! مُحْدَث. رواه الْخمسةُ إلا أبا داود، وصححه الترمذي، وقال الْحافظُ فِى (التلخيص): إسنادهُ حسنٌ.

৫৬২। আবু মালিক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আবক্ষা! আপনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমর, উসমান এবং এখানে এই কুফায় প্রায় পাঁচ বছর আলি রাযি.'র পেছনে নামায পড়েছেন, তো ফজরের নামাযে কি তারা কুনুত পড়তেন? তিনি বললেন, প্রিয় ছেলে! এটা তো নব আবিষ্কৃত। *(সুনানে তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)* ইমাম তিরমিযি হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার *'আত তালখিস'*এ বলেন, এর সনদ হাসান।

٥٦٣. عن الأسودِ قال: كانَ ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه لايقنت فِى شَيئٍ من الصلواتِ إلا الوتر، فإنه كان يقنت قبلَ الركعةِ. رواه الطحاوي والطبرانِى، وإسناده صحيحٌ.

قال النيموي فِى (آثارِ السنن): تدل الأخبارُ عَلَى أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابَهُ لَمْ يقنتوا فِى الفجر إلا فِى النوازلِ.

৫৬৩। আসওয়াদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বিতর ছাড়া অন্য কোনো নামাযে কুনুত পড়তেন না। আর (বিতরে) রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি, তাবারানি)* এর সনদ সহিহ।

আল্লামা নিমাওয়ি রাহ. *'আসারুস সুনান'*এ বলেন, এ সকল বর্ণনা প্রমাণ করছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিগণ বিশেষ কোনো প্রেক্ষাপট ছাড়া ফজরের নামাযে কুনুত পড়তেন না।

١٧٧– باب لا وِتْرَانِ فِى ليلة

অধ্যায়-১৭৭ : একরাতে দুই বিতর নেই

٥٦٤. عن قيس بن طلقٍ عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وِتْرانِ فِى ليلة. رواه الْخمسة إلا ابن ماجة، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৬৪। কায়স ইবনে তালক'র সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, একরাত্রে দুই বিতর হতে পারে না। *(সুনানে তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত তালক ইবনে আলি রাযি.। উপনাম আবু আলি। তাঁকে তালক ইবনে সুমামাও বলা হয়।

সনদ পর্যালোচনা: এটি সনদের বিচারে একটি শক্তিশালী হাদিস। (মাআরিফুস সুনান, ১/২৯৮)

শব্দবিশ্লেষণ: لا وتران আল্লামা সুয়ুতি রাহ. বলেন, এটা মূলত আরবের بلحارث গোত্রের নিয়ম অনুযায়ী এখানে এসেছে; তারা তাসনিয়ার শব্দগুলোকে সর্বাবস্থায় 'আলিফ-নূন' দিয়ে ব্যবহার করে। অন্যদের নিয়ম অনুযায়ী এখানে لا وترين হবে।

٥٦٥. عن أَبِي جَمرةَ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ رضى الله تعالى عنهما عن الوِتْرِ فقال: إذا أَوْتَرْتَ أَوَّلَ اللَّيلِ فلا تُوتِرْ آخِرَهُ، وإذا أَوْتَرْتَ آخِرَهُ فلا تُوتِرْ أَوَّلَهُ. قال: وسألتُ عائذَبنَ عمرٍو، فقال مثله. رواه الطحاوي وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৬৫। আবু জামরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.কে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি রাত্রের প্রথমদিকে বিতর আদায় করে নাও তাহলে শেষরাত্রে আদায় করতে যাবে না। আর যদি শেষরাত্রে বিতর আদায় করতে চাও তাহলে রাত্রের শুরুতে আদায় করবে না। তিনি বলেন, আমি আয়িয ইবনে আমরকে প্রশ্ন করলে তিনিও একই উত্তর দেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এ অধ্যায় থেকে বুঝা গেল যে, একই রাতে দু'বার বিতর আদায় করা যাবে না। এটা আইম্মায়ে আরবাআ তথা জুমহুর উম্মতের দলিল। বিষয় হলো, ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রাহ.সহ কিছু আলিমের মতে, কোনো ব্যক্তি যদি রাতের প্রথমাংশে বিতর আদায় করে নেয় এবং শেষরাতে জাগতে পারে তাহলে সে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে এক রাকআত নফল পড়ে নিবে, যা মিলে পূর্বে আদায়কৃত বিতর জোড়সংখ্যক হয়ে যাবে এবং তাহাজ্জুদের পর পুনর্বার বিতর আদায় করবে। কিন্তু এ হাদিসগুলো থেকে জানা গেল যে, একই রাতে দু'বার বিতর আদায় করার কোনো সুযোগ নেই। জুমহুর এটাই বলে থাকেন।

١٧٨- باب الركعتيــنِ بَعْدَ الوِتْرِ

অধ্যায়-১৭৮ : বিতরের পর দু'রাকআত

٥٦٦. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوْتِرُ بواحدة، ثُمَّ يَرْكَعُ ركعتين،، يقرأ فيهما وهو جالسٌ، فإذا أراد أن يركعَ قام فركعَ. رواه ابن ماجة، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৬৬। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পূর্বের রাকআতগুলোর সাথে মিলিয়ে) এক রাকআত বিতন আদায় করতেন। তারপর আরো দু'রাকআত আদায় করতেন এবং তাতে বসে বসে তিলাওয়াত করতেন। যখন রকু করতে চাইতেন তখন দাঁড়িয়ে রুকুতে যেতেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)* এর সনদ সহিহ।

٥٦٧. عن أبِي أمامةَ رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعدَ الوترِ وهو جالسٌ يقرأ فيهما: (إذا زلزلت الأرضُ زلزالَها) و(قل يا أيها الكافرون). رواه أحمد والطحاوي، وإسنادُهُ حسنٌ.

৫৬৭। হযরত আবু উমামার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের পরে বসে বসে আরো দু'রাকআত আদায় করতেন, তাতে সূরা যিলযাল ও সূরা কাফিরুন তিলাওয়াত করতেন। *(মুসনাদে আহমাদ)* এর সনদ হাসান।

٥٦٨. عن ثوبانَ رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السَّهَرَ جَهْدٌ وثِقَلٌ فإذا أوْتَرَ أحدُكُمْ فليَرْكَعْ ركعتين، فإنْ قامَ من الليلِ وإلا كانتا له. رواه الدارِمى والطحاوي والدارقطنِى، وإسناده حسنٌ.

৫৬৮। হযরত সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই রাত্রিজাগরণ পরিশ্রম ও কষ্টকর। তোমাদের কেউ যখন বিতর আদায় করে নেয় সে যেন আরো দু'রাকআত পড়ে। শেষরাত্রে জাগলে তো ভালোকথা, নতুবা এ দু'রাকআত তার জন্যে যথেষ্ট হবে। *(সুনানে দারিমি, তাহাবি, দারাকুতনি)*

١٧٩– باب التطوع للصلوات الْخمس

অধ্যায়-১৭৯ : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সঙ্গে সুন্নাত ও নফল নামায

٥٦٩. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لَمْ يكن النبى صلى الله عليه وسلم على شيءٍ من النوافلِ أشَدَّ منه تعاهدًا على ركعتَي الفجرِ. رواه الشيخان.

৫৬৯। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নফল নামাযের প্রতি এতটুকু যত্নবান ও গুরুত্বারোপকারী ছিলেন না যতটুকু ছিলেন ফজরের দু'রাকআত সুন্নাতের ব্যাপারে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٥٧٠. وعن عائشة رضى الله تعالى عنها: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لايَدَعُ أربعًا قَبْلَ الظهرِ وركعتَيْنِ بعدَ الغداة. رواه البخاري.

৫৭০। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের পূর্বে চার রাকআত এবং সুবহে সাদিকের (ফজরের ওয়াক্ত প্রবেশ করার)পরে দু'রাকআত নামায কখনো ছাড়তেন না। *(সহিহ বুখারি)*

٥٧١. عن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجرِ خَيْرٌ مِنَ الدنيا وما فيها. رواه مسلمٌ.

৫৭১। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত দুনিয়া ও তার ভিতরে যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম। *(সহিহ মুসলিম)*

٥٧٢. عن عبدِالله بن شقيق رضى الله تعالى عنه، قال: سألتُ عائشةَ رضى الله تعالى عنها عن صلاة رسولِ الله صلىَ الله عليه وسلم عن تَطَوُّعه، فقالت: كان يصلى فى بيتِى قَبْلَ الظهرِ أربَعاً، ثُمَّ يَخْرُجُ فيصلى بالناسِ، ثُمَّ يدخلُ فيصلى ركعتينِ، وكان يصلى بالناس الْمَغربَ، ثُمَّ يدخل فيصلى ركعتين، ويصلى بالناسِ العشاءَ، ويدخل بَيْتِى فيصلى ركعتَيْنِ. رواه مسلمٌ.

৫৭২। আবদুল্লাহ ইবনে শাকিক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা রাযি.কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আয়িশা বলেন, তিনি যুহরের পূর্বে আমার ঘরে চার রাকআত পড়তেন। অতপর বের হয়ে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতেন। তারপর ঘরে প্রবেশ করে দু'রাকআত পড়তেন। তিনি লোকদের নিয়ে মাগরিবের নামায আদায় করতেন। তারপর ঘরে প্রবেশ করে দু'রাকআত পড়তেন। লোকদের নিয়ে তিনি ইশার নামায আদায় করতেন। এবং আমার ঘরে প্রবেশ করে দু'রাকআত পড়তেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٥٧٣. عن أم حبيبة رضى الله تعالى عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم: أنَّها سَمِعَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلى لله كُلَّ يومٍ ثِنْتَى عشرةَ ركعةً تطوعًا غَيْرَ فريضة، إلا بَنَى الله له بَيْتًا فِى الْجَنَّة. رواه مسلمٌ وآخرون.

৫৭৩। নবিপত্নি হযরত উম্মে হাবিবা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছেন, যে মুসলমান বান্দা আল্লাহর ওয়াস্তে প্রতিদিন বার রাকআত নফল নামায পড়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করে রাখেন। *(সহিহ মুসলিম, ১/২৫১, হাদিস: ৭২৮)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত উম্মে হাবিবা রাযি.। নাম রামলা বিনতে আবু সুফয়ান। মাতা উসমান রাযি.'র ফুফু সাফিয়্যা বিনতে আবুল আস। নবিপত্নি উম্মুল মু'মিনিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর বিবাহ কীভাবে, কখন, কোথায় হয় ?- এব্যাপারে অনেক কথা রয়েছে। সিয়ার ও তারাজিমের গ্রন্থাদিতে তা দেখা যেতে পারে। ৪৪ হিজরিতে মদিনায় ইন্তিকাল করেন।

٥٧٤. عن ابنِ عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : رَحِمَ اللهُ امْرأً صلى قبل العصر أربعًا. رواه أبو داود وآخرون، وحَسَّنَهُ الترمذي وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.

৫৭৪। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তাআলা রহম করবেন যে আসরের পূর্বে চার রাকআত পড়বে। *(সুনানে আবু দাউদ)* ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান এবং ইমাম ইবনে খুযায়মা সহিহ আখ্যায়িত করেছেন।

٥٧٥. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: ما صلى النبى صلى الله عليه وسلم العشاءَ قط فَدَخَلَ عَلَيَّ إلاَّ صَلَّى أَرْبَعَ ركعات، أوستَّ ركعات. رواه أحمد وأبو داود وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৭৫। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কখনো এমন হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায় করে আমার ঘরে প্রবেশ করেছেন আর চার কিংবা ছয় রাকআত পড়েননি (বরং সবসময় পড়তেন)। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ সহিহ।

٥٧٦. عن على كرم الله وجهه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلى على إثر كل صلاةٍ ركعتين الا الفجر والعصر. رواه إسحاقُ بن راهويه فِي (مسنده) وإسناده صحيحٌ.

৫৭৬। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর ও আসর ব্যতীত প্রত্যেক নামাযের পরে (কিছু) নামায পড়তেন। *(মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ, সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ সহিহ।

٥٧٧. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا لَمْ يُصَلِّ أربعًا قَبْلَ الظهر صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا. رواه الترمذي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৭৭। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি যুহরের পূর্বের চার রাকআত পড়তে না পারতেন তাহলে পরে তা পড়ে নিতেন। *(সুনানে তিরমিযি)* এর সনদ সহিহ।

٥٧٨. عن إبراهيم النخعى قال: كانوا لا يفصلون بَيْنَ أربعٍ قَبْلَ الظهر بتسليم إلا بالتشهد، ولا أربع قبلَ الْجُمُعة ولا أربعَ بَعْدَهَا. رواه محمد بن الْحَسَنِ فِى (الْحُجَجِ) وإسناده جيد.

وعنه قال: ما كانوا يُسَلِّمُونَ فِى الأربعِ قَبْلَ الظهر. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ جيدٌ.

৫৭৮। ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তাঁরা যুহরের পূর্বের চার রাকআত, জুমুআর পূর্বের চার রাকআত এবং পরের চার রাকআতের মধ্যে তাশাহহুদ ব্যতীত সালাম দ্বারা পৃথক করতেন না। *(কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদিনাহ; ইমাম মুহাম্মাদ)* এর সনদ জায়্যিদ (ভালো তথা বিশুদ্ধ)।

আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যুহরের পূর্বের চার রাকআতের মাঝখানে তাঁরা সালাম ফিরাতেন না। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ জায়্যিদ (ভালো তথা বিশুদ্ধ)।

٥٧٩. وعن على رضى الله تعالى عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى قبلَ العصر أربعَ ركعاتٍ يفصل بَيْنَهُنَّ بالتسليم على الْمَلائكةِ الْمُقَرَّبِيْنَ، ومَنْ تَبِعَهُمْ من الْمُسْلِمِينَ والْمُؤمنين. رواه الترمذي وآخرون، وإسنادُهُ حسنٌ.

৫৭৯। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে চার রাকআতের মধ্যে পৃথক করতেন আল্লাহ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ এবং তাদের অনুসারী মু'মিন-মুসলমানদের ওপর সালামের দ্বারা। *(সুনানে তিরমিযি)* এর সনদ হাসান।

٥٨٠. عن علي رضى الله تعالى عنه: كان عليه الصلاة والسلامُ يصلى قبلَ العصرِ رَكْعَتَيْنِ. رواه أبو داود، وروى الترمذي وأحمد وقالا: أربعًا.

৫৮০। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে দু'রাকআত পড়তেন। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে তিরমিযি)*

٥٨١. عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: أنه إذا كان بِمَكَّةَ فصلى الْجُمعةَ، تقدم فصلى ركعتين، ثُمَّ تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالْمدينة فصلى الْجُمعةَ رجعَ إلى بيته فصلى ركعتين، ولَمْ يُصَلِّ فِي الْمسجد، فقيل له: فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه أبو داود.

৫৮১। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি যখন মক্কায় জুমুআর নামায আদায় করে নিতেন তখন সামনে বেড়ে দু'রাকআত পড়তেন। তারপর আরো সামনে বেড়ে চার রাকআত পড়তেন। আর যখন তিনি মদিনায় জুমুআর নামায পড়তেন তখন ঘরে ফিরে দু'রাকআত পড়তেন এবং মসজিদে পড়তেন না। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন। *(সুনানে আবু দাউদ)*

١٨٠- باب صلاة الضحى

অধ্যায়-১৮০ : সালাতুয যুহা

٥٨٢. عن عبدالرحمن بن أبِى ليلى قال: ماأخْبَرَنِى أحدٌ أنه رأى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى إلا أم هانِىء رضى الله تعالى عنها، فإنَّها حَدَّثَتْ أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكةَ فصلى ثَمانِى ركعات ما رأيتُه صلى صلاةً قط أخف منها، غَيْرَ أنه كان يُتِمُّ الركوع والسجود. رواه الشيخان.

৫৮২। আবদুর রাহমান ইবনে আবি লায়লা রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উম্মে হানি ব্যতীত আর কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুয যুহা আদায় করেছেন বলে বর্ণনা করেনি; তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে প্রবেশ করে আট রাকআত নামায পড়েছেন, আমি তাঁকে এত সংক্ষিপ্ত নামায পড়তে আর দেখিনি, তবে তিনি (তখনও) রুকু ও সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করেছেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٥٨٣. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: أوْصانِى خليلي بثلاث لا أدَعُهُنَّ حَتَّى أمُوتَ: صومِ ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، وصلاة الضحى، ونومٍ على وِتْرٍ. رواه الشيخان.

৫৮৩। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব তিন জিনিসের অসিয়ত করেছেন আমি যেন মৃত্যু পর্যন্ত কখনো এগুলো না ছাড়ি: প্রত্যেক মাসের তিনদিন রোযা রাখা, সালাতুয যুহা এবং বিতর আদায় করে নিদ্রায় যাওয়া। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٥٨٤. عن عبد الله بن شقيق رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ لعائشةَ رضى الله تعالى عنها أكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى؟ قالتْ: لا، إلا أن يَجِيئَ مِنْ مَغيبه. رواه مسلم.

৫৮৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকিক রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সালাতুয যুহা আদায় করতেন? তিনি বললেন, না, তবে সফর থেকে ফিরে আসলে (পড়ে নিতেন)। *(সহিহ মুসলিম)*

٥٨٥. عن معاذةَ رضى الله تعالى عنها: أنَّها سألتْ عائشةَ رضى الله تعالى عنها: كَمْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاةَ الضحى؟ قالت: أربع ركعات، ويزيد ما شاء. رواه مسلمٌ.

৫৮৫। হযরত মুআযাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়িশা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুয যুহা কত রাকআত আদায় করতেন? তিনি বললেন, চার রাকআত এবং ইচ্ছে হলে এর চেয়েও বেশি পড়তেন। *(সহিহ মুসলিম)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: সূর্যোদয়ের আনুমানিক বিশ মিনিট পর দুই, চার, ছয়, আট বা বারো রাকআত নফল নামাযকে সালাতুয যুহা বা ইশরাক নামায বলে। হাদিসে এ নামাযের অনেক ফযিলত এসেছে।

ইসতি'নাস: ইশরাকের নামায সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। এ বর্ণনাগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তা কোন নামায এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামতও রয়েছে। নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ওই আলোচনাগুলো উল্লেখ করার পর লিখেন, সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত এই যে, ইশরাকের নামায আদায় করা মুস্তাহাব। (ফাতহুল আল্লাম শারহু বুলুগুল মারাম, ১/১৭৩)

١٨١– بابُ صلاة الأوَّابِيْنَ

অধ্যায়-১৮১ : সালাতুল আওয়াবিন

٥٨٦. عن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه: أنه رأى قومًا يصلون من الضحى، فقال: لقد علموا أن الصلاة فِى غَيْرِ هذه الساعة أفضل، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاةُ الأوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمُضُ الفصالُ. رواه مسلمٌ.

৫৮৬। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি একদল লোককে সালাতুয যুহা আদায় করতে দেখে বললেন, তাদের একথা জানা থাকার কথা যে, এই নামায অন্য সময়ে পড়া উত্তম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'সালাতুল আওয়াবিন' (ওই নামায যা পড়া হয়) যখন সূর্যের তাপের কারণে উটের বাচ্চাগুলোর গা গরম হয়ে যায়। *(সহিহ মুসলিম)*

٥٨٧. وعنه قال: خرج النبى صلى الله عليه وسلم عَلَى أهلِ قباء وهم يصلون الضحى فقال: صلاةُ الأوابيْنَ إذا رمضت الفصالُ من الضحى. رواه أحمد، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৮৭। এবং তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবাবাসীদের নিকট গিয়ে তাদেরকে সালাতুয যুহা আদায় করতে দেখে ইরশাদ করলেন, 'সালাতুল আওয়াবিন' (ওই নামায যা পড়া হয়) যখন সূর্যের তাপের কারণে উটের বাচ্চাগুলোর গা গরম হয়ে যায়। *(মুসনাদে আহমাদ)* এর সনদ সহিহ।

৫৮৮. عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ ركعاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فيما بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ بِعِبادَةِ ثِنْتَى عشرةَ سنةً. رواه الترمذي وابن ماجة.

৫৮৮। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মাগরিবের পরে ছয় রাকআত পড়বে; এগুলোর মাঝখানে সে কোনো কথা বলবে না তাহলে এগুলো বার বছরের ইবাদাতের সমপর্যায়ের হবে। *(সুনানে তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: আমাদের সমাজে মাগরিবের পর ছয় রাকআত নামাযকে 'সালাতুল আওয়াবিন' বলা হয়। হাদিসে কিন্তু চাশতের নামাযকে এই নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। 'মাবসুত'-এর বর্ণনায় যে মাগরিবের পরের নামাযকে 'সালাতুল আওয়াবিন' বলা হয়েছে- আল্লামা ইউসুফ বানুরি রাহ.'র অনুসন্ধান মতে হাদিসের কিতাবাদিতে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে لا مشاحة في الاصطلاح

তা ছাড়া প্রচলিত পরিভাষার 'সালাতুল আওয়াবিন' পড়ার ফযিলত সংক্রান্ত হাদিসগুলোর সনদ যয়িফ হলেও একটি অন্যটিকে শক্তিশালী করে দিচ্ছে এবং বহু সাহাবির আমল থেকেও এর সমর্থন মিলছে। (বিস্তারিত দেখুন: মাআরিফুস সুনান; ৪/১১৩-১১৪)

١٨٢– باب كراهة التنفلِ بعدَ طلوعِ الفجرِ سوى ركعتَي الفجرِ

অধ্যায়-১৮২ : ফজর উদয় হওয়ার পর ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ব্যতীত অন্য নফল পড়া মাকরূহ

৫৮৯. عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لايَمْنَعَنَّ أحدَكُمْ أو أحدًا منكم أذانُ بلالٍ من سُحُورِه، فإنه يؤذن أو ينادي بليلٍ لِيَرْجِعَ قائمكم أو لِيُنَبِّهَ نائمَكُمْ. رواه الستة إلا الترمذي.

৫৮৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিলালের আযান যেন তোমাদের কারো সাহরি খাওয়া থেকে প্রতিবন্ধক না হয়; তিনি তো রাত্রেই আযান দেন নামায আদায়কারী ফিরে আসার জন্যে কিংবা ঘুমন্ত লোক জেগে উঠার জন্যে (সাহরি খাওয়ার উদ্দেশ্যে)। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

৫৯০. عن حفصة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعَ الفجرُ لا يصلى إلا ركعتَي الفجرِ. رواه مسلمٌ.

৫৯০। হযরত হাফসা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন ফজর উদয় হয়ে যেত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোনো নফল পড়তেন না। *(সহিহ মুসলিম)*

١٨٣– باب كراهة سُنَّة الفجرِ إذا شَرَعَ فِى الإقامَة
অধ্যায়-১৮৩ : ইকামাত শুরু হয়ে গেলে ফজরের সুন্নাত পড়া মাকরূহ

٥٩١. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا الْمَكتوبة. رواه الْجَماعَةُ إلا البخاري.

৫৯১। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নামাযের ইকামাত যখন হয়ে যাবে তখন ফরয ব্যতীত আর কোনো নামায নেই। *(সহিহ মুসলিম)*

٥٩٢. عن عبد الله بن سرجس رضى الله تعالى عنه قال: دخَلَ رجلٌ الْمسجدَ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى صلاةِ الغداةِ فصلى ركعتين فِى جانبِ الْمَسْجد ثُمَّ دَخَلَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما سَلَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلانُ! بِايِّ الصلاتَيْنِ اعْتَددتَ؟ بصلاتِكَ وَحْدَكَ أم بصلاتِكَ مَعَنا. رواه مسلمٌ والأربعة إلا الترمذي.

৫৯২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায় করা অবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের এক কোণে সুন্নাত দু'রাকআত পড়লেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাযে শরিক হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে বললেন, অমুক ব্যক্তি! তুমি কোন নামাযকে ধর্তব্য মনে কর? তোমার একাকি নামাযের না আমাদের সঙ্গে আদায়কৃত নামাযের? *(সহিহ মুসলিম)*

١٨٤– بابٌ: يصلى سنة الفجر خارِجَ الْمَسْجد عندَ اشتغالِ الإمامِ بالفريضة
অধ্যায়-১৮৪ : ইমাম ফরয শুরু করে দিলে ফজরের সুন্নাত মসজিদের বাহিরে আদায় করবে

٥٩٣. عن مالك بن مغول قال: سَمِعْتُ نافعًا يقول: أَيْقَظْتُ ابنَ عمرَ رضى الله تعالى عنهما لصلاةِ الفجرِ، وقد أقيمت الصلاةُ، فقامَ فصلى ركعتَيْنِ. رواه الطحاوي، وإسنادهُ صحيحٌ.

৫৯৩। মালিক ইবনে মিগওয়াল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নাফি' রাহ.কে বলতে শুনেছি, হযরত ইবনে উমর রাযি.কে আমি ফজরের নামাযের সময় জাগালাম, তখন ফজরের ইকামাত হয়ে গেছে, কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে (প্রথমে) সুন্নাত দু'রাকআত আদায় করলেন। *(শারহু মাআনিল আসার)* এর সনদ সহিহ।

٥٩٤. عن محمد بن كعبٍ رضى الله تعالى عنه قال: خرج عبدُ اللهِ بن عمرَ رضى الله تعالى عنهما من بيته، فأقيمت صلاةُ الصبحِ، فركعَ ركعتين قبْلَ أن يدخلَ الْمَسْجِدَ وهو فِى الطريقِ، ثُمَّ دخلَ الْمَسْجدَ فصلى الصبحَ مع الناسِ. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ حسنٌ.

৫৯৪। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. ঘর থেকে বের হলেন। ইতোমধ্যে ফজরের নামাযের ইকামাত হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি মসজিদে প্রবেশের

আগে রাস্তায়ই দু'রাকআত আদায় করে নিলেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে লোকদের সঙ্গে জামাতে ফজর আদায় করলেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ হাসান।

৫৯৫. عن أبِي الدرداء رضى الله تعالى عنه: أنه كان يدخُلُ الْمَسْجِدَ والناسُ صفوفٌ فِي صلاةِ الفجرِ فيصلى ركعتين فِي ناحيةِ الْمَسْجِد، ثُمَّ يدخُلُ مع القومِ فِي الصلاة. رواه الطحاوي، وإسنادهُ صحيحٌ.

৫৯৫। হযরত আবুদ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন লোকেরা ফজরের নামাযেন জন্যে কাতারবন্দি হয়ে যেত আর তিনি মসজিদের কোণে দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করে নিতেন। তারপর লোকদের সঙ্গে নামাযে শামিল হতেন। *(শারহু মাআনিল আসার)* এর সনদ সহিহ।

৫৯৬. عن حارثة بن مضرب: أن ابنَ مسعودٍ وأبا موسى رضى الله تعالى عنهما خَرَجَا من عندِ سعيد بن العاصِ فأقيمتِ الصلاةُ، فركعَ ابنُ مسعودٍ ركعتين، ثُمَّ دخلَ مع القوم فِي الصلاةِ، وأما أبو موسى فدخلَ فِي الصف. رواه أبوبكر بن أبِي شيبة فِي (مصنفه) وإسنادهُ صحيحٌ.

৫৯৬। হারিসা ইবনে মুযাররিব থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে মাসউদ ও আবু মূসা রাযি. উভয়জন হযরত সাঈদ ইবনুল আস রাযি.'র নিকট থেকে বের হয়ে এলেন। তখন নামাযের ইকামাত হয়ে গেল। ইবনে মাসউদ দু'রাকআত পড়ে লোকদের সঙ্গে নামাযে শরিক হলেন। আর আবু মূসা এসেই কাতারে শামিল হয়ে গেলেন। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ সহিহ।

৫৯৭. عن أبِي مِجْلَز قال: دخلتُ الْمَسْجِدَ فِي صلاةِ الغداةِ مع ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ رضى الله تعالى عنهم والإمامُ يصلى، فأما ابنُ عمرَ فدخلَ فِي الصفِ، وأما ابنُ عباسٍ فصلى ركعتين، ثُمَّ دخلَ مع الإمامِ، فلما سَلَّمَ الإمامُ قعدَ ابنُ عمرَ مكانَهُ حَتَّى طلعَتِ الشمسُ، فقامَ فركع ركعتين. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৫৯৭। আবু মিজলায থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ফজরের নামাযে আমি হযরত ইবনে উমর ও ইবনে আবক্ষাস রাযি.'র সঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন ইমাম সাহেব নামায পড়ছিলেন। ইবনে উমর প্রথমেই কাতারে শামিল হয়ে গেলেন। আর ইবনে আবক্ষাস দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করে ইমামের সঙ্গে শরিক হলেন। অতপর ইমাম যখন সালাম ফিরালেন ইবনে উমর রাযি. নিজ আসনে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বসে রইলেন। সূর্য উঠার পর দু'রাকআত পড়ে নিলেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এই চার নামাযের ব্যাপাওে সবাই একমত যে, জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ার পর সুন্নাত পড়া জায়িয নয়। কিন্তু ফজরের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রাহ.'র মতে মসজিদের কোণে কিংবা জামাআতের থেকে দূরে সুন্নাত পড়ে নিবে। তবে জামাআত ছুটে যাওয়ার আশংকা না থাকা। আর ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম মালিক রাহ.'র মতে অন্যান্য নামাযের মতো এ ক্ষেত্রেও জায়িয নয়। উপরিউক্ত আসাওে সাহাবা সনদেও বিচাওে সহিহ- এগুলো থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, ফজরের সুন্নাত জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ার পরও পড়ে নেওয়া বহু

সাহাবির তাআমুল বা কর্মপন্থা ছিল। তাছাড়া ফজরের সুন্নাত হচ্ছে, اكد السنن তথা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। অন্যরা ৫৯১ নং হাদিস দিয়ে প্রমাণ পেশ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারাও এ হাদিসের ওপর পরিপূর্ণভাবে আমল করেন না। কেননা, তাদেও দৃষ্টিতে জামাআত শুরু হওয়ার পরও ঘওে সুন্নাত পড়ে বের হয় তাহলে জায়িয হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই হাদিসের المكتوبة (ফরয) শব্দটি কাযা নামাযকেও শামিল রাখে, অথচ তাদেও মতে এটা জায়িয নয়। বুঝা গেল, হাদিস থেকে এটা 'খাস' করা হয়েছে। আর 'আম মাখসুস মিনহুল বা'য হাদিস' থেকে তাআমুলে সাহাবার ভিত্তিতে আরো কিছু বিষয় 'খাস' করে দিলে সমস্যা কী?

১৮৫– باب كراهة قضاء ركعتى الفجرِ قَبْلَ طلوعِ الشمس

অধ্যায়-১৮৫ : সূর্য উদয় হওয়ার আগে ফজরের সুন্নাতের কাযা আদায় মাকরূহ

৫৯৮. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصلاةِ بعدَ العصر حتى تغربَ الشمسُ، وعن الصلاةِ بعد الصبحِ حتى تطلعَ الشمسُ. رواه الشيخان.

৫৯৮। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পরে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত নামায পড়া থেকে নিষেধ করেছেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

৫৯৯. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: سَمِعْتُ غَيْرَ واحدٍ من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الْخطابِ، وكان أحَبَّهُمْ إلَىَّ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصلاةِ بعدَ الفجرِ حَتَّى تطلعَ الشمسُ، وبعْدَ العصر حَتَّى تغربَ الشمسُ. رواه الشيخان.

৫৯৯। হযরত ইবনে আবক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একাধিক সাহাবিকে -যাঁদের মধ্যে উমর রাযি.ও, আর তিনি আমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্ব- বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পরে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়া থেকে নিষেধ করেছেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

৬০০. عن نافعٍ عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: أنَّهُ صلى رَكْعَتَي الفجرِ بَعْدَ ما أضحى. رواه أبو بكر بن أبِى شيبة، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬০০। নাফি' রাহ.'র সূত্রে হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত পূর্বা□র প্রথম প্রহরে পড়েছেন। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ সহিহ।

١٨٦– باب قضاء رَكْعَتَي الفجرِ مع الفريضةِ

অধ্যায়-১৮৬ : ফরযের সঙ্গে ফজরের সুন্নাতও কাযা করবে

٦٠١. عن أَبِي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: عَرَّسْنا مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نستيقظْ حَتَّى طلعت الشمسُ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لِيَأخُذْ كُلُّ رجلٍ برأسِ راحلته، فإنَّ هذا مَنْزِلٌ حَضَرنا فيه الشيطانُ. قال: ففعلنا، ثُمَّ دعا بالْمَاءِ فتوضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقيمتِ الصلاةُ فَصَلَّى الغداة. رواه مسلمٌ.

৬০১। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (এক সফরে) আমরা শেষরাতে আরামের জন্যে অবতরণ করলাম। আমরা জাগতে জাগতে সূর্য উদয় হয় গেছে। তখন তিনি বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের বাহনজন্তুর মাথায় ধরে (সামনে বাড়ে); কেননা এস্থানে আমাদের কাছে শয়তান এসে গেছে। আবু হুরায়রা বলেন, আমরা তা-ই করলাম। অতপর পানি ডেকে নিয়ে উযু করলেন। দু'রাকআত সুন্নাত পড়লেন। তারপর নামাযের ইকামাত হলে তিনি ফজর আদায় করলেন। *(সহিহ মুসলিম)*

١٨٧– باب كراهة الصلاة فِى الأوقات الْمَكْروهة بمَكَّةَ

অধ্যায়-১৮৭ : মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে নামায পড়া মক্কায়ও মাকরূহ

٦٠٢. عن معاذبن عفراء رضى الله تعالى عنه: أَنَّهُ طافَ بعدَ العصرِ أو بعدَ الصبحِ ولَمْ يُصَلِّ، فَسُئِلَ ذلك فقال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبحِ حَتَّى تطلعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ. رواه إسحاق بن راهويه فِى (مسنده)، وإسنادُهُ حسنٌ.

قال النيموي: وقَدْ تَقَدَّمَتْ أحاديثُ كراهة الصلاة فِى الأوقات الْمَكْروهة.

৬০২। হযরত মুআয ইবনে আফরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি আসর কিংবা ফজরের পরে তাওয়াফ করলেন, কিন্তু (তাওয়াফের দু'রাকআত) নামায পড়লেন না। তাঁকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পরে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়া থেকে নিষেধ করেছেন। *(মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ)* এর সনদ হাসান।

আল্লামা নিমাওয়ি রাহ. বলেন, পাঁচ সময়ে নামায পড়া মাকরূহ হওয়া সংক্রান্ত হাদিসসমূহ পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত মুআয ইবনে আফরা রাযি.। আফরা তাঁর মাতার নাম। পিতার নাম হচ্ছে হারিস ইবনে রিফাআ। তিনি এবং তাঁর দুইভাই আওফ ও মুআওয়িয তিনজনই বদও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ভাতৃদ্বয় বদরেই শাহাদাত বরণ করেন। তিনি এবং মুআয ইবনে আমর ইবনুল জামূহ উভয় মিলে সেদিন আবু জাহলকে জাহান্নাম রাসিদ করেছিলেন। কারো মতে তিনিও সেদিন মারাত্মক আহত হন এবং সেই জখমের কারণে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন। কারো মতে তিনি উসমান রাযি.'র খিলাফাতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

١٨٨– باب يتنفل راكبًا مومئا خارجَ الْمِصْرِ إلى غَيْرِ القبلة

অধ্যায়-১৮৮ : শহরের বাইরে আরোহিত অবস্থায় কিবলাভিন্ন অন্যদিকে ফিরে ইশারা করে নফল পড়তে পারবে

٦٠٣. عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال: رأيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يصلى النوافِلَ على راحلته وهو متوجه إلى خَيْبَرَ. رواه مسلمٌ وأبو داودَ، وفِي روايةِ الدارمِي: على حِمارٍ.

৬০৩। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাহনজন্তুর উপর আরোহিত অবস্থায় 'খায়বারের' দিকে ফিরে নফল নামায আদায় করতে দেখেছি। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

দারাকুতনির বর্ণনায় রয়েছে: তিনি গাধার উপর ছিলেন।

٦٠٤. عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: رأيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يصلى النوافِلَ عَلَى راحلته فِي كُلِّ وجهٍ يومِئ إِيْماءً، ولكن يَخفض السجدتين عن الركوع. رواه ابن حبان فِي (صحيحه).

৬০৪। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাহনজন্তুর উপর আরোহিত অবস্থায় সবদিকে ফিরে ইশারা-ইঙ্গিতে নামায পড়তে দেখেছি, তবে রুকুর তুলনায় সিজদায় তিনি বেশি ঝুঁকতেন। *(সহিহ ইবনে হিবক্ষান)*

٦٠٥. عن عامر بن ربيعة رضى الله تعالى عنه قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يُسَبِّحُ، يومِئ برأسه قِبَلَ أيِّ وَجْه تَوَجَّهَ.

৬০৫। হযরত আমির ইবনে রাবিআ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাহনজন্তুর উপর আরোহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি। এটা যে দিকে ফিরত তিনিও সে দিকে ফিরে মাথা দ্বারা ইশারা করতেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

١٨٩– باب يتنفل قاعدًا مع القدرة على القيام

অধ্যায়-১৮৯ : দাঁড়াতে সক্ষম হওয়ার পরও বসে বসে নফল নামায পড়তে পারবে

٦٠٦. عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجلِ قاعدًا؟ فقال: مَنْ صلى قائمًا فهو أفضلُ، ومَنْ صلى قاعدًا فله نصفُ أجْرِ القائمِ، ومَنْ صلى نائمًا أو مضطجعاً فله نصف أجْرِ القاعد. رواه الْجَماعَةُ إلا مسلمًا.

৬০৬। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি মুসল্লি বসে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ইরশাদ করলেন, যে দাঁড়িয়ে পড়বে তার জন্যে সেটা উত্তম। যে বসে বসে পড়বে সে দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। আর যে শুয়ে কিংবা কাত হয়ে পড়বে সে বসে বসে আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। *(সহিহ বুখারি)*

٦٠٧. عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعًا: صلاةُ الرجلِ قاعِدًا نِصْفُ صلاةِ القائمِ. رواه مسلمٌ.

৬০৭। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বসে বসে আদায়কারীর নামায দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক (সওয়াবের হিসাবে)। *(সহিহ মুসলিম)*

١٩٠– باب فضلِ قيامِ رَمَضَانَ

অধ্যায়-১৯০ : কিয়ামে রামাযানের ফযিলত

٦٠٨. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ قامَ رمضانَ إيْمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه. رواه الْجَماعَةُ.

৬০৮। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রামাযানে যে ব্যক্তি ঈমান ও পূণ্য অর্জনের আশায় নামায পড়বে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٠٩. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ فِى قيامِ رمضانَ من غَيْرِ أنْ يأمُرَهم فيه بِعَزِيْمَةٍ فيقول: مَنْ قام رمضان إيْمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه. فتوفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثُمَّ كان الأمرُ عَلَى ذلك فِى خلافةِ أبِى بكرٍ رضى الله تعالى عنه وصَدْرًا من خلافة عمرَ رضى الله نعالى عنه عَلَى ذلكَ. رواه مسلمٌ.

৬০৯। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রামাযানে (তারাবিহের) নামায পড়ার প্রতি উৎসাহিত করতেন; তবে তাঁদেরকে অবশ্যপালনীয় কোনো আদেশ করতেন না। তিনি বলতেন, রামাযানে যে ব্যক্তি ঈমান ও পূণ্য অর্জনের আশায় নামায পড়বে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করে নিলেন আর বিষয়টি এভাবেই রয়ে গিয়েছিল। অতপর আবু বকর রাযি.'র খিলাফাত আমলে এবং উমার রাযি.'র খিলাফাতের শুরুর দিকে বিষয়টি এভাবে থেকে গিয়েছিল। *(সহিহ মুসলিম)*

١٩١– باب التراويح فِى جَماعَة

অধ্যায়-১৯১ : জামাআতের সাথে তারাবিহ আদায় করা

٦١٠. عن ثعلبة بن أبِى مالكِ القرظي رضى الله تعالى عنه قال: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ فِى رمضانَ فرأى ناسًا فِى ناحيةِ الْمَسْجِدِ يصلون، فقال: مايَصْنَعُ هؤلاء؟ قال قائلٌ: يا رسولَ الله! هؤلاءِ ناسٌ ليس معهم إلا القرآنُ، وأبَيُّ بن كعبٍ يقرأ وهم معه يصلونَ بصلاته. قال: قَدْ أحسنوا وأصابوا، ولَمْ يكره ذلك. رواه البيهقى فِى (الْمعرفة) وإسنادُهُ جيد، وله شاهدٌ دون الْحَسَنِ عن أبِى داود من حديثِ أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه.

৬১০। হযরত সা'লাবা ইবনে আবি মালিক আল কুরাযি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানে একরাতে বে হয়ে দেখলেন কিছু মানুষ মসজিদের কোণে নামায পড়ছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কী করছে? একজন বললেন, আল্লাহর রাসূল! এ সকল লোক কুরআনের হাফিয নয়, আর উবাই ইবনে কা'ব রাযি. কুরআন পড়তে পারেন, ফলে তারা তাঁর সঙ্গে নামায পড়ছে। তখন তিনি বললেন, তারা তো সঠিক ও সুন্দর কাজ করেছে এবং তিনি ওটাকে অপছন্দ করেননি। বায়হাকি *'আল মা'রিফা'*এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদ জায়্যিদ (ভালো তথা বিশুদ্ধ) এবং সুনানে আবু দাউদে হাসান পর্যায়ের চে' নিম্নে হযরত আবু হুরায়রা রাযি.'র একটি হাদিস এটার সমর্থনে রয়েছে।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত সা'লাবা ইবনে আবি মালিক আল কুরাযি রাযি.। তাঁর পিতা আবু মালিক (নাম আবদুল্লাহ ইবনে সাম) ইয়েমেন থেকে এসে কুরাইযা গোত্রের একজন মেয়েকে বিয়ে করেন; এ জন্যে তাদেরকে 'কুরাযি' বলা হয়। তিনি সাহাবি কি না- এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে মায়িন রাহ. বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। কারো মতে তিনি তাঁর নিকট হাদিস শ্রবণও করেছেন। ইবনে আবদুল বার রাহ. 'আল ইসতিআব'-এ, হাফিয ইবনে হাজার রাহ. 'আল ইসাবা'-এ তাঁর আলোচনা করেছেন।

٦١١. عن نوفل بن إياسٍ الْهذلى رضى الله تعالى عنه قال: كُنَّا نقومُ فِى عهدِ عمرَ بنِ الْخَطابِ رضى الله تعالى عنه فِى الْمَسجدِ فيتفرق هاهنا فرقةٌ وهاهنا فرقةٌ، وكان الناسُ يَميلونُ إلى أحسنهم صوتًا، فقال عمرُ: أراهُمْ قد اتَّخَذُوا القرآنَ أغانِى، أما واللهِ لَئِنْ استطعتُ لأُغَيِّرَنَّ، فَلَمْ يَمْكثْ إلا ثلاث ليالٍ حَتَّى أمرَ أُبَيًّا فَصَلَّى بِهِمْ. رواه البخاري فِى (خلق أفعال العباد) وابن سعيد وجعفر الفريابِى، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬১১। হযরত নাওফাল ইবনে ইয়াস আল হুযালি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হযরত উমার রাযি.'র খিলাফাত কালে মসজিদে (তারাবির) নামায আদায় করতাম। এখানে একদল, ওখানে আরেক দল। লোকেরা সর্বাধিক সুন্দর আওয়াজবিশিষ্ট ইমামের দিকে বেশি ঝুঁকতো। তখন উমার বললেন, আমার ধারণা হচ্ছে, তারা কুরআনকে গান বানিয়ে ফেলছে। অবশ্য আল্লাহর শপথ! আমি সক্ষম হলে তাদের (এ অবস্থা) পরিবর্তন করে দেব। তিনদিন যেতে না যেতেই তিনি উবাইকে নির্দেশ দিলেন আর উবাই লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতে লাগলেন। *(খালকু আফআলিল ইবাদ; ইমাম বুখারি)* এর সনদ সহিহ।

١٩٢– باب فِى التراويح بأكثر من ثَمانِى ركعات

অধ্যায়-১৯২ : তারাবির নামায আট রাকআতের চেয়ে বেশি

٦١٢. عن داود بن الْحُصين: أنه سَمِعَ الأعرجَ يقول: ما أدركتُ الناسَ إلا وهم يلعنون الكفرةَ فِى رمضانَ، قال: وكان القارئ يقرأ سورةَ البقرةِ فِى ثَمانِى ركعاتٍ، وإذا قامَ بِها فِى اثْنَتَى عشرةَ ركعةً رأى الناسُ أنه قد خَفَّفَ. رواه مالك، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬১২। দাউদ ইবনুল হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি আ'রাজ রাহ.কে বলতে শুনেছেন, আমি লোকদেরকে রামাযানে কাফিরদের ওপর অভিশাপ করতে দেখেছি। তিনি বলেন, তখন ইমাম সাহেব আট রাকআতেই সূরা আল বাকারা তিলাওয়াত করে নিতেন। আর যখন বার নম্বর রাকআতে দাঁড়াতেন তখন লোকেরা অনুভব করতো যে তিনি হালকা করে নিচ্ছেন। *(মুআত্তা মালিক)* এর সনদ সহিহ।

١٩٣– باب فِى التراويح بِعِشْرِينَ ركعةً

অধ্যায়-১৯৩ : তারাবির নামায বিশ রাকআত

٦١٣. عن يزيد بن خصيفة، عن السائبِ بن يزيد رضى الله تعالى عنه قال: كانوا يقومون عَلَى عَهْدِ عمرَ بنِ الْخَطابِ رضى الله تعالى عنه فِى شهرِ رمضانَ بعشرين ركعةً، قال: وكانوا يقرؤونَ بِالْمِئِيــنَ، وكانوا يَتَوَكَّؤُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ عَلَى عهدِ عثمانَ بن عفانَ من شدةِ القيامِ. رواه البيهقى، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬১৩। ইয়াযিদ ইবনে খুসায়ফা'র সূত্রে হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত উমার রাযি.'র যুগে লোকেরা রামাযানে বিশ রাকআত আদায় করত। তারা দুইশত আয়াত (পর্যন্ত) তিলাওয়াত করে নিত। আর হযরত উসমান রাযি.'র যুগে দাঁড়ানোর কষ্টের কারণে তারা লাঠির উপর ভর দিত। *(আস সুনানুল কুবরা; বাইহাকি)* এর সনদ সহিহ।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ রাযি.। উপনাম আবু ইয়াযিদ আল কিন্দি। হিজরতের দ্বিতীয় বছর জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে পিতার সঙ্গে বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেন। ৮০ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

٦١٤. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِى شهر رمضانَ فِى غَيْرِ جَماعَةٍ بعشرين ركعةً والوتر. رواه ابن أبى شيبة والبيهقى وغَيْرُهُما.

৬১৪। হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানে জামাআত ছাড়া বিশ রাকআত এবং বিতর আদায় করতেন। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)*

সনদ পর্যালোচনা: বিশিষ্ট মুহাক্কিক আলিমে দ্বীন, প্রখ্যাত হাদিস গবেষক, মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব হাফিযাহুল্লাহু তাআলা বলেন, এই হাদিসটি অন্যান্য প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থেও রয়েছে। যেমন আল মুনতাখাব মিন মুসনাদি আবদ ইবনে হুমাইদ ২১৮, হাদিস: ৬৫৩, আল মুজামুল কাবির, তাবারানি ১১/৩১১, হাদিস; ১২১০২, আল মুজামুল আওসাত, তাবারানি ১/৪৪৪, হাদিস: ৮০২, আত তামহিদ, ইবনে আবদুল বার ৮/১১৫, আল ইসতিযকার ৫/১৫৬।

এই হাদিসটির ব্যাপারে গায়রে মুকাল্লিদদের দাবি হল, এটি মাওযূ। কিন্তু যখন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল যে, কোনো হাদিসের ইমাম কিংবা অন্তত কোনো নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসের উদ্ধৃতিতে এর মাওযূ হওয়া প্রমাণ করুন, শুধু মৌখিক দাবিতে কাজ হবে না, তখন তারা এর কোনো উদ্ধৃতি দিতে সক্ষম হননি।

এটা ঠিক যে, একদল মুহাদ্দিস এর সনদকে যয়িফ বলেছেন। কেননা এর সনদে ইবরাহিম ইবনে উসমান নামক একজন রাবি রয়েছেন যিনি যয়িফ। মনে রাখতে হবে যে, অগ্রগণ্য মতানুসারে ইবরাহিম ইবনে উসমানকে চরম যয়িফ বা মাতরূক-পরিত্যাজ্য বলা ঠিক নয়। দেখুন: আল কামিল, ইবনে আদি ১/৩৮৯-৩৯২, তাহযিবুত তাহযিব ১/১৪৪, ই'লাউস সুনান ৭/৮২-৮৪, রাকাআতে তারাবি, মুহাদ্দিস হাবিবুর রাহমান আযমি ৬৩-৬৯, রিসালায়ে তারাবিহ, মাওলানা গোলাম রাসূল (আহলে হাদিস আলিম) ২৪-২৫

মাওযূ ও যয়িফের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য। মাওযূ তো হাদিসই নয়, মিথ্যুকরা একে হাদিস নামে চালিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে মাত্র। আর যয়িফ অর্থ হল বিবরণটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। বলাবাহুল্য, সনদের কিছুটা দুর্বলতার কারণে বিবরণটিকে ভিত্তিহীন বলে দেওয়া যায় না। উসূলে হাদিসের নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হল, যয়িফ দুই প্রকার- এক. যে যয়িফ সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াতটির বক্তব্যও শরিআতের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক। এ ধরনের যয়িফ কোনো অবস্থাতেই আমলযোগ্য নয়। দুই. যে রেওয়ায়াতটি 'যয়িফ' সনদে বর্ণিত; কিন্তু তার বক্তব্যের সমর্থনে শরিআতের অন্য দলিল-প্রমাণ রয়েছে। মুহাক্কিক মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের সিদ্ধান্ত হল, এ ধরনের রেওয়ায়াতটিকে 'যয়িফ' বলা হলে তা হবে শুধু 'সনদ' এর বিবেচনা এবং নিছক নিয়মের বক্তব্য। অন্যথায় বক্তব্য ও মর্মের বিচারে এটি সহিহ।

বিশ রাকআত তারাবি বিষয়ক এই রেওয়ায়াতটি এ ধরনের। অর্থাৎ শুধু সনদের বিবেচনায় দুর্বল; কিন্তু এর বক্তব্যের সমর্থনে বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী দলিলের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় এ ধরনের যয়িফকে الضعيف المتلقى بالقبول বলে, অর্থাৎ 'এমন হাদিস যার সনদ যয়িফ, কিন্তু এর বক্তব্য অনুযায়ী সাহাবা যুগ থেকে গোটা উম্মতের আমল ছিল।' এই যয়িফ হাদিস সম্পর্কে উসূলে হাদিসের সিদ্ধান্ত হল, তা সহিহ এবং দু এক সূত্রে বর্ণিত সাধারণ সহিহ হাদিসের তুলনায় এর স্থান ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।

٦١٥. عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناسُ يقومون فِي زمانِ عُمَرَ بنِ الْخَطابِ رضى الله تعالى عنه فِي رمضانَ بثلاث وعشرين ركعةً. رواه مالكٌ، وإسنادُهُ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ.

৬১৫। ইয়াযিদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত উমার রাযি.'র যুগে রামাযানে লোকেরা তেইশ রাকআত আদায় করত। *(মুআত্তা মালিক)* হাদিসটি সনদের বিচারে একটি শক্তিশালী মুরসাল হাদিস।

٦١٦. عن أَبِى الْخصيب رضى الله تعالى عنه قال: كان يَؤُمُّنا سويدُ بن غفلةَ فِي رمضانَ، فَيُصَلِّى خَمْسَ ترويْحات عشرين ركعةً. رواه البيهقى، وإسنادُهُ حسنٌ.

৬১৬। আবুল খুসাইব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রামাযানে হযরত সুওয়াইদ বিন গাফালা রাযি. আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি পাঁচ তারবিহে (বিরতি) বিশ রাকআত আদায় করতেন। *(আস সুনানুল কুবরা, বাইহাকি)* এর সনদ হাসান।

٦١٧. عن نافع عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: كان ابنُ أبِى مليكةَ يُصَلِّى بنا فِى رمضانَ عشرين ركعةً. رواه أبو بكر بن أبِى شيبةَ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

قال النيموي: وفِى البابِ رواياتٌ أخرى، أكثرها لا تَخْلُو عن وَهْنٍ لكنَّ بَعْضَها يُقَوِّى بَعْضًا.

৬১৭। নাফি'র সূত্রে হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনে আবি মুলাইকা রাযি. রামাযানে আমাদেরকে নিয়ে বিশ রাকআত আদায় করতেন। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ সহিহ।

আল্লামা নিমাওয়ি রাহ. বলেন, এ বিষয়ে আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে, অধিকাংশটাই দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়, তবে একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: মুসলিম উম্মাহর নির্ভরযোগ্য সকল আলিমের মতে তারাবির নামায বিশ রাকআত বা তার চেয়েও বেশি। বিশ রাকআতের কম তারাবি- নবআবিষ্কৃত একটি অদ্ভূত দাবি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও তিন বার মসজিদে এসে তারাবি জামাআতের সঙ্গে পড়েছেন, কিন্তু তিনি রাকআত সংখ্যা নির্ধারণ করেননি। বস্তুত হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযি.'র খিলাফতকালে আনুষ্ঠানিকভাবে তারাবি পড়া শুরু হয় এবং তখন বিশ রাকআত তারাবি ছিল। ইয়াযিদ ইবনে রূমান বলেন, كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث و عشرين ركعة. 'উমার ইবনুল খাত্তাব রাযি.'র যুগে সাহাবায়ে কেরাম রামাযানে তেইশ রাকআত নামায আদায় করতেন।' (মুআত্তা মালিক) তা ছাড়া হযরত উসমান ও আলি রাযি.'র যুগেও তারাবি বিশ রাকআত আদায় করা হত। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে বলে গেছেন, عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، و عضوا عليها بالنواجذ ... 'আমার সুন্নাহ এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নাহকে অবলম্বন করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে রাখবে।' (সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযি) অন্যদিকে যেহেতু এই বিশ রাকআত তারাবি মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের উপস্থিতিতে আদায় করা হত এবং তাঁরা এতে কোনো আপত্তি করেননি তো বুঝা গেল এ ব্যাপারে মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই এটা দলিলের ভিত্তিতে এবং নবিজি থেকে প্রাপ্ত কোনো নির্দেশনার ভিত্তিতেই এরূপ করে থাকবেন; যাকে পরিভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে 'মারফু হুকমি' বলা যায়। তারপর এই বিশ রাকআত তারাবির ওপর সাহাবা যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্মধারা জারি হয়েছে। এটাকে পরিভাষায় 'সুন্নাতে মুতাওয়ারাসা' বলা হয়; যার প্রামাণ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা শুধু মৌখিক বর্ণনাসূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে অনেক শক্তিশালী। উপরন্তু এ বিষয়ে একটি মারফু হাদিসও রয়েছে। ৬১৪ নং বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.'র হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। এ বর্ণনার সনদে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও হাদিসটি متلقى بالقبول হওয়ার কারণে এটার ওপর আমল করতে কোনো সমস্যা নেই। বরং এ ধরনের যয়িফ হাদিসের ওপর আমল করা একটি স্বীকৃত বিষয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেটা ওয়াজিবও হতে পারে। যাহোক, উপরিউক্ত পাঁচ ধরনের অকাট্য দলিল এবং শেষোক্ত মারফু হাদিসটির ভিত্তিতে তারাবির রাকআত সংখ্যা বিশ। অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরামের মাযহাবও হানাফিদের মতোই। মালিকি মাযহাবে যদিও এই বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে, তবে তা রাকআত সংখ্যা বিশ থেকে কম হওয়ার বিষয়ে নয়। তাদের নিকট বিতরসহ তারাবির সর্বমোট রাকআত সংখ্যা ৩৯।

ইসতি'নাসঃ হাফিয ইবনে তাইমিয়া রাহ. লিখেছেন, এটা প্রমাণিত যে, উবাই ইবনে কা'ব রাযি. রামাযানের তারাবীতে লোকদের নিয়ে বিশ রাকআত পড়তেন এবং তিন রাকআত বিতর পড়তেন। তাই বহু আলিমের সিদ্ধান্ত, এটিই সুন্নাত। কেননা উবাই ইবনে কা'ব রাযি. মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণের উপস্থিতিতে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়িয়েছেন এবং কেউ তাতে আপত্তি করেনি। (মাজমূউল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা-১১২, খন্ড-২৩)

সায়্যিদ সাবিক বলেন, "একথা সহীহ সনদে প্রমাণিত যে, হযরত উমর রাযি., হযরত উসমান রাযি., হযরত আলী রাযি.'র যুগে মানুষেরা তারাবীর নামায বিশ রাকআতই পড়তেন। আর এটাই হানাফী, হাম্বলী ও দাউদ যাহিরী প্রমুখ বিরাট সংখ্যক ফকীহদের মাযহাব। ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেন, উমর রাযি., আলী রাযি., প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত তারাবীর নামায বিশ রাকআতের ওপরই অধিকাংশ আহলে ইলমের আমল। আর এটা সুফয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফিয়ীর রায়। ইমাম শাফিয়ী রাহ. বলেন, আমি মক্কার সমস্ত লোকদেরকে তারাবির নামায বিশ রাকাআতই পড়তে দেখেছি"। (ফিকহুস সুন্নাহ, ১/১৭৪, দারুল ফিকর বৈরুত ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৩ হি.)।

বর্তমানে বিভিন্ন মহলে তারাবীহর বিশ রাকআত নিয়ে কত যে বিবাদ-বিসম্বাদ, লিফলেটবাজী, চ্যালেঞ্জবাজী হচ্ছে তার হিসাব কে রাখে? অথচ তাদেরই ইবনে তাইমিয়া রাহ. স্পষ্টভাষায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বিশ রাকআত তারাবীহ সাহাবীদের ইজমা (ঐকমত্য) দ্বারা প্রমাণিত। তবে কেন হানাফীদের বিরুদ্ধে বিদআতের অপবাদ? মূলত এই সালাফীরাই সর্বপ্রথম আট রাকাআত তারাবীহর বিদআত চালু করেছেন। কেননা তাদের আত্মপ্রকাশের পূর্বে কোথাও আট রাকাআত তারাবীহ পড়া হয়নি।

١٩٤– باب قضاء الفوائت

অধ্যায়-১৯৪ : ছুটে যাওয়া নামাযগুলো কাযা পড়া

٦١٨. عن أنس بن مالكٍ رضى الله تعالى عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ نَسِيَ صلاةً فَلْيُصَلِّ إذا ذَكَرَها، لا كَفَّارَةَ لَهَا إلا ذلكَ. (وأَقِمِ الصلاةَ لِذِكْرِي). [طه].رواه الْجَماعَةُ.

৬১৮। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে কোনো নামায ভুলে ছেড়ে দিল সে যেন স্মরণ হওয়ার পর তা পড়ে নেয়। এ ছাড়া তার ওপর কোনো ধরনের কাফফারা নেইঃ "আমার স্মরণে তুমি নামায কায়েম কর।" [সূরা তা-হাঃ ১৪] *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦١٩. عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما: أنَّ عمر بن الْخَطاب رضى الله تعالى عنه جاء يومَ الْخندق بَعْدَ ما غَرَبَت الشمسُ، فجعل يَسُبُّ كفارَ قريشٍ قال: يا رسولَ الله! ما كدْتُ أُصَلِّي العصرَ حَتَّى كَادَت الشمسُ تغرب، قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: والله ما صَلَّيْتُها. فَقُمْنا إلى بطحانَ، فتوضأ للصَلاة وتوضأنا لَها، فصلى العصر بعد ما غربتِ الشمسُ، ثُمَّ صلى بعدَها الْمَغْرِبَ. رواه الشيخان.

৬১৯। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত উমার রাযি. খনদক যুদ্ধের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর কাফিরদের গালতে গালতে এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে কোনো মতে আসর আদায় করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তো পড়তেই পারিনি। ফলে আমরা 'বুতহানে' গিয়ে তিনি এবং আমরা নামাযের জন্যে উযু করলাম। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তিনি আসর পড়লেন, তারপর মাগরিব আদায় করলেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٢٠. عن عبدالله بن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: أنه كان يقول: مَنْ نَسِيَ صلاةً فَلَمْ يَذْكُرْها إلا وهو مع الإمامِ، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاةَ التِي نسيَ، ثُمَّ ليصل بعدها الأخرى. رواه مالكٌ فِي (الْمُوطأ)، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬২০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, যে কোনো নামায ভুলে ছেড়ে দিল। আর ইমামের সঙ্গে নামায আদায় করাবস্থায় তার ওই নামাযের কথা স্মরণ হলো, ইমামের সালাম ফিরানোর পর সে যেন ছুটে যাওয়া নামায পড়ে নেয়, তারপর অন্য নামায পড়বে। *(মুআত্তা মালিক)* এর সনদ সহিহ।

٦٢١. عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهما أن الْمُشركينَ شغلوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يومَ الْخَندقِ حَتَّى ذهبَ من الليلِ ما شاء اللهُ، فأمرَ بلالاً، فأذّنَ، ثُمَّ أقامَ، فصلى الظهر، ثُمَّ أقامَ فصلى العصرَ، ثُمَّ أقام فصلى الْمغربَ، ثُمَّ أقامَ فصلى العشاءَ. رواه أحمد والترمذي والنسائى.

৬২১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, মুশরিকরা খন্দক যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চারটি নামায থেকে ব্যস্ত (বিরত) রেখে দিল, এমনকি রাতের কিছু অংশ চলে গেল। তখন বিলাল রাযি.কে তিনি আদেশ করলেন। বিলাল আযান-ইকামাত দিলে তিনি যুহর পড়লেন, তারপর ইকামাত দিলে তিন আসর পড়লেন, তারপর ইকামাত দিলে তিনি মাগরিব আদায় করলেন, অতপর ইকামাত দিলে তিনি ইশা আদায় করলেন। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে তিরমিযি, নাসায়ি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এ সকল হাদিস থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কারো নামায ছুটে গেলে পরবর্তীতে তা কাযা করা জরুরি। আর অতীত জীবনে ছুটে যাওয়া নামাযগুলো কাযা করা করাকে 'কাযায়ে উমরি' বলা হয়। কিন্তু এখনকার কিছু লোক 'কাযায়ে উমরি'র কথা হাদিসে নেই বলে প্রচার করতে চাচ্ছেন- যা বাস্ত বতার সম্পূর্ণ বিপরীত। শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি হাফিযাহুল্লাহ'র কাছে একলোক 'ড. ফারহাত হাশিমি' নামক একজন মহিলার এ ধরনের দাবি'র সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বিস্ত ারিত জবাব লিখেন। 'ফিকহি মাকালাত'-এর ৪র্থ খণ্ডে হযরতের এ সংক্রান্ত ফতওয়াটি বিবৃত হয়েছে। পাঠক সেটা দেখে নিতে পারেন।

١٩٥- باب سجود السهو بعدَ السلامِ

অধ্যায়-১৯৫ : সিজদায়ে সাহু সালামের পর

٦٢٢. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم انصرفَ من اثنتين، فقال له ذواليدين: أقصرت الصلاةُ أم نسيتَ يارسولَ الله! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَصَدَقَ ذوالْيَدَيْنِ ؟ فقال الناس: نعم، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فسجدَ مِثْلَ سجوده أو أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ. رواه الشيخان.

৬২২। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকআতের মাথায় সালাম ফিরিয়ে দিলেন। তখন যুলইয়াদাইন বলে উঠলেন, নামায সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল নাকি আপনি ভুলে গেলেন হে আল্লাহর রাসূল!? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, যুলইয়াদাইন কি বাস্তব বলছেন? লোকেরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি দাঁড়িয়ে আরো দু'রাকআত পড়ে নিলেন, তারপর সালাম ফিরিয়ে তাকবির বললেন, এবং স্বাভাবিক কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করে মাথা তুললেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٢٣. عن عبدِالله بن جعفر رضى الله تعالى عنه: أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ شَكَّ فِى صلاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بعدَ ما سَلَّمَ. رواه أحمدُ وأبو داود والنسائى والبيهقى، وقال: إسنادُهُ لا بأسَ به.

৬২৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার নামাযে সন্দীহান হয়ে পড়ে সে যেন সালামের পর দু'টি সিজদা (সাহু) করে। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ি)* বায়হাকি বলেন, এটার সনদে কোনো সমস্যা নেই।

٦٢٤. عن علقمة رضى الله تعالى عنه: أنَّ ابْنَ مسعودٍ رضى الله تعالى عنه سَجَدَ سَجْدَتَى السهوِ بَعْدَ السلامِ، وذَكَرَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذلكَ. رواه ابن ماجة وآخرونَ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬২৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. সালামের পর দু'টি সিজদায়ে সাহু করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)* এর সনদ সহিহ।

٦٢٥. عن قتادَةَ عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال فِى الرجلِ يَهِمُ فِى صلاتِهِ لا يدري أزادَ أم نقص؟ قال: يسجد سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مايُسَلِّمُ. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ حسنٌ.

৬২৫। কাতাদা'র সূত্রে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, যে নামাযে সন্দেহে পড়ে যায়; সে বাড়িয়ে দিল না কমিয় ফেলল? তার সম্পর্কে তিনি বলেন, সালামের পর সে দু'টি সিজদা করবে। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ হাসান।

٦٢٦. عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: سَجْدَتا السهوِ بَعْدَ السلامِ. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ حسنٌ.

৬২৬। আমর ইবনে দিনার'র সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সিজদায়ে সাহু সালামের পর হবে। *(শারহু মাআনিল আসার)* এর সনদ হাসান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: সিজদায় সাহু সালামের পূর্বে হবে না পরে- এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে সর্বাবস্থায় সিজদায়ে সাহু সালামের পরে হবে। ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে সর্বাবস্থায় সালামের পূর্বে হবে। ইমাম মালিক রাহ.'র মতে নামাযে কোনো কিছু কমিয়ে দিলে সিজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে আর বাড়িয়ে দিলে সালামের পওে হবে, সংক্ষেপে বলা হয়- القاف بالقاف و الدال بالدال আর ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে সিজদায়ে সাহু আদায় করেছেন সেসব ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে আর যেসব ক্ষেত্রে সালামের পরে আদায় করেছেন সেসব ক্ষেত্রে সালামের পরে সিজদা করবে। এবং যেসব ক্ষেত্রে তাঁর নিকট থেকে কোনো কিছু বর্ণিত নয় সেসব ক্ষেত্রে শাফিয়ি রাহ.'র মাযহাব মতো সালামের আগে হবে। বস্তুত হানাফিদের পক্ষে কাওলি ও ফি'লি উভয় ধরনের দলিল রয়েছে আর তাঁদের পক্ষে শুধু ফি'লি দলিল। আর এ কথা স্বীকৃত যে, ফি'লি হাদিসের তুলনায় কাওলি হাদিস অগ্রগণ্য।

١٩٦- باب ما يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَي السهوِ ثُمَّ يُسَلِّمُ

অধ্যায়-১৯৬ : প্রথমে (একদিকে) সালাম ফিরাবে, তারপর সিজদায়ে সাহু দুটো আদায় করবে, তারপর সালাম ফিরাবে

٦٢٧. عن علقمةَ قال: قال عبدُ الله رضى الله تعالى عنه: صلى النبى صلى الله عليه وسلم- قال إبراهيم: لاندري زاد أم نقص- فلما سلم قيل له: يا رسولَ الله! أَحَدَثَ فِى الصلاةِ شيئٌ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صَلَّيْتَ كذا وكذا، فَثَنَى رِجْلَهُ واسْتَقْبَلَ القبلةَ، وسجد سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدثَ فِى الصلاةِ شَيءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ به ولكن إنَّما أنا بشر مثلكم، أنْسَى كما تَنْسَونَ، فإذا نَسِيْتُ فَذَكِّرُونِى، وإذا شكَّ أحدُكُمْ فِى صلاتِه فَلْيَتَحَرَّ الصوابَ، فَلْيُتِمَّ عليه، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يسجدُ سَجْدَتَيْنِ. رواه البخاري فِى باب التوجه إلى القبلة، وآخرون.

৬২৭। আলকামা'র সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে ভুলবশত বেশি বা কম করলেন, রাবি ইবরাহিম বলেন - কম করলেন না বেশি করলেন সেটা আমার জানা নেই- সালাম ফিরানোর পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহর রাসূল! নামায সম্পর্কে নতুন কোনো হুকম এসেছে কি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওটা আবার কী? তাঁরা বললেন, আপনি তো নামায এত রাকআত পড়েছেন! অতপর তিনি পাদ্বয় ঘুরিয়ে কিবলামুখী হয়ে দুই সিজদা করে সালাম ফিরালেন। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, নামায

সম্পর্কে নতুন কোনো হুকম নাযিল হলে অবশ্যই আমি তা তোমাদেরকে জানাতাম। কিন্তু আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ, তাই তোমরা যেভাবে ভুলে যাও আমিও (কখনো) ভুলে যাই। কাজেই আমি যখন ভুল করব তখন তোমরা অবশ্যই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। নামায আদায়কালে তোমাদের কেউ যদি সন্দীহান হয়ে পড়ে তাহলে সে যেন চিন্তা-ভাবনা করে যা সঠিক মনে করে তার ওপর ভিত্তি রেখে নামায পূর্ণ করে। অবশেষে সালাম ফিরিয়ে সাহুর দু'টি সিজদা আদায় করে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٢٨. عن أبِي قلابةَ عن عمرانَ بن حصين رضى الله تعالى عنه قال فِي سَجْدَتَى السهوِ: يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ. رواه الطحاوي وإسنادُهُ حسنٌ.

৬২৮। আবু কালাবা'র সূত্রে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, সিজদায়ে সাহু সম্পর্কে তিনি বলেন, সালাম করে সিজদা করবে, তারপর (নামায সমাপ্তির) সালাম ফিরাবে। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ হাসান।

١٩٧– باب سجدة التلاوة

অধ্যায়-১৯৭ : সিজদায়ে তিলাওয়াত

٦٢٩. عن أبِي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابنُ آدمَ السجدةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشيطانُ يَبْكِي، يقول: يا ويلَهُ، أُمِرَ ابنُ آدمَ بالسجودِ فَسَجَدَ فله الْجَنَّةُ، وأُمِرْتُ بالسجودِ فأبَيْتُ فَلِي النارُ. رواه مسلمٌ.

৬২৯। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বনি আদম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সে (নিজে) সিজদা করে নেয় তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে একথা বলে সরে যায় যে, ধক্ষংশ! বনি আদমকে সিজদার হুকম করা হলে সে সিজদা করে জান্নাত লাভ করল আর আমাকে সিজদার হুকম করা হলে আমি অস্বকৃতি জানিয়ে আমার ভাগ্যে জাহান্নাম আসল। *(সহিহ মুসলিম)*

٦٣٠. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بالنجمِ وسجد معه الْمُسلمون والْمُشركون والْجِنُّ والإنسُ. رواه البخاري.

৬৩০। হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আন নাজমে সিজদা করলেন এবং তাঁর সাথে মুসলিম, মুশরিক, মানুষ ও জিন সবাই সিজদা করল। *(সহিহ বুখারি)*

٦٣١. عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: قرأ النبى صلى الله عليه وسلم النجمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فيها، وسجد مَنْ معهُ، غَيْرَ شيخٍ أخذ كَفًّا من حِصىً أوتراب، ورَفَعَهُ إلى جبهتِهِ، وقال: يكفينِى هذا، فرأيتُهُ بعد ذلكَ قُتِلَ كافِراً. رواه الشيخان.

৬৩১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় সূরা আন নাজম তিলাওয়াত করে তাতে সিজদা করলেন এবং তাঁর সাথে যারা ছিল তারাও সিজদা করল; একজন বৃদ্ধ ব্যতীত সে এক মুষ্টি কঙ্কর কিংবা মাটি নিয়ে তার কপালে লাগিয়ে বলল, আমার জন্যে এটাই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ বলেন, পরবর্তীতে কাফির অবস্থায়ই নিহত হতে আমি তাকে দেখেছি।*(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٣٢. عن أبِى سلمةَ رضى الله تعالى عنه قال: رأيتُ أباهريرة رضى الله تعالى عنه قرأ (إذا السماء انشقت) فَسَجَدَ بِها، فقلتُ: يا أباهريرة! لِمَ أراكَ تسجدُ ؟ قال: لولَمْ أرَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ لَمْ أسْجُدْ. رواه الشيخان.

৬৩২। হযরত আবু সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাযি.কে দেখলাম, তিনি সূরা ইনশিকাক তিলাওয়াত করে তাতে সিজদা করেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, আবু হুরায়রা! আপনাকে সিজদা করতে দেখলাম, কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করতে না দেখলে আমি সিজদা করতাম না। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু সালামা রাযি.। আবু সালামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ আল মাখযুমি আল কুরাশি। তিনি উপনামেই প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে তিনি নবিপত্নি উম্মুল মু'মিনিন উম্মে সালামা রাযি.'র স্বামী ছিলেন। বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। ৪ হিজরিতে মদিনায় তিনি ইন্তিকাল করেন।

١٩٨– باب صلاة الْمَرِيض

অধ্যায়-১৯৮ : অসুস্থ ব্যক্তির নামায

٦٣٣. عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى مرضه خَلْفَ أَبِى بكرٍ رضى الله تعالى عنه قاعِدًا فِى ثوبٍ متوحشًا فيه. رواه الترمذي وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

৬৩৩। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুরোগের সময় আবু বকরের পেছনে একটি কাপড় বগলের নিচ দিয়ে বের করে কাঁধের উপর রেখে বসে বসে নামায আদায় করেছেন। *(সুনানে তিরমিযি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটি একটি হাসান সহিহ হাদিস।

٦٣٤. عن عمران بن حصينٍ رضى الله تعالى عنه قال: كانَتْ لِى بواسِيْرُ، فسألتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لَمْ تستطع فقاعِدًا، فإن لَمْ تستطعْ فَعَلَى جَنْب. رواه الْجَماعَةُ إلا مسلمًا.

وزاد النسائى: فإن لَمْ تستطع فَمُسْتَلْقِيًا، لايُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلا وُسْعَها.

৬৩৪। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার অর্শ্বরোগ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (এব্যাপারে) জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে নামায পড়। সক্ষম না হলে বসে বসে পড়। তাতেও সক্ষম না হলে শুয়ে শুয়ে পড়। *(সহিহ বুখারি)*
নাসায়ির বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে: যদি তাও না পারো তাহলে চিত হয়ে নামায পড়। আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যের বাহিরে নির্দেশ দেন না।

৬৩৫। নাফি' রাহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. বলতেন, অসুস্থ ব্যক্তি সিজদা করতে সক্ষম না হলে মাথা দ্বারা ইশারা করবে, তবে কপালে কোনো কিছু উঠাবে না। *(মুআত্তা মালিক)*

أبْوابُ صلاةِ الْمُسافِرِ

মুসাফিরের নামায প্রসঙ্গে অধ্যায়সমূহ

١٩٩- باب صلاةِ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

অধ্যায়-১৯৯ : সফরের নামায দু'রাকআত

٦٣٦. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: صَلَّيْتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الظهرَ بالْمَدينةِ أرْبعًا، والعصرَ بذي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. رواه مسلم وأبوداود.

৬৩৬। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমি মদিনায় যুহর চার রাকআত আদায় করলাম, আর যুল হুলায়ফায় গিয়ে আসর দু'রাকআত। *(সহিহ মুসলিম)*

٦٣٧. عن عائشة رضى الله تعالى عنها زوجِ النبى صلى الله عليه وسلم: أنَّها قالتْ: فُرِضَتِ الصلاةُ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضرِ والسفرِ، فأُقِرَّتْ صلاةُ السفرِ، وزِيدَ فِى صلاةِ الْحَضرِ. رواه الشيخان.

৬৩৭। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরে-সফরে (বাড়িতে-বাহিরে) নামায দু'রাকআত করে ফরয করা হয়েছিল। পরে সফরের নামায (রাকআত সংখ্যা) বহাল থাকল আর হযরের নামাযে বৃদ্ধি করা হলো। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٣٨. عن عمرَ رضى الله تعالى عنه قال: صلاةُ السفر ركعتانِ، وصلاةُ الْجمعة والفطر ركعتانِ، والأضحى ركعتانِ، تَمامٌ غَيْرُ قصرٍ عَلَى لسانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجة والنسائى وابن حبان، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৩৮। হযরত উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সফরের নামায দু'রাকআত, জুমুআ ও ঈদুল ফিতরের নামায দু'রাকআত এবং ঈদুল আযহার নামায দু'রাকআত, এটা পূর্ণ নামায সংক্ষিপ্ত নয়; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা মতো। *(সুনানে নাসায়ি, ইবনে মাজাহ)* এর সনদ সহিহ।

٦٣٩. عن عبدالله بن عمرَ رضى الله تعالى عنهما، قال: صَحِبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فِى السفرِ فَلَمْ يَزِدْ على ركعتين حَتَّى قَبَضَهُ الله تعالى، وصَحِبْتُ أبابكرٍ فَلَمْ يَزِدْ على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصَحِبْتُ عمرَ فَلَمْ يزِدْ على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، ثُمَّ صَحِبْتُ عثمانَ فلم يزِدْ على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وقدقال الله تعالى: (لقد كان لكم فِيهم أُسْوَةٌ حسنةٌ) [الْمُمْتحنة]. رواه مسلمٌ والبخاري مختصرا.

৬৩৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সফরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য গ্রহণ করেছি, তো মৃত্যু পর্যন্ত তিনি দু'রাকআত থেকে বৃদ্ধি করেননি। আবু বকরের সাহচর্য গ্রহণ করলাম তিনিও মৃত্যু পর্যন্ত দু'রাকআত থেকে বৃদ্ধি করেননি। উমারের সাহচর্য গ্রহণ করলাম তিনিও মৃত্যু পর্যন্ত দু'রাকআত থেকে বৃদ্ধি করেননি। অতপর উসমানের সাহচর্য গ্রহণ করলাম তিনিও মৃত্যু পর্যন্ত দু'রাকআত থেকে বৃদ্ধি করেননি। আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় তাঁদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ।" [সূরা আল মুমতাহিনা] *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٤٠. عن أَبِي حرب بن أَبِي الأسودِ الدؤلي: أنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ لَمَّا خَرَجَ من البصرةِ صَلَّى الظهرَ أربعًا، ثُمَّ قال: لَوْ جاوَزْنا هذا الْخُصَّ قَصَرْنا. رواه ابنُ أَبِي شيبة فِي (مصنفه).

৬৪০। আবু হারব ইবনে আবুল আসওয়াদ আদ দুআলি থেকে বর্ণিত, হযরত আলি রাযি. যখন বসরা থেকে বের হলেন তখন যুহর চার রাকআত আদায় করলেন এবং বললেন, এই জনপদ অতিক্রম করলেই আমরা কসর করতে পারব। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: সফরের অবস্থায় কসর ওয়াজিব না জায়িয- এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে কসর ওয়াজিব এবং 'ইতমাম' (পূর্ণ নামায তথা চার রাকআত আদায়) করা জায়িয নয়। ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে কসর রুখসত মাত্র এবং ইতমাম শুধু জায়িযই নয়, বরং তা উত্তম বটে। আর ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ রাহ. থেকে উভয় মাযহাব অনুযায়ী মত বর্ণিত আছে।

٢٠٠ – باب مَنْ قَدَّرَ مسافةَ القصرِ بأربعة بُرُد

অধ্যায়-২০০ : যারা কসরের দূরত্ব চার বারিদ নির্ধারণ করেছেন

٦٤١. عن عطاء بن أَبِي رباحٍ: أن ابن عمرَ وابنَ عباسٍ رضى الله تعالى عنهما كانا يُصَلِّيانِ ركعتين، ويُفْطِرانِ فِي أربعة بُرُدٍ فما فَوْقَ ذلك. رواه البيهقى وابن الْمُنذرِ بإسناد صحيحٌ.

৬৪১। আতা ইবনে আবি রাবাহ রাহ. থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে উমার ও ইবনে আবক্কাস রাযি. উভয়জন চার বারিদ বা ততোধিকের সফরে নামায দু'রাকআত আদায় করতেন এবং রোযা ছেড়ে দিতেন। *(আস সুনানুল কুবরা; বাইহাকি)* এর সনদ সহিহ।

٦٤٢. وعنه عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: أنه سُئِلَ: أَتَقْصُرُ للصلاةِ إلى عرفةَ ؟ قال: لا، ولكن إلى عُسْفانَ، وإلى جدة، وإلى الطائفِ. أخرجه الشافعى رحمه الله تعالى، وقال الْحافظُ فِي (التلخيص): إسنادُهُ صحيحٌ.

৬৪২। এবং তাঁর সূত্রে বর্ণিত, হযরত ইবনে আবক্কাস রাযি.কে জিজ্ঞেস করা হলো, আরাফা পর্যন্ত (সফর করলে) কসর করবেন? তিনি বললেন, না, বরং উসফান, জিদ্দা কিংবা তায়িফ পর্যন্ত। *(মুসনাদে ইমাম শাফিয়ি)* হাফিয ইবনে হাজার *'আত তালখিস'*এ বলেন, এর সনদ সহিহ।

٦٤٣. عن سالِم بن عبد الله، عن أبيه: أنه رَكِبَ إلى ريـــم فقصر الصلاةَ فِي مسيرةِ ذلكَ. وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৪৩। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ'র সূত্রে তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি 'রিমের' দিকে সফর করলেন এবং এ পরিমাণ সফরে তিনি কসর করলেন। এর সনদ সহিহ।

٦٤٤. وعنه: أنَّ عبدَ الله بن عمرَ رضى الله تعالى عنهما رَكِبَ إلى ذاتِ النصبِ، فقصرالصلاةَ فِي مَسِيْرَةِ ذلك. رواه مالكٌ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৪৪। এবং তাঁর সূত্রে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. যাতুন নসবে সফর করলেন এবং ওই পরিমাণ সফরে তিনি কসর করলেন। *(মুআত্তা মালিক)* এর সনদ সহিহ।

শব্দবিশ্লেষণ: 'বারিদ': ১২ মাইলে ১ বারিদ হয়। তাহলে ৪ বারিদ= ৪৮ মাইল। আর কিলোমিটারের হিসাবে ৪৮ মাইল প্রায় সাড়ে ৭৭ কিলোমিটারের সমান।

উল্লেখ্য যে, মক্কা ও জিদ্দার মধ্যবর্তী দূরত্ব হল ৭২ কিলোমিটার। মক্কা ও তায়িফের দূরত্ব ৮৮ কিলোমিটার এবং মক্কা ও আসফানের দূরত্ব হল ৮০ কিলোমিটার।

٢٠١– باب ماستدل به عَلَى أنَّ مسافةَ القصر ثلاثة أيامٍ

অধ্যায়-২০১ : কসরের দূরত্ব তিনদিন পরিমাণ হওয়ার দলিল

٦٤٥. عن شريح بن هانِئٍ قال: أَتَيْتُ عائشةَ رضى الله تعالى عنها أسْأَلُها عن الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فقالتْ: عَلَيْكَ بابْنِ أَبِى طالبٍ فاسْئَلْهُ، فإنه كان يُسافِرُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه، فقال: جَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن للمسافرِ، ويوماً وليلةً للمقيم. رواه مسلمٌ.

৬৪৫। শুরাইহ ইবনে হানি' থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা রাযি.'র নিকট মোজার উপর মাসহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্যে আসলাম। তিনি বললেন, তুমি আলি ইবনে আবি তালিবের নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস কর; কেননা তিনি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য গ্রহণ করতেন। তাই আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্যে তিনদিন-তিনরাত এবং মুকিমের জন্যে একদিন-একরাত নির্ধারণ করেছেন। *(সহিহ সহিহ মুসলিম)*

٦٤٦. عن أَبِى بكرةَ رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَعَلَ للمقيم يومًا وليلةً، وللمسافرِ ثلاثة أيام ولياليهن فِي الْمَسحِ على الْخفين. رواه ابن الْجارود وآخرونَ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৪৬। হযরত আবু বাকরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপর মাসহের ক্ষেত্রে মুকিমের জন্যে একদিন-একরাত এবং মুসাফিরের জন্যে তিনদিন-তিনরাত নির্ধারণ করেছেন। *(আল মুনতাকা; ইবনুল জারুদ)* এর সনদ সহিহ।

٦٤٧. عن على بن ربيعة الوالبِى قال: سألتُ عبدَ الله بنَ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما: إلى كم تقصر الصلاة ؟ فقال: أتعرفُ السويداء ؟ قال: قلتُ: لا، ولكنِّى سَمِعْتُ بِها، قال: هى ثلاث ليالٍ قواصد، فإذا خرجنا إليها قصرنا الصلاةَ. رواه محمد بن الْحَسَنِ فِى (الآثار)، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৪৭। আলি ইবনে রাবিআ আল ওয়ালিবি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কতদূর সফরে কসর করেন? তিনি বললেন, 'সুওয়াইদা' চিন? বললাম, জী না; তবে এর নাম শুনেছি। তিনি বললেন, এটা তিনরাতের দূরত্বে অবস্থিত। আমরা যখন সেদিকে বের হই তখন কসর করি। *(কিতাবুল আসার; ইমাম মুহাম্মাদ)* এর সনদ সহিহ।

٢٠٢– باب القصر إذا فارَقَ البيوتَ

অধ্যায়-২০২ : বস্তি ত্যাগ করার পর থেকে কসর করবে

٦٤٨. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سافرتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومع أبِى بكر وعمر، كلهم صلى مِنْ حين يَخْرُجُ من الْمَدينةِ إلى أن يرجِعَ إليها ركعتين فِى الْمَسِيْرِ والقيام بمَكةَ. رواه أبويعلى والطبرانِى، وقال البيهقى: رجالُ أبِى يعلى رجالُ الصحيحِ.

৬৪৮। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমারের সঙ্গে সফর করেছি। তাঁরা প্রত্যেকে মদিনা থেকে বের হওয়া থেকে নিয়ে ফিরা পর্যন্ত সফরে এবং মক্কায় অবস্থানকালে দু'রাকআত করে নামায পড়েছেন। *(মুসনাদে আবু ইয়া'লা, তাবারানি)* হায়সামি বলেন, আবু ইয়া'লা'র কিতাবে বর্ণিত হাদিসের রাবিগণ সহিহ বুখারি'র রাবি।

٦٤٩. عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: أنه كان يقصر الصلاةَ حِيْنَ يَخْرُجُ من شعبِ الْمَدِينَةِ، ويقصرُ إذا رجعَ حَتَّى يَدْخُلَها. رواه عبد الرزاقِ، وإسنادُهُ لابأس به.

৬৪৯। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি যখন মদিনার গিরিপথ থেকে বের হতেন তখন থেকে কসর করতেন আবার ফিরার সময়ে মদিনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত কসর করতেন। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্‌যাক)* এর সনদে কোনো সমস্যা নেই।

٦٥٠. روى عبدُ الرزاقِ فِى (مصنفه): قال على بن ربيعة الأسدي: خَرَجْنا مع عَلِىٍّ ونَحْنُ نَنْظُرُ إلى الكوفَةِ، فصلى ركعتين، ثُمَّ رجعنا فصلى ركعتين، وهو ينظرُ إلى القرية، فقلنا له: لأتصلى أربعًا ؟ فقال: لا، حَتَّى نَدْخُلَها.

৬৫০। আলি ইবনে রাবিআ আল আসাদি বলেন, আমরা হযরত আলি রাযি.'র সঙ্গে সফরে বের হতাম - আমরা তখনও 'কুফা' দেখতে পেতাম- তিনি নামায দু'রাকআত পড়তেন। আবার যখন ফিরতাম তখনও তিনি দু'রাকআত পড়তেন, অথচ আমরা গ্রাম দেখতে পাচ্ছি। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি চার রাকআত পড়বেন না? তিনি বললেন, না, প্রবেশ করা পর্যন্ত (আমরা কসর করে চলব)। *(সহিহ বুখারি)*

٢٠٣– باب: يُتِمُّ الصلاةَ إنْ نَوَى إقامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا

অধ্যায়-২০৩ : পনের দিন অবস্থানের নিয়ত হলে পূর্ণ নামায আদায় করবে

٦٥١. روى محمد بن الْحَسَنِ فِي كتابِ (الآثار): أخبرنا أبوحنيفة، حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبدالله بن عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: إذا كُنْتَ مسافراً فَوَطَّنْتَ نفسَكَ على إقامةِ خَمْسَةَ عشر يومًا فأتْمِمِ الصلاةَ، وإن كنتَ لاتدري فاقصر. وإسنادُهُ حسنٌ.

৬৫১। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বর্ণনা করেন, আমাদের নিকট ইমাম আবু হানিফা রাহ. বর্ণনা করে বলেছেন, আমাদের নিকট মুসা ইবনে মুসলিম মুজাহিদ'র মধ্যস্ততায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তুমি যদি সফরে থাক এবং পনের দিন অবস্থান করার মনস্থির কর তাহলে পূর্ণ নামায পড়বে (কসর করবে না)। আর যদি তুমি (অবস্থানের মেয়াদ) না জান তাহলে কসর করতে থাকবে। *(কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদিনাহ ও কিতাবুল আসার; ইমাম মুহাম্মাদ)* এর সনদ হাসান।

٦٥٢. عن ابن عباسً رضى الله تعالى عنهما: أنه قال: إذا نَوَى إقامَةَ خَمْسَةَ عشريومًا أَتَمَّ الصلاةَ. رواه محمد بن الْحَسَنِ فِي (الْمُوطأ)، وروى مثلَهُ عن سعيدبن جبير وسعيد بن الْمُسيب.

৬৫২। হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করলে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে (কসর করবে না)। *(মুআত্তা মুহাম্মাদ)* সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব রাহ. থেকেও এরকম বর্ণিত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: সফরে কত দিন অবস্থানের নিয়ত করলে কসরের হুকম রহিত হয়ে যাবে- এ ব্যাপরে উলামায়ে কেরামের কিছুটা ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে পনের বা ততোধিক দিন আর আইম্মায়ে সালাসার মতে চার দিনের অধিক। এ মাসআলায় কোনো মারফু হাদিস নেই। অবশ্য উভয় দলই আসারে সাহাবা থেকে প্রমাণ পেশ করে থাকেন। এখানে হানাফিদের পক্ষে দু'টি আসার উল্লেখ করা হয়েছে।

٢٠٤– باب يَقْصُرُ مَنْ لَمْ يَنْوِ الإقامَةَ وإنْ طالَ مُكْثُهُ

অধ্যায়-২০৪ : অবস্থান করার নিয়ত না হলে দীর্ঘ দিন থাকলেও কসর করবে

٦٥٣. عن عكرمة عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: أقامَ رسولُ الله صلى ا لله عليه وسلم تسعةَ عشرَ يقصرُ، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زِدْنا أتْمَمْنا. رواه البخاري.

৬৫৩। ইকরিমা রাহ.'র সূত্রে হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনিশ দিন অবস্থান করেও কসর করেছেন। তাই আমরা উনিশ দিন সফর করলে কসর করে থাকি। এর চেয়ে বেশি হলে পূর্ণ নামায আদায় করি (কসর করি না)। *(সহিহ বুখারি)*

٦٥٤. عن عبيدالله بن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: أقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عامَ الفتحِ خَمْسَ عشرة يقصرُ الصلاةَ. رواه أبوداود، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৫৪। উবায়দুল্লাহ'র সূত্রে হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর সেখানে পনের দিন অবস্থান করেছেন, তাতে তিনি নামায কসর করেছেন। *(সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ সহিহ।

٦٥٥. عن عبدالرحمن بن الْمسور قال: كنا مع سعدبن أَبِى وقاصٍ رضى الله تعالى عنه فِى قرية من قرى الشامِ، فكان يُصَلِّى ركعتَيْنِ، فَنُصَلِّى نَحْنُ أَرْبعًا، فسأله عن ذلكَ، فيقول سَعْدٌ: نَحْنُ أَعْلَمُ. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৫৫। আবদুর রাহমান ইবনুল মিসওয়ার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.'র সঙ্গে শামের এক গ্রামে ছিলাম। তিনি দু'রাকআত করে নামায পড়তেন, আর আমরা চার রাকআত। তাঁকে আমরা এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা বেশি অবগত। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

٦٥٦. عن أَبِى جَمْرَةَ نصربن عمران قال: قلتُ لابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: إِنَّا نُطِيلُ القيامَ بِخُراسان، فكيفَ تَرَى ؟ قال: صَلِّ ركعتين، وإن أَقَمْتَ عشرَ سنيــــن. رواه أبوبكر بن أَبِى شيبةَ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৫৬। আবু জামরা নাসর ইবনে ইমরান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি.কে জিজ্ঞেম করলাম, খুরাসানে আমরা দীর্ঘদিন অবস্থান করি, (কসরের হুকম সম্পর্কে) আপনি কী মনে করেন? তিনি বললেন, নামায দু'রাকআত আদায় করবে; যদিও দশ বছর অবস্থান করে থাক। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ সহিহ।

٢٠٥– باب يَقْصُرُ العَسْكَرُ الذين دَخَلُوا أرضَ الْحَرْبِ وإنْ نَوَوْا الإقامَةَ

অধ্যায়-২০৫ : সৈন্যবাহিনী দারুল হারবে প্রবেশ করলে অবস্থান করার নিয়ত হলেও কসর করতে থাকবে

٦٥٧. عن نافعٍ، عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: ارْتَجَّ علينا الثلجُ ونَحْنُ بأذربيجانَ ستة أشهرٍ فِى غزاةٍ، قال ابن عمر: وكنا نصلى ركعتَيْنِ. رواه البيهقى فِى (الْمعرفة)، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৫৭। নাফি' রাহ.'র সূত্রে হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একযুদ্ধে আযারবাইজানে ছয় মাস যাবত আমাদের উপর তুষার পাত হল। ইবনে উমার বলেন, আমরা দু'রাকআত নামায আদায় করতাম। *(আল মা'রিফা; বাইহাকি)* এর সনদ সহিহ।

٦٥٨. عن الْحَسَنِ قال: كنا مع عبدِ الرحمن بن سَمُرَةَ رضى الله تعالى عنه ببعضِ بلادِ فارسٍ سَنَتَيْنِ، فكانَ لايَجْمَعُ ولايزيدُ على ركعتين. رواه عبدالرزاق. وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৫৮। হাসান রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, পারস্যের কোনো এক শহরে দু'বছর হযরত আবদুর রাহমান বিন সামুরা রাযি.'র সঙ্গে আমরা ছিলাম। তখন তিনি জমা (দুই নামায একত্রে আদায়) করতেন না এবং দু'রাকআতের অতিরিক্ত পড়তেন না। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক)* এর সনদ সহিহ।

٦٥٩. عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه: أنَّ أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أقامُوا بِرامَهُرْمُزَ تسعةَ أشهرٍ يقصرون الصلاةَ. رواه البيهقى، وإسنادُهُ حسنٌ.

৬৫৯। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ রামাহুরমুয এলাকায় নয়মাস অবস্থানকালে নামায কসর করেছেন। *(বাইহাকি)* এর সনদ হাসান।

٢٠٦– باب صلاة الْمُقِيم بالْمُسافِرِ

অধ্যায়-২০৬ : মুসাফিরকে নিয়ে মুকিমের নামায আদায়

٦٦٠. عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال: غَزَوْتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وشَهِدْتُ معه الفتحَ، فأقامَ بِمَكَّةَ ثَمانِى عشرةَ ليلةً لايصلى إلا ركعتين، ويقول: ياأهلَ مكةَ صلوا أربعًا فإنا قومٌ سَفَرٌ. رواه أبوداود والترمذي، وقال: حسنٌ صحيحٌ.

ورواه أبوداود الطيالسي ولفظه: ماسافرتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سفراً قط إلا صلى ركعتين حتى يرجعَ، وشَهِدْتُ معه حُنَيْنًا والطائفَ فكانَ يصلى ركعتين، ثُمَّ حَجَجْتُ معه واعتمرتُ فصلى ركعتين، ثُمَّ قال: ياأهل مكةَ أتمُّوا صلاتَكُمْ فإنا قومٌ سفرٌ.

৬৬০। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমি জিহাদে গিয়েছি, মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর সাথে ছিলাম, মক্কায় আঠার রাত অবস্থানকালে তিনি কসরই করেছেন। (দু'রাকআত শেষে) তিনি বলতেন, হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা চার রাকআত পূর্ণ করো; আমরা তো মুসাফির। *(সুনানে তিরমিযি, আবু দাউদ)* ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ।

আবু দাউদ তায়ালুসি রাহ. এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার শব্দ হচ্ছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত সফরই আমি করেছি তিনি ফিরে আসা পর্যন্ত নামায কসর করতেন। তাঁর সাথে হুনায়ন ও তায়িফে ছিলাম, সেখানে তিনি দু'রাকআত আদায় করতেন। অতপর তাঁর সঙ্গে হাজ্জ ও উমরা করলাম, তখনও তিনি কসর করছেন। (দু'রাকআত শেষে) তিনি বলতেন, হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা পূর্ণ নামায আদায় করো; আমরা তো মুসাফির।

٦٦١. وهكذا أخبَرَنا عن أبِى بكرٍ وعمرَ وقال: حَجَجْتُ مع عثمانَ سَبْعَ سِنِيْنَ من إمارَتِهِ فكان لايصلى إلا ركعتين، ثُمَّ صلى بِمنَى أربعًا.

৬৬১। এভাবে তিনি আমাদেরকে হযরত আবু বকর রাযি. এবং হযরত উমার রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হযরত উসমান রাযি.'র সঙ্গে তাঁর খিলাফাতকালে সাত বার হাজ্জ করেছি, তিনিও দু'রাকআতই আদায় করতেন। *(মুসনাদে তায়ালুসি)*

٢٠٧- باب صلاة الْمُسافر بالْمُقيم

অধ্যায়-২০৭ : মুকিমকে নিয়ে মুসাফিরের নামায আদায়

٦٦٢. عن موسى بن سلمةَ قال: كنا مع ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما بِمَكَّةَ فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً، وإذا رجعنا إلى رحالِنا صلينا ركعتين، قال: تلك سُنَّةُ أبِى القاسمِ صلى الله عليه وسلم.

৬৬২। মুসা ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.'র সঙ্গে আমরা মক্কায় ছিলাম। আমি বললাম, আমরা যখন আপনাদের সঙ্গে থাকি নামায চার রাকআত পড়ি আর যখন আমাদের হাওদায় ফিরে যাই তখন নামায দু'রাকআত আদায় করি। তিনি বললেন, ওটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত (নীতি)। *(মুসনাদে আহমাদ)*

٦٦٣. روى مالكٌ فِى (الْمُوطأ) عن نافعٍ عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: أنه كانَ يصلى وراءَ الإمام أربعًا، وإذا صلى بنفسه صلى ركعتيـــنِ.

৬৬৩। ইমাম মালিক নাফি' রাহ.'র সূত্রে হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (জামাআতে) ইমামের পেছনে চার রাকআত আদায় করতেন এবং একাকি পড়লে দু'রাকআত আদায় করতেন। *(মুআত্তা মালিক)*

٢٠٨- باب: سَفَرُ يوم الْجُمُعَة قَبْلَ الصلاة وبَعْدَها سواءٌ

অধ্যায়-২০৮ : জুমুআর দিন নামাযের আগে-পরে সফরে বের হওয়া সমান

٦٦٤. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: أنه قال: بَعَثَ النبى صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الله بنَ رواحة فِى سرية، فَوَافَقَ ذلكَ يومَ الْجُمُعَة، فغدا أصحابه، وقال: أتَخَلَّفُ فلأصلى مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ألْحَقُهُمْ، فلما صلى معه صلى الله عليه وسلم رأه فقال له: مامَنَعَكَ أنْ تَغْدُوَ مع أصحابِكَ ؟ فقال: أرَدْتُ أنْ أصلىَ معكَ ثُمَّ ألْحَقَهُمْ، فقال: لَوْ أنْفَقْتَ مافِى الأرضِ ماأدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ. رواه الترمذي.

৬৬৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে একযুদ্ধে পাঠালেন। কাকতালীয়ভাবে সেদিন জুমুআর দিন ছিল। তাঁর সঙ্গীরা চলে গেল, আর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে পেছনে রয়ে যাচ্ছি, পরে তাদের সঙ্গে মিলিত হব। তাঁর সাথে নামায করলে তিনি দেখে ফেললে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথীদের সঙ্গে সকালে চলে যেতে কোন জিনিষ বাধা হয়ে দাঁড়াল? ইবনে রাওয়াহা বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল আপনার সাথে নামায আদায় করে তাদের সঙ্গে মিলে যাব। তিনি বললেন, জমিনে যা কিছু আছে সব যদি সাদাকা করে দাও তবু তাদের সকালে চলে যাওয়ার ফযিলত অর্জন করতে পারবে না। *(সুনানে তিরমিযি)*

٢٠٩- باب الْجمع بَيْنَ الصلاتَيْنِ بعَرَفَةَ جَمْعَ تَقْدِيْمٍ

অধ্যায়-২০৯ : আরাফায় দুই নামায একত্রে প্রথম নামাযের ওয়াক্তে আদায় করবে

٦٦٥. عن جابر رضى الله تعالى عنه (فِى حديث طويلٍ فِى حجة النَّبِى صلى الله عليه وسلم) ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أقامَ فصلى الظهر، ثُمَّ أقامَ فصلى العصرَ، ولَمْ يُصَلِّ بينهما شيئًا. رواه مسلمٌ.

৬৬৫। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজ্জের বিবরণ সম্বলিত দীর্ঘ হাদিসে রয়েছে: অতপর বিলাল আযান-ইকামাত দিলে তিনি যুহরের নামায আদায় করেন, তারপর ইকামাত দিলে তিনি আসরের নামায আদায় করেন, এদুভয়ের মধ্যে তিনি অন্য কোনো নামায পড়েননি। *(সহিহ মুসলিম)*

٦٦٦. عن القاسم بن محمد: سَمِعْتُ ابنَ الزبَيْرِ رضى الله تعالى عنهما يقول: إنَّ مِنَ سُنَّةِ الْحَجِّ أنَّ الإمامَ يَرُوحُ إذا زالتِ الشمسُ يَخْطُبُ، فَيَخْطُبُ الناسَ، فإذا فَرَغَ نَزَلَ فَصَلَّى الظهرَ والعصرَ جَمِيعًا. رواه ابن الْمُنْذِرِ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৬৬। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, ইবনুয যুবাইর রাযি.কে আমি বলতে শুনেছি, হাজ্জের সুন্নাত হচ্ছে যে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে গেলে ইমাম খুতবা দিতে যাবেন, তিনি লোকদের নসিহত করবেন। খুতবা থেকে ফারিগ হয়ে অবতরণ করে যুহর ও আসর একসঙ্গে আদায় করবেন। *(সহিহ ইবনে খুযায়মা)* এর সনদ সহিহ।

٢١٠- باب جَمْع التأخير بَيْنَ الْمَغْرِب والعشاء بالْمُزْدَلِفَة

অধ্যায়-২১০ : মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে দ্বিতীয় নামাযের ওয়াক্তে আদায় করবে

٦٦٧. عن عبدالرحمن بن يزيد قال: حَجَّ عبدُالله رضى الله تعالى عنه فأتَيْنا الْمُزْدَلفَةَ حِيْنَ الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلكَ، فأمرَ رجلاً فأذَّنَ وأقامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وصَلَّى بَعْدَها رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دعا بعَشائه، فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ أُرَى رَجُلاً فأذَّنَ وأقامَ، قال عمرو: لاأعلمُ الشَّكَّ إلا من زهيــر، ثُمَّ صلى العشاءَ ركعتين، فلما طلع الفجرُ قال: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان لايصلى هذه الساعة إلاهذه الصلاةَ فِي هذا الْمَكان من هذا اليوم، قال عبدُالله: هُما صلاتان تُحَوَّلان عنْ وَقْتهما، صلاة الْمَغْرِب بعدمايأتى الناسُ بالْمُزْدَلِفَةِ، والفجر حَتَّى يَبْزُغَ الفجرُ، قال: رأيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ. رواه البخاري.

৬৬৭। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হজ্জ করলেন। তখন ইশার নামাযের সময় বা তার কাছাকাছি সময় আমরা মুযদালিফায় পৌছলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন। সে আযান ও ইকামাত দিল। তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন এবং এরপর আরো দু'রাকআত আদায় করলেন। তারপর তিনি রাতের খাবার আনালেন এবং তা খেয়ে নিলেন। তারপর তিনি আমার মনে হয় একজন ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন। সে আযান ও ইকামাত দিল। আমর বলেন, আমার বিশ্বাস, এ সন্দেহ যুহাইর রাবি থেকেই হয়েছে। তারপর তিনি দু'রাকআত ইশার নামায পড়লেন। ফজর হওয়া মাত্রই তিনি বললেন, এ সময়ে, এ দিনে, এ স্থানে, এ নামায ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোনো নামায আদায় করেননি। আবদুল্লাহ বলেন, এ দু'টি নামায তাদের প্রচলিত ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই লোকেরা মুযদালিফা পৌছার পর মাগরিব আদায় করবেন এবং ফজরের সময় হওয়া মাত্র ফজরের নামায আদায় করবেন। আবদুল্লাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ করতে দেখেছি। *(সহিহ বুখারি)*

٢١١- باب الْجَمع بَيْنَ الصلاتَيْنِ فِي السفرِ

অধ্যায়-২১১ : সফরে দুই ওয়াক্তের নামায একসাথে আদায় করা

٦٦٨. عن نافعٍ وعبدِالله بن واقد: أن مؤذِّنَ ابنِ عمرَ قال: الصلاة، قال: سِرْ سِرْ، حَتَّى إذا كان قَبْلَ غيوبِ الشفقِ نَزَلَ، فصلى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ انتظر حَتَّى غابَ الشفقُ فصلى العشاءَ، ثُمَّ قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عَجِلَ به أمرٌ صَنَعَ مِثْلَ الذي صَنَعْتُ، فَسَارَ فِي ذلكَ اليومِ والليلة مَسِيْرَةَ ثلاث. رواه أبوداود والدارقطني، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৬৮। নাফি' ও আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদের সূত্রে বর্ণিত, একদা হযরত ইবনে উমার রাযি.'র মুআযযিন তাঁকে বললেন, নামায (এর সময় হয়ে গেছে)। তিনি বললেন, চল চল। অতপর তিনি পশ্চিমাকাশের

সাদা বর্ণ দূরীভূত হওয়ার প্রাক্কালে বাহন থেকে অবতরণ করে মাগরিবের নামায আদায় করেন। এরপর সামান্য অপেক্ষা করে পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হলে তিনি ইশার নামায আদায় করেন। অতপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকলে তিনি এরূপ করতেন, যেরূপ আমি করেছি। তিনি সেই দিন ও রাতের সফরে তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করেন। (অর্থাৎ তিনি তড়িঘড়ি পথ অতিক্রম করেন)। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٦٦٩. عن ابن جابرٍ رضى الله تعالى قال: حَدَّثَنِي نافِعٌ قال: خَرَجْتُ مع عبدِ الله بن عمرَ فِي سَفَرٍ يريد أرضا له، فأتاهُ آت فقال: إنَّ صفية بنتَ أبِي عبيد لما بِها فانظر أنْ تُدْرِكَها، فخرجَ مسرعًا معه رجلٌ من قريش يسايرهُ، وغابت الشمسُ، فَلَمْ يُصَلِّ الصلاةَ، وكان عهدى به وهو يُحافظُ على الصلاةِ، فلما أبطأ قُلْتُ: الصلاةَ يرحمُكَ الله، فالْتَفَتَ إلَيَّ، ومَضَى، حَتَّى إذا كان فِي آخرِ الشفقِ نَزَلَ فصلى الْمغربَ، ثُمَّ أقامَ العشاءَ، وقدتوارى الشفقُ، فصلى بنا، ثُمَّ أقبلَ علينا، فقال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عَجِلَ به السَّيْرُ صنعَ هكذا. رواه النسائى وأبوداود والطحاوي والدارقطنى، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৬৯। ইবনে জাবির থেকে বর্ণিত, আমার নিকট নাফি' বর্ণনা করে বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি.'র সঙ্গে তাঁর এক জমিনের উদ্দেশে এক সফরে বের হলাম। তখন একজন আগন্তুক তাঁর নিকট এসে বলল, সাফিয়্যা বিনতে আবু উবাইদ অসুস্থ। অতএব আপনি তাঁর সাক্ষাতের ব্যাপারে চিন্তা করুন। ফলে তিনি কুরাইশের জনৈক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে বের হয়ে দ্রুত সফর করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল, কিন্তু তিনি নামায পড়লেন না। অথচ তাঁর ব্যাপারে অভিজ্ঞতা-ধারণা ছিল যে, তিনি নামাযের বিষয়ে (খুবই) যত্নশীল। তো যখন তিনি দেরি করে ফেললেন তখন আমি বললাম, নামায (এর প্রতি লক্ষ্য রাখুন) আল্লাহ তাআলা আপনার উপর রহম করুন। তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আবার চলতে লাগলেন। অবশেষে যখন তিনি লালীমার শেষপর্যায়ে উপনীত হলেন, তখন (বাহনজন্তু থেকে) নেমে মাগরিবের নামায পড়লেন। তারপর তিনি ইশার ইকামাত দিলেন; তখন লালীমা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তো আমাদেরকে নিয়ে তিনি নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন কোনো জিনিস তাড়া দিত তখন তিনি এরূপ করতেন। *(সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

٦٧٠. عن أبِي عثمان رضى الله تعالى عنه قال: وَفَدْتُ أنا وسعد بن مالك ونَحْنُ نُبادِرُ للحَجِّ، فَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الظهرِ والعصرِ، نُقَدِّمُ من هذه، ونُؤَخِّرُ من هذه، ونَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِب والعِشاءِ، نُقَدِّمُ من هذه، ونُؤَخِّرُ من هذه حَتَّى قَدِمْنا مَكَّةَ. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৭০। হযরত আবু উসমান রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ও সা'দ বিন মালিক রাযি. গমন করলাম। আমরা হাজ্জের উদ্দেশ্যে দ্রুত চলছিলাম। তাই যুহর ও আসর একত্রে আদায় করতাম;

একটাকে (আসরকে) শুরুতে নিয়ে আসতাম আর অন্যটাকে (যুহরকে) পিছিয়ে দিতাম। এভাবে আমরা মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতাম; একটাকে (ইশাকে) শুরুতে নিয়ে আসতাম আর অন্যটাকে (মাগরিবকে) পিছিয়ে দিতাম। অবশেষে আমরা মক্কায় এসে গেলাম। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

٦٧١. عن عبدالله بن مُحَمَّدبن عمربن عَلِيٍّ بنِ أَبِي طالبِ عن أبيه عن جده أنَّ عَلِيًّا كان إذا سافرَ بَعْدَ ماتَغْرُبُ الشمسُ حَتَّى تكادَ أَنْ تُظْلِمَ، ثُمَّ يَنْزِلُ فيصلى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يدعو بِعَشائِه فَيَتَعَشَّى، ثُمَّ يصلى الْعِشاءَ، ثُمَّ يَرْتَحِلُ ويقول: هكذا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ. رواه أبوداود، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৭১। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উমার ইবনে আলি ইবনে আবি তালিব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলি রাযি. যখন সফরে বের হতেন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর, এমনকি অন্ধকার হওয়ার উপক্রম হয়ে যেত, অতপর তিনি বাহনজন্তু থেকে নেমে মাগরিব আদায় করতেন। তারপর রাতের খাবার নিয়ে আসতে বলতেন, খাবার খেয়ে ইশার নামায আদায় করতেন। তারপর সফর শুরু করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে করতেন। *(সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে এক ওয়াক্তে আদায় করাকে জমা বাইনাস সালাতাইন বলে। আইম্মায়ে সালাসার মতে (আনুসাঙ্গিক কিছু মতানৈক্য থাকলেও) উযরবশত জমা বাইনাস সালাতাইন জায়িয। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে আরাফা ও মুযদালিফায় হজ্জের সময় আসর ও যুহর এবং মাগরিব ও ইশার ক্ষেত্রে জায়িয হলেও অন্য কোনো ক্ষেত্রে হাকিকি (বাস্তবিক) জমা বাইনাস সালাতাইন জায়িয নয়। তবে জাময়ে সূরি (বাহ্যিক) জমা তথা এক নামাযকে তার শেষ ওয়াক্তে এবং অন্য নামাযকে ওয়াক্তের শুরুতে আদায় করা জায়িয আছে। বর্তমান সময়ের গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুরা ব্যাপকভাবে জমা বাইনাস সালাতাইনের প্রচার ও প্রয়োগ করে চলছেন। হানাফিদের পক্ষে এখানে কিছু দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। এগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, হাদিসে আলোচিত জমা দ্বারা জাময়ে সূরিই উদ্দেশ্য।

ইসতি'নাস: আল্লামা শাওকানী রাহ. (মৃত্যু ১২৫৫ হি.) লিখেছেন, এ কথা দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, হাদীসের মধ্যে জমা বাইনাস সালাবাইন (দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা) দিয়ে জময়ে সূরী (বাহ্যত একত্রীকরণ) উদ্দেশ্য। এর ওপর বিস্তর আলোচনা করে তিনি লিখেন, সুতরাং জমা দ্বারা জময়ে সূরী অর্থ নেয়াই উত্তম। বরং পূর্বের আলোচনা থেকে এটিই একমাত্র সঠিক মত বুঝা যায়। (নায়লুল আওতার, ৩/২৬৬-২৬৮, দারু এহয়াইত তুরাসিল আরাবী ১৯৭৩ঈ)

সহীহ হাদিসে জমা বাইনাস সালাতাইনের কথা বর্ণিত হয়েছে। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমা বাইনাস সালাতাইন (দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায়) করেছন। সালাফী বন্ধুরা মনে করেন এখানে জমা দ্বারা হাকীকী জমা উদ্দেশ্য, তাই দু'ওয়াক্তের নামায ক্ষেত্র বিশেষ এক ওয়াক্তে একত্রে

আদায় করা যাবে। আর হানাফীরা বলেন হাদীসে জমা দ্বারা জাময়ে সূরী উদ্দেশ্য, মানে এক নামায তার ওয়াক্তের শেষভাগে এবং অন্য নামায ওয়াক্তের প্রথমভাগে আদায় করে নেয়া, যাতে বাহ্যিকভাবে দু'নামাযকে একত্রে আদায় করা বুঝা যায়। হানাফিদের এই ব্যাখ্যার ওপর অনেক দলীল প্রমাণ বিদ্যমান, এখানে এগুলো উল্লেখ করার অবকাশ নেই। শুধু এতটুকু বলে রাখি, সালাফী ভাইদের বরণীয় ব্যক্তিত্ব, তাদের গুরুজন আল্লামা শাওকানী রাহ.ও কিন্তু এক্ষেত্রে হানাফীদের পক্ষে রায় পেশ করেছেন। কেননা অন্যান্য বিষয়ের মতো এখানেও হানাফীদের দলীল খুবই পরিস্কার, সঠিক ও সুদৃঢ়।

٢١٢- باب النهي عن الْجَمْعِ فِى الْحَضَرِ

অধ্যায়-২১২ : স্বস্থানে অবস্থানের সময় দুই নামায একসাথে আদায় করা নিষিদ্ধ

٦٧٢. عن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال: مارأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى صلاةً إلا لميقاتها إلاصلاتَيْنِ، صلاةَ الْمَغْرِب والعشاء بجَمْعٍ، وصلى الفجر يومئذ قَبْلَ ميقاتها.

৬৭২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো নামায ভিন্ন ওয়াক্তে আদায় করতে দেখিনি, দু'টি নামায ব্যতীত: মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা এবং সেদিন তিনি ফজরের নামায নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আদায় করেছেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٦٧٣. عن أبِى قتادةَ رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: أمَا إنه ليس فِى النوم تفريطٌ، إنَّما التفريطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَجِيَ وقتُ الصلاةِ الأخرى. رواه مسلمٌ.

৬৭৩। হযরত আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মনে রেখ নিদ্রায় উদাসীনতা নয়, উদাসীনতা তো ওই ব্যক্তির যে নামায আদায় কওে না; এমনকি অন্য নামাযের ওয়াক্ত চলে আসে। *(সহিহ মুসলিম)*

٦٧٤. عن عثمانَ بن عبدالله بن موهب قال: سُئِلَ أبوهريرةَ رضى الله تعالى عنه: ماالتفريط فِى الصلاة ؟ قال: أنْ تُؤَخِّرَ حَتَّى يَجِيَ وَقْتُ الأخرى. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৭৪। হযরত আবু হুরায়রা রাযি.কে জিজ্ঞেস করা হলো, নামাযের ক্ষেত্রে উদাসীনতা কী? তিনি বললেন, নামাযকে তুমি অন্য নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা। *(শারহু মাআনিল আসার)* এর সনদ সহিহ।

٦٧٥. عن طاوس عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: لايفوتُ صلاةٌ حَتَّى يَجِيَ وَقْتُ الأخرى. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৭৫। তাউসের সূত্রে হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, অন্য নামাযের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত নামায ছুটে গেছে গণ্য হয় না। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

أَبْوابُ الْجُمُعَة

জুমুআর অধ্যায়সমূহ

٢١٣– باب فضل يوم الْجُمُعَة

অধ্যায়-২১৩ : জুমুআর দিনের ফযিলত

٦٧٦. عن أَبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يومَ الْجُمعة فقال: فيه ساعةٌ لايُوافِقُها عَبْدُ مسلمٌ وهوقائمٌ يصلى، يسألُ الله تعالى شيئًا، إلا أعطاه إياهُ. وأشارَ بيده يُقَلِّلُها. رواه الشيخان.

৬৭৬। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনের আলোচনা করে ইরশাদ করেন, তাতে এমন একটি সময় রয়েছে যে মুসলিম বান্দা তখন নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট কোনো কিছু চায় আল্লাহ তাআলা তাকে সেটা দান করবেন এবং হাতের ইঙ্গিতে তিনি সময়ের সংক্ষিপ্ততা বুঝালেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٧٧. عن أَبِى لبابة البدري رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدالأيام يومُ الْجُمعةِ وأعظمُها عندالله، وأعظمُ عندالله من يومِ الفطرِ ويوم الأضحى، وفيه خَمْسُ خلال: خَلَقَ اللهُ عزوجل فيه آدمَ عليه السلام، وأهْبَطَ الله فيه آدمَ عليه السلامَ إلى الأرضِ، وفيه توفَّى اللهُ آدمَ، وفيه ساعةٌ لايسألُ العبدُ فيها شيئًا إلاآتاهُ اللهُ إياهُ مالَمْ يَسْألْ حرامًا، وفيه تقوم الساعةُ، مامن مَلَك مُقَرَّبٍ، ولاسَماءٍ، ولاأرضٍ، ولارياحٍ، ولاجبالٍ، ولابَحْرٍ إلاهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يوم الْجُمُعَةِ. رواه أحمدُ وابن ماجة، وقال العراقى: إسنادُهُ حسنٌ.

৬৭৭। হযরত আবু লুবাবা বদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ট এবং সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী দিন হল জুমুআর দিন। এবং (এ দিন) আল্লাহর কাছে ফিতর ও আযহার দিনের চেয়েও শ্রেষ্ট। এ দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: ১. আল্লাহ তাআলা এই দিন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। ২. এই দিন আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে জমিনে নামিয়ে দিয়েছেন। ৩. এই দিন আল্লাহ তাআলা আদমকে মৃত্যুদান করেছেন। ৪. এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে; সে মুহূর্তে বান্দা কোনো কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা তাকে সেটা দিয়ে দেন, যদি সে কোনো হারাম জিনিস প্রার্থনা না করে। ৫. এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লাহর নৈকট্যশীল ফিরিশতা, আকাশম-ল, ভূ-ম-ল, পাহাড়, বাতাস, সমুদ্র সবকিছুই জুমুআর দিনের ব্যাপারে ভয় করে। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে ইবনে মাজাহ)* আল্লামা ইরাকি রাহ. বলেন, এর সনদ হাসান।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু লুবাবা রাযি.। রিফাআ ইবনে আবদুল মুনযির আল আনসারি আল আওসি। বাইআতে আকাবায় শরিক ছিলেন। বদরসহ সবক'টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আলি রাযি.'র খিলাফাতকালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

٢١٤- باب التغليظ فِى تركها لمَنْ عليه الْجُمُعَةُ

অধ্যায়-২১৪ : জুমুআফরয এমন ব্যক্তি জুমুআর নামায ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা

٦٧٨. عن عبدالله رضى الله تعالى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لقوم يَتَخَلَّفُونَ عن الْجُمُعَةِ: لقد هَمَمْتُ أن آمُرَ رَجُلاً يصلى بالناسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رجالٍ يَتَخَلَّفُونَ عن الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ. رواه مسلمٌ.

৬৭৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা জুমুআর নামাযে আসে না তাদের সম্পর্কে বলেন, আমার ইচ্ছা হয় একজনকে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার আদেশ করব আর আমি যারা জুমুআর নামাযে আসে না তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিব। *(সহিহ মুসলিম)*

٦٧٩. عن أَبِى الْجعد الْفِهري رضى الله تعالى عنه- وكانتْ له صحبةٌ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ تركَ ثلاثَ جُمَعٍ تَهاوُنًا بها طَبَعَ الله على قَلْبه. رواه الْخَمْسَةُ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৭৯। আবুল জা'দ আল ফিহরি রাযি. (তিনি সাহাবি) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে অবজ্ঞাবশত তিন জুমুআর নামায ছেড়ে দিবে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে মহর মেরে দিবেন। *(সুনানে তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ)* এর সনদ সহিহ।

সাহাবি পরিচিতি : আবুল জা'দ আল ফিহরি রাযি.। উপনামই তাঁর নাম, কারো মতে নাম হচ্ছে ওয়াহব।

٦٨٠. عن الْحكم بن ميناء: أنَّ عبدالله بن عمرَ وأباهريرةَ رضى الله تعالى عنهما حَدَّثاه: أنَّهُما سَمِعَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعوادِ مِنْبَرِه: لينتهيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ الْجُمعاتِ أولَيَخْتِمَنَّ الله على قلوبِهِم، ثُمَّ ليكونُنَّ من الغافلِيْنَ. رواه مسلمٌ.

৬৮০। হাকাম ইবনে মিনা থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের কাঠে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করতে শুনেছেন, লোকেরা জুমুআর নামায ছেড়ে দেয়া থেকে নিবৃত হবে, নয়তো আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরসমূহে মহর মেরে দিবেন আর তারা গাফিলদের মধ্যে পরিগণিত হবে। *(সহিহ মুসলিম)*

٢١٥– باب: شُرِطَ لوُجوبِ الْجُمُعَةِ الإقامةُ بِمِصْرٍ والصحةُ والْحُرِّيَّةُ الذكورةُ والبلوغُ

অধ্যায়-২১৫ : শহরে অবস্থান করা, সুস্থতা, স্বাধীনতা, পুরুষত্ব এবং স্বাবালকত্ব জুমুআ ওয়াজিব হওয়ার জন্যে শর্ত

٦٨١. عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: أَبْصَرَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رضى الله تعالى عنه رجلاً عليه هيئةُ السفرِ، فَسَمِعَهُ يقول: لولاأن اليوم يومُ الْجُمُعَةِ لَخَرَجْتُ، فقال عمرُ: أُخْرُجْ فإن الْجُمعةَ لاتَحْبِسُ عن السفر. رواه الشافعي فِى (مسنده)، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৮১। আসওয়াদ ইবনে কায়স তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত উমার রাযি. একব্যক্তির ওপর সফরের ছাপ দেখলেন এবং তাকে বলতে শুনলেন যে, আজ যদি জুমুআর দিন না হতো তাহলে আমি সফরে বের হয়ে যেতাম। তখন উমার রাযি. বললেন, বের হয়ে পড়; জুমুআ তো সফর থেকে আটকিয়ে রাখে না। *(মুসনাদে ইমাম শাফিয়ি)* এর সনদ সহিহ।

٦٨٢. عن طارق بن شهابٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: الْجُمُعَةُ حَقٌّ واجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَماعَةٍ إلاأربعةٌ: عبدٌ مَمْلوكٌ، أوإمْرأةٌ، أوصَبِيٌّ، أو مريضٌ. رواه أبوداود، وإسنادُهُ جَيِّدٌ مُرْسَلٌ.

৬৮২। তারিক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জুমুআর নামায জামাআতের সাথে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর বাধ্যতামূলক; চার শ্রেণীর লোক ব্যতীত: দাস, নারী, নাবালক এবং অসুস্থ ব্যক্তি। *(সুনানে আবু দাউদ)* সনদের বিচারে এটি একটি ভালো তথা বিশুদ্ধ মুরসাল হাদিস।

٢١٦– باب ماشُرِطَ لأداءِ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়-২১৬ : জুমুআ আদায় করার জন্যে শর্ত

٢١٦\١– الْمِصْرُ

অধ্যায়-২১৬/১ : শহর

٦٨٣. عن عائشةَ رضى الله تعالى عنها زوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالتْ: كان الناسُ يَنْتابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنازِلِهِمْ والعوالِي......الْحَديث. رواه الشيخان.

৬৮৩। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লোকেরা ঘর-বাড়ি এবং মদিনার উপকণ্ঠ থেকে জুমুআর নামায পড়তে আসত। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٨٤. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر رضى الله تعالى عنه قال: شَهِدْتُ العيدَ مع عثمانَ رضى الله تعالى عنه فجاءَ فصلَّى، ثُمَّ انصرفَ، فَخَطَبَ، وقال: إنه قد اجتمع عليكم فِي يومكم هذا عيدانِ، فَمَنْ أَحَبَّ من أهل العالية أنْ ينتظر الْجُمُعَةَ فلينتظرْها، ومن أحب أنْ يرجِعَ فقد أذِنْتُ لهُ. رواه مالكٌ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৮৪। আবু উবায়দ (ইবনে আযহারের আযাদকৃত গোলাম) রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত উসমান রাযি.'র সঙ্গে ঈদে শরিক হলাম। তিনি এসে নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে তিনি খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, আজ তোমাদের নিকট দু'টি ঈদ একত্রিত হয়েছে। অতএব গ্রাম থেকে আগতদের মধ্য থেকে যার জুমুআর অপেক্ষা করা পছন্দ সে যেন অপেক্ষা করে আর যে ফিরে যেতে চায় আমি তাকে এর অনুমতি দিলাম। *(মুআত্তা মালিক)* এর সনদ সহিহ।

٦٨٥. عن عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنه قال: لاجُمُعَةَ ولاتشريقَ إلا فِي مصرٍ جامعٍ، أومدينة عظيمة. رواه البيهقى فِي (الْمعرفة)، وعبدالرزاق وابن أبِى شيبة فِي (مصنفيهما)، والْحديثُ صَحَّحَهُ ابنُ حزمٍ.

روى عبدالرزاقِ من حديثِ عبدالرحمن السلمى عن على رضى الله تعالى عنه قال: لاجمعة ولاتشريق إلافِي مصرٍ جامعٍ.

قال العينِيُّ فِي (شرح البخاري): سندُهُ صحيحٌ، وأما ماقاله النووي: إنَّ حديث عَلِيٍّ ضعيفٌ متفق على ضعفه، وهوموقوفٌ عليه بسند ضعيفٍ منقطعٍ.

قلتُ: (القائل هو العينِيُّ) كأنه لَمْ يطلع إلا على الأثرِ الذي فيه الْحجاج بن أرطأة، ولَمْ يطلع على طريقِ جرير عن منصور، فإنه سندٌ صحيحٌ.

৬৮৫। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ব্যাপক তথা বড় শহর ব্যতীত জুমুআ ও তাশরিক ওয়াজিব হয় না। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক)* আল্লামা ইবনে হাযম রাহ. হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

আবদুর রাযযাক আবদুর রাহমান আস সুলামি'র সূত্রে হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বড় শহর ব্যতীত জুমুআ ও তাশরিক ওয়াজিব হয় না।

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহ. 'শারহে বুখারি'তে বলেন, এর সনদ সহিহ। ইমাম নাওয়াওয়ি রাহ. যে বলেছেন, আলি রাযি.'র হাদিসটি যয়িফ এবং তার দুর্বলতার ব্যাপারে সবাই একমত এবং এটা যয়িফ মুনকাতি' সনদে আলি রাযি.'র ওপর মাওকুফ। আমি (আইনি) বলব, সম্ভবত তিনি হাজ্জাজ ইবনে আরতাআহ'র সূত্রে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কেই শুধু অবগত হয়েছেন এবং জারির'র মধ্যস্ততায় মানসুর'র সূত্রে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে অবগত হননি, কেননা এটার সনদ তো সহিহ।

٢\٢١٦–والْخُطْبَةُ

অধ্যায়-২১৬/২ : খুতবা

٦٨٦. عَنْ ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قائمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يقومُ كماتفعلون الآن. رواه الْجَماعَةُ.

৬৮৬। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা পেশ করতেন, তারপর বসতেন, তারপর আবার দাঁড়াতেন; যেভাবে তোমরা আজকাল করে থাক। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٨٧. وعنه قال: كان ا لنبى صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بينهما. رواه البخاري.

৬৮৭। তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই খুতবা পেশ করতেন, উভয়টির মধ্যখানে বসতেন। *(সহিহ বুখারি)*

٦٨٨. عن سماك قال: أَنْبَأَنِى جابرٌ رضى الله تعالى عنه: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَخْطُبُ قائمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يقومُ فَيَخْطُبُ قائمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أنه كان يَخْطُبُ جالِسًا فقد كذبَ، فقد والله صَلَّيْتُ معه أَكْثَرَ من أَلْفَي صلاة. رواه مسلمٌ.

৬৮৮। সিমাক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত জাবির রাযি. আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তারপর বসতেন, তারপর দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। সুতরাং যে তোমাকে তিনি বসে বসে খুতবা দিতেন সংবাদ দিবে সে ভুল বলেছে। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সাথে দু'হাজারেরও বেশিবার নামায আদায় করেছি। *(সহিহ মুসলিম)*

٦٨٩. عن ابن شهاب قال: بَلَغَنَا أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على الْمِنْبَرِ، فإذا سكتَ الْمُؤَذِّنُ قام فخطبَ الْخُطْبَةَ الأولى، ثُمَّ جلسَ شيئًا يَسِيْراً، ثُمَّ قام فَخَطَبَ الْخُطْبَةَ الثانيةَ، حَتَّى إذا قضاهاِ استغفرالله ثُمَّ نَزَلَ فصلى، قال ابن شهاب: وكان إذا قامَ أخذ عصًا فَتَوَكَّأَ عليها، وهوقائمٌ على الْمِنْبَرِ، ثُمَّ كانَ أبوبكر الصديق وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم يفعلونَ ذلكَ. رواه أبوداود فى مراسيله، وهومرسلٌ جيدٌ.

৬৮৯। ইবনে শিহাব যুহরি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে মিম্বরে বসতেন। মুআযযিন যখন (আযান শেষ করে) নিরব হতেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে প্রথম খুতবা পেশ করতেন। তারপর কিছুক্ষণ বসতেন। তারপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুতবা পেশ করতেন। যখন খুতবা শেষ করতেন তখন আল্লাহ তাআলার নিকট তিনবার ইসতিগফার করতেন। অতপর অবতরণ করে নামায আদায় করতেন। ইবনে শিহাব বলেন, তিনি যখন দাঁড়াতেন তখন লাঠি নিয়ে তা উপর ভর দিতেন, তিনি মিম্বরে দণ্ডায়মান থাকতেন। তাঁর পরে আবু বকর সিদ্দিক,

উমার ও উসমান রাযি. সকলে ওভাবে করতেন। *(মারাসিলে আবু দাউদ)* এটা ভালো তথা বিশুদ্ধ মুরসাল হাদিস।

٢١٧– باب الغسل للجمعة

অধ্যায়-২১৭ : জুমুআর জন্যে গোসল করা

٦٩٠. عن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أرادَ أحدُكُمْ أنْ يأتِيَ الْجُمُعَةَ فليغتسلْ. رواه الشيخان.

৬৯০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ জুমুআয় আসার ইরাদা করবে তখন সে যেন গোসল করে নেয়। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٩١. عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أنَّها قالتْ: كان الناسُ أهْلَ عَمَلٍ، ولَمْ تكنْ لَهُمْ كفاةٌ، فكانوا يكون لَهُمْ تفلٌ فقيل له: لو اغتسلتم يومَ الْجُمُعَةِ. رواه الشيخان.

৬৯১। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, লোকেরা ছিল শ্রমজীবী। তাদের কাজের কোনো বিকল্প কোনো লোক ছিল না। তখন তাদের দেহ দুর্গন্ধময় হয়ে যেত। তাই তাদেরকে বলা হল, তোমরা যদি জুমুআর দিন গোসল করে আসতে! *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٩٢. عن سَمُرَةَ بن جندبٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَضَّأَ يومَ الْجُمُعَةِ فَبِها ونعمتْ، ومَنْ اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ. رواه الثلاثةُ، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

৬৯২। সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে জুমুআর দিন উযু করল সে ভাল করল এবং এটা তার জন্যে যথেষ্ট। আর যে গোসল করল তো গোসল করে নেয়া অধিক উত্তম। *(সুনানে তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি)* ইমাম তিরমিযি বলেন, এটা হাসান হাদিস।

٢١٨– باب: الطِّيْبُ والتَّجَمُّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়-২১৮ : জুমুআর দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং সজ্জিত হওয়া

٦٩٣. عن سلمانَ الفارسي رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لايغتسِلُ رجُلٌ يومَ الْجُمُعَةِ ويتطهر مااستطاع من الطهر، ويدهن من دهنه أو يَمَسُّ من طيب بيته، ثُمَّ يَخْرُجُ، فلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يصلى كُتِبَ له ثُمَّ ينصت إذا تكلم الإمامُ إلا غُفِرَ له مابَيْنَهُ وبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأخرى. رواه البخاري.

৬৯৩। হযরত সালমান ফারিসি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে, যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে এবং

নিজের তেল থেকে ব্যবহার করে অথবা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে এরপর বের হয় এবং দু'জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, তারপর তার নির্ধারিত নামায আদায় করে এবং ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় নিশ্চুপ থাকে, তাহলে তার সে জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। *(সহিহ বুখারি)*

٦٩٤. عن أبِي أيوبَ رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: مَنِ اغتسلَ يومَ الْجُمُعَةِ، ومَسَّ مِنْ طيبٍ إن كان عنده، ولَبِسَ من أحسنِ ثيابه، ثُمَّ خرجَ وعليه السكينة حَتَّى يأتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعُ إنْ بدأ له، ولَمْ يُؤْذِ أحدًا، ثُمَّ أنصتَ إذا خرج إمامُهُ حَتَّى يصلى، كانت كفارةً له لما بَيْنَها وبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأخرى. رواه أحمد والطبرانى، وإسنادُه حسنٌ.

৬৯৪। হযরত আবু আইউব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে, তার কাছে থাকলে সুগন্ধি ব্যবহার করবে এবং নিজের সর্বোত্তম কাপড় পরিধান করবে, অতপর ধীর-শান্তভাবে বের হয়ে মসজিদে আসবে আর মন চাইলে (নফল) নামায পড়বে এবং কাউকে কষ্ট দেবে না, তারপর ইমাম বের হওয়া থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকবে, তাহলে এগুলো তার জন্যে এই জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে। *(মুসনাদে আহমাদ)* এর সনদ হাসান।

٢١٩- بابٌ فِى فضلِ الصلاة عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ الْجُمُعَة

অধ্যায়-২১৯ : জুমুআর দিন দরূদ পাঠের ফযিলত

٦٩٥. عن أوس بن أوس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ مِنْ أفضلِ إيامكم يومَ الْجُمُعَةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه قُبِضَ، وفيه النفخةُ، وفيه الصعقة، فأَكْثِرُوا عَلَيَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضةٌ عَلَيَّ. قال: قالوا: يارسولَ الله! وكيف تُعْرَضُ صلاتُنا عليك وقد أرمتَ ؟ قال: يقولون: بليتَ، قال: إنَّ الله عزوجل حَرَّمَ على الأرضِ أجسادَ الأنبياء. رواه الْخَمْسَةُ، إلا الترمذي، وإسنادُهُ صحيحٌ، وأخرجه الْحاكِمُ فِى (الْمُستدرك)، وقال: صحيحٌ على شرط البخاري.

৬৯৫। হযরত আওস ইবনে আওস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদেও দিনসমূহের মধ্যে জুমুআর দিন হচ্ছে সর্বোত্তম। কেননা, এ দিনই আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দিনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ দিনই শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং এতে হবে বিকট শব্দ। কাজেই এ দিন তোমরা আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করবে। কেননা, তোমাদেও দরূদ আমার নিকট পেশ করা হবে। রাবি বলেন, লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূল! কীভাবে আমাদের দরূদ আপনার নিকট পেশ করা হবে, অথচ আপনি তো অচিরেই মাটির সাথে একাকার হয়ে যাবেন? তখন তিনি বললেন, নবিগণের দেহ ভক্ষণ করা জমিনের জন্যে

আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। *(সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ)* এর সনদ সহিহ। হাকিম বলেন, এটা বুখারি'র শর্তানুযায়ী সহিহ।

٢٢٠- بابٌ فِى الْمَنْعِ من الكلامِ والصلاةِ عند الْخُطْبَة

অধ্যায়-২২০ : খুতবার সময় কথা বলা এবং নামায পড়া নিষিদ্ধ

٦٩٦. عن أَبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قُلْتَ لِصاحِبِكَ يومَ الْجمعة: أنْصتْ والإمام يَخْطُبُ، فقد لَغَوْتَ. رواه الشيخان.

৬৯৬। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি যদি জুমুআর দিন ইমাম খুতবা প্রদানের সময় তোমার সাথীকে 'চুপ থাক' বললে তুমি (অনর্থক) কথায় লিপ্ত হয়ে গেলে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٦٩٧. عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: دخل عبدُ الله بن مسعود الْمَسْجِدَ والنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَلَسَ إلى جنبه أُبَيُّ بن كعب فسألَهُ عن شئٍ، أو كَلَّمَهُ بِشَئٍ، فَلَمْ يَرُدَّ عله أُبَىٌّ، فَظَنَّ ابنُ مسعود أنَّها موجدة، فلما انفتل النبى صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ابن مسعود: ياأُبَيُّ! مامنعكَ أن تردَّ عَلَىَّ ؟ قال: إنك لَمْ تَحْضُرْ معنا الْجُمعةَ، قال: ولِمَ ؟ قال: تكلمتَ والنبى صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فقام ابنُ مسعود فدخلَ على النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلكَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ أُبَيٌّ، أَطْعْ أُبَيًّا. رواه أبويعلى، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৯৭। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি.'র পাশে বসলেন এবং তাঁকে কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন কিংবা তাঁকে কোনো বললেন, কিন্তু উবাই কোনো উত্তর দিলেন না। ইবনে মাসউদ ধারণা করলেন, হয়তো এটা ক্রোধের বহিপ্রকাশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায নামায থেকে ফারিগ হলেন তখন ইবনে মাসউদ জিজ্ঞেস করলেন, হে উবাই! আপনি আমার উত্তর দিতে কোন জিনিস বাঁধ সাধল? উবাই বললেন, আপনি তো আমাদের সঙ্গে জুমুআয় শরিক হননি। তিসি বললেন, কেন? উবাই বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দেওয়া অবস্থায় আপনি কথা বলেছেন। তখন ইবনে মাসউদ দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উবাই সত্য কথা বলেছেন, তুমি উবাইর কথা মেনে নাও। *(মুসনাদে আবু ইয়া'লা)* এর সনদ সহিহ।

٦٩٨. عن ثعلبة بن أَبِى مالكٍ القرظى رضى الله تعالى عنه قال: إنَّ جلوسَ الإمامِ عَلَى الْمِنْبَرِ يقطع الصلاةَ، وكلامُهُ يقطعُ الكلامَ، وقال: إنَّهُمْ كانوا يتحدثونَ حِيْنَ يَجْلِسُ عمرُبن الْخطابِ رضى الله

تعالى عنه على الْمِنبَرِ حَتَّى يسكت الْمُؤَذِّنُ، فإذا قام عمرُ رضى الله تعالى عنه على الْمِنبَرِ لَمْ يَتكلمْ أحدٌ حَتَّى يقضِيَ خُطْبَتَيْهِ كلتيهما، ثُمَّ إذا نزلَ عمرُ عن الْمِنبَرِ وقضى خطبتيه تكلموا. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৬৯৮। হযরত সা'লাবা ইবনে আবু মালিক আল কুরাযি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় মিম্বরে ইমামের বসা নামায নিষিদ্ধ করে দেয় আর তার কথা (খুতবা) অন্যদের কথা বলা নিষিদ্ধ করে দেয়। তিনি আরো বলেন, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাযি. যখন মিম্বরে বসতেন তখনও মুআযযিন (আযান শেষ করে) নীরব হওয়া পর্যন্ত লোকেরা কথা-বার্তা চালিয়ে যেত। আর যখন উমার রাযি. মিম্বরে দাঁড়িয়ে যেতেন তখন তাঁর উভয় খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বলত না। অতপর যখন উমার রাযি. উভয় খুতবা শেষ করে মিম্বর থেকে নামতেন তখন লোকেরা কথা বলতে পারত। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: উপরিউক্ত হাদিসগুলোর ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা রাহ. ও ইমাম মালিক রাহ.'র মতে ইমাম জুমুআর খুতবা শুরু করার পর সব ধরনের কথা-বার্তা এবং নামায নিষিদ্ধ। ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমাদ রাহ.'র মতে খুতবা চলাকালীন সময়েও কেউ মসজিদে আসলে তার জন্যে 'তাহয়্যিাতুল মাসজিদ' দু'রাকআত আদায় করে নেয়া মুস্তাহাব। এখানে হানাফিদের কয়েকটি দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফিদের মত দলিলের বিবেচনায় অগ্রগণ্য সাব্যস্ত হয়। এখানে দু'-চারটি উল্লেখ করা হল:

১. হানাফিদের দলিলগুলো হচ্ছে 'মুহাররিম' আর অন্যদের দলিলগুলো হচ্ছে 'মুবিহ'। আর স্বীকৃত নীতি হল, মুহাররিম ও মুবিহ-এর মধ্যে বৈপরিত্ব সৃষ্টি হলে 'মুহাররিম'টাই অগ্রগণ্য হয়।
২. হানাফিদের দলিলসমূহ কুরআনে কারিম দ্বারা সমর্থিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

   و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون.

   "আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।" (সূরা আল আ'রাফ: ২০৪) এ আয়াতের হুকমে জুমুআর খুতবাও শামিল, বরং শাফিয়িদের মতে তো আয়াতটি খুতবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
৩. হানাফিদের মাযহাব সাহাবা-তাবিয়িনের আমল দ্বারা সমর্থিত।
৪. হানাফিদের মাযহাব সতর্কতামূলক অবস্থানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' কারো মতেই ওয়াজিব নয়। সুতরাং এটা ছেড়ে দিলে গুনাহ হওয়ার আশংকা নেই। কিন্তু ওই সময় কথা-বার্তা বলা এবং নামায পড়া নিষিদ্ধকারী হাদিসসমূহের ওপর আমল না করলে গুনাহ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

٢٢١- باب السنة قبلَ صلاة الْجُمعةِ وبعدَها

অধ্যায়-২২১ : জুমুআর নামাযের আগের এবং পরের সুন্নাত

٦٩٩. عن أَبِي هريرة رضى الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثُمَّ أَتَى الْجمعة فصلى ماقُدِّرَ له، ثُمَّ أنصتَ حتى يفرغَ من خطبته، ثُمَّ يصلى معه، غُفِرَ له مابينه وبَيْنَ الْجُمعةِ الأخرى، وفضلَ ثلاثة أيامٍ. رواه مسلمٌ.

৬৯৯। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি গোসল করে জুমুআয় আসল এবং যতটুকু সম্ভব নামায আদায় করল, অতপর ইমাম খুতবা থেকে ফারিগ হওয়া পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকল, তারপর ইমামের সঙ্গে নামায আদায় করল, সে ব্যক্তিকে এটা এবং পরবর্তী জুমুআর মধ্যকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, বরং অতিরিক্ত আরো তিনদিনের। *(সহিহ মুসলিম)*

٧٠٠. وعنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كان منكم مصليا بَعْدَ الْجُمعةِ فليصل أربعًا. رواه الْجَماعَةُ إلاالبخاري.

৭০০। এবং তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে জুমুআর পর নামায পড়তে চায় সে যেন চার রাকআত পড়ে নেয়। *(সহিহ মুসলিম)*

٧٠١. عن جبلةَ بن سحيم عن عبدالله بن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: أنه كان يصلى قبل الْجُمعةِ أربعاً لايفصلُ بينهن بسلامٍ، ثُمَّ بعد الْجُمعةِ ركعتينِ ثُمَّ أربعًا. رواه الطحاوي فِي بابِ التطوع بالليل والنهار كيف هو، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭০১। জাবালা ইবনে সুহাইম'র সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি জুমুআর পূর্বে চার রাকআত পড়তেন, এগুলোর মধ্যখানে সালাম দ্বারা পৃথক করতেন না। আর জুমুআর পরে দু'রাকআত তারপর চার রাকআত পড়তেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

٧٠٢. عن أَبِي عبدالرحمن السلمي قال: كان عبدُ الله رضى الله تعالى عنه يأمُرُنا أن نصلى قبل الْجمعةِ أربعاً، وبعدها أربعاً. رواه عبدالرزاق، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭০২। আবু আবদুর রাহমান আস সুলামি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. আমাদেরকে জুমুআর পূর্বে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত পড়তে আদেশ করতেন। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক)* এর সনদ সহিহ।

٧٠٣. وعنه قال: قَدِمَ علينا عبدُ الله رضى الله تعالى عنه فكان يصلى بعدالْجُمعة أربعًا، فَقَدِمَ بعدَهُ عَلِيٌّ رضى الله تعالى عنه، فكان إذا صلى الْجمعة صلى بعدها ركعتين، وأربعاً، فأعجبنا فعل عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنه فاخترناه. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭০৩। এবং তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নিকট হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. আসলেন, তিনি জুমুআর পর চার রাকআত পড়তেন। তাঁর পরে হযরত আলি রাযি. আসলেন, তিনি জুমুআর নামায আদায় করার পর দু'রাকআত ও চার রাকআত (মোট ছয় রাকআত) পড়তেন। আলি রাযি.'র কাজটি আমাদের নিকট অধিক পছন্দনীয় হলে আমরা সেটাই গ্রহণ করেছি। এর সনদ সহিহ।

٧٠٤. وعنه عن عليٍّ رضى الله تعالى عنه: أنه قال: من كان مصليًا بعدَ الْجُمعةِ فليصل سِتًّا. رواه الطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭০৪। এবং তাঁর সূত্রে হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে জুমুআর পর নামায পড়তে চায় সে যেন ছয় রাকআত পড়ে। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: -----------

٢٢٢– باب الأذانَيْنِ للجمعة

অধ্যায়-২২২ : জুমুআর জন্যে আযান দু'টি

٧٠٥. عن السائبِ بن يزيد رضى الله تعالى عنه: أنَّ الأذانَ يومَ الْجمعةِ كان أوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الإمامُ يومَ الْجُمعةِ على الْمِنْبَرِ فِى عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبِى بكرٍ وعمر رضى الله تعالى عنهما، فلما كان فِى خلافةِ عثمانَ رضى الله تعالى عنه وكثروا، أمر عثمانُ يومَ الْجُمعةِ بالأذان الثانى، فأُذِّنَ على الزوراء، فثبتَ الأمرُ على ذلكَ. رواه البخاري والنسائى وأبوداود.

৭০৫। হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমার রাযি.'র যুগে জুমুআর দিনের প্রথম আযান ইমাম সাহেব মিম্বরে বসার সময় হত। যখন উসমান রাযি.'র খিলাফাতকাল আসল এবং লোকেরা বেড়ে গেল তখন তিনি দ্বিতীয় আযানের আদেশ করেন। ফলে 'যাওরায়' আযান দেয়া হলো। এবং বিষয়টি এভাবে স্থির হয়ে গেল। *(সহিহ বুখারি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: জুমুআর নামাযের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে একই আযান দেয়া হত। তাঁর পরে হযরত আবু বকর ও উমার রাযি.'র যুগেও একই নিয়ম অব্যাহত ছিল। আর উসমান রাযি.'র যুগে এসে দ্বিতীয় আযানের শুরু হয়। যেহেতু এটা সাহাবায়ের সামনেই হয়েছিল, তা ছাড়া এ ব্যাপারে কোনো সাহাবি দ্বিমত পোষণ করেননি; ফলে এটাকে বিদআত বলা যাবে না। এ ধরনের কিছু বিষয়কে সামনে রেখে আল্লামা আবদুল হাই লাখনবি রাহ. (মৃ. ১৩০৪হি.) একটি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন। আরবের বিখ্যাত হাদিস গবেষক শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. (মৃ.

১৪১৭হি.)'র মূল্যবান তাহকিকসহ বইটি ছেপে এসেছে। নাম হচ্ছে إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس بدعة ।

জুমুআর আযানের পর ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ছেড়ে দেওয়ার হুকম এসেছে আল কুরআনে। আয়াত নাযিলের সময় এক (দ্বিতীয়) আযান থাকলেও এখন পরবর্তী (প্রথম) আযানের পর থেকেই এগুলো নিষিদ্ধ গণ্য হবে। আল্লামা শাবিব্বর আহমাদ উসমানি রাহ. বলেন, দ্বিতীয় (এখন প্রথম) আযানের পর থেকেই নিষিদ্ধ হওয়াটা 'মুজতাহাদ ফিহি' তাই প্রথম (এখন দ্বিতীয়) আযানের নিষিদ্ধ হওয়াটা 'কাতয়ি' আর ওটার পর নিষিদ্ধ হওয়া 'যান্নি'। *(ফাওয়াইদে উসমানিয়্যাহ)* যাইহোক, আমাদের সমাজে আজকাল জুমুআর আযান নামাযের বেশ আগেই দেওয়া হয়ে যায়- এটা আসলে সমীচিন নয়। আযানের আগে বয়ান শুরুর করতে পারেন- সমস্যা নেই, কিন্তু আযানটা অন্ততপক্ষে নামাযের সামান্য আগে দেওয়ার চেষ্টা করুন। এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে কিছুটা হলেও গুনাহ থেকে বাঁচার সুযোগ করে দিন।

٢٢٣– باب مايدل على التأذين عندَ الْخُطبةِ يومَ الْجُمعة عندالإمام

অধ্যায়-২২৩ : জুমুআর দিন ইমামের সামনে খুতবার সময় আযান দেওয়ার দলিল

٧٠٦. عن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه قال: كان بلالٌ يُؤَذِّنُ إذا جلسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يومَ الْجُمعةِ، فإذا نَزَلَ أقامَ، ثُمَّ كانَ كذلك فِي زمَنِ أبِي بكرٍ وعمر رضى الله تعالى عنهما. رواه النسائى وأحمد، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭০৬। হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযিদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বিলাল রাযি. জুমুআর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বরে বসতেন তখন আযান দিতেন। আর তিনি যখন (মিম্বর থেকে) নামতেন তখন বিলাল ইকামাত দিতেন। অতপর হযরত আবু বকর ও উমার রাযি.'র যুগেও এভাবে ছিল। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

٢٢٤– باب النهي عن التفريق والتخطي

অধ্যায়-২২৪ : বিভক্তি সৃষ্টি এবং মানুষের গর্দান ডিঙ্গানো নিষিদ্ধ

٧٠٧. عن سلمانَ الفارسي رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الْجمعةِ وتطهَّرَ مااستطاعَ من طهرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أومَسَّ من طيبٍ، ثُمَّ راح فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثنين، فصلى ماكُتِبَ له، ثُمَّ إذا خرجَ الإمامُ أنْصَتَ، غُفِرَ له بينه وبَيْنَ الْجُمعةِ الأخرى. رواه البخاري.

৭০৭। হযরত সালমান ফারিসি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে যথাসাধ্য পবিত্রতা অর্জন করবে, তারপর তেল ব্যবহার করবে কিংবা সুগন্ধি স্পর্শ করবে, অতপর মসজিদের দিকে রওয়ানা হবে, পথিমধ্যে দুইজনের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করল না এবং যতটুকু সম্ভব নামায পড়ল, পরে যখন ইমাম বের হয়ে এলেন তখন সে

নিরব থাকল তো এই জুমুআ এবং অন্য জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। *(সহিহ বুখারি)*

٧٠٨. عن أبِى الزاهرية قال: كنتُ مع عبدِالله بن بسر رضى الله تعالى عنه صاحِبِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يومَ الْجُمعةِ، فجاءَ رجلٌ يتخطَّى رِقابَ الناسِ، فقال عبدُالله بن بسر: جاء رجلٌ يتخطى رِقابَ الناسِ يومَ الْجمعةِ والنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم. اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ. رواه أبوداود والنسائى، وإسنادُهُ حسنٌ.

৭০৮। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাযি.'র সঙ্গে জুমুআর ছিলাম। একব্যক্তি লোকদের গর্দান ডিঙ্গিয়ে আসলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা প্রদানকালে একব্যক্তি (এভাবে) লোকদের গর্দান ডিঙ্গিয়ে আসলে তিনি তাকে বললেন, তুমি বসে পড়; তুমি তো কষ্ট দিয়ে দিলে। *(সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ি)* এর সনদ হাসান।

٢٢٥- باب مايقرأ فى صلاة الْجُمعة

অধ্যায়-২২৫ : জুমুআর নামাযে যা তিলাওয়াত করবেন

٧٠٩. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فِى صلاةِ الفجر يومَ الْجُمعةِ (الــم تَنْزِيل) [السجدة] و (هل أتى على الإنسان حين من الدهر)، وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فِى صلاةِ الْجُمعة سورةَ الْجُمعة والْمُنافقين. رواه مسلمٌ.

৭০৯। হযরত ইবনে আবব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা আস সিজদা এবং সূরা আদ দাহর তিলাওয়াত করতেন আর জুমুআর নামাযে সূরা আল জুমুআ এবং সূরা আল মুনাফিকুন তিলাওয়াত করতেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٧١٠. عن النعمان بن بشيــر رضى الله تعالى عنهما: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فِى العيدين وفِى الْجُمعةِ (سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية). قال: وإذا اجتمع العيد والْجُمعةُ فِى يومٍ واحدٍ يقرأ بِهما أيضاً فِى الصلاتَيْنِ. رواه مسلمٌ.

৭১০। হযরত নু'মান ইবনে বাশির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদ ও জুমুআয় সূরা আ'লা ও সূরা আল গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন। তিনি বলেন, ঈদ আর জুমুআ একত্রিত হয়ে গেলেও তিনি এই সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٢٦– باب التجمُّل يومَ الْجُمعة

অধ্যায়-২২৬ : ঈদের দিন সজ্জিত হওয়া

٧١١. عن جابر رضى الله تعالى عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَلْبَسُ بُرْدَةَ الأَحْمَرَ فِي العيدين والْجمعة. رواه ابنُ خُزيــمة بإسناد صحيحٍ.

৭১১। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদ ও জুমুআয় তাঁর লাল চাদরটি পরিধান করতেন। *(সহিহ ইবনে খুযায়মা)* এর সনদ সহিহ।

٢٢٧– باب استحباب الأكلِ قبلَ الْخروجِ يومَ الفطرِ وبَعْدَ الصلاة يومَ الأضحى

অধ্যায়-২২৭ : ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদগাহে) বের হওয়ার আগে এবং ঈদুল আযহার দিন নামাযের পর খাওয়া মুস্তাহাব

٧١٢. عن أنس بن مالكٍ رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لايغدو يومَ الفطر حَتَّى يأكُلَ تَمَرات. رواه البخاري، وفِي رواية له: ويَأْكُلُهُن وِتْراً.

৭১২। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি খেজুর না খেয়ে (ঈদগায়) যেতেন না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: এবং তিনি এগুলো বেজোড় সংখ্যায় খেতেন। *(সহিহ বুখারি)*

٧١٣. عن بريدةَ رضى الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لايَخرُجُ يومَ الفطرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وكان لايأكُلُ يومَ النحرِ شيئًا حَتَّى يَرْجِعَ، فيأكلَ من أضحيته. رواه الدارقطنِي وآخرونَ، وإسنادُهُ حسنٌ.

৭১৩। হযরত বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে (ঈদগাহের উদ্দেশে) বের হতেন না আর ঈদুল আযহার দিন না ফিরা পর্যন্ত কিছু খেতেন না, (ফিরে এসে) স্বীয় কুরবানি থেকে আহার করতেন। *(সুনানে দারাকুতনি)* এর সনদ হাসান।

٢٢٨– باب الغسل والتطيُّبِ

অধ্যায়-২২৮ : গোসল ও সুগন্ধি ব্যবহার করা

٧١٤. عن الفاكه بن سعدٍ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسلُ يومَ الفطرِ ويومَ النحرِ ويومَ العرفة. رواه ابن ماجة.

৭১৪। ফাকিহ ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং আরাফার দিনে গোসল করতেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

٢٢٩– باب أداء الفطرة قبلَ الصلاة

অধ্যায়-২২৯ : নামাযের পূর্বে সাদাকায় ফিতর আদায় করা

٧١٥. عَنْ ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بزَكاةِ الفطرِ أنْ تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناس إلى الصلاةِ، وكان هو يُؤَدِّيها قبْلَ ذلكَ بيَوْمٍ أو يَوْمَيْن. رواه أبوداود.

৭১৫। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকেরা নামাযে বের হওয়ার আগেই ফিতরা আদায় করার আদেশ করেছেন আর তিনি নিজেও এর এক/দুইদিন আগে তা আদায় করে দিতেন। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٢٣٠– باب يَخْرُجُ ماشيًا إلى الْمُصَلَّى، أيْ مُصَلَّى العيدِ

অধ্যায়-২৩০ : ঈদগাহে হেটে হেটে যাবে

٧١٦. عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما موقوفًا: أنه كان إذا غدا يومَ الفطرِ ويومَ الأضحى يَجْهَرُ بالتكبيرِ، حَتَّى يأتِيَ الْمُصَلَّى، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يأتِيَ الإمام.

৭১৬। হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা উভয় দিনে যাওয়ার সময় ঈদগায় পৌছা পর্যন্ত উচ্চস্বরে তাকবির বলতেন, তারপর সেখানে ইমাম আসা পর্যন্ত তাকবির বলতে থাকতেন। *(সুনানে দারাকুতনি)*

٧١٧. ومرفوعاً: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُكَبِّرُ يَوْمَ الفطرِ مِنْ حِيْنِ يَخْرُجُ من بيتِه حَتَّى يأتِيَ الْمُصَلَّى. انتهى وليس فيه ذكرُ الركوب.

৭১৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় থেকে ঈদগায় পৌছা পর্যন্ত তাকবির বলতেন। *(মুসতাদরাকে হাকিম)*

٢٣١– باب ولايتنفلُ قبلَ صلاةِ العيدِ ولابَعْدَها فى الْمُصَلَّى

অধ্যায়-২৩১ : ঈদগাহে নামাযের আগে-পরে নফল নামায আদায় করা যাবে না

٧١٨. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فصلى ركعتينِ لَمْ يُصَلِّ قبلهما ولابعدَها. متفق عليه.

৭১৮। হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন, এর আগে কিংবা পরে কোনো নামায পড়েননি। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٧١٩. عن أبِى سعيد الْخُدري رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لايصلى قبلَ العيد شيئًا، فإذا رَجَعَ إلى مَنْزِله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة.

৭১৯। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের পূর্বে কোনো নামায পড়তেন না, তবে ঘরে ফিরে তিনি দু'রাকআত পড়ে নিতেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

٢٣٢- باب صلاة العيدين بغَيْرِ أذانٍ ولاًنداءٍ ولاإقامة

অধ্যায়-২৩২ : উভয় ঈদের নামায আযান, ঘোষণা ও ইকামাত ছাড়া

٧٢٠. عن عطاء عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما، وعن جابربن عبدالله رضى الله تعالى عنهم، قالا: لَمْ يكن يُؤَذَّنُ يومَ الفطرِ، ولايومَ الأضحى. رواه الشيخان.

৭২০। আতা ইবনে আবি রাবাহ রাহ.'র সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এবং জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত তাঁরা উভয়ে বলেন, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিনে (ঈদের নামাযের জন্যে) আযান দেয়া হতো না। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٧٢١. عن جابربن سَمُرَةَ رضى الله تعالى عنه قال: صليتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه العيدين غَيْرَ مَرَّةٍ ولامَرَّتَيْنِ بغَيْرِ أذانٍ، ولاإقامَةٍ. رواه مسلمٌ.

৭২১। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একাধিকবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আযান ও ইকামাত ছাড়া উভয় ঈদের নামায আদায় করেছি। *(সহিহ মুসলিম)*

٧٢٢. عن جابربن عبدالله الأنصاري رضى الله تعالى عنه: أنْ لاأذانَ للصلاة يومَ الفطر حين يَخْرُجُ الإمامُ، ولابعدَ مايَخْرُجُ، ولاإقامة ولانداءَ ولاشيءَ لانداءَ يومئذ ولاإقامة. رواه مسلمٌ.

৭২২। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, ঈদুল ফিতরের দিন ইমাম সাহেব বের হওয়ার সময় এবং পরে কোনো আযান নেই। না ইকামাত, না আযান, কিছুই নেই। সেদিন (ঈদের নামাযের জন্যে) আযান ও ইকামাত নেই। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٣٣- باب صلاة العيد قبلَ الْخُطْبَة

অধ্যায়-২৩৩ : ঈদের নামায হবে খুতবার আগে

٧٢٣. عن نافعٍ عن ابن عمرَ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمرُ رضى الله تعالى عنهما يُصَلُّونَ العيدينِ قَبْلَ الْخُطْبَة. رواه الشيخان.

৭২৩। নাফি' রাহ.'র সূত্রে হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমার রাযি. তাঁরা সকলেই উভয় ঈদে খুতবার আগে নামায আদায় করতেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٧٢٤. عن ابن عباسٍ قال: شَهِدْتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبِى بكر وعمرَ وعثمانَ رضى الله تعالى عنهم فَكُلُّهُمْ كانوا يصلُّون قبلَ الْخُطبة.

৭২৪। হযরত ইবনে আবক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমার ও উসমান রাযি.'র সঙ্গে ঈদের নামাযে শরিক হয়েছি। তাঁরা প্রত্যেকেই খুতবার আগে নামায আদায় করতেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٣٤- باب وقت العيدين من ارتفاعِ الشمسِ إلى زوالها

অধ্যায়-২৩৪ : উভয় ঈদের নামাযের ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য ওপরে ওঠা থেকে পশ্চিম আকাশে ঢলা পর্যন্ত

٧٢٥. عن أبِى عميربن أنس، قال: حَدَّثَنِى عمومتِى من الأنصار من أصحابِ النبى صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمى علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاركبٌ من آخرِ النهارِ، فَشَهِدُوا عند النبى صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلالَ بالأمسِ، فأمرَ النبى صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يَخْرُجُوا إلى عيدهم من الغدِ.

৭২৫। আবু উমায়র ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার কয়েকজন চাচা (যাঁরা আনসারি সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত) তাঁরা বলেন, শাওয়ালের চাঁদ আমাদের নিকট অস্পষ্ট হয়ে গেল। আমরা রোযা অবস্থায় সকাল যাপন করলাম। দিনের শেষ দিকে এক দল লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাক্ষ্য দিলেন যে, তারা গতকাল চাঁদ দেখে নিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে রোযা ভেঙ্গে দিতে এবং আগামীকাল ঈদগাহে বের হওয়ার আদেশ করলেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)*

٧٢٦. عن أبِى عمير بن أنس بن مالكٍ قال: أخْبَرَنِى عمومتى من الأنصارِ أنَّ الْهِلالَ خَفِيَ على الناسِ فِى آخرِليلةٍ من شهر رمضانَ فِى زمنِ النبى صلى الله عليه وسلم فأصبحوا صيامًا، فَشَهِدُوا عند النبى

صلى الله عليه وسلم بعد زوالِ الشمس أَنَّهُمْ رأوا الْهِلالَ الليلة الْماضية، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ بالفطر فأَفْطَرُوا تلكَ الساعةَ، وخرج بِهِمْ من الغد فصلى بِهِمْ صلاةَ العيد.

৭২৬। আবু উমায়র ইবনে আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার আনসারি চাচাগণ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে রামাযান মাসের শেষরাতে চাঁদ অস্পষ্ট হয়ে গেল। ফলে লোকেরা রোযা অবস্থায় সকাল যাপন করল। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর কিছু লোক সাক্ষ্য দিল যে, তারা গতরাতে চাঁদ দেখে নিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে রোযা ভঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন, আর তারা ওই মুহুর্তেই ভেঙ্গে দিল। এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে পরবর্তী দিন বের হয়ে ঈদেও নামায আদায় করলেন। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٢٣٥- باب مايقرأ فِى صلاة العيدين

অধ্যায়-২৩৫ : উভয় ঈদের নামাযে যা তিলাওয়াত করবেন

٧٢٧. حَدَّثَنا عبدُ الله، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنا محمد بن جعفر، أَنْبَأَنا شعبةُ وحجاجٌ قال: حَدَّثَنِى شعبة قال: سَمِعْتُ معبد بن خالد يُحَدِّثُ عن زيد بن عقبةَ عن سَمُرَةَ بن جندب: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فِى العيدين (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية). رواه أحمد وابنُ أَبِى شيبةَ والطبرانِى فِى (الكبير) وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭২৭। আমাদের নিকট আবদুল্লাহ বর্ণনা করে বলেন, আমার নিকট আবক্ষা বর্ণনা করে বলেন, আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার বর্ণনা করে বলেন, আমাদের নিকট শু'বা ও হাজ্জাজ বর্ণনা করেছেন, তিনি (মুহাম্মাদ) বলেন আমার নিকট শু'বা বর্ণনা করে বলেন, আমি মা'বাদ ইবনে খালিদকে যায়দ ইবনে উকবা'র মধ্যস্ততায় হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের নামাযে সূরা আ'লা এবং সূরা গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন। *(মুসনাদে আহমাদ, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, তাবারানি)* এর সনদ সহিহ।

٢٣٦- باب صلاة العيدين بستٍّ تَكْبِيرات زوائدَ

অধ্যায়-২৩৬ : উভয় ঈদের নামায হবে অতিরিক্ত ছয় তাকবিরসহ

٧٢٨. عن أَبِى عائشة جليس لأَبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أَنَّ سعيدَ بنَ العاصِ رضى الله تعالى عنه سألَ أباموسى الأشعري وحذيفة بن الْيَمانِ رضى الله تعالى عنهما: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِى الأضحى والفطر ؟ فقال أبوموسى: كان يُكَبِّرُ أربعًا، تَكْبِيْرَهُ على الْجَنائزِ، فقال حذيفة: صَدَقَ، فقال أبوموسى: كذلكَ كنتُ أُكَبِّرُ فِى البصرة حيث كُنْتُ عليهم، قال أبوعائشة: وأنا حاضرٌ سعيدبنَ العاصِ. رواه أبوداود، وإسنادُهُ حسنٌ.

৭২৮। সাঈদ ইবনুল আস রাহ. হযরত আবু মুসা আশআরি ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি.কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহায় তাকবির কীভাবে (কত) বরতেন? আবু মুসা বললেন, তিনি জানাযার নামাযের তাকবিরের মতো চার তাকবির বলতেন। হুযায়ফা বললেন, আবু মুসা সঠিক বলেছেন। আবু মুসা বললেন, আমি যখন বসরায় শাসক ছিলাম তখন আমিও অনুরূপ (চার তাকবির) বলতাম। আবু আয়িশা বলেন, আমিও তখন সাঈদ ইবনুল আসের সাথে উপস্থিত ছিলাম। *(সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ হাসান।

٧٢٩. عن علقمةَ والأسود قالا: كان ابنُ مسعودٍ رضى الله تعالى عنه جالسًا وعندَهُ حذيفةُ، وأبوموسى الأشعري، فسألَهُمْ سعيدبنُ العاصِ عن التَّكْبِيْرِ فِى صلاةِ العيدِ، فقال حذيفة: سَلِ الأشعريَّ، فقال الأشعري: سَلْ عبدَ الله، فإنه أَقْدَمُنا وأَعْلَمُنا، فسألهُ، فقال بن مسعودٍ رضى الله تعالى عنهما: يُكَبِّرُ أربعًا، ثُمَّ يقرأ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، فيقومُ فِى الثانيةِ، فيقرأ ثُمَّ يُكَبِّرُ أربعًا بعدَ القراءةِ. رواه عبدالرزاقِ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭২৯। আলকামা ও আসওয়াদ রাহ. থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বসা ছিলেন এবং তাঁর নিকট হুযায়ফা ও আবু মুসা আশআরি রাযি.ও ছিলেন। তখন সাঈদ ইবনুল আস রাহ. তাঁদেরকে ঈদের নামাযের তাকবির প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। হুযায়ফা বললেন, তুমি আশআরিকে জিজ্ঞেস কর। আশআরি বললেন, আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস কর; কেননা তিনি আমাদেও প্রবীণ এবং বড় আলিম। ফলে সাঈদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, চার তাকবির বলবে, তারপর তিলাওয়াত করবে, তারপর তাকবির বলে রুকু করবে, তারপর দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করবে, কিরাআত শেষে চার তাকবির বলবে। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্‌যাক)* এর সনদ সহিহ।

٧٣٠. عن عبدالله بن الْحارثِ قال: شَهِدْتُ ابنَ عباسٍ رضى الله تعالى عنهما كَبَّرَ فِى صلاةِ العيدِ بالبصرةِ تِسعَ تكبيراتٍ ووَالَى بين القراءتين، قال: شَهِدْتُ الْمُغيرة بنَ شعبةَ رضى الله تعالى عنه فعل مثل ذلك. رواه عبدالرزاقِ، وقال الْحافظُ فِى (التلخيص): إسنادُهُ صحيحٌ.

৭৩০। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনে আবক্ষাস রাযি.কে দেখেছি, তিনি বসরায় ঈদের নামাযে নয় তাকবির বলেছেন এবং উভয় (রাকআতের) কিরাআত সংযুক্ত করেছেন (মধ্যখানে অতিরিক্ত তাকবির বলেননি)। তিনি বলেন, আমি মুগিরা ইবনে শু'বা রাযি.র সঙ্গে নামাযে শরিক হয়েছি, তিনিও এরকম করতেন। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্‌যাক)* এর সনদ সহিহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবির কয়টি হবে- এ বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে ছয়টি, প্রথম রাকআতে কিরাআতের আগে তিন তাকবির আর দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআতের পর তিন তাকবির। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ রাহ.'র মতে এগারোটি, প্রথম রাকআতে ছয় তাকবির আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবির। ইমাম শাফিয়ি রাহ.'র মতে বারোটি, প্রথম রাকআতে সাত তাকবির আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবির। আইম্মায়ে সালাসা এ ব্যাপারে একমত যে, উভয়

রাকআতে তাকবির হবে কিরাআতের আগে। এ বিষয়ে হানাফিদের কয়েকটি দলিল এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রসঙ্গত এখানে আরেকটি দলিল পেশ করা মুনাসিব মনে করছি।

عن القاسم أبي عبد الرحمن قال: حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم يوم عيد، فكبر أربعا و أربعا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف، فقال: لا تنسوا، كتكبير الجنائز، و أشار بأصابعه، و قبض إبهامه.

'প্রসিদ্ধ তাবিয়ি আবু আবদুর রাহমান কাসিম ইবনে আবদুর রাহমান বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং চারটি করে তাকবির দিলেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করলেন, ভুলে না যেন। তারপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটিয়ে চার অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, জানাযার তাকবিরের মতো (ঈদের নামাযের চারটি করে তাকবির হয়ে থাকে)।' (শারহু মাআনিল আসার, ---) এই হাদিসটি সহিহ এবং এর সকল রাবি সিকাহ। ইমাম তাহাবি রাহ.'র ভাষ্য অনুযায়ী তাঁদের বর্ণনাসমূহ সহিহ হওয়া একটি প্রসিদ্ধ কথা। তিনি আরো বলেছেন, এই হাদিসের সনদ ওই সব হাদিসের সনদ থেকে অধিক সহিহ যেখানে বারো তাকবিরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বস্তুত সবক'টি মতের পক্ষে দলিল থাকলেও হানাফিরা ছয় তাকবিরের দলিলগুলো এ জন্যে প্রাধান্য দিয়েছেন:

১. হাদিসে এই পন্থা অত্যন্ত তাকিদ ও গুরুত্বেও সাথে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এভাবে নামায পড়েছেন, নামায শেষে পুনরায় মৌখিকভাবে তা শিখিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন, তোমরা ভুলে যেয়ো না। এরপর হাতের আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন তাকবিরের সংখ্যা কয়টি হবে।
২. এ পদ্ধতি যে হাদিসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর সনদ অন্যান্য পদ্ধতির হাদিসগুলোর সনদের চেয়ে অধিক সহিহ ও শক্তিশালী।
৩. প্রবীণ ও বড় বড় সাহাবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নিয়ম অনুযায়ী ঈদের নামায পড়েছেন। তাঁদের এক বড় জামাআত থেকে এই পদ্ধতিই বর্ণিত হয়েছে।

উপরিউক্ত তিনটি কারণ ছাড়া আরো বিভিন্ন কারণে এই পদ্ধতি অগ্রগণ্য।

ইসতি'নাস: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন, এ ক্ষেত্রে আমাদের নীতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। ইবাদাত -চাই তা কাওলি (বাচনিক) কিংবা ফি'লি (কর্মমূলক) হোক- এর পদ্ধতি যদি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে ওসবের ওপর আমল করা জায়িয। এগুলোর কোনোটিই মাকরূহ হবে না, বরং প্রত্যেকটিই শরিআতসিদ্ধ বলে পরিগণিত হবে। যেমনটা আমরা নিম্নে উল্লিখিত মাসআলাগুলো সম্পর্কে বলে থাকি: সালাতুল খাওফ আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি, আযানে তারজি' করা বা না করা, ইকামাতে শুফআ বা ইফরাদ করা, তাশাহহুদ, সানা, ইসতিআযা, কিরাআত, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবির, জানাযার নামায, সিজদায়ে সাহু, কুনুত রুকুর আগে কিংবা পরে এবং 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'এ ওয়াও বৃদ্ধি করা বা না করা- এ সব ক্ষেত্রে সুন্নাহর বিভিন্নতা রয়েছে। অতএব একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে অপর

পদ্ধতিকে ভুল বলা বা তার ওপর আপত্তি করা একটি ভ্রান্তি। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৪/২৪২, রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমিন, ৪২-৪৮, ৫৫-৬২)

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. সিলসিলাতুল আহাদিসসিস সাহীহায় লিখেছেন, বাস্তব কথা হলো, ঈদের নামাযের তাকবীরের সংখ্যার ক্ষেত্রে সব ক'টি পদ্ধতি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং যার ইচ্ছা সে প্রথম রাকাআতে চার এবং দ্বিতীয় রাকআতে তিন (মানে অতিরিক্ত ছয়) তাকবীর বলবে, এটা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর যার ইচ্ছা সে প্রথম রাকআতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ (মোট বারো) তাকবীর বলবে। তার ভিত্তি হলো সুনানে বায়হাকীর একটি হাদিস। সুতরাং যে কোন একটির ওপর আমল করলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (দেখুন, খায়রী সাঈদের তাহকীককৃত মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৩১৫, আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়া, কায়রো, মিসর।)
শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. লিখেছেন, আব্দুল্লাহ বিন হারিস বর্ণনা করেন, আমাদের নিয়ে হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি. ঈদের নামায পড়লেন। তিনি প্রথম রাকাত পাঁচ ও দ্বিতীয় রাকাতে চার (মানে অতিরিক্ত ছয়) তাকবীর বললেন। আলবানী রাহ. বলেন হাদীসটির সনদ সহীহ। (ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১-১১২)
এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয়। ঈদের নামাযে আমরা হানাফীরা অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলে থাকি। আর সালাফীরা অতিরিক্ত বারো তাকবীর বলেন এবং তারা এই অপপ্রচার করেন যে, হানাফীদের আমল সহীহ হাদীসের খেলাফ। অথচ প্রিয় পাঠক! এইতো পড়লেন ওদের আলবানীর উক্তি। তিনি তো ছয় তাকবীর বিশিষ্ট ইবনে আবক্ষাস রাযি.র হাদীসটি সহীহ বলে স্বীকার করেছেন। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে সুন্নাহর বিভিন্নতার কারণে বারো তাকবীর বলা দোষণীয় নয়, বরং তা ছয় তাকবীরের মতো সুন্নাত। তবে যেখানে এক রকমের সুন্নাত প্রচলিত সেখানে ভিন্ন রকমের সুন্নাত চালু করলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তাই সুন্নাত প্রচারের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। এ অনুরোধ থাকবে আমাদের সালাফী ভাইদের প্রতি।

٢٣٧- باب الذهاب إلى الْمُصَلَّى فِى طريقٍ ورجوعه فِى طريقٍ آخرَ
অধ্যায়-২৩৭ : ঈদগাহে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরা

٧٣١. عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان يومُ عيدٍ خالَفَ الطريقَ. رواه البخاري.

৭৩১। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন রাস্তা পরিবর্তন করতেন। *(সহিহ বুখারি)*

٧٣٢. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كان النبى صلىّ الله عليه وسلم إذا خرجَ إلى العيد يرجع فِى غَيْرِ الطريق الذي خرج فيه. رواه أحمد والترمذي وابن حبان والْحاكِمُ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭৩২। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঈদগাহে বের হতেন তখন যাওয়ার পথ ব্যতীত ভিন্ন পথ দিয়ে ফিরতেন। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে তিরমিযি)* এর সনদ সহিহ।

٢٣٨- باب تَكْبِيْرات التشريق

অধ্যায়-২৩৮ : তাকবিরে তাশরিক

٧٣٣. عن أبِى الأسود قال: كان عبدُ الله يُكَبِّرُ من صلاةِ الفجر يومَ عرفةَ إلى صلاة العيدِ من يومِ النحرِ يقول: الله أكْبَرُ، الله أكْبَرُ، لاإله إلا الله والله اكْبَرُ الله أكْبَرُ، ولله الْحَمْدُ. رواه ابن أبِى شيبة، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭৩৩। আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. আরাফার দিনের ফজরের নামায থেকে নিয়ে দশ তারিখের ঈদের নামায পর্যন্ত তাকবির বলতেন: الله أكبر، الله كبر، لا إله إلا الله، و الله أكبر، الله أكبر، و لله الحمد - *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ সহিহ।

٧٣٤. عن شقيق عن علي رضى الله تعالى عنه: أنه كان يُكَبِّرُ بعدَ صلاةِ الفجر يومَ عرفةَ إلى صلاةِ العصرِ من آخرِ أيامِ التشريق، ويُكَبِّرُ بعدَ العصرِ. رواه أبوبكر بن أبِى شيبة، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭৩৪। হযরত শাকিক ইবনে আলি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি আরাফা দিবসের ফজরের পর থেকে আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিন আসর পর্যন্ত তাকবিন বলতেন, (শেষদিনের) আসরের পরেও তাকবির বলতেন। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ সহিহ।

أبْوابُ صلاةِ الكسوف

সূর্যগ্রহণের নামায সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ

۲۳۹– باب كل ركعة بركوعٍ واحدٍ

অধ্যায়-২৩৯ : প্রত্যেক রাকআতেই একটি করে রুকু হবে

٧٣٥. عن أبي بكرةَ رضى الله تعالى عنه قال: كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فانكسفتِ الشمسُ، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجُرُّ رِداءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنا فصلى بنا ركعتين. رواه البخاري، وزاد النسائى: كما يصلون، وعند ابن حبان: ركعتين مثلَ صلاتكم.

৭৩৫। হযরত আবু বাকরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমরাও প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের নিয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

নাসায়ির বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে: যেভাবে তোমরা পড়ে থাকো। ইবনে হিবক্ষানের বর্ণনায় রয়েছে: তোমাদের নামাযের মতো দু'রাকআত।

٧٣٦. عن عبدالرحمن بن سَمُرَةَ رضى الله تعالى عنه قال: بينما أنا أَرْمِي بأَسْهُمي فِي حياة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، إذ انكسفتِ ا لشمسُ، فَنَبَذْتُهُنَّ وقلتُ: لأنظرنَّ ما يحدثُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي انكسافِ الشمس اليوم، فانتهيت إليه، وهو رافعٌ يديه، يدعوويُكَبِّرُ ويَحْمَدُ، ويُهَلِّلُ، حَتَّى جُلِّيَ عن الشمسِ، فقرأ سورتين وركع ركعتين. رواه مسلمٌ والنسائى، وقال: فصلى ركعتين وأربع سجدات.

৭৩৬। হযরত আবদুর রাহমান ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমি (একদিন) তীর নিক্ষেপে রত ছিলাম। ইতোমধ্যে সূর্যে গ্রহণ লাগল। তখন আমি সেগুলো ছুড়ে ফেলে মনে মনে বললাম, আজ সূর্যগ্রহণের সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন কী কাজ করেন- তা অবশ্যই আমি দেখব। আমি তাঁর নিকট পৌঁছলাম। তখন তিনি হাত তুলে দুআ করছিলেন, তাকবির বললেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন, লা ইলা ইল্লাল্লাহ বললেন। শেষ পর্যন্ত যখন সূর্য পরিচ্চন্ন হয়ে গেল তখন তিনি দু'টি সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং দু'রাকআত নামায পড়লেন। *(সহিহ মুসলিম)* নাসায়ি'র বর্ণনায় শব্দ হচ্ছে: অত:পর তিনি দু'রাকআত নামায পড়লেন এবং (এতে) চার সিজদা করলেন।

٧٣٧. عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلى فِي كسوف الشمس نَحْوًا من صلاتِكُمْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ. رواه أحمد والنسائى، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭৩৭। হযরত নু'মান ইবনে বাশির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের সময় তোমাদের নামাযের মতো রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করেছেন। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

٧٣٨. عن قبيصة الْهَلالي رضى الله تعالى عنه قال: كُسِفَتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فزعًا يَجُرُّ ثوبَهُ وأنامعه يومئذ بالْمَدينة، فصلى ركعتين، فأطالَ فيهما القيامَ ثُمَّ انصرفَ وانْجَلَّتْ، فقال: هذه الآياتُ يُخَوِّفُ الله عزوجل بِها، فإذا رأيتموها فَصَلُّوا كأحدث صلاة صليتموها من الْمَكْتُوبَة. رواه أبوداود والنسائى، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭৩৮। হযরত ক্বাবিসা আল হিলালি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে স্বীয় কাপড় টেনে টেনে বের হলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। এতে কিয়াম দীর্ঘ করলেন। নামায শেষ করলে সূর্য পরিচ্চন্ন হয়ে গেল। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনরাজি; তিনি এগুলো দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেন। সুতরাং তোমরা যখন এগুলো দেখেবে তখন তোমরা নামায পড়বে; যেভাবে তোমরা সবেমাত্র (ফজরের) ফরয নামায আদায় করেছ। *(সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

٧٣٩. عن محمود بن لبيد رضى الله تعالى عنه قال: كُسِفَتِ الشمسُ يومَ ماتَ إبراهيم بنُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: كُسِفَتِ الشمسُ لِمَوْتِ إبراهيم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله عزوجل، ألاوإنَّهُما لاينكسفان لِمَوْتِ أحدٍ ولالِحَياته، فإذا رأيتموها كذلك فافْزَعُوا إلى الْمَساجِدِ. ثُمَّ قام، فقرأ فيمانرى بعضَ (الر كتابٌ) ثُمَّ ركع، ثُمَّ اعتدلَ، ثُمَّ سَجَدَ سجدتَيْنِ، ثُمَّ قام ففعل مثلَ مافعلَ فِي الأُولى. رواه أحمد، وإسنادُهُ حسنٌ.

৭৩৯। হযরত মাহমুদ ইবনে লাবিদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহিম যেদিন মারা যান সেদিন সূর্যগ্রহণ হলে লোকেরা বলতে লাগলো, ইবরাহিমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ তাআলার নিদর্শনরাজির মধ্য থেকে দু'টি। মনে রাখো, কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে এ দু'টুতে গ্রহণ লাগে না। সুতরাং তোমরা যখন এগুলো ওভাবে দেখবে তখন ভীতি নিয়ে মসজিদে গমন করবে। অতপর তিনি (নামাযে) দাঁড়িয়ে আমাদের ধারণামতে সূরা 'আলিফ রা কিতাবুন' থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করলেন, তারপর রুকুতে গেলেন, এরপর সোজা হলেন, তারপর দু'টি সিজদা করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে প্রথম রাকআতের মতোই কাজগুলো করলেন। *(মুসনাদে আহমাদ)* এর সনদ হাসান।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত মাহমুদ ইবনে লাবিদ রাযি.। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাছ থেকে কয়েকটি হাদিসও বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারি রাহ. বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবত পেয়েছেন। আবু হাতিম রাহ.'র মতে সুহবত পাননি। ইমাম মুসলিম রাহ.ও তাঁকে তাবিয়িদের দ্বিতীয় তাবাকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারি রাহ.'র মতই অগ্রগণ্য। তিনি একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন।

٧٤٠. عن أبِي قلابةَ عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهما أوغَيْرُهُ قال: كُسِفَتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلى ركعتين، ويُسَلِّمُ، ويسألُ، حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قال: إن رجالاً يَزْعَمُونَ أن الشمسَ والقمرَ لاينكسفان إلا لِمَوْتِ عظيمٍ من عظماءِ أهلِ الأرضِ، وليس ذلك كذلك، ولكنهما آياتانِ من آيات الله، فإذا تَجَلَّى اللهُ لشَيْءٍ من خلقه خَشَعَ له. رواه الطحاوي.

৭৪০। আবু কিলাবা'র সূত্রে হযরত নু'মান ইবনে বাশির রাযি. কিংবা অন্য কারো থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি দু'রাকআত নামায পড়তে শুরু করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন এবং দুআ করতে থাকলেন। অবশেষে সূর্য পরিচ্ছন্ন হলো। তারপর তিনি ইরশাদ করলেন, কিছু লোক মনে করে দুনিয়ার কোনো মহান ব্যক্তির মৃত্যুর কারণেই চন্দ্র-সূর্য এদু'টিতে গ্রহণ লাগে! অথচ বিষয়টি এমন নয়, বরং এ দু'টু আল্লাহ তাআলার নিদর্শনরাজির মধ্য থেকে দু'টি নিদর্শন। বস্তুত আল্লাহ তাআলার ঝলক যখন কোনো জিনিসের উপর পতিত হয় তখন সেটি আল্লাহর সামনে বিনয়ী (তথা নিস্প্রভ) হয়ে যায়। *(শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: সালাতুল কুসুফে রুকু কয়টি হবে- এব্যাপারে ফকিহগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ.'র মতে সালাতুল কুসুফ এবং অন্যান্য সাধারণ নামাযের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, সুতরাং রুকু একটিই হবে। আর আইম্মায়ে সালাসা'র মতে রুকু হবে দু'টি। এখানে হানাফিদের কিছু দলিল উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হানাফিদের মতের অগ্রগণ্যতা প্রস্ফুটিত হয়:

১. একাধিক রুকু সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো শুধু ফি'লি (কর্মমূলক)। পক্ষান্তরে এক রুকু সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো কাওলি (বাচনিক) ও ফি'লি (কর্মমূলক)। আর এটা তো সর্বজন স্বীকৃত নীতি যে, কাওলি হাদিস ফি'লি হাদিসের ওপর অগ্রগণ্য।

২. হানাফিদের দলিলগুলো সাধারণ নামায ও অন্যান্য শরয়ি উসূলের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যশীল।

৩. সালাতুল কুসুফে যদি একাধিক রুকু হয় তাহলে এটা তো অস্বাভাবিক একটি বিষয়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুসুফ সম্পর্কে দীর্ঘ খুতবা পেশ করলেও এর রুকুর ব্যাপারটি নিয়ে তিনি কোনো আলোচনা করেননি।

٢٤٠– باب الإخفاء فِي القراءةِ فِي كسوفِ الشمسِ

অধ্যায়-২৪০ : সূর্যগ্রহণের নামাযে কিরাআত হবে আস্তে আস্তে

٧٤١. عن سَمُرَةَ رضى الله تعالى عنه: أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم صلى بِهِمْ فِي كُسوفِ الشمسِ لانَسْمَعُ له صَوْتًا. رواه الْخَمْسَةُ، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭৪১। হযরত সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে নিয়ে সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করলেন। (তিনি বলেন) আমরা তাঁর আওয়াজ শুনতে পাইনি। *(সুনানে তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ)* এর সনদ সহিহ।

٧٤٢. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: صَلَّيْتُ إلى جنبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومَ كُسفَتِ الشمسُ فَلَمْ أَسْمَعْ له قراءةً. رواه الطَّبْرَانِيُّ، وإسنادُهُ حسنٌ.

৭৪২। হযরত ইবনে আবক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে দিন সূর্যগ্রহণ হয় সে দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে নামায আদায় করেছি, কিন্তু তাঁর কিরাআত (এর আওয়াজ) শুনতে পাইনি। *(তাবারানি)* এর সনদ হাসান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: সালাতুল কুসুফে কিরাআত আস্তে হবে না জোরে- এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফিয়ি রাহ. প্রমুখের মতে কিরাআত হবে আস্তে আস্তে। আর ইমাম আহমদ এবং সাহিবাইনের মতে কিরাআত হবে জোরে জোরে।

٢٤١–باب صلاة الاستسقاء

অধ্যায়-২৪১ : সালাতুল ইস্তিসকা

٧٤٣. عن عبدالله بن زيدٍ رضى الله تعالى عنه قال: رأيتُ النبى صلى الله عليه وسلم يومَ خرجَ يستسقى قال: فَحَوَّلَ إلى الناسِ ظَهْرَهُ، واستقبلَ القبلةَ يدعو، ثُمَّ حَوَّلَ رداءَهُ، ثُمَّ صلى لنا ركعتين. رواه الشيخان، وزاد البخاري: جَهَرَ فيهما بالقراءةَ.

৭৪৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যেদিন তিনি পানি প্রার্থনা করার জন্যে বের হন। (সাহাবি বলেন) তিনি লোকদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কিবলামুখি হয়ে দুআ করতে লাগলেন। অতপর স্বীয় চাদর উল্টালেন এবং আমাদেরকে নিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)* বুখারির বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে: তিনি এতে তিলাওয়াত উচ্চস্বরে করলেন।

٧٤٤. عن أَبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومًا يستسقى فصلى بنا ركعتين بلاأذانٍ ولاإقامةٍ، ثُمَّ خَطَبَنا، ودعاالله، وحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ القبلة رافعًا يديه، ثُمَّ قَلَّبَ رداءَهُ، فَجَعَلَ الأيْمَنَ على الأيسرِ، والأيسرَ على الأيْمَنِ. رواه ابن ماجة وآخرونَ، وإسنادُهُ حسنٌ.

৭৪৪। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন পানি প্রার্থনা করার জন্যে বের হলেন। আযান-ইকামাত ছাড়াই তিনি আমাদের নিয়ে দু'রাকআত আদায় করলেন। তারপর তিনি খুতবা দিলেন এবং আল্লাহর নিকট দুআ করলেন। হাত উঠিয়ে কিবলামুখি হলেন। তারপর চাদর উল্টালেন; ডানদিক বামদিকে এবং বামদিক ডানদিকে নিয়ে রাখলেন। *(সুনানে মাজাহ)* এর সনদ হাসান।

٧٤٥. عن إسحاق بن عبدالله بن كنانة قال: أَرْسَلَنِي أَمِيْرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إلى ابنِ عباسٍ أَسْأَلُهُ عن الاستسقاء، فقال ابن عباسٍ: مامنعه أن يسألَنِي ؟ خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم متواضعًا مبتذلاً مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا، فصلى ركعتين كما يصلى فِي العيدين، ولَمْ يَخْطُبْ خطبتكم هذه. رواه النسائي وأبوداود، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭৪৫। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কিনান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন আমির আমাকে হযরত ইবনে আবক্ষাস রাযি.'র নিকট ইসতিসকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্যে পাঠালেন। ইবনে আবক্ষাস বললেন, সে নিজে আমাকে জিজ্ঞেস করতে কোন জিনিস বাধসাধলো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বৃষ্টি প্রার্থনার জন্যে বের হলেন। উভয় ঈদের নামায যেভাবে আদায় করেন সেভাবে দু'রাকআত পড়লেন। তবে তোমাদের মতো এই খুতবা তিনি দেননি। *(সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ি)* এর সনদ সহিহ।

٢٤٢- باب صلاة الْخَوْف

অধ্যায়- ২৪২ : সালাতুল খাওফ

٧٤٦. عن جابرٍ رضى الله تعالى عنه قال: أَقْبَلْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاعِ قال: كنا إذا أتينا على شجرةٍ ظليلةٍ تركناها لِرَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فجاءَ رجلٌ من الْمُشْرِكِيْنَ، وسَيْفُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ، فأخذه فاخترطه، ثُمَّ قال لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أتَخَافُنِي ؟ قال: لا، قال: فَمَنْ يَمْنُعُكَ مِنِّي ؟ قال: الله يَمْنَعُنِي منكَ. قال: فتهدَّدَهُ أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأغمدَ السيفَ وعَلَّقَهُ، قال: ثُمَّ نُودِي بالصلاةِ، فصلى بطائفةٍ ركعتينِ، ثُمَّ تأَخَّرُوا، وصلى بالطائفةِ الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم أربعُ ركعاتٍ وللقومِ ركعتانِ. رواه مسلم، والبخاري تعليقاً فِي الْمَغازي.

৭৪৬। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আসছিলাম। যখন 'যাতুর রিকা'এ পৌঁছলাম -(জাবির বলেন) আমরা যখন কোনো ছায়াদার গাছের কাছে আসতাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে সেটা ছেড়ে দিতাম- তখন জনৈক মুশরিক এল, এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরবারি গাছে ঝুলানো ছিল। তো সেই

ব্যক্তি তরবারি নিয়ে তা কোষমুক্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, তুমি কি আমাকে ভয় করছ? তিনি বললেন, না। সে বলল, তো এখন আমা থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলাই আমাকে তোমা থেকে রক্ষা করবেন। (জাবির) বলেন, সাহাবিগণ তাকে ধমক দিলে সে তরবারি কোষমুক্ত করে ঝুলিয়ে দিল। জাবির বলেন, অতপর নামাযের আযান দেওয়া হল। তিনি একদলকে নিয়ে দু'রাকআত আদায় করলেন। তারপর তাঁরা পেছনে চলে গেলেন। তিনি অন্যদলকে নিয়ে দু'রাকআত আদায় করলেন। জাবির বলেন, তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায চার রাকআত হয়ে গেল আর লোকদের দু'রাকআত করে হল। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٧٤٧. عن عبدالله بن عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: غَزَوْتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنا العَدُوَّ فصافَفْنا لَهُمْ، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلى لنا، فقامت طائفةٌ معه، وأقبلتْ طائفةٌ على العدوِّ، فركعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ، وسجدَ سجدتَيْنِ، ثُمَّ انصرفوا مكانَ الطائفة التى لَمْ تُصَلِّ، فجاؤوا فركعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِهِمْ ركعةً، وسجدَ سجدتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فقامَ كُلُّ واحدٍ منهم، فركع لنفسه ركعةً وسجدَ سجدتَيْنِ. رواه الْجَماعَةُ.

قال العلامة النيموي رحمه الله تعالى: إن صلاةَ الْخَوْفِ لَها أنواعٌ مختلفةٌ، وصفاتٌ متنوعةٌ وَرَدَتْ فيها أخبارٌ صحيحةٌ، والكُلُّ جائزٌ عندالكُلِّ، والْخِلافُ فِى الترجيح، صَرَّحَ بذلكَ فِى (مراقى الفلاح) و (الْمُستصفى) وصاحب (الكَنْزِ).

৭৪৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমি নাজদেও দিকে যুদ্ধে বের হলাম। আমরা শত্রুর সম্মুখীন হলাম এবং তাদেও সামনে কাতারবন্দি হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়লেন। একদল তাঁর সঙ্গে নামাযে দাঁড়াল এবং অন্যদল শত্রুর সামনে থাকল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে দাঁড়ানো লোকদের নিয়ে রুকু ও দুই জিদা করলেন এবং তাঁরা যে দল এখনো নামায পড়েনি তাদের স্থানে চলে এল। ওই দল এলে তিনি তাদেরকে নিয়ে এ রুকু ও দুই সিজদা করলেন এবং তিনি সালাম ফিরালেন। তারপর প্রত্যেক জন দাঁড়িয়ে নিজে নিজে এক রুকু ও দুই সিজদা আদায় করল। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

আল্লামা নিমাওয়ি রাহ. বলেন, সালাতুল খাওফের একাধিক ধরন এবং বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এ বিষয়ে অনেক সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সকলের মতে প্রত্যেকটি পদ্ধতিই জায়িয। অবশ্য প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়টি 'মারাকিল ফালাহ', 'আল মুসতাসফা'-এ এবং 'কানয'-গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

٢٤٣- باب الصلاة فِى الكعبة

অধ্যায়- ২৪৩ : কা'বার ভিতরে নামায পড়া

٧٤٨. عن نافعٍ عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الكعبة هو أُسامَةُ وبلالٌ، وعثمانُ بنُ طلحة الْحجبِي، فأغْلَقَهَا عليه، ثُمَّ مكثَ فيها، قال ابنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بلالاً حِيْنَ خرجَ: ماصَنَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: جَعَلَ عمودَيْنِ عن يسارِه، وعموداً عن يَمينِه وثلاثةَ أعمدةٍ وروائَهُ، ثُمَّ صَلَّى، وكان البيتُ يومئذ عَلَى سِتَّة أعْمدَة.

وفِى روايةٍ قال: قَدمَ رسولُ الله صلى الله عليه يومَ الفتحِ فَنَزَلَ بفناءِ الكعبةِ، فأَرْسَلَ إلى عثمانَ بن طلحة، وأمرَ بالبابِ فَأُغْلِقَ، فلبثوا فيه مليا، ثُمَّ فتحَ البابَ، قال عبدُ الله: فبادَرْتُ البابَ، فتَلَقَّيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خارِجًا وبلالاً عَلَى إثرِه، فقلتُ لبلال: هل صلى فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، قلتُ: أين ؟ قال: بَيْنَ العمودينِ تلْقاءَ وَجْهِه. ونَسِيْتُ أنْ أسألَهُ كم صَلَّى.

৭৪৮। নাফি'র সূত্রে হযরত ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লায় প্রবেশ করলেন। উসামা, বিলাল এবং উসমান ইবনে তালহা আল হাজাবি রাযি. তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি কা'বার দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং সেখানে কিছু সময় অবস্থান করলেন। ইবনে উমার রাযি. বলেন, আমি বিলাল রাযি.কে বের হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করলেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাম দিকে দুই স্ত স্ত, ডান দিকে একটি এবং পেছন দিকে তিনটি স্তম্ভ রেখে নামায পড়লেন। তখন বাইতুল্লায় ছয়টি স্তম্ভ ছিল। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন এসে কা'বা প্রাঙ্গনে অবতরণ করলেন। উসমান ইবনে তালহা রাযি.'র কাছে লোক পাঠালেন। (চাবি নিয়ে ঢুকলেন এবং) তাঁর নির্দেশে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। সেখানে তাঁরা কিছু সময় অবস্থান করলেন। তারপর দরজা খুললেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. বলেন, তখন আমি দ্রুত দরজার দিকে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বের হয়ে আসতে পেলাম, তাঁর পেছনে ছিলেন হযরত বিলাল রাযি.। আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায়? বললেন, দুই স্তম্ভেও মাঝে সম্মুখপানে। এবং তিনি কয় রাকআত পড়েছেন সে কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।

أَبْوابُ الْجَنائِزِ

জানাযার অধ্যায়সমূহ

٢٤٤– باب يُسَنُّ توجيهُ الْمُحتضر إلى القبلة

অধ্যায়- ২৪৪ : মৃত শয্যাশায়ীকে কিবলামুখী করে রাখা সুন্নাত

٧٤٩. عن أَبِى قتادَةَ رضى الله تعالى عنه: أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم حِيْنَ قَدِمَ الْمَدينةَ سأَلَ عَنِ الْبَراءِ بن معرور فقالوا: تُوُفِّيَ، وأوصى أن يُوَجَّهَ إلى القبلةِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أصابَ الفطرةَ، ثُمَّ ذَهَبَ فصلى عليه. رواه الْحاكِمُ فِى (الْمُستدرك) وقال: حديثٌ صحيحٌ.

৭৪৯। হযরত আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় এলেন তখন হযরত বারা ইবনে মা'রুর রাযি. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বললেন, তিনি মারা গেছেন এবং তাঁর চেহারা কিবলামুখী কওে রাখার ওসিয়্যাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে 'ফিতরাত' অনুযায়ী কাজ করেছেন। অতপর তিনি (তাঁর কবরের নিকট) গিয়ে জানাযার নামায পড়লেন। *(মুসতাদরাকে হাকিম)*

٢٤٥– باب ويُلَقَّنُ الشهادةَ

অধ্যায়- ২৪৫ : মাইয়্যিতকে কালিমায়ে শাহাদাতের তালকিন করা হবে

٧٥٠. عن أَبِى سعيد الْخُدري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَقِّنُوا موتاكم لاإله إلاالله. رواه الْجَماعَةُ، إلاالبخاري.

৭৫০। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তালকিন (তার নিকট এই কালিমা পাঠ) করো। *(সহিহ মুসলিম)*

٧٥١. عن أَبِى هريرةَ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَقِّنُوا مَوْتاكُمْ لاإله إلاالله. رواه مسلمٌ.

৭৫১। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তালকিন করো। *(সহিহ মুসলিম)*

٧٥٢. عن معاذبن جبلٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كانَ آخِرُ كَلامِهِ لاإله إلا الله دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৭৫২। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হবে 'লা ইলা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ হাসান।

٢٤٦– باب ويُسْتَحَبُّ قراءةُ يس عنْدَ الْمَيِّت

অধ্যায়- ২৪৬ : মাইয়্যিতের নিকট সূরা ইয়াসিন পাঠ করা মুস্তাহাব

٧٥٣. عن معقل بن يسارٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا يس عَلَى موتاكم. رواه أبوداود وابن ماجة والنسائى، وأَعَلَّهُ ابنُ القطان، وصَحَّحَهُ ابنُ حبان.

৭৫৩। হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের মৃতদের নিকট সূরা ইয়াসিন পাঠ করো। *(সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ)* ইয়াহইয়া ইবনুল কাত্তান হাদিসটিকে মা'লুল আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু ইবনে হিব্বান এটাকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।

সাহাবি পরিচিতি : হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযি.। বাইআতে রিযওয়ানে শরিক ছিলেন। পরে বসরায় অবস্থান করেন। সেখানকার 'মা'কিল' নদী তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত। উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের শাসনামলে ৬০ হিজরির পর মৃত্যুবরণ করেন, কারো মতে তিনি মুআবিয়া রাযি.'র শাসনামলে মৃত্যুবরণ করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ: موتاكم আল্লামা ফাযলুল্লাহ তুরপিশতি (আরাবি উচ্চারণ: তুরাবিশতি, মৃ. ৬৬১হি. কিংবা ৬৬৬ হিজরির পর) বলেন, এখানে ميت বলতে من حضره الموت মৃত্যুর সম্মুখীন মুমূর্ষ ব্যক্তি বুঝানো হতে পারে, আবার من قضى نحبه যার মৃত্যু হয়ে গেছে তাকেও বুঝানো হতে পারে। ইবনে হিব্বান রাহ.'র মতে প্রথম ব্যক্তিই হাদিসের উদ্দেশ্য। *(বাযলুল মাজহুদ, ১৪/৮৪)*

٢٤٧– باب إذا ماتَ تُشَدُّ لحْيَاهُ

অধ্যায়- ২৪৭ : মারা যাওয়ার পর চুয়াল বেঁধে (মিলিত করে) দেয়া হবে

٧٥٤. عن أمِّ سلمةَ رضى الله تعالى عنها قالتْ: دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أبى سلمةَ رضى الله تعالى عنه وقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ، فأغْمَضَهُ، ثُمَّ قال: إنَّ الروحَ إذا قُبِضَ تَبِعَهُ البصرُ. فَضَجَّ ناسٌ من أهله، فقال: لاتدعوا على أنفسكم إلا بِخَيْرٍ، فإن الْمَلائكةَ يُؤَمِّنُونَ على ماتقولون. ثُمَّ قال: اللهم اغفر لأَبِى سلمةَ وارْفَعْ درجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّينَ، واخْلُفْهُ فِى عقبه فِى الغابرين، واغفرلنا وله يارَبَّ الْعالَمِيْنَ، وافسَحْ له فِى قَبْرِه، ونَوِّرْ له فيه. رواه مسلمٌ.

৭৫৪। হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু সালামার মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং তার চোখ খুলা ছিল তিনি বন্ধ করলেন। এরপর বললেন, যখন রূহ কবজ করা হয় তখন দৃষ্টি তার অনুসরণ করে। একথা শুনে পরিবারের লোকেরা চিৎকার করে

কাঁদতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এখন শুধু কল্যাণের দুআ করবে। কেননা, ফিরিশতারা তোমাদেও কথায় 'আমিন' বলবেন। এরপর তিনি এই দুআ করলেন, "হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা করুন। হেদায়াতপ্রাপ্তদেও মাঝে তার মর্যাদা বুলন্দ করুন। তার পরিবর্গকে উত্তম নায়েব দান করুন। ইয়া রাবক্ষাল আলামিন! তাকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন। তার কবরে আলো ও প্রশস্ততা দান করুন। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٤٨ – باب: ويُسَجَّى الْمَيتُ

অধ্যায়- ২৪৮ : মাইয়্যিতকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হবে

٧٥٥. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالتْ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبَرِدِ حِبْرَةٍ. رواه الشيخانِ.

৭৫৫। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁকে 'হিবারা' চাদর দিয়ে আবৃত করে রাখা হল। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٤٩ – باب غسلِ الْمَيِّتِ

অধ্যায়- ২৪৯ : মাইয়্যিতের গোসল

٧٥٦. عن أم عطية الأنصارية رضى الله تعالى عنها قالتْ: دخلَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حِيْنَ تُوُفِّيَتْ ابنتُهُ فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خَمْسًا أو أكثر من ذلكَ إنْ رأيتُنَّ ذلكَ بِماءٍ وسدرٍ، واجعلن فِى الآخرةِ كافوراً، أوشيئًا من كافورٍ. فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِى. فلما فرغن آذنَّاهُ، فأعطانا حِقْوَهُ، فقال: أَشْعِرْنَها إياه. تَعْنِى إزارَهُ. رواه الْجَماعةُ، وفِى رواية لَهُمْ: ابْدَأْنَ بِمَيامنها، ومواضِعِ الوضوءِ منها.

৭৫৬। হযরত উম্মে আতিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে যখন মারা গেলেন তখন তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা তাঁকে তিনবার বা পাঁচবার, আর যদি প্রয়োজনবোধ করো তাহলে এর থেকেও অধিকবার কুলপাতা মিশানো গরম পানি দিয়ে গোসল দেবে এবং শেষবার পানিতে কর্পুর (কিংবা তিনি বলেছেন, সামান্য কর্পুর) মিশিয়ে নেবে। তোমরা তাঁর গোসল দেওয়ার কাজ শেষকরে আমাকে খবর দিবে। অত:পর আমরা যখন গোসল দেওয়া থেকে ফারিগ হলাম তখন তাঁকে জানালাম। তিনি ব্যবহৃত তহবন্দ আমাদেরকে দিয়ে বললেন, এটি তাঁর শরিরে জড়িয়ে দাও। অপর বর্ণনায় রয়েছেঃ তাঁর ডান দিক হতে এবং উযুর স্থানগুলো দিয়ে আরম্ভ করবে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٥٠ – باب غَسْلُ الْمَرْأَةِ زَوْجَها

অধ্যায়- ২৫০ : স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারবে

٧٥٧. عن عبدالله بن أَبِى بكرِ رضى الله تعالى عنهما: أنَّ أَسْماءَ بنت عميس إمرأةَ أَبِى بكرِ الصديق رضى الله تعالى عنه غَسَّلَتَ أبابكرٍ الصديق حين تُوُفِّيَ، ثُمَّ خرجتْ فسألتْ مَنْ حضرها من

الْمُهاجرين، فقالتْ: إنِّي صائمةٌ، وإنَّ هذا يومٌ شديدُ الْبَرْدِ، فهل عَلَيَّ مِنْ غسلٍ ؟ فقالوا: لا. رواه مالكٌ، وإسنادُهُ مرسلٌ قَوِيٌّ.

৭৫৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর রাযি.'র বিবি আসমা বিনতে উমাইস রাযি. আবু বকর রাযি.'র মৃত্যুও পর তাঁকে গোসল দিলেন। অতপর তিনি বের হয়ে উপস্থিত মুহাজিরদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, আমি রোজাদার, অন্যদিকে আজ প্রচ- ঠাণ্ডার দিন; তো এখন আমার ওপর গোসল কি জরুরি? তাঁরা বললেন, না। *(মুআত্তা মালিক)* এটা সনদের বিচারে একটি শক্তিশালী মুরসাল হাদিস।

٢٥١– باب يُجْمَرُ تَخْتُهُ وكَفَنُه وِتْراً عند الغسلِ وتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ

অধ্যায়- ২৫১ : মাইয়্যিতকে গোসল দেওয়ার সময় তার গোপনীয় অঙ্গ ঢেকে রাখা হবে এবং তার খাটিয়া ও কাফন বেজোড় সংখ্যায় ধূপ দেওয়া হবে

٧٥٨. عن جابر رضى الله تعالى عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا أَجْمَرْتُمُ الْميت فأَجْمِرُوه وِتْرًا. وفِي رواية: فأجْمِرُوه ثلاثاً. رواه أحمد وابن حبان فى (صحيحه) والْحَاكِمُ وصَحَّحَهُ.

৭৫৮। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমরা মাইয়্যিতকে ধূপ দিবে তখন তাকে বেজোড় সংখ্যায় ধূপ দিবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ তোমরা তাকে তিনবার ধূপ দাও। *(মুসনাদে আহমাদ, সহিহ হিবক্ষান)* হাকিম হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

٧٥٩. عن على رضى الله تعالى عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لاتُبْرِزْ فَخِذَكَ، ولاتَنْظُرَنَّ إلى فَخِذ حَيٍّ ولامَيِّت. رواه أبوداود وابن ماجة.

৭৫৯। হযরত আলি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি তোমার উরু খুলবে না এবং কোনো জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির উরুর দিকে তাকাবে না। *(সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

٢٥٢– باب يُجْعَلُ الْحَنُوطُ عَلَى رأسه ولحْيَته والكافورُ عَلَى مساجده

অধ্যায়- ২৫২ : খোশবু মাইয়্যিতের মাথা ও দাড়িতে এবং কর্পুর তার সিজদার অঙ্গসমূহে দেয়া হবে

٧٦٠. عن أم عطية الأنصارية رضى الله تعالى عنها: دخلَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فقال: اغسلنها ثلاثًا أوخَمْسًا أوأكثر من ذلك إنْ رأيْتُنَّ ذلك بماءِ وسدر، واجعلن فِى الآخرةِ كافوراً، أوشيئًا من الكافور، فإذا فرغْتُنَّ فآذِنَّنِى فلما فرغنا آذنَّاه، فألقى إلينا حقْوَهُ فقال: أشْعِرْنَها إياه. وفِى روايةٍ: اغسلنهاوِتْراً ثلاثاً أوخَمْسًا أوسبعًا، وابْدَأْنَ بِمَيامنها ومواضعِ الوضوءِ منها. متفق عليه.

৭৬০। হযরত উম্মে আতিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে যখন মারা গেলেন তখন তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা তাঁকে তিনবার বা পাঁচবার, আর যদি প্রয়োজনবোধ করো তাহলে এর থেকেও অধিকবার কুলপাতা মিশানো গরম পানি দিয়ে গোসল দেবে এবং শেষবার পানিতে কর্পুর (কিংবা তিনি বলেছেন, সামান্য কর্পুর) মিশিয়ে নেবে। তোমরা তাঁর গোসল দেওয়ার কাজ শেষকরে আমাকে খবর দিবে। অত:পর আমরা যখন গোসল দেওয়া থেকে ফারিগ হলাম তখন তাঁকে জানালাম। তিনি ব্যবহৃত তহবন্দ আমাদেরকে দিয়ে বললেন, এটি তাঁর শরিরে জড়িয়ে দাও। অপর বর্ণনায় রয়েছে: তাঁকে বেজোড়ভাবে তিন/পাঁচ বা সাতবার গোসল দিবে আর ডান দিক হতে এবং উযুর স্থানগুলো দিয়ে আরম্ভ করবে। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)* হাদিসটি ৭৫৬ নাম্বারেও উদ্ধৃত হয়েছে।

٧٦١. عن أبِی وائلٍ رضی الله تعالی عنه: كان عند عَلِيٍّ رضی الله تعالی عنه مسكٌ، فأوصی أنْ يحنط بِه وقال: هو فضل حنوطِ رسولِ الله صلی الله عليه وسلم. رواه الْحاكِمُ فِی (الْمُستدرك) بإسنادٍ حسنٍ.

৭৬১। হযরত আবু ওয়াইল রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত আলি রাযি.'র নিকট মিশক ছিল। ফলে তিনি এটাকে (তাঁর মরদেহে) খোশবু হিসেবে ব্যবহার করার ওসিয়্যাত করলেন। বস্তুত এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর শরির মুবারকে ব্যবহৃত খোশবু। *(মুসতাদরাকে হাকিম)* এর সনদ হাসান।

٧٦٢. عن سلمان رضی الله تعالی عنه: أنه استودع إمرأته مسكًا، فقال: إذا مِتُّ فَطَيِّبُونِی به، فإنه يحضرنِی خلقٌ من خلقِ الله لاينالون من الطعام والشرابِ، وإنَّما يَجِدُونَ الريح. وراه ابن أبِی شيبة عن أبِی وائلٍ، وعبدالرزاق فِی (مصنفه) عن سلمان.

৭৬২। হযরত সালমান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি স্বীয় স্ত্রীর নিকট কিছু মেশক জমা রেখে বললেন, আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা তা দিয়ে আমাকে সুগন্ধি করবে; কেননা (তখন) আমার নিকট আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি (ফিরিশতা) আসবেন যারা খাবার ও পানীয় গ্রহণ করেন না, তাঁরা শুধু সুগন্ধিই পেয়ে থাকেন (অনুভব করেন)। ইবনে আবি শায়বা আবু ওয়াইল রাযি'র সূত্রে এবং আবদুর রাযযাক সালমান রাযি.'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٧٦٣. عن الْحَسَنِ بن علی رضی الله تعالی عنهما: أنه لَمَّا غسل الأشعث بن قيس دعا بكافورٍ فجعله فِی وجهه، ويديه ورأسه ورجله. ثُمَّ قال: أدْرِجُوه. رواه عبدالرزاق.

৭৬৩। হযরত হাসান ইবনে আলি রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি যখন আশআস ইবনে কায়সকে গোসল দিলেন তখন কর্পুর নিয়ে আসতে বললেন। তিনি তাঁর চেহারা, উভয় হাত, মাথা ও পায়ে কর্পুর রাখলেন এবং বললেন, তোমরা তাঁকে (কাফনে) ঢুকিয়ে দাও। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক)*

٧٦٤. عن ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه: أنه قال: يُوضَعُ الكافورُ عَلَى مواضعِ سجودِ الْمَيْتِ. رواه ابن أَبِي شيبةَ فِي (مصنفه).

৭৬৪। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাইয়্যিতের সিজদার স্থানসমূহে (সিজদায় ব্যবহৃত অঙ্গসমূহে) কর্পুর রাখা হবে। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)*

٢٥٣– باب التكفين فِي الثياب الْبِيض

অধ্যায়- ২৫৩ : সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া

٧٦٥. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اَلْبَسُوا مِنْ ثيابكم البياضِ، فإنَّها من خَيْرِ ثيابكم، وكَفِّنُوا فيها موتاكم. رواه الْخَمْسَةُ إلاالنسائى، وصَحَّحَهُ الترمذي وآخرون.

৭৬৫। হযরত ইবনে আবব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো; কেননা তোমাদের কাপড়ের মধ্যে এটাই সেরা। এবং তাতে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও। *(সুনানে তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

٧٦٦. عن سَمُرَةَ بن جندبٍ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الْبَسُوا ثيابَ البياضِ، فإنَّها أطيبُ وأطْهر، وكَفِّنُوافيه موتاكم. رواه أحمد والنسائى والترمذي والْحَاكِمُ وصَحَّحَهُ.

৭৬৬। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো; কেননা তা উৎকৃষ্টতর ও পবিত্রতম। আর তাতে তোমাদের মৃতদের কাফন দাও। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে তিরমিযি, নাসায়ি)* ইমাম তিরমিযি ও হাকিম হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

٢٥٤– باب التحسين فِي الكفن

অধ্যায়- ২৫৪ : উত্তমভাবে কাফন দেওয়া

٧٦٧. عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أخاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ. رواه مسلمٌ.

৭৬৭। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ তার (মুসলিম) ভাইয়ের কাফন দিবে তখন সে যেন উত্তমভাবে তার কাফন দেয়। *(সহিহ মুসলিম)*

٧٦٨. عن أبي قتادةَ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا وَلِّيَ أحَدُكُمْ أخاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ. رواه ابن ماجة والترمذي وحَسَّنَهُ.

৭৬৮। হযরত আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যদি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অভিভাবক হয় তাহলে সে যেন উত্তমভাবে তার কাফন দেয়। *(সুনানে তিরমিযি, সুনানে ইবনে মাজাহ)* ইমাম তিরমিযি হাদিসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

٢٥٥– باب تكفين الرجلِ فِي ثلاثةِ أثوابٍ

অধ্যায়- ২৫৫ : পুরুষকে তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া

٧٦٩. عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سحولية، ليس فيها قميصٌ ولاعمامةٌ. رواه الْجَماعَةُ.

৭৬৯। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহুল এলাকার তৈরী তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে কামিস ও পাগড়ি ছিল না। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٧٧٠. عن أبِي سلمة رضي الله تعالى عنه: أنه قال: سألتُ عائشةَ زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم فقلتُ لَها: فِي كَمْ كُفِّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالتْ: فِي ثلاثةِ أثوابٍ سَحُوليةٍ. رواه مسلمٌ.

৭৭০। হযরত আবু সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবিপত্নি হযরত আয়িশা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়টি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, সাহুল এলাকার তৈরী তিনটি কাপড়ে। *(সহিহ মুসলিম)*

٧٧١. روى محمد فِي (الأثار) عن أبِي حنيفةَ عن حمادٍ عن إبراهيم: أنه عليه الصلاة والسلام كُفِّنَ فِي حُلَّة يَمانيَّة وقميصٍ.

৭৭১। মুহাম্মাদ রাহ. 'কিতাবুল আসার'এ আবু হানিফা রাহ.'র সূত্রে হাম্মাদের মধ্যস্ততায় ইবরাহিম নাখায়ি থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়েমেনে তৈরী একজোড়া কাপড় ও কামিসে কাফন দেওয়া হয়েছে। *(কিতাবুল আসার)*

٧٧٢. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالتْ: كُفِّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي ثلاثةِ أثوابٍ، قميصه الذي مات فيه، وحلة نَجْرانيةٍ. رواه أبوداود.

৭৭২। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে: যে কামিস পরিহিত অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন সেই কামিস এবং নাজরানে তৈরী একজোড়া কাপড়ে। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٧٧٣. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لَمَّا ثقل أبوبكر قال: أى يوم هذا ؟ قلنا: يوم الإِثْنَيْنِ، قال: فأي يومٍ قُبِضَ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا: قُبِضَ يومَ الإِثْنَيْنِ، قال: فإِنِّى أرجو مابَيْنِى وبَيْنَ الليل، قالتْ: وكان عليه ثوبٌ فيه ردعٌ من شِقٍّ فقال: إذا أنا متُّ فاغسلوا ثَوْبِى هذا، وضُمُّوا إليه ثوبَيْنِ جديدينِ فكفنونِى فِى ثلاثةِ أثوابٍ، فقلنا: أفلا نَجْعَلُها جُدُدًا كُلَّها ؟ فقال: لا، وإنَّما هو للمهلةِ، قالتْ: فمات ليلة الثلاثاء. رواه أحمد والبخاري وقال:(ردع) من زعفران.

৭৭৩। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন হযরত আবু বকর রাযি. গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন দিন (বারের নাম কী)? আমরা বললাম, সোমবার। জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দিন ইন্তিকাল করেছিলেন? আমরা বললাম, তিনি সোমবারে ইন্তিকাল করেছেন। তখন বললেন, আমি এখন থেকে রাতের মধ্যে (আমার ইন্তিকাল হওয়ার) আশা করছি। আয়িশা বলেন, তখন তাঁর শরিরে ছিল এমন একটি কাপড় যার এক পার্শ্বে ছিল দাগ। তিনি বললেন, আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা এই কাপড়টি ধুয়ে নিবে এবং এর সঙ্গে আরো দু'টি নতুন কাপড় মিলিয়ে মোট তিনটি কাপড়ে আমাকে কাফন দিবে। আমরা বললাম, (কাফনের) সবক'টি কাপড়ই আমরা নতুন কাপড় দিয়ে দেই না? তিনি বললেন, না, তা তো অবকাশের ক্ষেত্রে। আয়িশা বলেন, বস্তুত তিনি মঙ্গলবার (সোমবার দিনগত) রাতে ইন্তিকাল করেন। বুখারির বর্ণনায় রয়েছে: (কাপড়ে) জাফরানের দাগ (ছিল)। *(সহিহ বুখারি, মুসনাদে আহমাদ)*

٢٥٦– باب تكفين الْمَرْأة فِى خَمْسَةِ أثواب

অধ্যায়- ২৫৬ : মহিলাকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়া

٧٧٤. عن ليلى بنت قانف الثقفية رضى الله تعالى عنها قالتْ: كُنْتُ فيمَنْ غَسَّلَ أمَّ كلثومٍ بنتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أوَّلُ ماأعطانِى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الْحِقاءَ، ثُمَّ الدرع، ثُمَّ الْخِمارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بعدُ فِى الثوبِ الآخر، قالتْ: ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ عند البابِ معه كَفَنُها يناوِلُهُ ثوبا ثوبًا. رواه أبوداود، وفى إسناده مقالٌ.

৭৭৪। লায়লা বিনতে কায়িফ আস সাকাফিয়্যাহ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে উম্মে কুলসুমের ইন্তিকালের পর তাঁকে গোসল দানকারীণীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তো (গোসল সম্পন্ন হওয়ার পর কাফনের জন্যে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আমাদেও তহবন্দ প্রদান করেন, তারপর জামা, সিরবন্দ. চাদর এবং শেষে এমন একটা কাপড় দিলেন যা উপরে জড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজার

ওপর বসা ছিলেন এবং তাঁর হাতেই কাফনের কাপড় ছিল আর সেখান থেকে তিনি এক একটা করে কাপড় দিচ্ছিলেন। *(সুনানে আবু দাউদ)* এর সনদ সম্পর্কে কথা আছে।

٢٥٧– باب كفن الضرورة ماوُجدَ

অধ্যায়- ২৫৭ : প্রয়োজনে যতটুকু পাওয়া যায় তা দিয়েই কাফন দেওয়া

٧٧٥. عن خباب بن الأرت رضى الله تعالى عنه قال: هاجَرْنا مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُرِيدُ وَجْهَ اللهِ تعالى، فوقعَ أجْرُنا على اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مضى ولَمْ يأخذْ من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه قُتِلَ يومَ أُحُد، وتركَ نَمِرَةً، فكنا إذا غَطَّيْنا بها رأسَهُ بَدَتْ رِجلاهُ، وإذا غَطَّيْنا بهارِجْلَيْهِ بَدا رأسُهُ، فأَمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نُغَطِّى رأسَهُ، وأنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ من الإذخر. رواه الْجَماعةُ إلا ابن ماجة.

৭৭৫। হযরত খাবক্ষাব ইবনুল আরাত্ত রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হিজরত করলাম। অতএব আল্লাহর কাছে আমাদের পুরুষ্কার পাওয়াটা অনিবার্য হয়ে গেছে। আমাদেও মধ্যে কেউ কেউ এভাবে দুনিয়া থেকে চলে গেলেন যে, তিনি তাঁর পুরুষ্কারের কোনো কিছুই ভোগ করেননি। মুসআব ইবনে উমায়র রাযি. তাঁদেও অন্যতম। তিনি উহুদ যুদ্ধেও দিন শাহাদাত বরণ করেন। একটি চাদও ব্যতীত তিনি আর কোনো কিছু রেখে যাননি। ফলে আমরা যখন এটা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকতাম তখন পা দু'টি খুলে যেত। আর এটা দিয়ে পা ঢেকে দিলে মাথা খুলে যেত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, আমরা যেন তাঁর মাথা ঢেকে দিই এবং পা দু'টির ওপর 'ইযখির' (একপ্রকার শুকনো ঘাস) রেখে দিই। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٢٥٨– باب ماجاءَ فِى الصلاةِ عَلَى الْمَيتِ

অধ্যায়- ২৫৮ : জানাযার নামায

٧٧٦. عن أَبِى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَهِدَ الْجَنازَةَ حَتَّى يُصَلِّىَ فله قِيْراطٌ، ومَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كان له قِيْراطان، وقيل: ماالْقِيْراطانِ ؟ قال: مَثَلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ. رواه الشيخان.

৭৭৬। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়া লাশের সঙ্গে থাকবে সে এক 'কিরাত' সওয়াব পাবে। আর দাফন করা পর্যন্ত লাশের সঙ্গে থাকবে সে দুই 'কিরাত' সওয়াব পাবে। জিজ্ঞেস করা হল, দুই 'কিরাত' বলতে কী পরিমাণ বুঝায়? তিনি বললেন, দু'টি বিরাট পাহাড় সমপরিমাণ। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٧٧٧. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالتْ: مامِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّى عليه أُمَّةٌ من الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُونَ مأةً كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلمٌ.

৭৭৭। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে কোনো মৃত ব্যক্তির ওপর এমন একদল মুসলমান জানাযার নামায পড়বে যাদের সংখ্যা একশতে পৌঁছে যাবে এবং তারা প্রত্যেকেই তার সম্পর্কে সুপারিশ করবে তাহলে ওই ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ অবশ্যই কবুল করা হবে। *(সহিহ মুসলিম)*

٧٧٨. عن ابن عباسٍ رضى الله عنهما قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: مامِنْ رَجُلٍ مسلمٍ يَمُوتُ، فيقومُ عَلَى جنازتِهِ أربعون رجلاً، لايشركون بالله شيئًا، إلاشفعهم الله فيه. رواه مسلمٌ وأحمد وأبوداود.

৭৭৮। হযরত ইবনে আবক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি মারা যাবে এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক উপস্থিত হবে, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না, তাহলে আল্লাহ তাআলা এই মাইয়্যিতের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ অবশ্যই কবুল করবেন। *(সহিহ মুসলিম)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ না করা- ইমাম আবু হানিফা প্রমুখের মাযহাব। এখনকার গায়রে মুকাল্লিদ বন্ধুগণ এই বিষয়টি নিয়ে বেশ শোরগোল শুরু করেছেন! এ ব্যাপারে আলিমগণ অনেক কিছু লিখে যাচ্ছেন। 'রাফিকে মুহতারাম' মাও. জফির উদ্দিন সাহেবও এ বিষয়ে "জানাযার নামাযে সূরায়ে ফাতিহা" নামে একটি সুন্দর পুস্তিকা রচনা করেছেন। পাঠক এগুলো দেখে নিতে পারেন।

٢٥٩– باب يُكَبَّرُ عليه أَرْبَعُ تَكْبِيْراتٍ

অধ্যায়- ২৫৯ : জানাযার নামাযে চার তাকবির বলা হবে

٧٧٩. عن أبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَّاشِيَّ فِى اليومِ الذي مات فيه، وخرجَ بِهِمْ إلى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وكَبَّرَ عليه أربعَ تكبيرات. رواه الْجَماعَةُ.

৭৭৯। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নাজাশি যেদিন মারা যান সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবিদেরকে) তার মৃত্যু সংবাদ দিলেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি ঈদগাহে গেলেন এবং তাদেরকে কাতারবন্দি করলেন। চার তাকবির দিয়ে নামায পড়লেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٧٨٠. عن جابرٍ رضى الله تعالى عنه: أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أصْحمَةَ النَّجاشِيِّ فَكَبَّرَ أرْبَعاً. رواه الشيخان.

৭৮০। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসহামা নাজাশির জানাযার নামায চার তাকবির বলে পড়লেন। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

٧٨١. روى محمد فِى (الآثار) عن أبِى حنيفة عن حَمَّاد عن إبراهيم: أنَّ الناسَ كانوا يصلون على الْجَنائز خَمْسًا وسِتًّا وأربعًا، حَتّٰى قُبِضَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ كَبَّرُوا كذلك فِى وِلَايَةِ أَبِى بكرٍ، ثُمَّ وُلِّيَ عُمَرُ، ففعلوا، فقال لَهُمْ عمرُ: إنكم أصحاب محمد، مَتَى تَخْتَلِفُونَ يَخْتَلِفُ الناسُ بَعْدَكُمْ، والناسُ حديثو عهدٍ بِجَهْلٍ، فأَجْمِعُوا عَلَى شَئٍ يَجْمَعُ عليه مَنْ بعدَكم، فأَجْمَعَ رأيُ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنْ ينظروا إلى آخر جنازةٍ كَبَّرَ عليها فيأخذوا به، ويَرْفَضُوا ماسواه، فوجدوا آخرَ جنازَةٍ كَبَّرَ عليها أرْبَعًا.

৭৮১। ইমাম মুহাম্মাদ ‘কিতাবুল আসার’এ ইমাম আবু হানিফা থেকে, তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম পাঁচ, ছয় ও চার তাকবির দিয়ে জানাযার নামায আদায় করতেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকাল হয়ে গেল। অত:পর হযরত আবু বকর রাযি.’র শাসনামলেও তাঁরা অনুরূপ করলেন। তারপর হযরত উমার রাযি. শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন এবং তাঁরা অনুরূপ করলেন। তখন উমার রাযি. তাঁদেরকে বললেন, আপনারা তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথী। আপনারা (এ বিষয়ে) মতানৈক্য করতে থাকলে আপনাদের পরে লোকেরাও মতানৈক্য করবে। আর লোকেরা তো (শরয়ি বিধি-বিধান জানার ক্ষেত্রে) এখনও নতুন। অতএব আপনারা একটি বিষয়ের ওপর একমত হোন; তাহলে আপনাদের পরবর্তীরা এর ওপর একমত হবে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিগণ এ মর্মে একমত পোষণ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ জানাযায় কয়টি তাকবির বলেছেন- তাঁরা সেটা পর্যবেক্ষণ করে তা গ্রহণ করবেন এবং বাকিগুলো প্রত্যাখ্যান করবেন। বস্তুত তাঁরা (অনুসন্ধান করে) পেলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ জানাযায় চার তাকবির বলেছেন। *(কিতাবুল আসার)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এ অধ্যায়ের হাদিসগুলো দ্বারা সংকলক জানাযার নামাযে চার তাকবিরের বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। বস্তুত জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে তাকবির চারটিই হবে। আবদুর রাহমান ইবনে আবি লায়লা শুধু পাঁচ তাকবিরের মত পোষণ করেছেন, অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. থেকেও এ রকম একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। উপরিউক্ত হাদিসে স্পষ্টতই চার তাকবিরের কথা বিবৃত হয়েছে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রথমোক্ত হাদিস দু’টিতে দেখা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশির ওপর গায়েবানা জানাযার নামায পড়েছেন। এ জন্যে ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমাদ রাহ.’র মতে গায়েবানা জানাযার নামায জায়িয আছে। অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রাহ.’র মতে জায়িয নয়। এখানে নাজাশি’র যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেটা তাঁর বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত। তা ছাড়া তিনি যেখানে মারা যান সেখানে জানাযার নামায আদায়ও করা হয়নি। উপরন্তু বিভিন্ন হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, নাজাশি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যকার পর্দা (না দেখা) উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল, বস্তুত তিনি নাজাশিকে দেখে দেখেই নামায আদায় করেছিলেন, যা গায়েবানা জানাযার সংজ্ঞায় পড়ে না।

৭৭৯ নং হাদিসের وخرج بهم إلى المصلّى এই বাক্য থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায মসজিদে না পড়ে ঈদগাহ বা অন্যত্র পড়তেন। বস্তুত ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রাহ.'র মতে জানাযার নামায মসজিদে পড়া মাকরূহ; ইবনুল হুমাম রাহ.'র দৃষ্টিতে মাকরূহে তানযিহি, পক্ষান্তরে তাঁর শাগরিদ কাসিম ইবনে কুতলূবুগা রাহ.'র দৃষ্টিতে মাকরূহে তাহরিমি। আর ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমাদ রাহ.'র মতে মসজিদ নষ্ট না হওয়ার শর্তে তা জায়িয। উপরিউক্ত হাদিসটি হানাফিদের সমর্থনে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তা ছাড়া সহিহ বুখারিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি.' প্রসিদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে: ------------------------------ (কিতাবুল জানায়িয; বাবুস সালাহ্ আলাল জানায়িয...) এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে জানাযার নামাযের জন্যে মসজিদের পাশে একটি স্থান নির্ধারিতই ছিল। যদি মসজিদে পড়া জায়িয হত তাহলে তিনি মসজিদে নববিতে নামায পড়ার ফযিলত ছেড়ে বাহিরে যেতেন না।

ইসতি'নাস: মাসআলা-২! হাফিয ইবনে তাইমিয়া রাহ. (৭২৮ হি.) বলেন, "সঠিক কথা হচ্ছে, কেউ যদি এমন জায়গায় মারা যায় যেখানে তাঁর জানাযার নামায পড়ার মতো কেউ নেই তাহলে ওই ব্যক্তির গায়েবানা জানাযার নামায পড়া যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশী বাদশাহর গায়বানা জানাযার নামায পড়েছেন। কেননা, নাজাশী কাফিরদের দেশে মৃত্যুবরণ করে ছিলেন। সেখানে তাঁর জানাযার নামায পড়ার কেউ ছিল না। আর কেউ যদি এমন স্থানে মৃত্যুবরণ করে যেখানে তাঁর জানাযার নামায হয়ে গেছে তাহলে ওই ব্যক্তির গায়বানা জানাযার নামায পড়া যাবে না। কেননা, কিছু লোক জানাযার নামায পড়ে নেয়ায় ফরয আদায় হয়ে গেছে। বস্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও গায়বানা জানাযার নামায পড়েছেন; আর অধিকাংশ সময় পড়েননি। মূলত তাঁর পড়া ও না পড়া প্রতিটির বিশেষ পাত্র ও ক্ষেত্র রয়েছে। যেমনটা পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে"। *(যাদুল মাআদ, পৃ: ২১৩)*

মাসআলা-৩: হাফিয ইবনুল কায়্যিম রাহ. (মৃ. ৭৫১হি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় জানাযার মসজিদে পড়তেন না, বরং তিনি মসজিদের বাহিরেই পড়তেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষ প্রয়োজনবশত বাহিরে পড়েছেন। অতএব, মসজিদের ভিতরে জানাযার নামায আদায় করা তাঁর অভ্যাস ও সুন্নাত নয়। *(প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫)*

٢٦٠- باب الدعاء للميت

অধ্যায়- ২৬০ : মাইয়্যিতের জন্যে দুআ করা

٧٨٢. عن عوف بن مالك الأشجعي رضى الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وصَلَّى عَلَى جَنازَةٍ يقول: اللّهم اغفرْلَهُ، وارحَمْهُ، وعافه، واعْفُ عنهُ، وأكْرِمْ نُزُلَهُ، ووَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وغَسِّلْهُ بماء وثلجٍ وبرد، ونَقِّه من الْخَطايا كما يُنَقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدنسِ، وأبْدِلْهُ دارًا خَيْراً من داره، وأهْلاً خَيْرًا من أهلِه، وزَوْجًا خَيْراً مِنْ زوجه، وقه فِتْنَةَ القَبْرِ وعذابَ النارِ.

قال عوفٌ رضى الله تعالى عنه : فَتَمَنَّيْتُ أنْ لَوْ كُنْتُ أنا ذٰلكَ الْمَيِّتَ. رواه مسلمٌ.

৭৮২। হযরত আওফ ইবনে মালিক আল আশজায়ি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়তে এই কথাগুলো বলতে শুনলাম, "হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন। রহম করুন। নিরাপত্তা দান করুন। তাকে মাফ করে দিন। তাকে সম্মানের সাথে আপনার কাছে স্থান দিন। তার প্রবেশস্থান প্রশস্ত করুন। তাকে পানি, বরফ ও শীল দিয়ে ধৌত করুন। তাকে পাপরাশি থেকে এমনভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করুন, যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। তাকে দান করুন তার (ফেলে যাওয়া) বাড়ি থেকে উত্তম বাড়ি, তার পরিজনের চেয়ে উত্তম পরিজন, তার দাম্পত্য সঙ্গীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী। এবং তাকে কবরের ফিতনা আর জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। আওফ বলেন, তখন আমি এই কামনা করেছিলাম, আমি যদি এই মাইয়্যিত হতে পারতাম। *(সহিহ মুসলিম)*

٧٨٣. عن أبِي إبراهيم الأنصاري عن أبيه، أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ فِي الصلاة على الْميت: اللهم اغْفِرْ لِحَيِّنا ومَيِّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصَغِيْرِنا، وكَبِيْرِنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَنْ أحْيَيْتَهُ منا فأحْيِه على الإسلام، ومَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ على الإيْمان. وفِي رواية زيادةُ: اللهم إنْ كان مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحسانه، وإنْ مُسِيئًا فَتَجاوَزْ عَنْ سيئاته، اللهم لاَتَحْرِمْنا أجْرَهُ، ولاتَفْتِنَّا بَعْدَهُ. رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجة.

৭৮৩। আবু ইবরাহিম আল আনসারির সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত তিনি জানাযার নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃতদেরকে ক্ষমা করুন। উপস্থিত ও অনুপস্থিতদের ক্ষমা করুন। ছোট ও বড়দের ক্ষমা করুন। পুরুষ ও নারীদের ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাদেরকে আপনি জীবিত রাখবেন তাদেরকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখুন আর যাদেরকে মৃত্যু দিবেন তাদেরকে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দান করুন।" অপর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছেঃ "ইয়া আল্লাহ! সে যদি নেককার হয়ে থাকে তাহলে তার সওয়াব বৃদ্ধি করুন আর যদি মন্দকাজকারী হয়ে থাকে তাহলে মন্দগুলো ক্ষমা করে দিন। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে তার সওয়াব থেকে মাহরূম করো না এবং তার পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলে দিও না। *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এ অধ্যায়ের হাদিসগুলো

٢٦١– باب الصلاة عَلَى الشهيد

অধ্যায়-২৬১ : শহিদের ওপর জানাযার নামায

٧٨٤. عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ،: «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ. فَأَوصَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبْياً فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالُوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِـــيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالَ: قَسَمْتُهُ لَكَ قَالَ: مَا عَلَى هٰذَا اتَّبَعْتُكَ وَلٰكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هٰهُنَا وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ: إِنْ تَصْدُقِ اللَّهَ يَصْدُقْكَ فَلَبِثُوا قَلِيلاً ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَهُوَ هُوَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ، ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاَتِهِ اللَّهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِراً فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيداً أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذٰلِكَ». رواه النسائي والطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭৮৪। হযরত শাদ্দাদ ইবনুল হাদ রাযি. থেকে বর্ণিত, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ঈমান আনল এবং তাঁর অনুসরণ করল। আমি আপনার সঙ্গে হিজরতকারী অবস্থায় অবস্থান করব। তখন তিনি তাঁর কিছু সাহাবিকে তার ব্যাপারে (খেয়াল রাখতে) ওসিয়্যাত করলেন। এক যুদ্ধে গনিমত স্বরূপ কিছু বন্দি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্তগত হল। তিনি সেগুলো বন্টন করলেন এবং ওই সাহাবিকেও দিলেন। তিনি সাহাবিদের উট চরাতেন-এ জন্যে তার অংশ তার সাথীদের কাছে দিলেন। যখন তিনি আসলেন তাঁরা তার নিকট সেটা পৌঁছালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা আবার কী? তাঁরা বললেন, তোমার অংশ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে দিয়েছেন। তিনি এগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আমি তোমার জন্য বন্টন করে দিয়েছি। তখন তিনি বললেন, এ জন্যে আমি আপনার অনুসরণ করিনি, বরং আমি আপনার অনুসরণ করেছি এ জন্যে, যেন আমি এখানে (স্বীয় গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করে) তীরবিদ্ধ হয়ে শহিদ হতে পারি এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি আল্লাহর নিকট সত্যি বলে থাক তাহলে আল্লাহ তোমার এই আশা বাস্তবায়িত করবেন। অল্প কিছুক্ষণ পর তাঁরা শত্রু নিধনে ঝাপিয়ে পড়লেন। অতপর তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আনা হলে দেখা গেল যে, ঠিক ওই স্থানেই তীর বিদ্ধ হয়েছে যেটার প্রতি তিনি ইঙ্গিত

করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ কি সেই ব্যক্তি? সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে আল্লাহর নিকট সত্যি বলেছিল, এ জন্যে আল্লাহও তার আশা সত্যি বাস্তবায়িত করেছেন। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বীয় জুবক্ষা দ্বারা কাফন দিলেন এবং তাকে সামনে রেখে জানাযার নামায পড়লেন। তাঁর জানাযার নামায আদায়কালে যা প্রকাশ পাচ্ছিল মানে শুনা যাচ্ছিল তা হল: ইয়া আল্লাহ! তোমার এই বান্দা তোমার রাস্তায় মুহাজির অবস্থায় বের হয়েছিল। এখন সে শাহাদাত বরণ করেছে, আমি তার সাক্ষী হয়ে রইলাম। *(সুনানে নাসায়ি, শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)*

٧٨٥. عن جابرٍ رضى الله تعالى عنه قال: فَقَدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَمْزَةَ حِيْنَ فَاءَ الناسُ من القتالِ فقال رجلٌ: أنارأيتُه عند تلك الشجرة، فجاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ، فلما رأه ورأى ماَمُثِّلَ به شَهِقَ وبَكَى، فقال رجلٌ من الأنصار، فَرَمَى عليه بثوبٍ، ثُمَّ جِيءَ حَمْزَةَ فَصَلَّى عليه، ثُمَّ جِيءَ بالشهداءِ كُلِّهِمْ. رواه الْحاكمُ وصَحَّحَهُ.

৭৮৫। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (উহুদ যুদ্ধে) লোকজন যখন ফিরে আসছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা রাযি.কে পেলেন না। তখন এক ব্যক্তি বললেন, আমি তাঁকে ওই গাছের নিকট দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিকে এলেন। যখন তাঁকে দেখলেন এবং তাঁর অঙ্গবিকৃতি করা হয়েছে- তা প্রত্যক্ষ করলেন তখন তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। অতপর একজন আনসারি ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাঁর (হামযার) উপর একটি কাপড় রাখলেন। তারপর হামযাকে নিয়ে আসা হলে তিনি জানাযার নামায পড়েন। এরপর সকল শহিদকে নিয়ে আসা হল। *(মুসতাদরাকে)* হাকিম এ হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

٧٨٦. وفى مسند الإمام أَحْمَدَ: حَدَّثَنا عفانُ بن مسلم، حَدَّثَنا عطاءبنُ السائبِ عن الشعبي عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: أنَّ النساءَ كُنَّ يَوْمَ أُحُد خَلْفَ الْمُسْلِمِيْنَ، يُجْهِزْنَ عَلَى جَرْحَى الْمُشْرِكِيْنَ (إلى أن قال) فَوَضَعَ النبى صلى الله عليه وسلم حَمْزَةَ، وجِيءَ برجلٍ من الأنصارِ، فَوَضَعَ إلى جَنْبِه فصلى عليه، ثُمَّ رَفَعَ، وتركَ حَمْزَةَ حَتَّى صَلَّى عليه يومئذ سَبْعِيْنَ صلاةً.

رواه عبدالرزاقِ عن الشَّعْبِيِّ مُرْسَلاً، ولَمْ يذكُرْ ابْنَ مسعودٍ رضى الله تعالى عنه.

৭৮৬। 'মুসনাদে আহমদ'এ রয়েছে: আমাদের নিকট আফফান ইবনে মুসলিম বর্ণনা করেছেন , তিনি বলেন আমাদের নিকট আতা ইবনু সায়িব শা'বি'র সূত্রে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানদের পেছনে মহিলারা ছিলেন। তাঁরা আহত মুশরিকদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানতেন। ...... (শেষ দিকে বলেন) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযা রাযি.কে রাখলেন। তখন জনৈক আনসারিকে নিয়ে আসা হলে তাকে হামযার পাশে রেখে জানাযার নামায পড়লেন। অতপর ওই আনসারিকে তুলে নিলেন এবং হামযাকে স্বস্থানে রেখে দিলেন। এভাবে সেদিন তাঁর ওপর সত্তরবার জানাযার নামায পড়া হয়েছে। *(মুসনাদে আহমাদ)* আবদুর রাযযাক হাদিসটি শা'বি'র সূত্রে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাসউদের কথা উল্লেখ করেননি।

٢٦٢- باب يُدْفَنُ الشهيدُ بِدَمِه

অধ্যায়-২৬২ : শহিদকে তার রক্তসহ দাফন করা হবে

٧٨٧. عن جابرٍ رضي الله تعالى عنه قال: رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ أو حلقه فمات، فأُدْرِجَ فِي ثيابه كما هو ونَحْنُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبوداود.

৭৮৭। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বুকে কিংবা গলায় তীরবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তো যেভাবে ছিলেন সেভাবেই তার কাপড়সহ কবরে ঢুকানো হল। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। *(সুনানে আবু দাউদ)*

٧٨٨. عن عبدالله بن ثعلبة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: زَمِّلُوهُمْ بِدِمائِهِمْ، فإنه ليس كَلَمٌ يُكْلَمُ فِي سبيلِ اللهِ، إلا يأتِي يومَ القيامَةِ يُدْمَى، لَوْنُهُ لونُ الدمِ، ورِيْحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ. رواه النسائى.

৭৮৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তাদেরকে (শহিদদেরকে) তোমরা তাদের রক্তসহ ঢেকে (দাফন করে) দাও। কেননা, আল্লাহর রাস্তায় লাগা প্রত্যেকটি ক্ষতই কিয়ামতের দিন রক্তপ্রবাহিত অবস্থায় আসবে। রং হবে রক্তের, কিন্তু ঘ্রাণ হবে মিশকের ঘ্রাণ। *(সুনানে নাসায়ি)*

٧٨٩. عن عبدالله بن ثعلبة رضى الله تعالى عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشْرَفَ عَلَى قَتْلَى أُحُد، فقال: إنِّي شهيدٌ على هؤلاءِ، زَمِّلُوهم بِكُلُومِهِمْ ودمائِهِمْ. رواه أحْمَدُ فِي (مسنده).

৭৮৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'লাবা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ যুদ্ধের শহিদদের দেখে ইরশাদ করলেন, আমি তাদের জন্যে সাক্ষী। তাদেরকে তাদের ক্ষত ও রক্তসহ ঢেকে (দাফন করে) দাও। *(মুসনাদে আহমাদ)*

٢٦٣- باب لايُرْفَعُ اليدُ إلا فِي التَّكْبِيْرَةِ الأولَى

অধ্যায়-২৬৩ : শুধু প্রথম তাকবিরের সময়ই হাত উঠাবে

٧٩٠. عن أبِي هريرة رضى الله تعالى عنه: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى جنازةٍ فَرَفَعَ يديه فِي أوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ، ووَضَعَ الْيُمْنَى على اليسرى. رواه الترمذي.

৭৯০। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযার নামাযে তাকবির বললেন। তো প্রথম তাকবিরে উভয় হাত উঠালেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। *(সুনানে তিরমিযি)*

٧٩١. عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَرْفَعُ يديهِ عَلَى الْجَنازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لايعودُ. رواه الدارقطني وسكت عنه.

৭৯১। হযরত ইবনে আবক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে শুধু প্রথম তাকবিরে হাত উঠালেন, পুনর্বার উঠাতেন না। *(সুনানে দারাকুতনি)* এবং তিনি এ ব্যাপারে নিরব থেকেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: জানাযার নামাযের প্রথম তাকবিরে হাত ওঠানোর ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তবে পরবর্তী তাকবিরগুলোতে হাত ওঠানো হবে কি না- এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক রাহ.'র মতে হাত ওঠাবে না আর ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমাদ রাহ.'র মতে ওঠানো হবে। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে, যাদের মতে নামাযে তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া অন্যত্র 'রাফয়ে ইদায়াইন' নেই তাদের মতে জানাযায়ও নেই আর যাদের মতে তাকবিরে তাহরিমা ছাড়াও 'রাফয়ে ইয়াদাইন' আছে তাদের মতে এখানেও হাত ওঠানো হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা রাযি.'র হাদিসটি আমাদের পক্ষে স্পষ্ট দলিল এবং এই বর্ণনার সমর্থন করছে পরবর্তী ইবনে আবক্কাস রাযি.'র হাদিস। আল্লামা যাফার আহমাদ উসমানি রাহ. তদীয় 'ইলাউস সুনান'-এ আবু হুরায়রা রাযি.'র ওই হাদিসগুলোর সনদ নিয়ে আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, এটা হাসান হাদিসের স্তরের চেয়ে নিম্ন মানের নয়।

ইসতি'নাস: আল্লামা ইবনে হাযম যাহিরী রাহ. (৪৫৬ হি.) বলেন, "জানাযার নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরের সময়ই হাত উঠানো হবে। কেননা, অন্য কোন তাকবীরের সময় হাত উঠানোর স্বপক্ষে কোনো নস তথা কুরআন- সুন্নাহর দলিল-প্রমাণ নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবক্কাস রাযি. ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরী রাহ. প্রমুখ এই মতামত ব্যক্ত করেছেন"। *(আল মুহাল্লা, ৫/৮৯)*

٢٦٤- بابٌ : الأَحَقُّ بالإمامة السلطانُ

অধ্যায়-২৬৪ : বাদশাহ জানাযার নামাযের ইমামতির অগ্রাধিকার প্রাপ্ত

وبه قال مالكٌ رَحِمَهُ الله تعالى.

ইমাম মালিক রাহ.ও একই মত পোষণ করেছেন।

٧٩٢. لِمَا رُوِيَ: أنَّ الْحُسَيْنَ ابن عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنهما قَدَّمَ سعيدًا بْنَ العاصِ رضى الله تعالى عنه لَمَّا ماتَ الْحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنهما. وقال: لولاالسُّنَّةُ ماقَدَّمْتُكَ، وكان سعيدٌ والِيًا بالْمَدينة.

৭৯২। বর্ণিত আছে, যখন হাসান ইবনে আলি রাযি. মারা গেলেন তখন হযরত হুসাইন ইবনে আলি রাযি. হযরত সাঈদ ইবনুল আস রাযি.কে ইমামতির জন্যে আগ বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, সুন্নাত (এর দাবি) না হলে আমি আপনাকে আগে দিতাম না। সাঈদ তখন মদিনার গভর্নর ছিলেন। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক)*

٢٦٥– بابٌ : فِی حَمْلِ الْجَنازَةِ

অধ্যায়-২৬৫ : জানাযা বহন করা

٧٩٣. عن أبِی عُبَيْدَةَ قال: قال عبدُالله بنُ مسعود رضی الله تعالی عنه: مَنْ اتَّبعَ جنازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوانِبِ السريرِ كُلِّها، فإنه من السنةِ، ثُمَّ إنْ شاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وإنْ شاء فَلْيَدَعْ. رواه ابن ماجة، وإسنادُهُ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ، كما فِی (آثار السنن).

৭৯৩। আবু উবায়দা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন, যে জানাযার সাথে চলে সে যেন খাটিয়ার প্রত্যেক দিক দিয়েই বহন করে। কেননা, এটা সুন্নাত। তারপর ইচ্ছা হলে বাড়তি সওয়াবের কাজ করবে আর চাইলে ছেড়ে দিতে পারবে। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)* এর সনদ জায়্যিদ মুরসাল। *(আসারুস সুনান)*

٧٩٤. عن أبِی الدرداء رضی الله تعالی عنه قال: إنَّ مِنْ تَمامِ أجْرِ الْجنازةِ أنْ تُشَيِّعَها مِنْ أهلها، وأنْ تُحْمَلَ من أركانها الأربعةِ، وأنْ تَحْثوَ فِی الْقَبرِ. رواه أبوبكر بن أبِی شيبة فِی (مصنفه) وإسنادُهُ مرسلٌ قَوِيٌّ.

৭৯৪। হযরত আবুদ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জানাযার পূর্ণ সওয়াব হল ঘর থেকে পেছনে পেছনে চলা, চারই কোণ দিয়ে বহন করা এবং কবরে মাটি ঢালা। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ শক্তিশালী মুরসাল।

٧٩٥. عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ رضی الله تعالی عنه: أنَّهُ قال: مِنَ السُّنَّة حَمْلُ السريرِ بِجَوانِبِهِ الأربَعِ. رواه مُحَمَّدٌ فِی كتابِ (الآثار).

৭৯৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সুন্নাত হল খাটের চারই পাশ দিয়ে বহন করা। *(কিতাবুল আসার; ইমাম মুহাম্মাদ)*

٢٦٦– بابٌ: فِی أفضلية الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنازةِ

অধ্যায়-২৬৬ : জানাযার পেছনে চলার ফযিলত

٧٩٦. عن طاوس قال: مامَشَی رسولُ الله صلی الله عليه وسلم حَتَّی ماتَ إلا خَلْفَ الْجَنازَةِ. رواه عبدالرزاق، وإسنادُهُ مرسلٌ صحيحٌ.

৭৯৬। তাউস রাহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত জানাযার পেছনেই চলেছেন। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক)* সনদের বিচারে এটি একটি সহিহ মুরসাল হাদিস।

٧٩٧. عن عبدالرحمن بن أبزّى رضى الله تعالى عنه قال: كُنْتُ فِى جنازَةٍ، وأبوبكر وعمر يَمْشِيانِ أمامَهَا، وعَلِيٌّ خَلْفَها، فقلتُ لعَلِيٍّ: أراكَ تَمْشِى خَلْفَ الْجَنازَةِ وهذان يَمْشِيانِ أمامَها ؟ فقال عَلِيٌّ: لقد عَلِمَا أن فضلَ الْمَشْيِ خَلْفَها على الْمَشْيِ أمامَها كفضلِ صلاةِ الْجَماعَةِ على الفَذِّ، ولكنهما أَحَبَّا أن يُيَسِّرا عَلَى الناسِ. رواه عبد الرزاقِ والطحاوي، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৭৯৭। আবদুর রাহমান বিন আবযা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জানাযায় ছিলাম, আবু বকর ও উমার জানাযার সামনে চলছিলেন আর আলি পেছনে চলছিলেন। আমি আলিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে দেখি জানাযার পেছনে চলছেন আর তাঁরা উভয় সামন দিয়ে চলছেন? আলি বললেন, তাঁরা উভয়ে জানেন যে, জানাযার সামনে চলার তুলনায় পেছনে চলার এমন ফযিলত, যেমনটা একাকি নামায আদায়ের চেয়ে জামাতে আদায় করার ফযিলত। তবে তাঁরা লোকদের ওপর সহজ করতে চাচ্ছেন। *(মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি)* এর সনদ সহিহ।

٧٩٨. عن عبدِ الله بن عمروبن العاصِ رضى الله تعالى عنهما: أنَّ أباهُ قال له: كُنْ خَلْفَ الْجَنازَةِ، فإنَّ مُقَدَّمَها الْمَلائكةُ، وخَلْفَها لبَنِى آدمَ. رواه أبوبكر بن أبِى شيبة، وإسنادُهُ حسنٌ.

৭৯৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁকে বললেন, তুমি জানাযার পেছনে থাকবে; কেননা অগ্রভাগ হচ্ছে ফিরিশতাদের জন্যে আর পেছন হচ্ছে মানুষের জন্যে। *(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা)* এর সনদ হাসান।

٢٦٧– باب نسخ القيامِ للجنازةِ

অধ্যায়-২৬৭ : জানাযার জন্যে (সম্মানার্থে) দাঁড়ানোর বিধান রহিত হয়ে গেছে

٧٩٩. عن نافع بن جُبَيْرٍ: أنَّ مسعودَ بنَ الْحَكَمِ الأنصاريَّ أخْبَرَهُ: أنه سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طالبٍ رضى الله تعالى عنه يقول فِى شأنِ الْجَنائز: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قام، ثُمَّ قَعَدَ، وإنَّما حَدَّثَ ذلك لأنَّ نافعَ بنَ جُبَيْرٍ رأى واقدَبْنَ عَمْرٍو قامَ حَتَّى وُضِعَت الْجَنَازَةُ. رواه مسلمٌ.

৭৯৯। নাফি' বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত, মাসউদ ইবনুল হিকাম রাযি. তাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রাযি.কে জানাযার ব্যাপারে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথমে) দাঁড়াতেন, অতপর তিনি বসে থাকতেন। নাফি' বিন জুবাইর ওয়াকিদ ইবনে আমরকে খাটিয়া রাখা না পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওই হাদিসটি বর্ণনা করেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٨٠٠. وعنه عن مسعودِ بن الْحَكَمِ الزرقى: أنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طالبٍ رضى الله تعالى عنه بِرحبة الكوفةِ وهو يقول: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَنا بالقيامِ فِى الْجَنازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بعدَ ذلكَ وأمَرَنا بالْجُلوسِ. رواه أحمد، والطحاوي والْحازمى فِى (الناسخِ والْمَنْسُوخِ)، وإسنادُهُ صحيحٌ.

৮০০। এবং তিনি মাসউদ ইবনুল হিকাম আয যুরাকি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রাযি.কে কূফার রাহবায় বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানাযার ক্ষেত্রে (খাটিয়া দেখলে) দাঁড়িয়ে যাওয়ার আদেশ করতেন। অতপর তিনি নিজে বসে থাকতেন আর আমাদেরকেও বসার নির্দেশ করলেন। *(মুসনাদে আহমাদ, শারহু মাআনিল আসার; তাহাবি, আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ; হাযিমি)* এর সনদ সহিহ।

٢٦٨– بابٌ: فِي الدفنِ وبَعْضِ أحكامِ القبورِ

অধ্যায়-২৬৮ : দাফন ও কবর সংক্রান্ত কিছু বিধান

٨٠١. عن أنس بن مالكٍ رضى الله تعالى عنه قال: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كان بالْمَدِينةِ رجلٌ يلْحِدُ وآخَرُ يَضْرَحُ، فقالوا: نَسْتَخِيْرُ رَبَّنا، ونَبْعَثُ إليهما، فأيُّهُما سُبِقَ تَرَكْناه، فأُرْسِلَ إليهما فَسَبَقَ صاحِبُ اللحدِ، فَلَحَدُوا للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجة وآخرون، وإسنادُهُ حسنٌ.

৮০১। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর সেখানে দু'জন কবর খননকারী ছিল: একজন বগলি কবর খনন করতেন আর অন্যজন সন্দুকি কবর তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং তাদের কাছে লোক পাঠাই যিনি পেছনে পড়বেন আমরা তাকে ছেড়ে দিব। তাদের কাছে পাঠানো হলে বগলি কবর খননকারী আগে আসলেন। ফলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে বগলি কবর খনন করলেন। *(সুনানে ইবনে মাজাহ)* এর সনদ হাসান।

٨٠٢. عن أبِي إسحاقَ قال: أوصَى الْحَارثُ أن يُصَلِّي عليه عبدُ الله بن زيدٍ رضى الله تعالى عنه، فصلى عليه ثُمَّ أدْخَلَهُ الْقَبَرَ من قِبَلِ رجلِ الْقَبرِوقال: هذا مِنَ السُّنَّةِ. رواه أبوداود والطَّبْرانِيُّ والبيهقى وقال: إسنادُهُ صحيحٌ.

৮০২। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হারিস ওসিয়্যাত করে গেছেন আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রাযি. যেন তার জানাযার নামায পড়ান। সুতরাং তিনি নামায পড়ালেন অতপর কবরের পায়ের (পিছনের) দিক থেকে ঢুকালেন এবং বললেন, এটা হচ্ছে সুন্নাত। *(সুনানে আবু দাউদ)* বায়হাকি বলেন, এর সনদ সহিহ।

٨٠٣. عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا وَضَعَ الْمَيتَ فِي الْقَبَرِ قال: بسم الله وعلى ملة رسولِ الله. رواه أبوداود وآخرون، وصَحَّحَهُ ابنُ حبان.

৮০৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতব্যক্তিকে যখন কবরে রাখতেন তখন বলতেন, بسم الله و على سنة رسول الله "আমি আল্লাহর নামে এবং

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সুন্নাত-তরিকা অনুযায়ী (এই মাইয়্যিতকে কবরে রাখছি)। *(সুনানে আবু দাউদ)* ইবনে হিব্বান হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

٨٠٤. عن عامربن سعد بنِ أبِى وقاصٍ: أنَّ سعدَ بن أبِى وَقَّاصٍ رضى الله تعالى عنه قال فِى مرضه الذي هلكَ فيه: الْحَدُوا لِى لَحْدًا، وانْصبوا عَلَىَّ اللَّبِنَ نصبًا،كما صُنِعَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلمٌ.

৮০৪। আমির বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত যে, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রায. তাঁর মৃত্যুপূর্ব অসুস্থতার অবস্থায় বলেন, তোমরা আমার জন্যে (বগলি) কবর খনন করবে এবং কাঁচা ইট ঠিকমতো বসাবে, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে করা হয়েছে। *(সহিহ মুসলিম)*

٨٠٥. عن سفيان التمار رضى الله تعالى عنه: أَنَّهُ رأى قَبْرَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا. رواه البخاري.

৮০৫। হযরত সুফয়ান আত তাম্মার রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর কুঁজো দেখছেন। *(সহিহ বুখারি)*

সনদ পর্যালোচনা: হযরত সুফয়ান আত তাম্মার রাহ.। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তিনি হচ্ছেন সুফয়ান ইবনে দিনার আল উসফুরি আল কুফি। তিনি আকাবিরে তাবিয়ির মধ্য থেকে একজন। তিনি সাহাবিদের যুগ পেয়েছেন; তবে কোনো সাহাবি থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণিত নয়।

٨٠٦. عن أَبِى هريرة رضى الله تعالى عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى جنازةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيتِ فَحَثَى عليه من قِبَلِ رأسِه ثلاثاً. رواه ابن ماجة وابن أَبِى داود وصَحَّحَهُ.

৮০৬। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন, অতপর তার মাথার দিকে তিনবার মাটি ঢাললেন। *(সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)* এর সনদ সহিহ।

٨٠٧. عن القاسم قال: دَخَلْتُ على عائشةَ رضى الله تعالى عنها فقلتُ: ياأُمَّهْ اكْشِفِى لِى عَنْ قَبْرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وصاحِبَيْه رضى الله تعالى عنهما، فَكَشَفَتْ لِى عن ثلاثة قبورٍ لامُشْرِفة ولالاطئة مبطوحة ببطحاءَ العرصة الْحَمْراء. رواه أبوداود وآخرونَ، وفِى إسناده مستورٌ.

৮০৭। কাসিম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা রাযি.র নিকট প্রবেশ করে বললাম, মা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীদ্বয়ের কবর আমাকে খুলে দেখান। তখন তিনি আমাকে তিনটি কবর কুলে দেখালেন যেগুলো না খুব উঁচু ছিল আর না একেবারে সমতল ছিল, বরং আরসায়ে হামরার উপত্যকার ন্যায় কিছুটা টান টান করে রাখা ছিল। *(সুনানে আবু দাউদ)* এ সনদে একজন মাসতুর (অজ্ঞাত) রাবি রয়েছেন।

٨٠٨. عن جعفر بن مُحَمَّدٍ عن أبيه: أنَّ الرشَّ على القبْرِ كانَ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصورٍ، والبيهقي، وإسنادُهُ مرسلٌ قَوِيٌّ.

৮০৮। জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, কবরের ওপর পানি ছিটানো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও ছিল। *(আস সুনানুল কুবরা; বাইহাকি)* সনদের বিচারে এটি একটি শক্তিশালী মুরসাল হাদিস।

٨٠٩. وعنه عن أبيه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَشَّ على قَبْرِ ابنهِ إبراهيمَ ووَضَعَ عليه حَصًا. رواه الشافعي، وإسنادُهُ مرسلٌ جَيِّدٌ.

৮০৯। একই সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইবরাহিমের কবরের ওপর পানি ঢেলেছেন এবং তার ওপর কিছু পাথর রেখেছেন। *(মুসনাদে ইমাম শাফিয়ি)* সনদের বিচারে এটি একটি জায়্যিদ (ভালো তথা বিশুদ্ধ) মুরসাল হাদিস।

٨١٠. وعنه عن أبيه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَشَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءَ ووَضَعَ عليه حصًا من حصباء العرصة، ورَفَعَ قَبْرَهُ قَدْرَ شِبْرٍ. رواه البيهقي، وهومُرْسَلٌ.

৮১০। একই সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরের ওপর পানি ঢেলে আরসার কিছু পাথর রাখলেন এবং কবরকে এক বিঘত পরিমাণ উঁচুঁ করলেন। *(আস সুনানুল কুবরা; বাইহাকি)* মুরসাল হাদিস।

٨١١. عن جابرٍ رضى الله تعالى عنه قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وأنْ يُقْعَدَ عليه، وأنْ يُبْنَى عليه. رواه مسلمٌ.

৮১১। হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করা থেকে, তার ওপর বসা থেকে এবং তার ওপর ঘর নির্মাণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। *(সহিহ মুসলিম)*

٨١٢. وعن عثمانَ بنِ عفان رضى الله تعالى عنه قال: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا فَرَغَ من دَفْنِ الْمَيتِ وَقَفَ عليه فقال: استغفروا لأخيكم، وسَلُوا له التثبيتَ فإنه الآن يُسْأَلُ. رواه أبوداود، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

৮১২। হযরত উসমান বিন আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তির দাফন থেকে ফারিগ হয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে বণতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার অবিচলতা প্রার্থনা করো; কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে। *(সুনানে আবু দাউদ)* হাকিম হাদিসটি সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন।

٢٦٩– باب قراءة القرآن للميت والاستغفار له

অধ্যায়-২৬৯ : মৃত ব্যক্তির জন্যে কুরআন তিলাওয়াত এবং তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা

٨١٣. عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: قال لي أَبِي اللجلاج أبو خالد: يابُنَيَّ إذا متُّ فالْحَدْ لِي، فإذا وَضَعْتَنِي فِي لِحْدِي فقلْ: بسم الله وعلى ملة رسولِ الله، ثُمَّ سُنَّ عَلَيَّ التراب، ثُمَّ اقْرَأ عِنْدَ رأسِي بفاتحَةِ الكتابِ وخاتِمَتَها، فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه الطبراني فِي (الْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ) وإسنادُهُ صحيحٌ.

৮১৩। আবদুর রাহমান ইবনুল আলা ইবনুল লাজলাজ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমার পিতা আবু খালিদ আল লাজলাজ আমাকে বললেন, হে আমার ছেলে! আমি যখন মারা যাব তখন তুমি আমার জন্যে (বগলি) কবর খনন করবে। আর যখন আমাকে কবরে রেখে দিবে তখন বলবে, بسم الله و على ملة رسول الله. অতপর আমার ওপর মাটি ঢালবে। তারপর আমার মাথার নিকট কুরআনের প্রথম ও শেষ সূরা তিলাওয়াত করবে; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি একথা বলতে শুনেছি। *(তাবারানি)* এর সনদ সহিহ।

٨١٤. عن أَبِي أسيد الساعدي رضى الله تعالى عنه قال: بينا نَحْنُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجلٌ من بَنِى سلمةَ فقال: يارسولَ الله! هل بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَئٌ أَبَرُّهُما به بَعْدَ موتِهما ؟ قال: الصلاة عليهما، والاستغفار لَهُما، وإنفاذُ عهدِهِما من بعدِهما، وصلةِ الرحم الَّتِي لاتوصلُ إلابِهِما، وإكرامُ صديقهما. رواه أبوداود وابن ماجة.

৮১৪। হযরত আবু উসাইদ আস সায়িদি রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলাম ইতোমধ্যে বনু সালামার জনৈক ব্যক্তি এসে বললেন, আল্লাহ রাসূল! আমার পিতা-মাতার এমন কোনো সদ্ব্যবহার অবশিষ্ট আছে যা আমি তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের সঙ্গে করতে পারি? তিনি বললেন, তাঁদের জন্যে দুআ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাঁদের পরে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা, তাঁদের কারণেই যে সকল আত্মীয়তা সেগুলোর বন্ধন অটুট রাখা এবং তাঁদের বন্ধুদের সম্মান করা। *(সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

সাহাবি পরিচিতি : হযরত আবু উসাইদ আস সায়িদি রাযি.। আবু উসাইদ ইবনে মালিক ইবনে রাবিআ আল আনসারি। উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধ। বদরসহ বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। ৭৮ বছর বয়সে ৬০ হিজরিতে অন্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। বদরি সাহাবিদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ ইন্তিকাল করেন।

٨١٥. عن عائشة قالتْ: إنَّ رَجُلاً قال للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أُمِّي افتلتتْ نفسُها وأظُنُّها لوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فهل لَها أجرٌ إنْ تصدقتُ عنها ؟ قال: نعم، متفق عليه.

৮১৫। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমার মা ... মারা গেছেন। আমার ধারণা তিনি যদি কথা বলতেন তাহলে সাদাকা করে যেতেন। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাদাকা দিই তবে তিনি কি এর সওয়াব পাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। *(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)*

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: -----------

٢٧٠- باب زيارة القبورِ

অধ্যায়-২৭০ : কবর যিয়ারাত

٨١٦. عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عن زيارَةِ القبورِ فَزُورُوها. رواه مسلمٌ.

৮১৬। বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করতাম, তবে এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পারবে। *(সহিহ মুসলিম)*

٨١٧. عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالتْ: كيف أقولُ يارسولَ الله ؟ قال: قولِى السلامُ على أهلِ الديارِ من الْمُؤْمِنِيْنَ والْمُسْلِمِيْنَ، ويَرْحَمُ الله الْمُسْتَقْدِمِيْنَ والْمُسْتَأخِرِيْنَ، وإنَّا إنْ شاءَ الله بكم لَلاَحِقُونَ. رواه مسلمٌ.

৮১৭। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি কীভাবে বলব আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, বলবে: শান্তি বর্ষিত হোক মুসলিম ও মু'মিন জনপদবাসীর ওপর, আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার ওপর রহম করুন। আর আমরাও আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ। *(সহিহ মুসলিম)*

٨١٨. عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ إذا خرجُوا إلى الْمَقابِرِ أنْ يقول قائِلُهُمْ: السلامُ عليكم أهْلَ الديارِ من الْمُؤْمِنِيْنَ والْمُسْلِمِيْنَ، وإنَّا إنْ شاءَ اللهُ بكم للاحِقُونَ، نَسْأَلُ الله لنا ولكم العافية. رواه أحمدُ ومسلمٌ وابن ماجة.

৮১৮। হযরত বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, তারা যখন কবর যিয়ারতে যাবে তখন বলবে, আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুসলিম ও মু'মিন জনপদবাসী! ইনশাআল্লাহ আমরাও আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো। আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের ও আপনাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। *(সহিহ মুসলিম)*

٢٧١– بابٌ: فِي زِيارةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

অধ্যায়- ২৭১ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারাত করা

٨١٩. عن ابن عمرَ رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ زارَ قَبْرِي وَجَبَتْ له شَفاعَتِي. رواه ابنُ خُزَيْمَةَ فِي (صحيحه) والدارقطني والبيهقى وآخرون، وإسنادُهُ حسنٌ.

৮১৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্যে আমার শাফাআত জরুরি হয়ে গেল। *(সহিহ ইবনে খুযায়মা, সুনানে দারাকুতনি, আস সুনানুল কুবরা; বাইহাকি)* এর সনদ হাসান।

সনদ পর্যালোচনা: এ

٨٢٠. عن أبِي الدرداءِ رضى الله تعالى عنه قال: إنَّ بلالاً رأى فِي منامِهِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ماهذه الْجفوةُ يابلال ؟ أما آنَ لكَ أنْ تَزُورَنِي يابلال ؟ فانْتَبَهَ حَزِينًا وجلا خائفًا، فَرَكِبَ راحِلَتَهُ، وقَصَدَ الْمَدِينةَ، فأتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَبْكِي عنده، ويُمَرِّغُ وَجْهَهُ عليه، فأقْبَلَ الْحَسَنُ والْحُسَيْنُ رضى الله تعالى عنهما، فَجَعَلَ يَضُمُّهما ويُقَبِّلُهما، فقالا له: نَشْتَهِي أنْ نسمعَ أذانَكَ كنتَ تُؤَذِّنُ به لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، ففعلَ، فَعَلاَ سَطْحَ الْمَسْجِدِ، فَوَقَفَ موقِفَهُ الذي يَقِفُ فيه، فلمَّا أنْ قال: الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ ارْتَجَّتِ الْمَدِينةُ، فلما أنْ قال: أَشْهَدُ أنْ لاإله إلا الله، ازْدادتْ رَجَّتُها، فلما أنْ قال: أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رسولُ الله، خَرَجَتِ العواتِقُ مِنْ خُدُورِهِنَّ، وقالوا: أبُعِثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فما رأى يومًا أكْثَرَ باكياً ولاباكيةً بالْمَدِينةِ بَعْدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليومِ. رواه ابن عساكر، وقال التقى السبكى: إسْنادُهُ جَيِّدٌ.

৮২০। হযরত আবুদ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত বিলাল রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি তাঁকে বললেন, এ কেমন রূঢ়তা হে বিলাল! এখনো কি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হয়নি তোমার হে বিলাল?! তিন চিন্তিত, ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে ঘুম জাগলেন, এবং স্বীয় বাহনজন্তুর ওপর আরোহণ করে মদিনার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজ চেহারা মাটিযুক্ত করতে থাকলেন। ইতোমধ্যে হাসান ও হুসাইন রাযি. তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন আর তিনি তাঁদেরকে টেনে নিয়ে চুমা দিতে শুরু করলেন। তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে মসজিদে নববিতে আপনি যে আযান দিতেন সেই আযান আমরা শুনতে চাচ্ছি। তিনি তা-ই করলেন। মসজিদের ছাদে উঠে সেই স্থানে দাঁড়ালেন যেখানে তিনি পূর্বে দাঁড়াতেন। যখন তিনি "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার" উচ্চারণ করলেন তখন মদিনা প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। আর যখন "আশহাদু আল্লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তখন কম্পন আরো বেড়ে গেল। যখন "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বললেন তখন কুমারী মহিলারাও তাদের তাঁবু থেকে এল। আর লোকজন বলতে লাগলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুণর্জীবিত হয়ে গেলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে ওই দিনের চেয়ে বেশি ক্রন্দনকারী নারী-পুরুষ কেউ দেখেনি। *(ইবনে আসাকির)* তাকিউদ্দিন আস সুবকি রাহ. বলেন, এটার সনদ ভালো তথা বিশুদ্ধ।

সনদ পর্যালোচনা: এ ঘটনাটি আমাদের এতদঞ্চলে বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাকিউদ্দিন সুবকি রাহ. এ হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ বললেও অনেক নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ঘটনাটি ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন। হাফিয যাহাবি রাহ. (৭৪৮ হি.) বলেন, إسناده لين، و هو منكر. (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/২৫৮) হাফিয ইবনে হাজার রাহ. (৮৫২ হি.) বলেন, و هي قصة بينة الوضع(লিসানুল মিযান, ২/১০৮) আল্লামা সুয়ূতি রাহ. (৯১১ হি.) লিখেন, لا أصل لها، و هي بينة الوضع (দেখুন: আল মাসনু' ফি মা'রিফাতিল হাদিসিল মাওযু', পৃ. ২৫৭-২৫৮) মূলগ্রন্থের টিকায়ও এ ব্যাপারে কিছু কথা পেশ করা হয়েছে, তাও দেখে নিন।

গ্রন্থপঞ্জি [৪]

- আল কুরআনুল কারিম
- সিহাহ সিত্তাহ এবং অন্যান্য হাদিসগ্রন্থ
- আল আজওইবাতুল ফাযিলা; আবদুল হাই লাখনবি, টীকা: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়্যা, আলেপ্পো, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ২০০৫ঈ.
- আহসানুল কালাম; সরফরায খান সফদর, মাকতাবায়ে ইলমিয়্যা, সাহারানপুর, ভারত
- আহকামুদ দাআওয়াতিল মুরাওয়াজা ফি হাযিহিল আযমিনাতিল মুতাআখখিরা; মুফতি ফয়যুল্লাহ,
- আল আযকার; নববি, দারুল কলম আল আরাবি, ১ম সংস্করণ ২০০২ঈ.
- ইরওয়াউল গালিল ফি তাখরিজি আহাদিসি মানারিস সাবিল; নাসিরুদ্দিন আলবানি, আল মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১৪০৫হি.
- আল ইসতিযকার; ইবনে আবদুল বার,
- ইসআফুল মুবাত্তা বিরিজালিল মুআত্তা; জালালুদ্দিন সুয়ূতি, নূর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি থেকে প্রকাশিত মুআত্তা মালিকের সঙ্গে যুক্ত
- ই'লামুল মুয়াক্কিয়িন; ইবনুল কায়্যিম, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত
- আল ইলমা'; কাযি আয়ায,
- আল ইনতিকা ফি ফাযায়িলিল আইম্মাতিস সালাসাতিল ফুকাহা; ইবনে আবদুল বার, মাকতাবায়ে গাফুরিয়া, করাচি
- আওজাযুল মাসালিক ইলা মুআত্তা মালিক; শায়খুল হাদিস যাকারিয়্যা, দারুল কলম, দামেশক, ১ম সংস্করণ ১৪২৪হি. - ২০০৩ঈ.
- বাদায়িউল ফাওয়াইদ, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত
- বাযলুল মাজহুদ ফি হাল্লি সুনানি আবি দাউদ; খলিল আহমদ সাহারানপুরি,
- বাসতুল ইয়াদাইন লিনাইলিল ফারকাদাইন; আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি, আল মাজলিসুল ইলমি, ডাবেল, ভারত, ১৩৫০হি.
- তুহফাতুল আহওয়াযি শারহু জামিয়িত তিরমিযি; আবদুর রাহমান মুবারকপুরি, বাইতুল আফকার আদ দাওলিয়্যাহ, রিয়াদ,
- তাফসিরে ইবনে কাসির; ঈমাদুদ্দিন ইবনে কাসির,
- আত তানকিহুয যারুরি; -----

[৪] এখানে ওই সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো থেকে সরাসরি কোনো তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও আরো কিছু গ্রন্থ দেখার সুযোগ হয়েছে; সবগুলোর নাম উল্লেখ করা যায়নি এবং সিহাহ সিত্তাহ কিংবা ওই পর্যায়ের গ্রন্থগুলোর নামও উল্লেখ করা হয়নি।

- রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমিন; ইবনে তাইমিয়া, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যাহ, আলেপ্পো, ১ম সংস্করণ ১৪১৭হি. - ১৯৯৬ঈ.
- আর রিসালাতুল মুসতাতরাফা, দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়্যাহ, আলেপ্পো, ৫ম সংস্করণ ১৯৯৩ঈ.
- রাফউল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আ'লাম; ইবনে তাইমিয়া,
- আর রূহ; ইবনুল কায়্যিম, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণঃ ১৪০২হি.
- যাদুল মাআদ, মাকতাবাতুল ঈমান, মিসর ১৪২০ হি.
- সুবুলুস সালাম; আমির ইয়ামানি, দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ৪র্থ সংস্করণঃ ১৩৭৯ হি.
- সিলসিলাতুল আহাদিসসিস সাহীহা; আলবানি,
- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা; যাহাবি;মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ৭ম সংস্করণ ১৪১০হি.
- শারহু মুসলিম; নাওয়াওয়ি, দারুল আকিদাহ,
- সাফাহাত মিন সাবরিল উলামা আলা শাদায়িদিল ইলমি ওয়াত তাহসিল; শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়্যা, আলেপ্পো, ৭ম সংস্করণ ১৪২৪হি. - ২০০৩ঈ.
- উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনিফা; মুরতাযা যাবিদি, এইচ এম সাঈদ কোম্পানী, করাচি
- ফাতহুল আল্লাম শারহু বুলুগিল মারাম; নওয়াব সিদ্দিক হাসান, বুলাক-মিসর, ১ম সংস্করণ ১৩০২ হি.
- ফাতহুল কাদির; ইবনুল হুমাম, মাকতাবায়ে রশিদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান
- ফিকহুস সুন্নাহ; সায়্যিদ সাবিক, দারুল ফিকর বৈরুত, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৩ হি.
- ফায়যুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি; আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি, রাবক্ষানি বুক ডিপো, দিল্লি
- কিতাবুল উম্ম; ইমাম শাফিয়ি,
- কারওয়ানে যিন্দেগি; আবুল হাসান আলি নাদাবি,
- লিসানুল মিযান; ইবনে হাজার, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪১৫হি.
- মাজালিসে আবরার; সংকলনঃ হাকিম আখতার রাহ.,
- আল মাজমু শারহুল মুহাযযাব; ইমাম নববি,
- মাজমাউয যাওয়াইদ; নূরুদ্দিন হায়সামি,
- মাজমুউল ফাতাওয়া; ইবনে তাইমিয়া, মরক্কো
- আল মুহাল্লা; ইবনে হাযম, দারুল ফিকর, বৈরুত
- আল মাদখাল ইলা উলুমিল হাদিস; আবদুল মালেক, মারকাযুদ দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকা, ২য় সংস্করণ ১৪২৮হি. ২০০৭ঈ.
- আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, -----
- মিরকাতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতিল মাসাবিহ; মোল্লা আলি কারি,
- আল মাসনু' ফি মা'রিফাতিল হাদিসিল মাওযু'; মোল্লা আলি কারি,
- মাআরিফুস সুনান শারহু সুনানিত তিরমিযি; ইউসুফ বানূরি, এইচ এম সাঈদ কোম্পানী, করাচি, ২য় সংস্করণ ১৩৯৮হি.
- আল মুগনি; ইবনে কুদামা,

۞ মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ; ইবনুস সালাহ,
۞ আল মাকাসিদুল হাসানা; আবদুর রাহমান সাখাওয়ি,
۞ মাকালাতুল কাউসারি; যাহিদ কাউসারি, দারুস সালাম, কায়রো, মিসর, ৩য় সংস্করণ ২০০৯ঈ.
۞ মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা; যাহাবি, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি
۞ আল মাওযূআতুল কুবরা; আলি কারি, কদিমি কুতুবখানা, করাচি
۞ নাসবুর রায়া; জামালুদ্দিন যায়লায়ি, আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৯৩হি.
۞ নুখাবুল আফকার; বদরুদ্দিন আইনি, কদিমি কুতুবখানা, করাচি,
۞ নায়লুল আওতার; শাওকানি, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ১ম সংস্করণ ১৪২৪ হি.

লেখকের প্রকাশিত দুটি বই-

* হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রাহ.
* ইজতিহাদ ও ইমাম আবূ হানীফা রাহ.
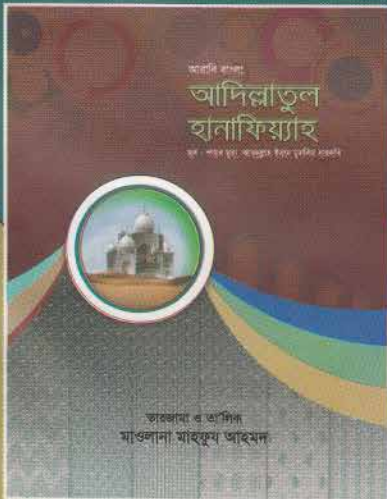
প্রকাশনায়

নিউ মাদানিয়া কুতুবখানা

৭/২, হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

ফোন : ৭২৫১০৩ মোবা: ০১৭১২ ২৭৫২১৯